গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

(সর্বশেষ সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৫)

সূচিপত্র

ক্রঃনং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় ১ : সূচনা		
১.১	পটভূমি	১
১.২	সংজ্ঞাসমূহ	৩
অধ্যায় ২ : জাতীয় নীতি ও সমন্বয়		
২.১	**রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক**	৬
২.১.১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন	৬
২.১.২	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি	৬
২.১.৩	জাতীয় দুর্যোগ ব্যস্থাপনা পরিকল্পনা	৬
২.১.৪	দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী	৭
২.১.৫	সরকারের সব পর্যায়ের মধ্যে গাইডলাইন (বেষ্ট প্র্যাক্টিস মডেল)	৭
২.২	**নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয়ের জন্য জাতীয় কৌশল (ন্যাশনাল মেকানিজম ফর পলিসি গাইডেন্স অ্যাণ্ড কোঅর্ডিনেশন)**	৭
২.২.১	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)	৭
২.২.২	আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির (IMDMCC) সদস্যবৃন্দ	৯
২.২.৩	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি	১২
২.২.৪	ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতা কমিটি	১৪
২.২.৫	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফর্ম (NPDRR)	১৬
২.২.৬	জাতীয় দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপ	১৭
২.২.৭	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি নীতিমালা সম্পর্কিত কমিটি	২০
২.২.৮	সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ড (সিপিপিআইবি)	২১
২.২.৯	বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি	২২
২.২.১০	ফোকাল পয়েন্ট অপারেশনাল কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ সম্পর্কিত কমিটি	২৩
২.২.১১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এনজিওগুলোর সমন্বয় কমিটি	২৫
২.২.১২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা টাস্কফোর্স	২৬
২.৩	**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়ক ভূমিকা**	২৭
অধ্যায় ৩ : স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়		
৩.১	**সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিসিডিএমসি)**	২৮
৩.২	**জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি**	৩৩
৩.৩	**উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ**	৩৮
৩.৪	**পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি**	৪৩
৩.৫	**ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি**	৪৭
৩.৬	**স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপ (LDRCG)**	৫২
৩.৬.১	সিটি করপোরেশন দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপ (CCDRCG)	৫২
৩.৬.২	জেলা দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপ (DDRCG)	৫৩

ক্রঃনং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩.৬.৩	উপজেলা দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপ	৫৪
৩.৬.৪	পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপ (PGRCG)	৫৫
৩.৭	**স্থানীয় পর্যায়ে বহু পাক্ষিক দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি**	৫৬
অধ্যায় ৪:	**ভূমিকা ও দায়িত্ব**	
৪.১	**সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি owned/নিয়ন্ত্রনাধীন করপোরেশনগুলোর অনুসরণীয় সাধারণ নিয়মাবলি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো:**	৫৮
৪.২	**সুনির্দিষ্ট নিয়ম এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো**	৫৯
৪.২.১	**প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়**	৫৯
৪.২.১.১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৬০
৪.২.১.২	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (AFD)	৬০
৪.২.১.২.১	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	৬৩
৪.২.১.২.২	বাংলাদেশ নৌবাহিনী	৬৫
৪.২.১.২.৩	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	৬৫
৪.২.১.৩	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৬৭
৪.২.২	**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়**	৬৭
৪.২.২.১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর দায়িত্বাবলি:	৭০
৪.২.২.২	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৭১
৪.২.২.৩ ও ৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)	৭৪
৪.২.২.৪	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর (DRR) বিলুপ্ত	৭৪
৪.২.২.৪.১	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন (DRR) কর্মকর্তাদের দায়িত্ব	৭৫
৪.২.২.৫	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP)	৭৭
৪.২.২.৫.২	মাঠ পর্যায়ে সিপিপি	৭৮
৪.২.২.৬	খাদ্য অধিদপ্তর (মহাপরিচালক, খাদ্য)	৮১
৪.২.২.৬.১	খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস	৮১
৪.২.৩	**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	৮২
৪.২.৩.১	বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)	৮৪
৪.২.৩.২	বাংলাদেশ পুলিশ	৮৬
৪.২.৩.৩	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর	৮৮
৪.২.৩.৪	ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD)	৯০
৪.২.৩.৫	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	৯২
৪.২.৪	**প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়**	**৯২**
৪.২.৪.১	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD)	৯৫
৪.২.৪.২	বাংলাদেশ স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশান	৯৬
৪.২.৫	**পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়**	**৯৭**
৪.২.৫.১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB)	৯৮
৪.২. ৫.২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীর (ঘূর্ণিঝড় সংশ্লিষ্ট) মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো	৯৯

ক্রঃনং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪.২.৫.৩	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বন্যা সম্পর্কিত কার্যক্রম)	১০০
৪.২.৫.৩.১	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্ক কেন্দ্র (FFWC)	১০৩
৪.২.৫.৪	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীর (বন্যা সংশ্লিষ্ট) মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো	১০৩
৪.২.৬	**কৃষি মন্ত্রণালয়**	**১০৫**
৪.২.৬.১	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১০৭
৪.২.৬.১.১	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো	১০৮
৪.২.৬.১.২	কৃষি তথ্য সেবা কেন্দ্র (AIS)	১০৯
৪.২.৬.১.৩	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (BADC)	১০৯
৪.২.৭	**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**	**১১০**
৪.২.৭.১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (DLS)	১১২
৪.২.৭.১.১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো	১১৩
৪.২.৭.২	মৎস্য অধিদপ্তর (DOF)	১১৫
৪.২.৭.২.১	মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো	১১৬
৪.২.৮	**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**	**১১৭**
৪.২.৮.১	স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর	১১৯
৪.২.৮.১.১	স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস	১২১
৪.২.৯	**পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়**	**১২৩**
৪.২.৯.১	বন অধিদপ্তর	১২৪
৪.২.৯.২	পরিবেশ অধিদপ্তর	১২৫
৪.২.১০	**তথ্য মন্ত্রণালয়**	**১২৫**
৪.২.১০.১	বাংলাদেশ বেতার (রেডিও বাংলাদেশ)	১২৭
৪.২.১০.২	বাংলাদেশ টেলিভিশন	১২৯
৪.২.১০.৩	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	১৩০
৪.২.১০.৪	তথ্য অধিদপ্তর (PID)	১৩১
৪.২.১০.৫	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	১৩১
৪.২.১১	**ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়**	**১৩১**
৪.২.১১.১	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)	১৩৩
৪.২.১১.২	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (BTCL)	১৩৩
৪.২.১১.৩	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	১৩৩
৪.২.১২	**স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**	**১৩৪**
৪.২.১২.১	স্থানীয় সরকার বিভাগ (LGD)	১৩৫
৪.২.১২.২	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)	১৩৭
৪.২.১২.৩	পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ডসহ)	১৩৮
৪.২.১২.৪	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৩৯
৪.২.১২.৫	ঢাকা ওয়াসা	১৪০
৪.২.১৩	**গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়**	**১৪১**
৪.২.১৩.১	গণপূর্ত অধিদপ্তর	১৪২
৪.২.১৩.২	নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, আরডিএ এবং এনএইচএ)	১৪৪

ক্রঃনং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪.২.১৪	**জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়**	১৪৫
৪.২.১৫	**অর্থ মন্ত্রণালয়**	১৪৫
	৪.২.১৫.১ অর্থ বিভাগ	১৪৭
	৪.২.১৫.২ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৪৭
	৪.২.১৫.৩ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)	১৪৮
৪.২.১৬	**পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়**	১৪৮
	৪.২.১৬.১ পরিকল্পনা কমিশন	১৪৯
৪.২.১৭	**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MWCA)**	১৫০
	৪.২.১৭.১ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১৫১
৪.২.১৮	**আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	১৫১
৪.২.১৯	**সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়**	১৫১
	৪.২.১৯.১ সমাজসেবা অধিদপ্তর	১৫৩
৪.২.২০	**নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়**	১৫৩
	৪.২.২০.১ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (BIWTC)	১৫৫
	৪.২.২০.২ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA)	১৫৬
	৪.২.২০.৩ নৌপরিবহন অধিদপ্তর	১৫৮
	৪.২.২০.৪ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	১৫৮
	৪.২.২০.৫ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	১৫৮
৪.২.২১	**যোগাযোগ মন্ত্রণালয়**	১৫৯
	৪.২.২১.১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	১৫৯
	৪.২.২১.২ বাংলাদেশ রেলওয়ে	১৬০
	৪.২.২১.৩ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	১৬১
	৪.২.২১.৪ সড়ক ও জনপথ বিভাগ	১৬২
	৪.২.২১.৫ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন	১৬৩
৪.২.২২	**শিল্প মন্ত্রণালয়**	১৬৩
৪.২.২৩	**শিক্ষা মন্ত্রণালয়**	১৬৪
৪.২.২৪	**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**	১৬৬
	৪.২.২৪.১ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	১৬৭
৪.২.২৫	**পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	১৬৭
	৪.২.২৫.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১৬৮
৪.২.২৬	**বিজ্ঞান ও তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়**	১৬৮
	৪.২.২৬.১ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	১৬৯
৪.২.২৭	**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়**	১৬৯
	৪.২.২৭.১. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	১৭০
৪.২.২৮	**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	১৭০
৪.২.২৯	**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	১৭১
৪.২.৩০	**বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়**	১৭১
	৪.২.৩০.১ বাংলাদেশের বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১৭৩

ক্রঃনং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪.২.৩১	**ভূমি মন্ত্রণালয়**	১৭৩
৪.২.৩২	**পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	১৭৪
৪.২.৩৩	**বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়**	১৭৫
৪.২.৩৪	**বাণিজ্য মন্ত্রণালয়**	১৭৬
৪.২.৩৫	**বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়**	১৭৬
	৪.২.৩৫.১ পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৭৮
	৪.২.৩৫.২ বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক জরিপ (GSB)	১৭৯
	৪.২.৩৫.৩ বিস্ফোরক বিভাগ	১৮০
৪.২.৩৬	**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**	১৮১
৪.২.৩৭	**মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	১৮২
৪.২.৩৮	**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**	১৮২
৪.২.৩৯	**অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরসমূহ**	১৮২
অধ্যায় ৫ : মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং মানবতাবাদী সংগঠন সমূহের দায়িত্ব		১৮৩
৫.১	বিভাগীয় কমিশনার	১৮৩
৫.২	জেলা প্রশাসক	১৮৫
৫.৩	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১৮৮
৫.৪	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	১৯১
৫.৫	ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দায়িত্বসমূহ	১৯৩
৫.৬	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	১৯৫
৫.৭	অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)	১৯৭

পরিশিষ্ট সমুহ

পরিশিষ্ট ০১	বিএমডি কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ধরনের বিশেষ আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার	১৯৯
পরিশিষ্ট ০২	জরুরি ত্রাণ শিবির গঠন ও পরিচালনা	২০৪
পরিশিষ্ট ০৩	মাল্টি-এজেন্সি দুর্যোগ ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	২০৫
পরিশিষ্ট ০৪	জরুরি ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ	২০৮
পরিশিষ্ট ০৫	ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণি বিভাজন	২০৯
পরিশিষ্ট০৬	সমদ্র ও নদী বন্দরের জন্য হুঁশিয়ারি সংকেতসমূহ	২১১
পরিশিষ্ট ০৭	ঘূর্ণিঝড় সতর্ককরণ পতাকা উত্তোলনের প্রণালী	২১৪
পরিশিষ্ট ০৮	বন্যা ও বন্যার কারণ	২১৫
পরিশিষ্ট ০৯	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইউডিএমপি)	২১৬
পরিশিষ্ট১০	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইউজেডডিএমপি)	২১৭
পরিশিষ্ট ১১	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ডিডিএমপি)	২১৮
পরিশিষ্ট১২	পৌরসভা/সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	২১৯
পরিশিষ্ট১৩	এসওএস ফরম: আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা	২২০
পরিশিষ্ট ১৪	ডি ফরম: লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের ফরম	২২১
পরিশিষ্ট ১৫	বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমূখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা	২২৭
পরিশিষ্ট ১৫-ক	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১	২৩০
পরিশিষ্ট১৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষকগণকে থানা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পর্যবেক্ষক হিসেবে ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য হিসেবে কো-অপটকরণ প্রসঙ্গে	২৪৩
পরিশিষ্ঠ১৭	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অধিকতর সুষ্ঠু সমন্বয় সম্পর্কিত	২৪৪
পরিশিষ্ঠ১৭(ক)	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের তথ্যবলি	২৪৭
পরিশিষ্ট ১৭(খ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহের বিবরণ	২৪৮
পরিশিষ্ট ১৭(গ)	বিষয়: ত্রাণ ও পুনর্বাসন সামগ্রীর বিতরণ	২৪৯
পরিশিষ্ট১৮	দুর্যোগ সম্পর্কিত স্থায়ী আদেশাবলী প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে	২৫০
পরিশিষ্ট ১৯	সুনামি ঝুঁকি প্রশমন সম্পর্কিত ভূমিকা ও দায়িত্ব	২৫১

অধ্যায় ১ : সূচনা

১.১ পটভূমি

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সকলে যাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সব পর্যায়ে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বুঝতে পারেন এবং তা সম্পাদনে সমর্থ হন। স্থায়ী আদেশাবলীতে প্রদত্ত দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থা নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করবে এবং নিজের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। দুর্যোগে সাড়া প্রদানে জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং মন্ত্রিপরিষদ কমিটি দুর্যোগ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় নিশ্চিত করবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পালন করবে। এই প্রক্রিয়া চলমান রাখার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সবাইকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান অনুসারে, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ভয়াবহতার মুখোমুখি হচ্ছে দেশটি। ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমি বৈশিষ্ট্য, অসংখ্য নদ-নদী, মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব ইত্যাদি দেশটিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে ভয়াবহভাবে বিপদাপন্ন করে রেখেছে। বাংলাদেশের উপকূলভাগের গঠনপ্রকৃতি (মরফোলজি) এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবকে বর্ধিত করে। বিশেষত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপকূলবাসীদের বিপদাপন্নতাকে আরও বাড়িয়ে দেয় এবং একইসঙ্গে এ অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শ্লথ করে দেয়। দেশটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে :

- নদ-নদী ও চ্যানেলের সুবিশাল নেটওয়ার্ক
- বিপুল পলিমাটিবাহী জলের বিশাল প্রবাহ
- চ্যানেলগুলোর মধ্যে অসংখ্য দ্বীপ
- অগভীর উত্তর বঙ্গোপসাগর ফানেলের মতো বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত
- প্রচণ্ড স্রোত, জোয়ার ভাটা ও বায়ুপ্রবাহ
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট আপদসমূহ যেমনঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, নদীভাঙন, অগ্নিকাণ্ড, অবকাঠামোগত ধ্বস, ভূগর্ভস্থ পানির অতিমাত্রায় আর্সেনিক, জলাবদ্ধতা, মাটির লবণাক্ততা, মহামারী এবং নানা ধরনের দূষণ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অবশ্য গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যাপক আকারে গড়ে উঠেছে। অতীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে ছিল শুধু ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম।

আর্ন্তজাতিকভাবে, জরুরি সাড়াপ্রদান (ত্রাণ ও পুনর্বাসন) বিষয়ে প্রচলিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের স্থলে অধিকতর সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত মডেল গ্রহণ করা হচ্ছে। এ মডেলে দুর্যোগ নিরূপণ ও প্রশমন, প্রস্তুতি, সমন্বিত সাড়াপ্রদানের চেষ্টা এবং উদ্ধার প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে পরিকল্পনা করা হয় এবং বিপদাপন্নতা হ্রাসে নিয়মিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলো নিয়মিত গৃহীত হয়।

২০০৫ সালের জানুয়ারিতে জাপানের কোবে শহরে অনুষ্ঠিত ‘দুর্যোগ হ্রাসে বিশ্ব সম্মেলন’-এর ফলাফল হল ‘হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন ২০০৫-২০১৫’ (এইচএফএ)। বিশ্বের সব দেশের প্রতি এই ফ্রেমওয়ার্ক নিচে উলেখিত বিষয়গুলোতে অঙ্গীকার করার আহবান জানায়:

- দুর্যোগের ঘটনাসমূহ এবং তীব্রতা হ্রাস করার জন্য টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত বহুমুখি আপদ কৌশল (মাল্টি হ্যাজার্ড অ্যাপ্রোচ) অনুসরণ করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকিকে আমাদের রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের কেন্দ্রবিন্দু এবং নীতিমালায় স্থান দেয়া।
- সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্ত করা ।
- ঝুঁকি মোকাবেলায় দুর্যোগপ্রবণ দেশসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

- দুর্যোগ প্রস্তুতিতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিনিয়োগ করা।
- ত্রাণ সহায়তা ও উন্নয়নের মধ্যে ব্যবধান কমানোর মাধ্যমে বিপদাপন্নতা হ্রাস করা।
- দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠায় সুশীল সমাজ এবং ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- রাজনৈতিক অঙ্গীকারকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ধরে আমাদের জানা ও আমাদের কাজের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা।
- এই ফ্রেমওয়ার্ক অব অ্যাকশন-এর দ্রুত থেকে দ্রুততর বাস্তবায়নের জন্য এ বিশ্ব সম্মেলনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা।

এইচএফএ-এর ফলোআপ কর্মসূচি হিসেবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ১৩তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে এর সদস্য দেশসমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর একটি সমন্বিত কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) অনুমোদন করে। এর শিরোনাম 'দক্ষিণ এশিয়ায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: ২০০৬-২০১৫ সময়ের একটি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক কর্মকাঠামো'। এ কাঠামোর কৌশলগত লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পেশাদারিত্ব আনা;
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচিকে মূলকাজ হিসেবে গ্রহণ করা বা মূলধারায় আনা;
- কমিউনিটিভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড শক্তিশালীকরণ;
- ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী; বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন ;
- সব ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা;
- জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থা জোরদার করা এবং
- সংশ্লিষ্ট জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং শক্তিশালী করা।

এইচএফএ এবং সার্ক কাঠামো (এসএফএ) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনপিডিএম), ২০১০-২০১৫ প্রণয়ন করেছে। এর উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে :

- দুর্যোগ ব্যবস্থা কর্মসূচির কৌশলগত দিকের সঙ্গে জাতীয় অগ্রাধিকার ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গীকারসমূহকে পাশাপাশি দাঁড় করানো।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করা (আর্টিকুলেট)।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা দিতে কৌশলগত দিক ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা।
- সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের সমন্বয়ে একটি সুসংগতিপূর্ণ ও সুসমন্বিত কর্মসূচি ভিত্তিক কাঠামো তৈরি করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদানের ক্ষেত্রে সব আপদ ও সব পর্যায়ে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে পারে এমন ব্যাপকভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এনজিও, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতসমূহ কী উপায়ে তাঁদের কাজের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ এবং সরকারের উদ্দেশ্য অর্জনে অবদান রাখতে পারে তা ব্যাখ্যা করা।

বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করতে এনপিডিএম সহজবোধ্য একটি মডেল প্রণয়ন করেছে। তিনটি মূল উপাদান বিশিষ্ট এ মডেলে এটা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সব কর্মসূচির কেন্দ্রে থাকবে ব্যাপকভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস সংস্কৃতি ।

এ মডেলের প্রথম উপাদানটি হচ্ছে, ঝুঁকি পরিস্থিতির সংজ্ঞা ও পুনঃসংজ্ঞা দেয়া। এটি প্রচলিত ও আনুষ্ঠানিক উভয় প্রকার ঝুঁকি বিশ্লেষণকে উৎসাহিত করে এবং এতে নিচে উলেখিত পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে :

- সামাজিক, রাজনৈতিক ও কমিউনিটি পরিবেশ উপলব্ধি করা (প্রেক্ষিত স্থাপন করা)
- সম্ভাব্য হুমকিগুলো কী তা নির্ধারণ করা (আপদ ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা)
- সম্ভাবনা ও পরিণতি অনুধাবণ (ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ করা)
- অগ্রাধিকার অনুসারে ঝুঁকিসমূহের শ্রেণিবিন্যাস (ঝুঁকি মূল্যায়ন করা)
- ঝুঁকি দূরীকরণ, হ্রাস অথবা মোকাবেলায় কী করা যেতে পারে (ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশলসমূহ চিহ্নিত করা)

এ মডেলের দ্বিতীয় উপাদান ঝুঁকি পরিস্থিতি মোকাবেলা করা। মডেলের এ উপাদানটি ঝুঁকি যাচাই প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে ঝুঁকিহ্রাস কৌশলসমূহ প্রণয়নে উৎসাহ জোগায় (কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি) এবং প্রতিরোধ, প্রস্তুতি, সাড়াপ্রদান এবং নিরাময় কর্মসূচি যে নানামুখি আপদকেন্দ্রিক (মাল্টি হ্যাজার্ড ফোকাসড) তা নিশ্চিত করে। উপাদানটি সাধারণ আপদ থেকে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকির দিকে অগ্রসর হয়। এটি জনগোষ্ঠীকে তাদের পরিবর্তিত ঝুঁকি পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও ভালভাবে বুঝতে সক্ষম করে তোলে এবং প্রোঅ্যাক্টিভ দুর্যোগ ঝুঁকি.হ্রাস কর্মপন্থার মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রুত ফিরে আসতে সহায়তা করে।

এ মডেলের তৃতীয় উপাদান হচ্ছে, আসন্ন বিপদ পরিস্থিতির (থ্রেট এনভায়রনমেন্ট) প্রতি সাড়াপ্রদান। এ উপাদান প্রকৃত ঝুঁকির পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দেয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদান প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে এবং ঝুঁকি পরিস্থিতির যথাযথ সংজ্ঞায়ন কিভাবে জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত সমূহকে প্রভাবিত করতে পারে তাও বুঝতে সাহায্য করে। সব আপদ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এবং সব ঝুঁকি দূর করা বা প্রশমন করাও যায় না। কখনও কখনও উদ্ভূত হুমকি বা সংঘটিত কোনো ঘটনার প্রতি সাড়াপ্রদান প্রয়োজন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে দরকার ঝুঁকি পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনায় সাড়াপ্রদান ও উদ্ধার ব্যবস্থা সমূহকে হুমকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে প্রয়োজন মতো সক্রিয় করা। এমন সাড়াপ্রদানের মধ্যে থাকতে পারে:

- সতর্কতার পর্যায় (সতর্কতা ও সচলকরণ)
- দুর্যোগ শুরুর ও দুর্যোগকালীন (অনসেট) পর্যায় (সাড়াদান) এবং
- দুর্যোগপরবর্তী পর্যায় (ত্রাণ, প্রাথমিক উদ্ধার ও পুনর্বাসন)

এ প্রেক্ষাপটে কাঙ্খিত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে দুর্যোগের উপর স্থায়ী আদেশাবলী সংশোধন করা হয়েছে যাতে সর্বস্তরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে এবং সম্পাদন করতে পারে। সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা ক্ষেত্রভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি.হ্রাসের সমন্বয় করবে, যেগুলোর জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রয়েছে, সেগুলোর নিজস্ব আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে , সে অনুসারে নিজ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবে।

১.২ সংজ্ঞাসমূহ

১.২.১ **অভিযোজন** হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল।

১.২.২ **সংস্থার নিয়ন্ত্রণ কক্ষ** যেখান থেকে কোনো একটি বিশেষ পরিস্থিতির জন্য কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদসমূহ নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও বন্টন করা হয়।

১.২.৩ **সংস্থার মাঠ কর্মকর্তা** মাঠ পর্যায়ে কোনো একটি এজেন্সির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা।

১.২.৪ **হুশিয়ারি ও সতর্কীকরণ** পর্যায় আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে হুশিয়ারি বা গণদুর্যোগ সতর্কবার্তা প্রচার এবং হুমকি দূরীভূত হওয়ার পর হুশিয়ারি বা সতর্কীকরণ তুলে নেয়ার পর্যায়। দুর্যোগের আঘাতের পূর্বের সতর্কীকরণ বা দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল এই পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত।

১.২.৫ **জলবায়ু পরিবর্তন** মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট জলবায়ুর পরিবর্তন যা বিশ্ব আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য পাল্টে দেয় এবং এতে নির্দিষ্ট সময়কালের স্বাভাবিক জলবায়ুর অস্থিরতাও (variability) পরিলক্ষিত হয়। গড় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে।

১.২.৬ **আদেশ** সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য সংস্থার সদস্য কর্তৃক দেয়া নির্দেশনা। আদেশ (command) সংস্থার উপর থেকে নিচের (vertically) দিকে কাজ করে। আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা আইন সভা দ্বারা অথবা কোনো সংস্থার সাথে চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।

১.২.৭ **সামাজিক উপাদান** ঝুঁকিপূর্ণ উপাদানের মধ্যে রয়েছে: অবকাঠামো, সেবাসমূহ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড যেমন: কৃষি, ব্যবসা ও সেবা বাণিজ্য, ধর্মীয় ও পেশাভিত্তিক সমিতি এবং জনগণ।

১.২.৮ **আপদকালীন পরিকল্পনা -** কোনো একটি সম্ভাব্য দুর্যোগকে বিবেচনায় নিয়ে গঠিত একটি সুনির্দিষ্ট সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা।

১.২.৯ **নিয়ন্ত্রণ** দুর্যোগকালে বা জরুরি মুহূর্তে দুর্যোগ সাড়াপ্রদান কার্যক্রমে সার্বিক নির্দেশনা। নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং পাশ থেকে পাশের দিকে (horizontally) কাজ করা সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্কিত। নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব আইনসভা দ্বারা অথবা সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এবং পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী অন্য সংস্থাগুলোকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার দায়িত্বও এর ওপর বর্তায়।

১.২.১০ **সমন্বয়** দুর্যোগে ত্বরিত ও ফলপ্রসূ সাড়াপ্রদান নিশ্চিত করতে সংস্থা ও সম্পদসমূহকে একত্রিত করা। আপদের কারণে সৃষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সম্পদের (প্রাতিষ্ঠানিক, ব্যক্তিগত ও সরঞ্জামাদি) পদ্ধতিগত অধিগ্রহণ ও প্রয়োগের সঙ্গে এটা প্রাথমিকভাবে জড়িত। কর্তৃপক্ষের কাজের নির্দেশনা হিসেবে এটি সংস্থার সঙ্গে vertically এবং কর্তৃপক্ষের কাজের নিয়ন্ত্রণ হিসেবে সমগ্র সংস্থার সঙ্গে horizontally কাজ করে।

১.২.১১ **দুর্যোগ** এমন একটি অঘটন বা বিপর্যয় যার থেকে সমাজকে উদ্ধার করতে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার একটি জোরালো সমন্বিত প্রয়াস দরকার। দুর্যোগে সাধারণত অবকাঠামো ও ব্যবহার্য সামগ্রীর ব্যাপক ক্ষতি, মৃত্যু, আহত ও গৃহহীন হওয়া ইত্যাদি সংঘঠিত হয়। এটা ব্যাপক বিস্তৃত হতে পারে অথবা বিশেষ কোনো এলাকায় বা উপ-এলাকার মধ্যে আঘাত হানতে ও অবস্থান করতে পারে।

১.২.১২ **দুর্যোগ অঞ্চল** জেলা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন অথবা বাংলাদেশের যে কোনো অংশ, যা এই আইনের দ্বারা দুর্যোগ অঞ্চল বলে ঘোষিত।

১.২.১৩ **দুর্যোগ ঘটনা** একটি বা পারস্পরিক ঘটনাসমূহ যার পরিপেক্ষিতে এক বা একাধিক সংবিধিবদ্ধ সাড়াপ্রদান এজেন্সির সাড়া দরকার হয়।

১.২.১৪ **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা** কেন্দ্র এমন একটি স্থান যেখান থেকে দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপকরা সংবিধিবদ্ধ সাড়াপ্রদান এজেন্সিসমূহের কাজ নিয়ন্ত্রিত ও সমন্বিত করে।

১.২.১৫ **দুর্যোগ পরিস্থিতি** (ইনসিডেন্ট) ব্যবস্থাপনা দল ইনসিডেন্ট ম্যানেজারের নেতৃত্বে একটি দল যা পরিস্থিতির সার্বিক নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী থাকে।

১.২.১৬ **দুর্যোগ পরিস্থিতি পরিকল্পনা** একটি দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য দুর্যোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা দলের সঙ্গে দুর্যোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপকের যৌথ উদ্যোগে গৃহীত কর্মপরিকল্পনসমূহ। এ পরিকল্পনা মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে জারি করা যেতে পারে।

১.২.১৭ **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা** দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে গৃহীত কার্যক্রম-এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ চিহ্নিতকরণ, এর ব্যবস্থাপনা এবং এর প্রতি সাড়া প্রদান অন্তর্ভুক্ত।

১.২.১৮ **দুর্যোগকালীন সময়** চরম দুর্যোগের সরাসরি প্রভাবের সময় কাল। ধীরগতিতে সম্পন্ন দুর্যোগের (খরা, স্বাভাবিক মৌসুমি বন্যা) ক্ষেত্রে দুর্যোগ সময় দীর্ঘ হয় এবং আকস্মিক দুর্যোগের (আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকা- , শিল্প কারখানা দুর্ঘটনা, ভূমিধ্বস ইত্যাদি) ক্ষেত্রে এটি সংক্ষিপ্ত হয়।

১.২.১৯ **দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** নীতিমালা ও কৌশল বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহ, সংগঠন, প্রায়োগিক দক্ষতা ও সক্ষমতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সমাজ ও জনগোষ্ঠীর খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা এবং পরিবেশগত ও প্রযুক্তিগত সমস্যা সম্পর্কিত পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার ব্যবহার। এতে সব ধরনের কর্মকাণ্ড যেমন, দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া বা প্রশমনের জন্য কাঠামো এবং কাঠামোগত কৌশলসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

১.২.২০ **জরুরি কার্যক্রম** কেন্দ্র সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন একটি স্থাপনা যা কোনো ক্ষণস্থায়ী ঘটনা অথবা জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাড়াপ্রদান ও সহযোগিতা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করে থাকে।

১.২.২১ **জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা** জরুরি অবস্থার সকল দিকের বিশেষ প্রস্তুতি, সাড়া ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও দায়দায়িত্বের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা। জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছেঃ পরিকল্পনা, অবকাঠামো ও ব্যবস্থাসমূহ, যা সব রকমের জরুরি অবস্থায় স্বেচ্ছাসেবক এবং বেসরকারি এজেন্সিসমূহের স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত সাড়া প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত। জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হিসেবেও পরিচিত।

১.২.২২ **জরুরি সাড়াপ্রদান কার্যক্রম** কোনো একটি ঘটনার আগে, ঘটনা চলাকালে অথবা ঘটনার পরে দ্রুত গৃহীত কর্মকাণ্ড যা মানুষের হতাহতের সংখ্যা, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং পরিবেশের ক্ষতি হ্রাস করতে সহায়তা করে। উদাহরণ স্বরূপ, এতে জনসাধারণের উপর দুর্যোগজনিত বিপর্যয় হ্রাসকরণ অথবা সরকারি সম্পদ রক্ষায় পরিকল্পনা, সমন্বয় ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে ।

১.২.২৩ **আপদ** দুর্যোগ বয়ে আনতে পারে এমন ঘটনা, যেমন প্রাকৃতিক (যেমনঃ বন্যা, সাইক্লোন, সুনামি), মানবসৃষ্ট (যেমনঃ রাসায়নিক বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড), জৈবিক (যেমন- সার্স, বার্ডফ্লু) অথবা প্রযুক্তিগত (যেমন পারমাণবিক চুলির দর্ঘটনা) দুর্যোগ সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এইরূপ কোনো ঘটনা। আপদের মধ্যে রয়েছে- ক. ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী, টর্নেডো, সুনামি, নদী ভাঙন, খরা, ভূমিধ্বস, বজ্রপাত এবং অন্যান্য নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। খ. বিস্ফোরণ,অগ্নিকাণ্ড এবং রাসায়নিক, জ্বালানি ও তেলের নিঃসরণ অথবা গ্যাস

নিগর্মণ; গ. রোগের উপদ্রব, মহামারি; ঘ. কোনো অবকাঠামো বা গুরুত্বপূর্ণ সেবা ব্যবস্থার অচল বা বিপর্যস্ত হওয়া; ঙ. ভয়াবহ অর্গানিক প্রক্রিয়া বা বায়োলজিক্যাল ভেক্টর বাহিত রোগ, যেমনঃ রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীব, টক্সিন ও বায়োঅ্যাক্টিভ পদার্থের সংস্পর্শ।

১.২.২৪ **নেতৃত্বদানকারী** এজেন্সি একটি নির্দিষ্ট আপদকালে দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় রিসোর্সের অধিকারী হওয়ার কারণে যে এজেন্সির ওপর প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পিত হয়।

১.২.২৫ **লিয়াজোঁ অফিসার** কোনো এজেন্সি বা সংগঠনের প্রতিনিধি। তিনি যে এজেন্সির বা সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন তার হয়ে তার সাথে তিনি যোগাযোগ করতে সক্ষম হবেন। এজেন্সির রিসোর্সের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি প্রদানের কর্তৃত্ব তার থাকতে হবে।

১.২.২৬ **প্রশমন** সম্ভাব্য আপদ সৃষ্ট ঝুঁকি দূরীকরণের বা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাসকরণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ।

১.২.২৭ **প্রাকৃতিক দুর্যোগ** যে দুর্যোগ প্রাকৃতিক আপদের কারণে সৃষ্ট হয়।

১.২.২৮ **স্বাভাবিক পর্যায় (স্বাভাবিক সময়)** একটি পর্যায় যখন কোনো তাৎক্ষণিক আপদের সম্ভাবনা থাকে না। তবে, পরিচিত আপদ যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে এই কথা বিবেচনায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১.২.২৯ **দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়** জরুরি অবস্থার পরবর্তী পর্যায়, যখন আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে স্বাভাবিক জীবন ও জীবিকা পুনরায় শুরু করতে সক্ষম করে তুলতে পদক্ষেপ নেয়া। এছাড়া, নেয়া হয় অবকাঠামো, সেবা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ যা দীর্ঘ মেয়াদি চাহিদা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ। পুনরুদ্ধার তৎপরতা পুনর্বাসন এবং পুনর্নির্মাণ উভয় কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পিছিয়ে পড়া ও ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য চলমান ত্রাণ তৎপরতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

১.২.৩০ **প্রস্তুতি** কমিউনিটির সদস্যদের সম্ভাব্য আপদের সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খাওয়ানোর সামর্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের জ্ঞান নিশ্চিত করতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ।

১.২.৩১ **প্রতিরোধ** ঝুঁকি হ্রাস ও দূর করতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ।

১.২.৩২ **পুনর্গঠন** ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া।

১.২.৩৩ **পুনরুদ্ধার** ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ভৌত অবকাঠামো ও তাদের মানসিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক অবস্থা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আসার প্রচেষ্টায় সহায়তা দানের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়সমূহ তৈরিতে গৃহীত পদক্ষেপ।

১.২.৩৪ **ত্রাণ দুর্যোগ** -এর শিকার জনগণকে অর্থ, খাদ্য, ঔষধ, আশ্রয়, পোশাক ও অন্য যে কোনো কিছু দিয়ে সরকারি ও ব্যক্তিগত সহায়তা ।

১.২.৩৫ **ঝুঁকি আপদ**, দুঃস্থ কমিউনিটি উপাদান ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ায় উদ্ভূত মারাত্মক ফলাফলে আশঙ্কিত পরিমাণ।

১.২.৩৬ **ঝুঁকিহ্রাস** ঝুঁকি নির্ধারণ, পুনর্নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া।

১.২.৩৭ **দুর্যোগ সম্পর্কিত স্থায়ী আদেশাবলী** সরকারের নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক জারিকৃত স্থায়ী আদেশাবলী।

১.২.৩৮ **বিপদাপন্নতা** কমিউনিটি কেমন প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট আপদের মুখোমুখি তার পরিমাপ। এ পরিস্থিতিতে দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষমতা কম থাকে।

অধ্যায় ২ : জাতীয় নীতি ও সমন্বয়

২.১ রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্যারাডাইম শিফটের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে যার আওতায় বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, এনজিওসমূহ ও সুশীল সমাজের কর্মকাণ্ড যার অন্তর্ভুক্ত। এই রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক-এর অধীনেই বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক। এই ফ্রেমওয়ার্কেই বিবিধ মন্ত্রনালয়, ডিপার্টমেন্ট, এনজিও ও সিভিল সোসাহি কাজ করে। প্রাসঙ্গিক লেজিলেটিভ, নীতিগত ও best practice framework প্রদান করে যার অধীনে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (DRR) এবং দ্রুত সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা (ERM)- এর কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন হয়। এই কাঠামোর মধ্যে রয়েছে:

২.১.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন

বাংলাদেশে গৃহীত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা কাজ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-এর অধীনে সৃষ্ট লেজিসলটিভি ফ্রেমওয়ার্ক এটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কমিটিসমূহের বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্ব সৃষ্টি করবে।

২.১.২ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি দুর্যোগ ঝুঁকি.হ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনার ওপর জাতীয় নীতি কী হবে তা নির্দিষ্ট করে থাকে। এতে কৌশলগত নীতি কাঠামো ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিতে জাতীয় উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ (Strategies) বর্ণনা করা হয়েছে।

২.১.৩ জাতীয় দুর্যোগ ব্যস্থাপনা পরিকল্পনা

বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি.হ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এই পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত হয়। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা সার্বিক রূপরেখায় পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপসমূহ কী হবে তা নির্দেশ করে থাকে। ২০১০ সালের ৭ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ অনুমোদন করে। এটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মিশন, ভিশন, উদ্দেশ্য, কৌশলগত লক্ষ্য ও ধারণাগত কাঠামোর দিক নির্দেশনা তুলে ধরে। এটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রেগুলেটরি অ্যান্ড প্ল্যানিং ফেমওয়ার্ক নির্দিষ্ট করে এবং দুর্যোগ ঝুঁকি.হ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার এলাকা চিহ্নিত করে। এ পরিকল্পনা নিচে উল্লেখিত কারণে ব্যবহার করা হতে পারে তা -

২.১.৩.১ বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ফোকাস বোধগম্য (articulate) করা।

২.১.৩.২ অতি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা: ঝুঁকিহ্রাস, সক্ষমতা সৃষ্টি, তথ্য ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, জীবিকা নিরাপত্তা, জেন্ডার ইস্যু, বিপদাপন্ন ও সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দুঃস্থতা।

২.১.৩.৩ সরকারের ভিশন এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ সব result area -এর উদ্দেশ্য ও কৌশল-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো।

২.১.৩.৪ বিভিন্ন সংস্থার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনার প্রস্তুতির জন্য রোডম্যাপ তৈরি করা এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে যারা চালকের ভূমিকায় তাদের সঙ্গে অগ্রাধিকার ও কর্মকৌশলের যোগ ঘটানো।

২.১.৩.৫ গাইডলাইন ও কর্মসূচি তৈরিতে এবং সরবরাহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে পথ দেখানো।

২.১.৩.৬ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত লক্ষ্য এবং সরকারের ারংরড়হ অর্জনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, এনজিও, সুশীল সমাজ ও ব্যক্তিখাত কীভাবে অবদান রাখতে পারে তা ব্যাখ্যা করা।

২.১.৩.৭ লক্ষ্য অর্জনের ও কৌশলগত উদ্দেশ্য সাধনে অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদনের একটি কাঠামো প্রদান করা।

২.১.৪ দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিন্যাসের রূপরেখা প্রণয়ন করে এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কমিটি, মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও অন্য সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে এবং বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি স্থির করে দেয়। উদাহরণ স্বরুপ- ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ নির্ধারণ, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও হুমকিস্বরুপ পরিবেশের প্রতি সাড়া প্রদান।

২.১.৫ সরকারের সব পর্যায়ের মধ্যে গাইডলাইন (বেষ্ট প্র্যাক্টিস মডেল)

সরকারের সব পর্যায়ের গাইডলাইনসমূহ বেস্ট প্রাকটিস মডেল হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এনজিও, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সুশীল সমাজকে সহযোগিতা করতে এ সব মডেল ব্যবহার করা হয়। গাইডলাইনের মধ্যে রয়েছেঃ

২.১.৫.১ কমিউনিটি ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ গাইডলাইন
২.১.৫.২ দুর্যোগের অভিঘাত, ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ গাইডলাইন
২.১.৫.৩ স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি তহবিল ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন
২.১.৫.৪ খাপ খাইয়ে নেয়ার স্থানীয় কৌশল গাইডবুক
২.১.৫.৫ ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকা-, খরা ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট আপদ সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরূপণ গাইডলাইন
২.১.৫.৬ জরুরি সাড়াপ্রদান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন
২.১.৫.৭ কনটিনজেন্সি প্লানিঙ টেমপেট
২.১.৫.৮ জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন
২.১.৫.৯ দুর্যোগ তথ্য ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন
২.১.৫.১০ খাতভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা Template
২.১.৫.১১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা Template
২.১.৫.১২ সড়ক, পানি, শিল্প ও অগ্নিকা- নিরাপত্তা গাইডলাইন
২.১.৫.১৩ দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন
২.১.৫.১৪ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইডলাইন
২.১.৫.১৫ জরুরি দুর্যোগকালে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন
২.১.৫.১৬ মাল্টি এজেন্সি ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন

২.২ নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয়ের জন্য জাতীয় কৌশল (ন্যাশনাল মেকানিজম ফর পলিসি গাইডেন্স অ্যাণ্ড কোঅর্ডিনেশন)

২.২.১ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)

বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ও জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনায় নীতি নির্দেশনার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কাউন্সিল বৈশিষ্ট্যগতভাবে বিভিন্ন খাত ও বিষয় ভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ প্রদান করে।

২.২.১.১ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্যগণ

১	প্রধানমন্ত্রী	সভাপতি
২	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য

৬	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	মন্ত্রী, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	মন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব
১২	সেনা বাহিনী প্রধান	সদস্য
১৩	নৌ বাহিনী প্রধান	সদস্য
১৪	বিমান বাহিনী প্রধান	সদস্য
১৫	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
১৬	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার	সদস্য
১৭	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
২০	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩	মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
২৪	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৫	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৬	সচিব, সড়ক বিভাগ	সদস্য
২৭	সচিব, রেলপথ বিভাগ	সদস্য
২৮	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৯	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩০	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩১	সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
৩২	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৩	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৪	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৫	সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৬	সচিব, মৎস ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৭	মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	সদস্য
৩৮	মহাপরিচালক, র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)	সদস্য
৩৯	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর	সদস্য
৪০	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	সদস্য
৪১	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি	সদস্য

সভাসমূহ

(১) কাউন্সিল বছরে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে।

(২) যথাযথ ও সঠিক মনে হলে কাউন্সিল আরও সদস্য নিতে পারে (কো-অপট করতে পারে)।

(৩) বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য কাউন্সিল কোনো বিশেষজ্ঞকে বা পেশাদারকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

(৪) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট নীতি, কর্মসূচি এবং/অথবা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশ করতে কাউন্সিল যে কোনো কমিটি গঠন করতে পারবে।

(৫) কাউন্সিলের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি বাস্তবায়ন করবে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের দায়িত্ব

(১) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পর্যালোচনা করা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৌশলগত পরামর্শ দেওয়া।

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচনা করা এবং কৌশলগত পরামর্শ দেয়া।

(৩) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বিত করার লক্ষ্যে সব খাতের মধ্যে সংলাপ উৎসাহিত করা।

(৪) শীর্ষ নীতিনির্ধারকদের মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো।

(৫) দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমসমূহের মূল্যায়ন করে কৌশলগত পরামর্শ দেয়া।

(৬) একটি বড় দুর্যোগের বিশেষত দুর্যোগের পর গৃহীত সাড়াপ্রদান ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমসমূহের মূল্যায়ন করে পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উন্নয়নের লক্ষ্যে কৌশলগত নির্দেশনা দেয়া, এবং

(৭) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বহুমুখি আপদ ও নানা খাত ভিত্তিক পদক্ষেপসমূহের সমন্বয়ে সহযোগিতা করা।

২.২.২ আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (IMDMCC)

জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে 'আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (Inter-Ministerial Disaster Management Coordination Committee- IMDMCC)' গঠিত হইবে, যথা ঃ–

(১) মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সহ সভাপতি
(৩) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
(৪) প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
(৫) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১) সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৬) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৭) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৮) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৯) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য

(২০) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২১) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২২) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৩) সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(২৪) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
(২৫) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
(২৬) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
(২৭) সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
(২৮) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(২৯) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
(৩০) সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(৩১) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
(৩২) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম সহায়তাঃ

আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি, উহার কার্যক্রমে সহায়তা এবং অধিকতর সমন্বিতভাবে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য, প্রয়োজনে. নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে এবং তদানুযায়ী উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং উক্ত কমিটিকে সহায়তা প্রদান করিবেন, যথা ঃ–

(১) মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ
(২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন
(৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ
(৪) চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা
(৫) চেয়ারম্যান, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন
(৬) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্পেস রিসার্চ এন্ড রিমোর্ট সেনসিং অর্গানাইজেশন
(৭) অতিরিক্ত সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
(৯) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
(১০) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
(১১) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
(১২) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
(১৩) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
(১৪) মহাপরিচালক, কৃষি গবেষণা পরিষদ
(১৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
(১৬) মহাপরিচালক, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বাংলাদেশ পুলিশ
(১৭) মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
(১৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
(১৯) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড
(২০) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
(২১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
(২২) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

(২৩) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
(২৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার
(২৫) মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
(২৬) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
(২৭) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
(২৮) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
(২৯) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর
(৩০) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
(৩১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
(৩২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
(৩৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
(৩৪) পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
(৩৫) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস
(৩৬) বাংলাদেশে কর্মরত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি
(৩৭) প্রেসিডেন্ট, ফেডারেল অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), এর প্রতিনিধি
(৩৮) বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কের প্রতিনিধি
(৩৯) বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি
(৪০) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি
(৪১) নির্বাহী প্রকৌশলী, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কতা কেন্দ্র (এফএফডব্লিউসি), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
(৪২) আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির বিবেচনায় অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংগঠনের প্রতিনিধি।

আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির সভা, উপ-কমিটি:

(১) আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি বৎসরে অন্ততঃ দুইবার উহার সভায় মিলিত হইবে; তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে এবং এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) বিধি ৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি, প্রয়োজনে, এই বিধিমালায় উল্লিখিত যে কোন কমিটির যে কোন সদস্যকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণের জন্য যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ–

(ক) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক:

(১) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের পরামর্শ অনুসারে কাজ করা;

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে খাত ও আপদভিত্তিক আইন প্রণয়ন বা বিদ্যমান কোন আইন সংশোধন বা পরিমার্জনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করা;

(৩) প্রাথমিক সাড়াদানকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত আপদকালীন পরিকল্পনাসমূহের পর্যালোচনা, সংশোধন ও অনুমোদন প্রদান করা;

(৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রদান করা;

(৫) সিটি কর্পোরেশন কমিটি ও জেলা কমিটি কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনাসমূহ অনুমোদন প্রদান করা;

(৬) দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, জরুরি সাড়াদান, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন বিষয়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো পুনর্গঠনে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের সুপারিশ করা;

(৭) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্মসূচি অনুমোদন করা;

(৮) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করা;

(৯) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যাবলী ও কর্মসূচিসমূহ পরিবীক্ষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অগ্রগতি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে অবহিত করা;

(১০) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জরুরি প্রস্তুতি ও বিদ্যমান গণসচেতনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও অগ্রগতি সাধনে সহযোগিতা প্রদান করা; এবং

(১১) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম সম্পৃক্ত বিষয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং এতদ্‌বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণাকর্ম উৎসাহিত করা;

(খ) জরুরি সাড়াদান বিষয়কঃ

(১) দুর্যোগ সম্পৃক্ত জরুরি প্রস্তুতিতে গৃহীত পদক্ষেপ মূল্যায়ন এবং সঠিক দিক-নির্দেশনার সুপারিশ করা;

(২) দুর্যোগ সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার পরিকল্পনাসমূহ অনুমোদন করা;

(৩) দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম যেমনঃ অগ্নিকাণ্ড সম্পৃক্ত দুর্যোগ অনুসন্ধান, উদ্ধার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মহড়া আয়োজন ও অনুশীলনে সহযোগিতা প্রদান করা;

(৪) জরুরি সাড়াদান এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সরকারের সকল পর্যায়ে সমন্বয় নিশ্চিত করা;

(৫) বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক অনুসৃত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধান ও অনুমোদন প্রদান করা; এবং

(৬) অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল গঠনে সহায়তা প্রদান করা;

২.২.৩ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি

জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি (National Disaster Management Advisory Committee-NDMAC)’ গঠিত হইবে, যথা :-

(১) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	সভাপতি
(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত, ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা হইতে একজন এবং প্রত্যেক বিভাগ হইতে একজন করিয়া সংসদ	সদস্য
(৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
(৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
(৫) চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(৬) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(৭) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
(৯) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
(১০) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
(১১) মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর	সদস্য
(১২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(১৩) মহাপরিচালক, ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
(১৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিপ্তর	সদস্য
(১৫) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিপ্তর	সদস্য
(১৬) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(১৭) যুগ্ম সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৮) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য

(১৯) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
(২০) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(২১) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(২২) প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর	সদস্য
(২৩) পরিচালক (অপারেশন ও পরিকল্পনা), সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
(২৪) পরিচালক, আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
(২৫) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৬) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৭) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৮) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৯) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৩০) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৩১) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিদি, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর	সদস্য
(৩২) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(৩৩) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন জলবায়ু বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(৩৪) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(৩৫) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন ভৌত অবকাঠামো বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(৩৬) চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	সদস্য
(৩৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(৩৮) প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	সদস্য
(৩৯) মহাসচিব, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাইন্ডেশন	সদস্য
(৪০) প্রতিনিধি, লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ	সদস্য
(৪১) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

উপদেষ্টা কমিটির সভাঃ

(১) উপদেষ্টা কমিটি বৎসরে অন্ততঃ দুইবার উহার সভায় মিলিত হইবে; তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) উপদেষ্টা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা, বন্যা পূর্বাভাস, ভূমিকম্প ঝুঁকিসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো- অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :–

(১) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় আর্থ-সামাজিক ও কারিগরি বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;

(২) দুর্যোগ ঝুঁকি ও দুর্যোগ প্রশমনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কমিটির সদস্যগণকে সক্রিয় ও সচেতন করা এবং কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যে উৎসাহ প্রদান করা;

(৩) দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে ফোরাম গঠন করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যাদি সমাধানে সহযোগিতার পরিবেশ সৃস্টি করা;

(৪) প্রয়োজন অনুভূত হইলে, বিশেষ প্রকল্পের কাজের জন্য তহবিল ছাড় এবং বিশেষ জরুরি পদ্ধতি ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রক্রিয়া প্রবর্তনে সরকারকে সুপারিশ করা;

(৫) অধিদপ্তর বা অন্য কোন সংস্থা বা ব্যক্তির দ্বারা চিহ্নিত সমস্যাদি সমাধানে পরামর্শ প্রদান করা;
(৬) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুনর্ভরণে দীর্ঘমেয়াদী পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার প্রস্তাব করা; এবং
(৭) দুর্যোগ মোকাবেলায় গৃহিত কর্মসূচিসমূহের চূড়ান্ত মূল্যায়ন এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সুপারিশসহ এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

২.২.৪ ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটিঃ

ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি (Earthquake Preparedness and Awareness Committe-EPAC)' গঠিত হইবে, যথাঃ–

(১) মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সহ সভাপতি
(৩) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪) সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(১৫) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(১৬) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(১৭) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
(১৮) সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
(১৯) সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
(২০) সচিব, জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগ;	
(২১) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(২২) চেয়ারম্যান, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)	সদস্য
(২৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
(২৪) চেয়ারম্যান, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন	সদস্য
(২৫) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
(২৬) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
(২৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
(২৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
(২৯) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
(৩০) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
(৩১) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	সদস্য
(৩২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম	সদস্য
(৩৩) বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট	সদস্য
(৩৪) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
(৩৫) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
(৩৬) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য

(৩৭) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৩৮) প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো)	সদস্য
(৩৯) প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি)	সদস্য
(৪০) যুগ্ম সচিব (মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(৪১) যুগ্ম সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
(৪৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
(৪৪) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
(৪৫) পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
(৪৬) প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
(৪৭) চেয়ারম্যান, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৪৮) চেয়ারম্যান, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৪৯) চেয়ারম্যান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৫০) চেয়ারম্যান, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৫১) চেয়ারম্যান, সিভিল ও পরিবেশ প্রকৌশল বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৫২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত, জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার (আইএনজিও) ২ (দুই) জন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫৪) যুগ্ম-সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটির সভা, উপ-কমিটি:

(১) ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি বৎসরে অন্ততঃ দুইবার উহার সভায় মিলিত হইবে; তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি, ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাসে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :–

১) জাতীয় ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জন্য করণীয় সম্পর্কে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা; এবং

(২) ভূমিকম্প সম্পর্কিত ঝুঁকিহ্রাস এবং ভূমিকম্প পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং তালিকা প্রণয়নপূর্বক উহা সংগ্রহের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা।

২.২.৫ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফর্ম (NPDRR)

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'ন্যাশনাল প্লাটফর্ম অর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (National Platform Disaster Risk Reduction-NPDRR)' গঠিত হইবে. যথা :

২.২.৫.১ ২০০৯ সালের ২৩শে নভেম্বর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়:

(১) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(৮) সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(৯) সদস্য (কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(১০) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
(১১) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
(১২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
(১৩) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
(১৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
(১৫) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
(১৬) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(১৭) মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
(১৮) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
(১৯) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
(২০) মহাপরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন	সদস্য
(২১) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
(২২) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(২৩) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর	সদস্য
(২৪) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	সদস্য
(২৫) যুগ্ম সচিব (মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(২৬) যুগ্ম সচিব, (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৭) পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
(২৮) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
(২৯) সরকার কর্তৃক মনোনীত, জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩০) উপাচার্যের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৩১) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ভূমিকম্প সমিতি	সদস্য
(৩২) প্রতিনিধি, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)	সদস্য
(৩৩) প্রতিনিধি, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম)	সদস্য
(৩৪) প্রতিনিধি, সেন্টার ফর এনভারনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)	সদস্য

(৩৫) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট — সদস্য
(৩৬) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ — সদস্য
(৩৭) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ — সদস্য
(৩৮) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ — সদস্য
(৩৯) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর — সদস্য-সচিব

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্লাটফর্মের সভা, উপ-কমিটিঃ

(১) জাতীয় প্লাটফর্ম বৎসরে অন্ততঃ দুইবার উহার সভায় মিলিত হইবে; তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা অনুষ্ঠিত করা যাইবে।
(২) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্লাটফর্ম, উহার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি বা উপ-প্লাটফর্ম গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।
(৩) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্লাটফর্ম, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

জাতীয় প্লাটফর্মের দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলীঃ

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্লাটফর্মের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ–
(১) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা প্রশমনের জন্য আন্তঃসম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ;
(২) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার নির্ণয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দের সুপারিশ করা, কর্মসূচি সংক্রান্ত সময়সূচি উপস্থাপন করা এবং Hyogo Framework for Action অনুসারে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা;
(৩) সকল জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র সম্পর্কিত নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পৃক্তকরণে কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা;
(৪) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করা; এবং
(৫) উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাকে বাংলাদেশের দুর্গত অঞ্চলে উহাদের সম্পদ বরাদ্দে সহায়তা করা।

২.২.৬ জাতীয় দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আধিক্যের কারণে এখানে একটি সুগঠিত এবং কার্যকরী সমন্বয় গ্রুপ থাকা অত্যাবশক। কোনো দুর্যোগে আক্রান্ত জনগণের জন্য সহায়তার আয়োজন ও তার সমন্বয় করার প্রয়োজন হলে এ গ্রুপকে সক্রিয় হতে হবে।

এই গ্রুপ নিচে উল্লেখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত:

১	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	সদস্য
৩	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
৪	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৫	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	সদস্য
১৩	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য সদস্য

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপকে সহায়তা:

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (National Disaster Response Coordination Group-NDRCG), সাড়াদান কার্যক্রমকে সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে, প্রয়োজনে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা তদানুযায়ী উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবেন ও উক্ত গ্রুপকে সহায়তা প্রদান করিবেন, যথা ঃ–

(১) মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ
(২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন
(৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
(৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
(৫) চেয়ারম্যান, রাজধানী উনড়বয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উনড়বয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উনড়বয়ন কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(৬) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
(৭) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
(৮) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
(৯) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
(১০) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
(১১) মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর
(১২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
(১৩) মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
(১৪) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
(১৫) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
(১৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন
(১৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার
(১৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(১৯) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর
(২০) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর
(২১) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
(২২) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর
(২৩) যুগ্মসচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(২৪) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস
(২৫) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্লস গাইড
(২৬) মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
(২৭) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি
(২৮) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

ঢাকা শহরের জরুরি দুর্যোগ অবস্থায় জাতীয় সমন্বয় গ্রুপকে সহায়তা।

ঢাকা শহরে দুর্যোগের কারণে জরুরি কোন অবস্থার উদ্ভব হইলে জাতীয় সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনে, উহার সভায় অংশগ্রহনের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে আমন্ত্রণ জানাইবে এবং তদানুযায়ী উক্ত কর্মকর্তাগণ উহার সভায় অংশগ্রহণ করিবেন, যথা ঃ–

(১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কপোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(২) প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কপোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা);
(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড;
(৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো);
(৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি);
(৭) পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ; এবং
(৮) জেলা প্রশাসক, ঢাকা।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়প্রদান সমন্বয় গ্রুপ-এর দায়িত্ব

(১) দুর্যোগ অবস্থা মূল্যায়ন করা এবং দুর্যোগ সাড়াপ্রদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সচল করা।
(২) দুর্যোগে সাড়াপ্রদানের জন্য সম্পদ ও দল পাঠানো।
(৩) সতর্ক সংকেতসমূহের যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করা।
(৪) সাড়াপ্রদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় করা।
(৫) আরবান সার্চ ও উদ্ধার টাস্কফোর্স দ্বারা পরিচালিত কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করা।
(৬) দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা।
(৭) টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় দ্রুত অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি/দ্রব্যাদি পাঠানো নিশ্চিত করা।
(৮) ত্রাণসামগ্রী, তহবিল ও যানবাহনের প্রয়োজনের অগ্রাধিকার নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।
(৯) দুর্যোগ কবলিত এলাকায় অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদ পাঠানোর ব্যবস্থা সমন্বয় করা। এর মধ্যে আছে যোগাযোগের জন্য এবং অত্যাবশ্যক সেবা প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য পাঠানোর ব্যবস্থা রাখা।
(১০) দুর্যোগকালে জরুরি অবস্থায় তথ্য প্রবাহ সচল রাখা।
(১১) সিসিডিআর এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা এবং সিসিডিআরকে দুর্যোগ অবস্থা সম্পর্কে জানানো।
(১২) বহু সংগঠনের দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপনার জন্য তৈরি গাইডলাইন পর্যালোচনা ও সংশোধন করা।
(১৩) প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাস পদক্ষেপের ব্যাপারে সুপারিশ করা।

সভাঃ

(১) প্রয়োজন অনুসারে কমিটি সভায় মিলিত হবে।

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি অপারেশন কেন্দ্র জাতীয় দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপকে সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করবে (সিপিপি পলিসি কমিটি)।

২.২.৭ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম পরিচালনায় কৌশলগত নীতি নির্ধারণ এবং ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডকে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি (Cyclone Preparedness Programme Policy Committee-CPPPC)' গঠিত হইবে, যথাঃ–

(১) মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
(৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সহ-সভাপতি
(৪) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫) সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯) সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(১০) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(১১) সদস্য, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(১২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
(১৩) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
(১৪) যুগ্ম সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটির সভাঃ

(১) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটি বৎসরে অন্ততঃ একবার উহার সভায় মিলিত হইবে; তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটির সভায় উহার সভাপতিসহ এক তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকিলে কোরাম পূর্ণ হইবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৩) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটি, সুনির্দিষ্ট কোন প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :–

(১) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনার কৌশলগত নীতি নির্ধারণ;

(২) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি পরিচালনার নীতি ও পরিকল্পনা মূল্যায়ন করিয়া ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বাস্তবায়ন বোর্ডকে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;

(৩) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়নপূর্বক বাস্তবায়নের কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান; এবং

(৪) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকগণকে অবহিত করিয়া উক্ত কর্মসূচির অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ।

২.২.৮ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি; বাস্তবায়ন বোর্ড গঠন:

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কাঠামো ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও সুপারিশ প্রদান এবং ঘূর্ণিঝড়ের সকল প্রকারের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড (Cyclone preparedness Programme Implementation Board-CPPIB)' গঠিত হইবে, :-

নিচে উল্লেখিত সদস্যদের নিয়ে সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ড গঠিত

(১) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
(৩) যুগ্ম সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪) যুগ্ম সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৬) প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭) প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮) প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(১০) প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(১১) প্রতিনিধি, স্পেস রিসার্চ এন্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন (স্পারসো)	সদস্য
(১২) পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
(১৩) মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
(১৪) পরিচালক (অপারেশন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
(১৫) প্রতিনিধি, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies	সদস্য
(১৬) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য-সচিব

ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা:

(১) ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড বৎসরে কমপক্ষে দুইবার উহার সভায় মিলিত হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, ঘূর্ণিঝড়ের ৪ (চার) নম্বর সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী সংকেত প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকল ধরণের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য, প্রয়োজন অনুযায়ী, জরুরি সভা আহবান করিতে হইবে।

(২) সভাপতিসহ অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভার কোরাম হইবে।

ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(১) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির জনবল কাঠামো ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও সুপারিশ করা;

(২) আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী সংকেত প্রদানের ('পরিশিষ্ট-১' দ্রষ্টব্য) পর ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি কর্তৃক যথাযথভাবে ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা ও হুঁশিয়ারীকরণ পতাকা উত্তোলন ('পরিশিষ্ট-২' দ্রষ্টব্য) করা হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা;

(ঘ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটি কর্তৃক বোর্ডের নিকট ছাড়ের জন্য পেশকৃত কর্মসূচির সকল সম্পদ পরিচালনা করা;

(ঙ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সকল ব্যয় অনুমোদন করা;

(চ) উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য কর্মসূচির সহিত অগ্রাধিকার ও সঙ্গতি রক্ষা করা; এবং

(ছ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা

২.২.৯ দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি

দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার এবং উহার কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি' গঠিত হইবে, যথা :–

(১) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সভাপতি
(২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
(৩) মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	সদস্য
(৪) মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	সদস্য
(৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
(৬) উপ-সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-১), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ কেন্দ্র (এফএফডব্লিউসি), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(৮) পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
(৯) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
(১০) চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন	সদস্য
(১১) চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উনড়বয়ন বোর্ড	সদস্য
(১২) চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)	সদস্য
(১৩) প্রতিনিধি, স্পেস রিসার্চ এন্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন (স্পারসো)	সদস্য
(১৪) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মোবাইল অপারেটরস এসোসিয়েশন	সদস্য
(১৫) পরিচালক (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

সর্তক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটির সভা, উপ-কমিটিঃ

(১) সতর্ক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময়ে উহার সভায় মিলিত হইবে।

(২) সতর্ক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি, উহার কার্যক্রমে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) সতর্ক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

সতর্ক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

সতর্ক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :–

(১) দুর্যোগ সংক্রান্ত সতর্ক বার্তা প্রচারের উপায়, পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করা;

(২) আবহাওয়া বুলেটিন ও সংকেত প্রচার সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা এবং এতদ্‌বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা;

(৩) গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রচার কিভাবে কার্যকর করা যাইতে পারে, সেই বিষয়ে কার্যকর বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করা ও সুপারিশ প্রণয়ন করা;

(৪) জনসাধারণের মধ্যে আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত দ্রুত প্রচারের পথ ও উপায়সমূহ নির্ধারণ করা;

(৫) আবহাওয়ার সতর্ক বার্তা সংক্রান্ত গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(৬) প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।

২.২.১০ ফোকাল পয়েন্ট অপারেশনাল কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ সম্পর্কিত কমিটি

এ কমিটি নিচে উল্লেখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত:

১	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সভাপতি
২	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
৩	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৫	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৬	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
৭	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
৮	মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর (বিলুপ্ত)	সদস্য
৯	মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	সদস্য
১০	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট	সদস্য
১১	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট	সদস্য
১২	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৩	মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
১৬	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১৭	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	সদস্য
১৮	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি	সদস্য
১৯	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ	সদস্য
২০	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস অ্যাণ্ড সিভিল ডিফেন্স	সদস্য
২১	প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
২২	মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
২৩	নিবন্ধক/রেজিস্ট্রার, সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য
২৪	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
২৫	যুগ্ম প্রধান (এসইআই), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
২৬	প্রধান বন সংরক্ষক	সদস্য
২৭	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ	সদস্য
২৮	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
২৯	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৩০	প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৩১	পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
৩২	পরিচালক (সকল), ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর (বিলুপ্ত)	সদস্য
৩৩	পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য

৩৪	চেয়ারম্যান, স্পারসো	সদস্য
৩৫	পরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
৩৬	পরিচালক, এডাব	সদস্য
৩৭	প্রতিনিধি, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি	সদস্য
৩৮	প্রতিনিধি, জাতিসংঘ শিশু তহবিল	সদস্য
৩৯	প্রতিনিধি, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	সদস্য
৪০	প্রতিনিধি, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা	সদস্য
৪১	প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	সদস্য
৪২	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
৪৩	পরিচালক (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

সভাসমূহ

কমিটি স্বাভাবিক সময়ে প্রতি তিনমাসে একবার এবং দুর্যোগকালে প্রতি সপ্তাহে একাধিকবার সভায় মিলিত হবে। প্রয়োজনবোধে কমিটির সভাপতি সদস্য নিতে পারবেন (কো-অপ্ট)।

দায়িত্ব

(১) কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচিগুলো সঠিক সমন্বয় তদারকি করবে এবং এ বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবে।

(২) কমিটি দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দুর্যোগ পরবর্তী কর্মসূচিগুলো পর্যালোচনা করবে।

(৩) গ্রুপ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করবে এবং তার সমাধানে সুপারিশমালা প্রস্তুত করবে।

(৪) বিবিধ।

২.২.১১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এনজিও গুলোর সমন্বয় কমিটি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এনজিওগুলোর সমন্বয় কমিটি নিম্নে উল্লেখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত:

১	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সভাপতি
২	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
৩	যুগ্ম সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
৫	মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
৬	মহাপরিচালক, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর	সদস্য
৭	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৮	পরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
৯	পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
১০	চেয়ারম্যান, স্পারসো	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, অক্সফাম	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, দুর্যোগ ফোরাম	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, বিডিপিসি	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, কারিতাস	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, সিসিডিবি	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, প্রিপ-ডিপিএসআই	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, এডাব	সদস্য
১৮	প্রতিনিধি, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, হাতিয়া	সদস্য
১৯	প্রতিনিধি, প্রশিকা	সদস্য
২০	প্রতিনিধি, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল	সদস্য
২১	প্রতিনিধি, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ	সদস্য
২২	প্রতিনিধি, কনসার্ন	সদস্য
২৩	প্রতিনিধি, কেয়ার	সদস্য
২৪	প্রতিনিধি, ব্র্যাক	সদস্য
২৫	প্রতিনিধি, এ্যাকশন এইড	সদস্য
২৬	প্রতিনিধি, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউএসএ	সদস্য
২৭	প্রতিনিধি, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে	সদস্য
২৮	পরিচালক (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

সভাসমূহ: স্বাভাবিক সময়ে কমিটি প্রতি তিনমাসে একবার এবং দুর্যোগকালে প্রতি সপ্তাহে একাধিকবার সভায় মিলিত হবে। প্রয়োজনবোধে কমিটির সভাপতি সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

দায়িত্ব

(১) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় নিশ্চিত করা।

(২) দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

(৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সংক্রান্ত সমন্বয় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশ করা।

(৪) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।

২.২.১২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা টাস্কফোর্স

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা টাস্কফোর্স নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত:

১	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সভাপতি
২	প্রতিনিধি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	প্রধান তথ্য কর্মকর্তা	সদস্য
৪	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
৫	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, রেক্টর, বিপিএটিসি	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
৮	স্পারসো চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি	সদস্য
৯	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা	সদস্য
১০	মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	সদস্য
১১	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
১২	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য সেবা	সদস্য
১৩	মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া	সদস্য
১৪	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
১৫	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৬	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৭	মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
১৮	মহাপরিচালক, যুব বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
১৯	মহাপরিচালক, বিআরডিবি	সদস্য
২০	মহাপরিচালক, এফএসসিডি	সদস্য
২১	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	সদস্য
২২	মহাপরিচালক, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর	সদস্য
২৩	প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
২৪	জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্লস গাইড	সদস্য
২৫	মহাপরিচালক, বিএনসিসি	সদস্য
২৬	মহাপরিচালক, এনআইএলজি সমিতি	সদস্য
২৭	রেজিস্ট্রার, সমবায় সমিতি অধিদপ্তর	সদস্য
২৮	পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
২৯	প্রতিনিধি, ইউএনডিপি	সদস্য

৩০	প্রতিনিধি, ইউনিসেফ	সদস্য
৩১	প্রতিনিধি, কেয়ার বাংলাদেশ	সদস্য
৩২	চেয়ারম্যান, এডাব	সদস্য
৩৩	প্রতিনিধি, অক্সফাম	সদস্য
৩৪	প্রতিনিধি, সিসিডিবি	সদস্য
৩৫	প্রতিনিধি, প্রিপ-ডিপিএসআই	সদস্য
৩৬	ভাইস চ্যান্সেলর, আইইউবিএটি	সদস্য
৩৭	পরিচালক, বিডিপিসি	সদস্য
৩৮	প্রতিনিধি, প্রশিকা	সদস্য
৩৯	প্রতিনিধি, আশা	সদস্য
৪০	পরিচালক, সিপিপি	সদস্য
৪১	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

সভাসমূহ: কমিটি স্বাভাবিক সময়ে প্রতি তিনমাসে একবার এবং দুর্যোগকালে প্রতি সপ্তাহে একাধিকবার সভায় মিলিত হবে। প্রয়োজনবোধে কমিটির সভাপতি সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

কমিটির দায়িত্ব

(১) পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেষ্টা কমিটি হিসাবে কাজ করা।
(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা
(৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গণসচেতনতা ও যোগাযোগমূলক কার্যক্রমে সহযোগিতা করা।
(৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গণসচেতনতা তৈরি প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কর্মসূচি সমন্বয় করা।
(৫) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা তৈরি সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সহযোগিতা করা।
(৬) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত কার্যক্রম চালু করা।

২.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়ক ভূমিকা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রবিন্দু। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র মন্ত্রণালয় ও সরকারকে স্বাভাবিক সময়ে সতর্কতা, জরুরি সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সব তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবে। মন্ত্রণালয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপকে তথ্য সরবরাহ করবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে তাদের সহযোগিতা করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে সচিব জরুরি সাড়াপ্রদান এবং ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত সব কর্মকর্তার কার্যক্রম সমন্বয় করবেন।

অধ্যায় ৩ : স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়

বৈশিষ্ট্যগতভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে মাল্টিসেক্টরাল। এ কারণে এখানে নানা প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে স্থানীয় সংগঠনের উদ্যোগ ও সমন্বয় ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। বিশেষ করে দুর্যোগকালীন সময়ে স্থানীয় পর্যায়ের সমন্বয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং তাদের সমন্বয় ব্যবস্থা একটি সুষ্ঠু এবং অধিক ফলপ্রসূ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলে এবং গণ সচেতনতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। সিটি কর্পোরেশনে, সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিসিডিএমসি) গঠন করা হয়েছে। সিসিডিএমসিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হয় (প্রতিরোধ, উপশম, প্রস্তুতি, সাড়াপ্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রম)। একইভাবে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৩.১ সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনে একটি করিয়া 'সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (City Corporation Disaster Management Committee- CCDMC)' গঠিত হইবে, যথা :–

নিচে উল্লেখিত সদস্যদের নিয়ে সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত:

(১) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র	সভাপতি
(২) বিভাগীয় কমিশনার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সহ সভাপতি
(৩) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা তদকর্তৃক মনোনীত জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা	সদস্য
(৪) সংশ্লিষ্ট মহানগরের পুলিশ কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (ক্ষেত্রমত)	সদস্য
(৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কর্তৃক মনোনীত উক্ত অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা	”
(৬) সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলর	”
(৭) প্রধান প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন	”
(৮) প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে)	”
(৯) মহাব্যবস্থাপক (যানবাহন), সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে)	”
(১০) প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে)	”
(১১) প্রধান পয়ঃনিষ্কাশন কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে)	”
(১২) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	”
(১৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	”
(১৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য সচিব

সিটি কর্পোরেশন কমিটিকে সহায়তা।

সিটি কর্পোরেশন কমিটি, উহার কার্যক্রমে সহায়তা এবং অধিকতর সমন্বিতভাবে সিটি কর্পোরেশন এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য, প্রয়োজনে, নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে এবং তদানুযায়ী উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবেন ও উক্ত কমিটিকে সহায়তা প্রদান করিবেন, যথা :–

(১) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতিনিধি
(১) প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
(২) প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
(৩) প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
(৪) প্রতিনিধি, গণপূর্ত অধিদপ্তর

(৫) প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
(৬) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উনড়বয়ন বোর্ড
(৭) প্রতিনিধি, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উনড়বয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উনড়বয়ন কর্তৃপক্ষ রংপুর উনড়বয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বা বন্দর কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(৮) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
(৯) প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
(১০) প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট অবস্থিত হইলে)
(১১) প্রতিনিধি, আঞ্জুমান-এ-মফিদুল ইসলাম
(১২) প্রতিনিধি, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা)
(১৩) প্রতিনিধি, গ্যাস সরবরাহ ও বিতরণ কোম্পানি (যদি থাকে)
(১৪) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস্ ও গার্লস গাইড
(১৫) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর
(১৬) প্রতিনিধি, যুব উনড়বয়ন অধিদপ্তর
(১৭) প্রতিনিধি, তথ্য অধিদপ্তর
(১৮) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল);
(১৯) প্রতিনিধি, বিদ্যুৎ উনড়বয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(২০) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(২১) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ;
(২২) প্রতিনিধি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর;
(২৩) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধি;
(২৪) সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, শিক্ষক, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব); এবং
(২৫) সংশ্লিষ্ট নগরের চেম্বার অব কমার্স এর প্রতিনিধি।

সিটি কর্পোরেশন কমিটির উপদেষ্টা, উপ-কমিটি, সভাঃ

(১) সিটি কর্পোরেশনের এলাকাধীন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যগণ সিটি কর্পোরেশন কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(২) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় সিটি কর্পোরেশন কমিটি, উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি বা ওয়ার্ড কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় সিটি কর্পোরেশন কমিটি নিম্নরূপ সময়ে উহার সভায় মিলিত হইবে, যথা :–

(ক) স্বাভাবিক সময়ে বৎসরে কমপক্ষে একবার;
(খ) দুর্যোগ সতর্ককালীন, দুর্যোগপূর্ব এবং দুর্যোগকালে, প্রয়োজনে, সপ্তাহে একাধিকবার; এবং
(গ) উদ্ধার পর্যায়ে সপ্তাহে কমপক্ষে একবার; তবে শর্ত থাকে, যে উক্ত কমিটি, প্রয়োজনে যে কোন সময়ে, উহার সভায় মিলিত হইতে পারিবে এবং উহার সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য অন্য কোন কমিটির সহিত দ্বি-পাক্ষিক বা বহু-পাক্ষিক সভায় যোগদান করিতে পারিবেন।

(৫) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এক তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগ চলাকালে এক চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৬) প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে (পূর্ববর্তী বৎসরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও) সিটি কর্পোরেশন কমিটির সভাপতি তদ্‌কর্তৃক স্বাক্ষরিত উক্ত কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

(৭) সিটি কর্পোরেশনের নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পর সিটি কর্পোরেশন কমিটি পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং অনতিবিলম্বে পুনর্গঠিত কমিটির তালিকা অধিদপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

সিটি কর্পোরেশন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

(ক) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক:

(১) অধিদপ্তরকে অবহিত রাখিয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর, বিশেষতঃ ভূমিকম্প সম্পৃক্ত বিষয়ে নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন এবং জরুরি সাড়দান কার্যক্রমের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা ;

(২) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আপদ, বিপদাপনড়বতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং উক্ত বিষয়ে সভা, সেমিনার, ইত্যাদি আয়োজন করা;

(৩) ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিনড়ব দুর্যোগ, যেমন-অগ্নিকান্ড, বন্যা, ইত্যাদি সম্পর্কে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরী করা;

(৪) ভূমিকম্প ও অগিড়বকাণ্ডের মত দুর্যোগের ক্ষেত্রে হতাহতদের উদ্ধার ও দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় ওয়াসা, ডেসা, পিডিবি, গ্যাস কোম্পানি ও টিএন্ডটিসহ সকল সেবাপ্রদানকারী সংস্থার নিজস্ব আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং কার্যকরণ নিশ্চিত করা;

(৫) বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক সুস্থতা, সামাজিক মর্যাদা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর চিহ্নিত করা;

(৬) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের জন্য বিপদাপনড়বতা হ্রাস ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা;

(৭) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যেসকল সংস্থা বিভিনড়ব উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে এবং যাহারা স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করিতে সহযোগিতা করে, তাহাদের সহিত নিয়মিত সভা আয়োজন করা;

(৮) জীবন রক্ষাকারী জরুরি সেবাসমূহ দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার লক্ষ্যে পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা;

(৯) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে অধিদপ্তরকে অবহিত করা;

(১০) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা, যাহা দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করিতে পারে এবং যাহার মাধ্যমে, আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে দুর্যোগ সংঘটিত হইলে, প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(১১) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা এবং উক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে তাহাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করা;

(১২) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সফলতার দৃষ্টান্তসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা;

(১৩) দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, স্বেচ্ছাসেবক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং দুর্যোগকালে জান-মাল রক্ষায় তাহারা যাহাতে কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে, সেই বিষয়ে তাহাদের সক্ষম করিয়া তোলা;

(১৪) দুর্যোগ সহনশীল স্থাপনা তৈরিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা;

(১৫) দুর্যোগকালে জনসাধারণ যাহাতে উন্মুক্ত কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট নিরাপদ কেন্দ্র বা আশ্রয়কেন্দ্র ঠিক করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের সেবা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দায়িত্ব বিভিনড়ব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া;

(১৬) আশ্রয়কেন্দ্রের নিকট কোন সুনির্দিষ্ট স্থান হইতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবাসহ নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(১৭) ছাত্র-ছাত্রী, যুব সমাজ, স্থানীয় ক্লাবসমূহের সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের পানি বিশুদ্ধকরণ কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাহাতে তাহারা দুর্যোগকালে জরুরি মুহূর্তে তাহাদের নিজেদের এলাকার জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করিতে পারে;

(১৮) হতাহতদের ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে হাসপাতাল স্থাপন ও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কোন উন্মুক্ত স্থান ঠিক করিয়া রাখা;

(১৯) দুর্যোগকালে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সিটি কর্পোরেশন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে মজুদ রাখা;

(২০) প্রাথমিক ত্রাণ, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা তৈরি করা এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে স্থানীয় পর্যায়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

(২১) সতর্কবার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, উদ্ধার, অনুসন্ধান ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্যক্রমের উপর মহড়া আয়োজন করা এবং, প্রয়োজনে, এতদ্‌বিষয়ে অধিদপ্তরের নিকট সহযোগিতা যাচনা করা;

(২২) সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা; এবং

(২৩) বিল্ডিং কোড মোতাবেক প্রয়োজনীয় পরিসরের রাস্তা, অগ্নিঝুঁকি প্রতিরোধ এবং ভূমিকম্প ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিষয়টি নিশ্চিত হইয়া বহুতল ভবন, হাসপাতাল, ক্লিনিক, কমিউনিটি সেন্টার, শপিংমল, সিনেমা হল, রেস্তোরাঁ ও কারখানা নির্মানের অনুমোদন প্রদান করা হইতেছে কিনা উহা পরিবীক্ষণ করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) সতর্ককালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করা, উদ্ধারকারী দলকে প্রস্তুত রাখা ও তাহাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং, প্রয়োজনবোধে, অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া লইবার জন্য উদ্ধারকারী দল প্রেরণ করা;

(২) বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে আপদ-পূর্বাভাস প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত করা এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিনড়ব প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা রাখা;

(৫) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী ঔষধ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা এবং মজুদ না থাকিলে মজুদ করিতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৬) দুর্যোগকালীন সময়ে যে সকল জরুরি কাজ করিতে হইবে তাহার চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৭) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(৮) দুর্যোগকালীন সময় সঠিকভাবে দ্রুত উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য নৌযান, স্পীডবোট, লাইফ জ্যাকেট, টর্চলাইট, হ্যাজাক লাইট ও চার্জারের ব্যবস্থা করা; এবং

(৯) জনসাধারণকে তাহাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন, গবাদি পশু, হাঁস- মুরগি, জরুরি খাদ্য, দলিলাদি, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল, ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা;

(গ) দুর্যোগকালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সরকার ও অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে অন্যান্যদের উদ্ধার কার্যক্রমে সহযোগিতা করা;

(২) প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব-সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত সুবিধাদি বা জরুরি সাহায্য ব্যবহার করিয়া পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও খাবার স্যালাইন তৈরি করার মাধ্যমে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগবালাই এবং ডায়রিয়া প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৩) ত্রাণ বিতরণে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করিতে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব হইতে জনগণ যাহাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হইয়া পড়ে সেইজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে নিয়োজিত ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নিরাপদ কেন্দ্র, আশ্রয়কেন্দ্র বা অন্যান্য স্থানে বসবাসরত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণীদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(৮) জনসাধারণকে তাহাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, ফসলের বীজ, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল, ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা;

(ঘ) দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) পরিশিষ্ট-৩ এ উল্লিখিত 'এসওএস ফরম' (সেভ আওয়ার সোল ফরম) এ দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং তাহা যতশীঘ্র সম্ভব টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই- মেইল বা ওয়ারলেসযোগে, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা;

(২) ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরিশিষ্ট-৪ এ উল্লিখিত 'লোকসান ও ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ ফরম' এ প্রয়োজনীয় তথ্য, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা;

(৩) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে বন্টন ও বিতরণ করা;

(৪) সরকার ও দাতাসংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রীক হিসাব সংরক্ষণ এবং উহা অধিদপ্তর ও, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট দাতাসংস্থার নিকট প্রেরণ করা;

(৫) দুর্যোগ সমাপ্তির পর জনগণ পুনরায় যাহাতে তাহাদের নিজ নিজ বসতবাড়ি বা জমিতে ফিরিতে পারে উহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং আইনগত কোন সমস্যার কারণে নিজ বসতবাড়ী বা জমিতে ফিরিবার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা সৃষ্টি হইলে তাহা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(৬) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের সুধীজনের সহযোগিতায় দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় মানসিক পরিসেবা প্রদান করা;

(৭) দুর্যোগের কারণে আহত ব্যক্তিগণ যাহাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে যথাসময়ে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্ত হয় তাহা নিশ্চিত করিতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা এবং, প্রয়োজন হইলে, জেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ করা;

(৮) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী কর্মকাণ্ড হইতে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগাইবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা;

(৯) সরকার ও অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা;

(১০) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পিতা-মাতাগণ ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণসহ অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকিলে, উক্ত পরিবারের অরক্ষিত নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং

(১১) দুর্যোগকালীন সময়ে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা ও অভিভাবকের নিকট লাশ হস্তান্তর করা এবং, লাশের দাবীদার পাওয়া সম্ভব না হইলে, দাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৩.২ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জেলার নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক জেলায় 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (District Disaster Management Committee DDMC)' গঠিত হইবে, যথা ঃ-

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিচে উল্লেখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত:

(১) জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	সদস্য
(৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	”
(৪) প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (দুর্যোগকালে)	”
(৫) পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট	”
(৬) সিভিল সার্জন	”
(৭) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	”
(৮) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	”
(৯) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	”
(১০) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	”
(১১) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	”
(১২) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	”
(১৩) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	”
(১৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	”
(১৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	”
(১৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	”
(১৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	”
(১৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;	”
(১৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;	
(২০) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	”
(২১) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	”
(২২) উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
(২৩) জেলা সমবায় কর্মকর্তা	”
(২৪) জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি	”
(২৫) জেলা তথ্য কর্মকর্তা	”
(২৬) জেলা কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তর (যদি থাকে)	”
(২৭) প্রতিনিধি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (সীমান্ত এলাকার জেলা)	”

(২৮) প্রতিনিধি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
(২৯) সহকারি পরিচালক বা উপ-সহকারি পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স	”
(৩০) জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	”
(৩১) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	”
(৩২) জেলাধীন সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	”
(৩৩) জেলা সদরের পৌরসভার মেয়র	”
(৩৪) জেলাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	”
(৩৫) প্রতিনিধি, আবহাওয়া অধিদপ্তর (যদি থাকে)	”
(৩৬) জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	”
(৩৭) প্রতিনিধি, ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)	”
(৩৮) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সামাজিকভাবে গণ্যমান্য বা সুশীল সমাজের	”
একজন মহিলা ও একজন পুরুষ প্রতিনিধি;	”
(৩৯) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম	”
রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) তিনজন প্রতিনিধি	”
(৪০) সভাপতি, জেলা প্রেসক্লাব;	”
(৪১) সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি	”
(৪২) সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স	”
(৪৩) সভাপতি, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি	”
(৪৪) সভাপতি, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি	”
(৪৫) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কলেজ বা মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ	”
(৪৬) ইলেকট্রনিক মিডিয়া, কমিউনিটি রেডিও এবং বেতারের একজন করিয়া জেলা প্রতিনিধি	”
(৪৭) সভাপতি, জেলা পরিবহন মালিক সমিতি	”
(৪৮) সভাপতি, জেলা পরিবহন শ্রমিক সমিতি	”
(৪৯) জেলা কমান্ডার, জেলা যুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল	”
(৫০) সাধারণ সম্পাদক, জেলা স্কাউটস	”
(৫১) প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী ফোরাম বা সমিতি	
(৫২) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

জেলা কমিটির উপদেষ্টা, উপ-কমিটি, সভাঃ

(১) সংশ্লিষ্ট জেলাধীন সংসদ সদস্যগণ জেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(২) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় জেলা কমিটি, উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) জেলা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় জেলা কমিটি নিম্নরূপ সময়ে উহার সভায় মিলিত হইবে, যথা :–

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার;

(খ) দুর্যোগ সতর্ক সংকেত প্রচারকালে বা দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে, প্রয়োজনে, একাধিকবার; এবং

(গ) দুর্যোগকাল হইতে পুনরুদ্ধার সময়কালে প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময়।

(৫) জেলা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির কোন সদস্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য অন্য কোন কমিটির সহিত দ্বি-পাক্ষিক বা বহু পাক্ষিক সভায় মিলিত হইতে পারিবেন।

(৬) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এক চতুর্থাংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) জেলা প্রশাসক (পূর্ববর্তী বৎসরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও) প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে, তদ্‌কর্তৃক স্বাক্ষরিত, জেলা কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা এবং, উপজেলা কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত, পৌরসভা কমিটি, উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির তালিকা অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে।

জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।

জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :–

(ক) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক :

(১) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটির (গ্রেড 'এ' পৌরসভা) গঠন ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং উক্ত কমিটিসমূহ যাহাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারে এবং তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যাহাতে কাজে লাগাইতে পারে তাহা নিশ্চিত করা;

(২) অধিদপ্তরকে অবহিত রাখিয়া দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা;

(৩) জেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগ ঝুঁকি সৃষ্টির উপাদান এবং ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা এবং সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা নির্মাণের সময় বিল্ডিং কোড যাহাতে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক একটি সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং অধিদপ্তরে প্রেরণ করা;

(৫) ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের উপর গুরুত্বারোপসহ আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও নিয়মিত হালনাগাদ করা;

(৬) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং অবস্থান মানচিত্র সমন্বিত করিয়া জেলা পর্যায়ের জন্য অনুরূপ একটি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোণষ্ঠীর তালিকা ও অবস্থান মানচিত্র প্রস্তুত এবং তাহা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা;

(৭) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাকে সমন্বিত করিয়া জেলা পর্যায়ে একটি স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী সার্বিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৮) জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন ও সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

(৯) অধিদপ্তরকে জেলা পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা;

(১০) দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচার করিয়া জনসাধারণকে সচেতন করা;

(১১) দুর্যোগকে দক্ষতার সহিত যথাযথভাবে মোকাবেলার জন্য জেলায় কর্মরত সকল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংস্থাসমূহকে প্রস্তুত রাখা এবং তদ্‌লক্ষ্যে উপ-দফা ১২ এর বিষয়াদি বিবেচনায় লইয়া জেলা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(১২) জেলাধীন সকল কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা, যাহাতে তাহারা বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ, যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, শৈত্য প্রবাহ ভূমিধ্বস, পাহাড়ি ঢল, নদী ভাঙন, ইত্যাদির পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের মাধ্যমে দুর্যোগকালে জনগণের জান-মাল রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে;

(১৩) জেলা পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাপনসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি ও উপজেলা কমিটিসমূহের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা;

(১৪) জেলা সদর হইতে জনসাধারণকে স্থানান্তর করিতে নির্দিষ্ট নিরাপদ কেন্দ্র বা আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা এবং কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার উপর অর্পণ করা এবং উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে এইরূপ নির্দেশ প্রদান করা, যাহাতে তাহারা ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিতে পারে;

(১৫) জেলা সদরে অবস্থিত আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করা এবং ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি ও উপজেলা কমিটির সহিত যোগাযোগ করিয়া ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায়ে একই ধরনের সেবা ও সুবিধার ব্যবস্থা করা;

(১৬) ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটিও উপজেলা কমিটিকে সক্রিয় করিতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং উদ্ধার কার্যক্রম ও জরুরি ত্রাণ কার্য পরিচালনায় ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা এবং জেলার সকল এলাকা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(১৭) অধিদপ্তর, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার সহযোগিতায় সতর্কবার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম বিষয়ে কমপক্ষে ৬(ছয়) মাসে ১(এক) বার মহড়া আয়োজন করা;

(১৮) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এবং অধিদপ্তরের নিকট নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা;

(১৯) শিক্ষার্থী, যুব সমাজ, স্থানীয় ক্লাবসমূহের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সমন্বয়ে উদ্ধার দল গঠন করা এবং অধিদপ্তরের সহযোগিতায় তাহাদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং

(২০) জেলার ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সনাক্তকরণ এবং ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড এর যথাযথ প্রয়োগের জন্য একটি কারিগরি টাস্ক ফোর্স গঠন করা; এবং

(২১) টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রেট্রোফিটিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং যেসকল ভবন রেট্রোফিটিং সম্ভব নয়, সেইগুলি অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) সতর্ককালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচার করা, উদ্ধার কার্যক্রমের সমুদয় প্রস্তুতি পরীক্ষা করা ও উদ্ধারকারী দলকে প্রস্তুত রাখা এবং স্থানান্তর পরিকল্পনা অনুসারে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা;

(২) প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী ও জনসাধারণকে আপদ-পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নিকট প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত করা এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা করা;

(৫) প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব-সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীদের স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির উপর মহড়ার আয়োজন করা এবং সঠিকভাবে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী ঔষধ জেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং তাহা মজুদ করিতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৭) জরুরি কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সময়সূচিসহ জরুরি কার্যক্রমে চেকলিস্ট প্রস্তুত করা;

(৮) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; এবং

(৯) বৃদ্ধ, গর্ভবতী মহিলা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে পৃথক ব্যবস্থা আছে কিনা, তাহা পর্যবেক্ষণ করা এবং, প্রয়োজনে, সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(গ) দুর্যোগকালীন জরুরি সাড়াদান বিষয়ক :

(১) জেলা পর্যায়ে স্থানান্তর, উদ্ধার এবং ত্রাণ ও প্রাথমিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য 'জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র (তথ্য কেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ)' পরিচালনা করা;

(২) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা এবং মারাত্মকভাবে আক্রান্ত উপজেলা ও পৌরসভায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করিবার জন্য উদ্ধারকারী দল প্রেরণ করা;

(৩) ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে জনগণ যাহাতে ভিতসন্ত্রস্ত হইয়া না পড়ে সেইজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে নিয়োজিত ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র বা অন্য কোন স্থানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) মৃত ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ ও দ্রুত সৎকার করা এবং মৃত প্রাণীদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(৮) জনসাধারণকে তাহাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমনজ্জগবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, ফসলের বীজ, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল, ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা;

(ঘ) দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়াদান বিষয়ক :

(১) অধিদপ্তর বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে, উপজেলা কমিটির মাধ্যমে, দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সত্যতা যাচাই করা এবং সরকারি কর্মকর্তা বা অন্য কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে জরুরি জরিপকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ও চাহিদা নির্ণয় করা;

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে এবং অধিদপ্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে ক্ষয়-ক্ষতি, চাহিদা ও সঞ্চিত সম্পদের এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের অগ্রাধিকার চাহিদা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা;

(৩) জেলা পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক পদেক্ষেপের মাধ্যমে সতর্কতার সহিত পুনর্বাসন কার্যক্রমের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৪) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে উপজেলা ও পৌরসভাকে বণ্টন ও বিতরণ করা;

(৫) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অধীনে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর বণ্টন তদারকি করা এবং হিসাব সংরক্ষণ করতঃ উহা সরকার ও, ক্ষেত্রমত, ত্রাণদাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করা;

(৬) দুর্যোগের কারণে স্থানচ্যুত জনগণ পুনরায় যেন তাহাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়া যাইতে পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা;

(৭) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় দুর্যোগকবলিত জনগণকে প্রয়োজনীয় মানসিক পরিসেবা প্রদান করা;

(৮) দুর্যোগের কারণে আহত জনগণ যাহাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে যথাসময়ে যথাযথ সেবা প্রাপ্ত হয় তাহা নিশ্চিত করিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান এবং, প্রয়োজনে, জেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ করা;

(৯) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সহায়তায় কৃষি জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত ফসল প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং দুর্যোগ সহনীয় ফসল আবাদের ব্যবস্থা করা;

(১০) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী কার্য হইতে অর্জিত শিক্ষা আদান-প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করা;

(১১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের জন্য পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(১২) জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সার্বিক ও সুষ্ঠুভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; এবং

(১৩) উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও সরকার, অধিদপ্তর ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৩.৩ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন:

উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য উপজেলা পর্যায়ের নিমড়ববর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক উপজেলায় ‘উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (Upazilla Disaster Management Committee-UDMC)’ গঠিত হইবে, যথা :–

নিচে উল্লেখিত সদস্যদের নিয়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত:

(১)	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
(২)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(৩)	উপজেলাধীন পৌরসভাসমূহের মেয়রগণ	সদস্য
(৪)	উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যানগণ	সদস্য
(৫)	উপজেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানগণ	সদস্য
(৬)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
(৭)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৮)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
(৯)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(১০)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(১১)	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(১২)	উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(১৩)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(১৪)	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
(১৫)	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
(১৬)	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(১৭)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(১৮)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(১৯)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(২০)	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(২১)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(২২)	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
(২৩)	স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন (যদি থাকে)	সদস্য
(২৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(২৫)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যদি থাকে)	সদস্য
(২৬)	ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার সংরক্ষিত মহিলা সদস্যগণের মধ্য হইতে উপজেলা পরিষদের জন্য নির্বাচিত সদস্য	সদস্য
(২৭)	উপজেলা সভাপতি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি	সদস্য
(২৮)	সহকারী পরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (যদি থাকে)	সদস্য
(২৯)	উপজেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
(৩০)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) তিনজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩১)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বা সিভিল সোসাইটির একজন প্রতিনিধি	সদস্য

(৩২) সভাপতি, উপজেলা প্রেসক্লাব	সদস্য
(৩৩) সভাপতি, উপজেলা চেম্বার অব কমার্স	সদস্য
(৩৪) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত কলেজ বা মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ	সদস্য
(৩৫) উপজেলা কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল	সদস্য
(৩৬) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও	সদস্য-সচিব

উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা, উপ-কমিটি, সভাঃ

(১) উপজেলাধীন স্থানীয় সংসদ সদস্য বা সংসদ সদস্যগণ উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(২) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা কমিটি, উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) উপজেলা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা কমিটি নিমড়বরূপ সময়ে উহার সভায় মিলিত হইবে, যথা :–

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ২ (দুই) মাসে কমপক্ষে একবার;

(খ) দুর্যোগ সতর্ক সংকেত প্রচারকালে বা দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে, প্রয়োজনে, একাধিকবার;

(গ) দুর্যোগকালে প্রয়োজন অনুযায়ী (প্রতিদিন অন্ততঃ একবার); এবং

(ঘ) পুনরুদ্ধার সময়কালে প্রয়োজন অনুযায়ী (সপ্তাহে অন্ততঃ একবার)।

(৫) উপজেলা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির কোন সদস্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য অন্য কোন কমিটির সহিত দ্বি-পাক্ষিক বা বহু-পাক্ষিক সভায় মিলিত হইতে পারিবেন।

(৬) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এক তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (পূর্ববর্তী বৎসরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও) প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে, উপজেলা কমিটির সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত, উপজেলা কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা এবং, ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত উক্ত কমিটিসমূহের তালিকা জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

উপজেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।

উপজেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :–

(ক) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক :

(১) ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটি গঠন ও কার্যকর করিতে সহযোগিতা করা, যাহাতে উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারে, সঠিক তথ্য লাভ করিতে পারে এবং প্রশিক্ষণ হইতে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগাইতে পারে;

(২) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে স্থানীয় পর্যায়ে সতর্কতা ব্যবস্থা, ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি, উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কৌশল উন্নয়নে সহযোগিতা করা;

(৩) ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে বিবেচিত হইয়াছে কিনা, তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা এবং ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে নিয়মিত দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহায়তা এবং উহার অগ্রগতি জেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(৫) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণ করিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "আপদ, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণ" প্রতিবেদন সমন্বিত করিয়া উপজেলা পর্যায়ের একটি "আপদ, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণ প্রতিবেদন" প্রস্তুত করা;

(৬) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সক্ষমতা, সামাজিক অবস্থান, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সনাক্ত করিতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করা;

(৭) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং অবস্থান মানচিত্র সমন্বিত করিয়া উপজেলা পর্যায়ের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা ও অবস্থান মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং উহা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(৮) সনাক্তকৃত সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাসকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা এবং সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার কর্মপরিকল্পনা সমন্বিত করিয়া উপজেলা পর্যায়ের জন্য একটি সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা ও জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(৯) ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পাশাপাশি স্থানীয় ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

(১০) উপজেলা পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি এবং অন্যান্য কার্যাবলী সম্পর্কে জেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(১১) একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা, যাহার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সংগঠনসমূহ যাহাতে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করিতে পারে এবং আসনড়ব বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে বা দুর্যোগ সংঘটিত হইলে যাহাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা;

(১২) বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ, যেমনজ্জঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, টর্নেডো, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, শৈত্যপ্রবাহ, পাহাড়ি ঢল, নদীভাঙন, ভূমিধক্ষস, ইত্যাদির পূর্বাভাস অতিদ্রবত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে উপজেলার সকল কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং, বিশেষতঃ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবক ও জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা, যাহাতে তাহারা দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের মাধ্যমে দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা পালন করিতে পারে;

(১৩) ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা, যাহাতে তাহারা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, ভূমিকম্প, টর্নেডো, বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, পাহাড়ি ঢল ও শৈত্যপ্রবাহ সহনশীল স্থাপনা তৈরিতে সাধারণ জনগণকে সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করিতে পারে;

(১৪) আপদসহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে জনগণকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে সক্ষম করিয়া তোলা;

(১৫) জরুরি মুহূর্তে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ নির্দিষ্ট কোন নিরাপদ কেন্দ্রে বা আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহা ঠিক করা এবং কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করা এবং একই সঙ্গে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহযোগিতা করা, যাহাতে তাহারা ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে উক্ত কাজগুলি অধিক দক্ষতার সহিত বাস্তবায়ন করিতে পারে;

(১৬) উপজেলা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী কোন সুনির্দিষ্ট স্থান হইতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহযোগিতা করা, যাহাতে তাহারা ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে উক্ত কাজ অধিক দক্ষতার সহিত বাস্তবায়ন করিতে পারে;

(১৭) ছাত্র-ছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, স্থানীয় ক্লাব-সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে সমাজভিত্তিক পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করা, যাহাতে দুর্যোগকালে জরুরি মুহূর্তে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট যতক্ষণ পর্যন্ত না বাহির হইতে সাহায্য পৌঁছায়, ততক্ষণ তাহারা পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে পানি সরবরাহ করিতে পারে;

(১৮) সমাজভিত্তিক কিছু উচ্চস্থান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করা, যাহা স্বাভাবিক সময়ে খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং দুর্যোগকালে গবাদি পশু-পাখি, জরুরি খাদ্য, ফসলের বীজ, কেরোসিন তৈল, বাতি, ম্যাচ, জ্বালানি কাঠ, রেডিও ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসহ দুর্গত মানুষকে উক্ত স্থানগুলিতে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে;

(১৯) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মতো জীবন রক্ষাকারী জরুরি ঔষধসমূহ ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে মজুদ রাখিতে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করা;

(২০) উদ্ধারকার্য, প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা এবং জেলা সদর ও ইউনিয়ন পরিষদের সহিত যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনে স্থানীয় ব্যবস্থা সংবলিত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করা;

(২১) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটির কার্যক্রম এবং উহার কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(২২) সতর্ক বার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনার বিষয়ে মহড়া আয়োজন করা এবং উক্ত বিষয়ে, প্রয়োজনে, জেলা কমিটির নিটক সহযোগিতা যাচনা করা;

(২৩) কোন ইউনিয়ন ও পৌরসভায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষক না থাকিলে, যে ইউনিয়ন ও পৌরসভায় একাধিক প্রশিক্ষক থাকিবে, সেই ইউনিয়ন বা পৌরসভা হইতে প্রশিক্ষকবিহীন ইউনিয়ন ও পৌরসভায় প্রশিক্ষক প্রেরণের ব্যবস্থা করা;

(২৪) বন্যাপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগের ক্ষেত্রে মৃতদেহ সনাক্তকরণ, সৎকার বা সুষ্ঠুভাবে দাফনের উদ্দেশ্যে সমাজভিত্তিক উচ্চস্থান তৈরি করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কবরস্থান ও শ্মশান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা; এবং

(২৫) উৎপাদনশীল খামারসমূহের জন্য দুর্যোগ মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা;

(খ) সতর্ককালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক :

(১) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করা, উদ্ধারকারী দল ও তাহাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে অপসারণ করা;

(২) প্রশিক্ষিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনসাধারণকে আপদ-পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপনড়ব জনগোষ্ঠীর নিকট প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য মাঠপর্যায়ে নিয়োজিত করা এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস ঠিক করিয়া রাখা, যাহাতে দুর্যোগকালে উক্ত উৎস হইতে জনগণ নিরাপদ ও সুপেয় পানি লাভ করিতে পারে;

(৫) ছাত্র-ছাত্রী, যুব সম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণ যাহাতে স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহার ও জরুরি মুহূর্তে দুর্যোগ আক্রান্তদের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে মহড়া আয়োজন করা এবং এইক্ষেত্রে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত আছে কিনা তাহা পরিবীক্ষণ করা;

(৬) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(৭) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী ঔষধ ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা; এবং

(৮) দুর্যোগকালে যে সকল জরুরি কাজ করিতে হইবে তাহার চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(গ) দুর্যোগ পর্যায়ে জরুরি সাড়া প্রদান বিষয়ক :

(১) উপজেলা পর্যায়ে অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য 'জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র' পরিচালনা করা;

(২) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা এবং নির্দেশনা অনুসারে উদ্ধার কার্যক্রমে অন্যান্যদের সহযোগিতা করা;

(৩) উপজেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব হইতে জনগণ যাহাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হইয়া পড়ে সেইজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) মৃতদেহ সনাক্তকরণ, দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণীদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৮) জনগণকে তাহাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদির, যেমন-গবাদিপশু, হাঁসমুরগি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা; এবং

(৯) প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যুব সম্প্রদায়, ক্লাব-সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করিবার জন্য ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সক্রিয় করা এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হইবার পূর্বেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা।

(ঘ) দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে জরুরি সাড়া প্রদান বিষয়ক :

(১) পরিশিষ্ট-৩ এ উল্লিখিত 'এসওএস ফরম' (সেভ আওয়ার সোল ফরম) ও দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং তাহা যতশীঘ্র সম্ভব টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই- মেইল বা অয়্যারলেস যোগে জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা;

(২) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরিশিষ্ট-৪ এ উল্লিখিত 'লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম' এ প্রয়োজনীয় তথ্য জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে নিকট প্রেরণ করা;

(৩) ভবিষ্যৎ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিবেচনায় লইয়া পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

(৪) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ জেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৫) ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রী বিতরণ তদারকি, হিসাব সংরক্ষণ এবং তাহা জেলা কমিটি ও, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করা;

(৬) দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণ যাহাতে পুনরায় তাহাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে তাহা নিশ্চিত করা;

(৭) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় মানসিক পরিষেবা প্রদান করা;

(৮) দুর্যোগের কারণে আহত ব্যক্তিরা যাহাতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যথাসময়ে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা লাভ করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা এবং, প্রয়োজন হইলে, এতদ্‌বিষয়ে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ করা;

(৯) উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরসমূহের দুর্যোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(১০) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী কার্য হইতে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আদানপ্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করা;

(১১) আশ্রয় কেন্দ্রে রক্ষিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী যাহাতে নিরাপদে পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা; এবং

(১২) উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও সরকার ও অধিদপ্তরের যথাযথ নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৩.৪ পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

পৌরসভা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক 'পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (Paurashava Disaster Management Committee-PDMC)' গঠিত হইবে, যথা ঃ—

পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিচে উল্লেখিত সদস্যদেরকে নিয়ে গঠন করা হবেঃ

(১) পৌরসভার মেয়র,	সভাপতি
(২) পৌরসভার প্যানেল মেয়র	সহ সভাপতি
(৩) পৌরসভার কাউন্সিলরগণ	সদস্য
(৪) মেডিক্যাল অফিসার বা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, পৌরসভা	সদস্য
(৫) নির্বাহী প্রকৌশলী বা সহকারী প্রকৌশলী, পৌরসভা	সদস্য
(৬) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)	সদস্য
(৭) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৮) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, (যদি থাকে)	সদস্য
(৯) স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন (যদি থাকে)	সদস্য
(১০) উপজেলা কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১১) পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) তিনজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১২) গ্যাস সরবরাহ বা বিতরণ কোম্পানীর প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট এলাকা গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্কের আওতাধীন হইলে)	সদস্য
(১৩) পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব	সদস্য-সচিব

পৌরসভা কমিটির কার্যক্রমে সহায়তা।

পৌরসভা কমিটি, উহার কার্যক্রমে সহায়তা এবং অধিকতর সমন্বিতভাবে পৌর এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য, প্রয়োজনে, নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে এবং তদনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবেন ও উক্ত কমিটিকে সহায়তা প্রদান করিবেন, যথা ঃ—

(১) প্রতিনিধি, উপ-পরিচালক (কৃষি)
(২) প্রতিনিধি, উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা)
(৩) প্রতিনিধি, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
(৪) সভাপতির প্রতিনিধি, জেলা বা উপজেলা প্রেসক্লাব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(৫) প্রতিনিধি, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বা সিভিল সার্জন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(৬) পৌরসভা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত খ্যাতিমান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
(৭) প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)
(৮) পৌরসভা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোন কলেজ, মাদ্রাসা বা স্কুলের একজন অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক
(৯) প্রতিনিধি, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
(১০) প্রতিনিধি, উপজেলা বা জেলা চেম্বার অব কমার্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(১১) প্রতিনিধি, উপজেলা বা জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(১২) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(১৩) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(১৪) প্রতিনিধি, উপজেলা বা জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(১৫) প্রতিনিধি, উপজেলা বা জেলা পরিষদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(১৬) প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী ফোরাম বা সমিতি (যদি থাকে)।

পৌরসভা কমিটির উপদেষ্টা, উপ-কমিটি, সভা, ইত্যাদি।

(১) স্থানীয় সংসদ সদস্য পৌরসভা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(২) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় পৌরসভা কমিটি, উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পৌরসভা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় পৌরসভা কমিটি নিম্নরূপ সময়ে উহার সভায় মিলিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার;

(খ) দুর্যোগ সতর্ক সংকেত প্রচারকালে বা দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে সপ্তাহে একাধিকবার;

(গ) দুর্যোগকালে প্রয়োজন অনুযায়ী (প্রতিদিন অন্ততঃ একবার); এবং

(ঘ) পুনরুদ্ধার সময়কালে প্রয়োজন অনুযায়ী (সপ্তাহে অন্ততঃ একবার)।

(৫) পৌরসভা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির কোন সদস্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য অন্য কোন কমিটির সহিত দ্বি-পাক্ষিক বহু পাক্ষিক সভায় মিলিত হইতে পারিবেন।

(৬) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, সচিব (পূর্ববর্তী বৎসরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও) প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে, পৌরসভা কমিটির সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত, পৌরসভা কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

পৌরসভা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।

পৌরসভা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক ঃ

(১) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করা, উক্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে তাহাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সফলতা ব্যাপকভাবে প্রচার করা;

(২) নিয়মিতভাবে দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা এবং তাহা 'এ' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা কমিটি এবং 'বি' ও 'সি' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(৩) পৌরসভা পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য আপদের জন্য ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৪) লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সামর্থ্য, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে বিপদাপনড়ব বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সনাক্ত করা;

(৫) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য এবং বিপদাপন্নতা হ্রাস ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৬) পৌরসভা পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার সহিত (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পাশাপাশি স্থানীয় ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা) নিয়মিত সভা আয়োজন করা;

(৭) কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে 'এ' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা কমিটি এবং 'বি' ও 'সি' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(৮) একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা, যাহার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সংগঠনসমূহ দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করিতে পারে এবং আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে বা দুর্যোগ সংঘটিত হইলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(৯) বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ, যেমন-টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, ভূমিধক্ষস নদীভাঙ্গন, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, ভরাজোয়ার, শৈত্য প্রবাহ, ইত্যাদির পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে ও স্বেচ্ছাসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা, যাহাতে দুর্যোগকালে জানমাল রক্ষায় তাহারা কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে;

(১০) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা যাহাতে তাহারা বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগে, যেমন-ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, ভূমিকম্প, টর্নেডো, বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, ভরাজোয়ার, শৈত্য প্রবাহ, ইত্যাদিতে সহনশীল ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে;

(১১) আপদসহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী ও জনসাধারণকে সক্ষম করিয়া তোলা;

(১২) দুর্যোগকালে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ নির্দিষ্ট কোন নিরাপদ কেন্দ্রে বা আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহা ঠিক করা এবং উক্ত কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করা;

(১৩) 'এ' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা কর্তৃপক্ষের এবং 'বি' ও 'সি' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী কোন সুনির্দিষ্ট স্থান হইতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও, প্রয়োজনে, অন্যান্য সেবাসমূহের সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(১৪) শিক্ষার্থী, যুবসম্প্রদায়, স্থানীয় ক্লাবের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীগণকে সমাজভিত্তিক পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাহাতে দুর্যোগকালে জরুরি মুহূর্তে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাহিরের সাহায্য পৌঁছায়, ততক্ষণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর নিকট বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়;

(১৫) সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত অনুদানের ভিত্তিতে সমাজভিত্তিক কিছু উচ্চস্থান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাহা স্বাভাবিক সময়ে খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং দুর্যোগকালে গবাদি পশু-পাখি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তৈল, বাতি, ম্যাচ, জ্বালানী কাঠ, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীসহ মানুষকে উক্ত স্থানসমূহে স্থানান্তর করা যায়;

(১৬) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত জীবনরক্ষাকারী জরুরি ঔষদসমূহ পৌরসভা পর্যায়ে পৌরসভা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে বা ডিসপেনসারীতে মজুদ রাখা;

(১৭) উদ্ধারকার্য, প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা এবং জেলা ও উপজেলা সদরের সহিত যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের জন্য স্থানীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংবলিত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করা; এবং

(১৮) সতর্কবার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া আয়োজন করা এবং, প্রয়োজনে, এতদ্‌বিষয়ে উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট সহযোগিতা যাচনা করা।

সতর্ককালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করা, উদ্ধারকারীদলের সার্বিক প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা ও তাহাদের প্রস্তুত রাখা এবং অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে অপসারণ করা;

(২) প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে দুর্যোগের পূর্বাভাস বা পূর্ব সতর্কবার্তা অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত করা এবং সম্পূর্ণ সতর্কবার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি নিরাপদ কেন্দ্র বা আশ্রয় কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা এবং বিকল্প উৎস নির্ধারণ করিয়া রাখা;

(৫) প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীগণের সমন্বয়ে স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের উপর মহড়ার আয়োজন করা এবং পানি বিশুদ্ধ করিয়া দ্রুত সরবরাহ করিতে সকল প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিশ্চিত করা;

(৬) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(৭) পৌরসভা পর্যায়ে জীবনরক্ষাকারী ঔষধ দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং মজুদ ঘাটতি পূরণে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৮) দুর্যোগকালে যে সকল জরুরি কাজ করণীয় তাহার চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত হওয়া; এবং

(৯) উৎপাদনশীল খামারসমূহের জন্য দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

দুর্যোগ পর্যায়ে জুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধারকার্য পরিচালনা করা এবং নির্দেশনা অনুসারে উদ্ধার কার্যক্রমে অন্যান্যদের সহযোগিতা করা;

(২) প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ উপকরণ প্রস্তুত করা এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগবালাই বা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হইবার পূর্বেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে জরুরি ভিত্তিতে উক্ত উপকরণ বিতরণ করা;

(৩) পৌরসভা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ বিতরণে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব হইতে জনগণ যাহাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হইয়া পড়ে সেইজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে নিয়োজিত ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নিরাপদ কেন্দ্র বা আশ্রয়কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থানে অবস্থিত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) দুর্যোগকালীন সময়ে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা ও অভিভাবকের নিকট লাশ হস্তান্তর করা এবং লাশের দাবীদার পাওয়া সম্ভব না হইলে লাশ দাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা করা; এবং

(৮) জনগণকে তাহাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন-গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা।

দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহে উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

(২) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত ত্রাণসামগ্রী জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৩) ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রী প্রাপ্তির হিসাব জেলা কমিটি ও, ক্ষেত্রমত, দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করা;

(৪) দুর্যোগের কারণে স্থানচ্যুত জনগণ পুনরায় যাহাতে তাহাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে উহা নিশ্চিত করা এবং স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের যেন দুর্যোগের পরে বিরোধপূর্ণ জমিতে ফিরিতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয় তাহাও লক্ষ্য রাখা;

(৫) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;

(৬) দুর্যোগের কারণে আহত ব্যক্তিরা যাহাতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যথাসময়ে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা লাভ করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা এবং, প্রয়োজন হইলে, এতদ্‌বিষয়ে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ করা;

(৭) দুর্যোগকালীন সময়ে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা ও অভিভাবকের নিকট লাশ হস্তান্তর করা এবং লাশের দাবীদার পাওয়া না গেলে লাশ দাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা করা;

(৮) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী কাজের অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা;

(৯) আশ্রয় কেন্দ্রে রক্ষিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী যাহাতে নিরাপদে পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হয় তাহার ব্যবস্থা করা; এবং

(১০) উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও সরকার ও অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৩.৫ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন।

ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (Union Disaster Management Committee-UDMC)' গঠিত হইবে, যথা ঃ—

নিচে উল্লেখিত সদস্যদের নিয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত

(১)	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
(২)	ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারগণ	সদস্য
(৩)	ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	মাঠকর্মী, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(৬)	মেডিকেল অফিসার, ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ ও উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
(৮)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন ইউনিয়ন সমাজকমী	সদস্য
(৯)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা প্রতিনিধি	সদস্য
(১০)	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)	সদস্য
(১১)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য

(১২)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১৩)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, প্রতিবন্ধী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১৪)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি	সদস্য
(১৫)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বা সমাজসেবক	সদস্য
(১৬)	উপজেলা কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১৭)	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(১৮)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন ভেটেরিনারী ফিল্ড এ্যাসিসটেন্ট (যদি থাকে)	সদস্য
(১৯)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন ইমাম ও একজন পুরোহিত বা অন্য কোন ধর্মীয় নেতা	সদস্য
(২০)	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপি দলনেতা	সদস্য
(২১)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তিনজন স্বেচ্ছাসেবক (যদি থাকে)	সদস্য
(২২)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা	সদস্য
(২৩)	সচিব, ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য-সচিব

ইউনিয়ন কমিটির উপ-কমিটি, সভাঃ

(১) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় ইউনিয়ন কমিটি, উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) ইউনিয়ন কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৩) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় ইউনিয়ন কমিটি নিম্নরূপ সময়ে উহার সভায় মিলিত হইবে, যথা:–

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার;
(খ) দুর্যোগ সতর্ক সংকেত প্রচারকালে বা দুর্যোগ পূর্ব মুহুর্তে সপ্তাহে একাধিকবার;
(গ) দুর্যোগকালে প্রয়োজন অনুযায়ী (প্রতিদিন অন্ততঃ একবার); এবং
(ঘ) পুনরুদ্ধার সময়কালে প্রয়োজন অনুযায়ী (সপ্তাহে অন্ততঃ একবার)।

(৪) ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির কোন সদস্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য অন্য কোন কমিটির সহিত দ্বি-পাক্ষিক বা বহু-পাক্ষিক সভায় মিলিত হইতে পারিবেন।

(৫) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এক তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৬) ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি (পূর্ববর্তী বৎসরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও) প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে, তদকর্তৃক স্বাক্ষরিত, ইউনিয়ন কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

সভাসমূহঃ

(১) স্বাভাবিক সময়ে কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে;

(২) সতর্ককালে বা আপদপূর্বমুহূর্তে সপ্তাহে একাধিকবার সভা করিবে;

(৩) আপদকালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (দৈনিক অন্তত একবার) এবং সপ্তাহে ন্যূনতম একবার সভা করিবে;

(৪) উদ্ধার পর্যায়ে কমিটি সপ্তাহে একবার সভায় মিলিত হইবে;

(৫) বিশেষ প্রয়োজনে কমিটি জরুরি সভায় মিলিত হইতে পারিবে বা কমিটির কিছু সদস্য অন্যান্য উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সভায় যোগদান করিতে পারিবে;

(৬) কমিটি প্রয়োজনে কোন নির্দিষ্ট সভায় স্থানীয় কোন সদস্য বা বিশেষজ্ঞকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিতে পারিবে;

(৭) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তিন ভাগের একভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে। সতর্ককালে এবং দুর্যোগ চলাকালে চারভাগের একভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে; এবং

(৮) প্রতি বছর জানুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পেশ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও তালিকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ–

(ক) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক :

(১) স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে পরিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করা, উক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে তাহাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং পরিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সফলতা ব্যাপকভাবে প্রচার করা;

(২) নিয়মিত দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা এবং উহা উপজেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে আপদ, বিপদাপনড়বতা ও ঝুঁকি নিরূপন করা এবং ভূমিকম্পনসহ অন্যান্য দুর্যোগের জন্য ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৪) লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সামর্থ্য, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা বিপদাপনড়ব বা ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি সনাক্ত করা;

(৫) সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির সক্রিয় অংশগ্রহণে বিপদাপন্নতা হ্রাস ও তাহাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মাধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৬) ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহযোগিতা করা এবং স্বল্প, মাধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পাশাপশি স্থানীয় ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

(৭) কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(৮) একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা, যাহার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠি, ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় সংগঠনসমূহ যাহাতে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে সহযোগিতা করিতে পারে এবং আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে বা দুর্যোগ সংঘটিত হইলে তাহারা প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(৯) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা, যাহাতে তাহারা পূর্বাভাস প্রচারে এবং বিভিন্ন আপদ, যেমন ঘূর্ণিঝড়, ঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি জলাবদ্ধতা, ভরাজোয়ার, শৈতপ্রবাহ, ইত্যাদির সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে এবং দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে;

(১০) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা, যাহাতে তাহারা বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ, যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, ভূমিকম্প, টর্নেডো, বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবনাক্ততা, পাহাড়ি ঢল, শৈতপ্রবাহ, ইত্যাদির সহনশীল স্থাপনা তৈরিতে সাধারণ জনগণকে সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করিতে পারে;

(১১) আপদসহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে জনগণকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে সক্ষম করিয়া তোলা;

(১২) জরুরি মুহর্তে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ নির্দিষ্ট কোন নিরাপদ কেন্দ্র বা আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় লইবে তাহা ঠিক করা এবং উক্ত কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করা;

(১৩) উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী কোন সুনির্দিষ্ট স্থান হইতে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং শৌচাগারসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করা;

(১৪) ছাত্র-ছাত্রী, যুব সম্প্রদায়, স্থানীয় ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীদের সমাজভিত্তিক পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাহাতে দুর্যোগকালে জরুরি মুহর্তে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাহিরের সাহায্য পৌছায়, ততক্ষণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির নিকট তাহারা পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারে সহযোগিতা প্রদান করিতে পারে;

(১৫) সমাজভিত্তিক কিছু উচ্চ স্থান নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাহা স্বাভাবিক সময়ে খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং দুর্যোগকালে গবাদি পশু-পাখি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তৈল, বাতি, ম্যাচ, জ্বালানী কাঠ, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীসহ দুর্গত মানুষকে উক্ত স্থানসমূহে স্থানান্তর করা যায়;

(১৬) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মতো জীবনরক্ষাকারী জরুরি ঔষধসমূহ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মজুদ রাখা;

(১৭) উদ্ধারকার্য, প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা এবং উপজেলা সদরের সহিত যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং মারাত্বক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্থানীয় ব্যবস্থা সংবলিত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরী করা;

(১৮) সতর্কবার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া আয়োজন করা এবং এতদ্‌বিষয়ে, প্রয়োজনে, উপজেলা কমিটির নিকট সহযোগিতা যাচনা করা; এবং

(১৯) ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন ও তাহাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) সতর্ককালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক:

(১) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করা, উদ্ধারকারী দলের শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে অপসারণ করা;

(২) প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে দুর্যোগের পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির নিকট প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত করা এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব নির্ধারিত জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস ঠিক করিয়া রাখা, যাহাতে দুর্যোগকালে উক্ত উৎস হইতে জনগণ নিরাপদ ও সুপেয় পানি প্রাপ্ত হইতে পারে;

(৫) প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যুব সম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীগণ স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধ করিতে পারেন কিনা তাহা নিশ্চিত করিতে ছোট আকারের মহড়ার আয়োজন করা, যেন জরুরি মুহুর্তে দুর্যোগ আক্রান্তদের মাঝে তাহারা নিরাপদ পানি সরবরাহ করিতে পারেন এবং এই ধরণের পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত আছে কিনা তাহা পরিবীক্ষণ করা;

(৬) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পর্যালোচনা করা;

(৭) দুর্যোগকালে যেসকল জরুরি কাজ করণীয় তাহার চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত হওয়া; এবং

(৮) উৎপাদনশীল খামারসমূহের জন্য দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

(গ) দুর্যোগ পর্যায় জরুরি সাড়াদান বিষয়ক:

(১) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা এবং জেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে উদ্ধার কার্যক্রমে অন্যান্যদের সহযোগিতা করা;

(২) প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীগণের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি প্রস্তুত করা এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রাগবালাই বা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হইবার পূর্বেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মাঝে জরুরি ভিত্তিতে উক্ত উপকরণ বিতরণ করা;

(৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব হইতে জনগণ যেন ভিতসন্ত্রস্ত না হইয়া পড়ে তজ্জন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে নিয়োজিত ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) দুর্যোগকালীন সময়ে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা ও অভিভাবকের নিকট লাশ হস্তান্তর করা এবং লাশের দাবীদার না পাওয়া গেলে লাশ দাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা করা; এবং

(৮) জনগণকে তাহাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, দিয়াশলাই জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল, ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা প্রদান করা;

(ঘ) দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায় জরুরি সাড়াদান বিষয়ক:

(১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহে উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

(২) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ অধিদপ্তর ও উপজেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৩) ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রী প্রাপ্তির হিসাব উপজেলা কমিটি ও, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করা;

(৪) দুর্যোগের কারণে জনগণ পুনরায় যাহাতে তাহদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে আসতে পারে তাহা নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে দুর্যোগের পরে বিরোধপূর্ণ জমিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যাহাতে ফিরিতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয় তাহা লক্ষ্য রাখা;

(৫) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের সহযোগিতায় দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় মানসিক পরিসেবা প্রদান করা;

(৬) দুর্যোগের কারণে আহত ব্যক্তিরা যেন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে যথাসময়ে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্ত হয় তাহা নিশ্চিত করা এবং, প্রয়োজনে, উপজেলা কমিটি ও জেলা কমিটির সহযোগিতা যাচনা করা;

(৭) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী কাজের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করা;

(৮) আশ্রয়কেন্দ্রে রক্ষিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী যাহাতে নিরাপদে পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা;

(৯) দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণপূর্বক স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন (Rehabilitation) ও পুনঃসংস্কার (Reconstruction) কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(১০) উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও সরকার ও অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৩.৬ স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপ (LDRCG)

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রীয় দপ্তরসমূহ, সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। স্থানীয় পর্যায়ে জেলা, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যখনই কোন দুর্যোগ আঘাত হানবে তখনই দ্রুত কার্যকর দুর্যোগ সাড়াপ্রদান ব্যবস্থার স্বার্থে সরকারের সবচেয়ে নিম্নপর্যায়ে সমন্বয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কোনো একটি ঘটনার নতুন কাঠামো ও প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে সর্বোচ্চ বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় প্রয়োজন এবং এ কারণে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়াপ্রদান গ্রুপগঠন করা হয়।

৩.৬.১ সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ:

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (City Corporation Disaster Response Coordination Group-CCDRCG)' গঠিত হইবে, যথা:-

(১)	সিটি কর্পোরেশনের মেয়র	সভাপতি
(২)	বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (বিভাগীয় শহরের সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)	সদস্য
(৩)	চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (ক্ষেত্রমত)	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট মহানগরের পুলিশ কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৮)	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৯)	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১০)	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১১)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১২)	সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
(১৩)	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১৪)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য-সচিব

সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপের কার্যক্রমে সহায়তা।

সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ, উহার কার্যক্রমে সহায়তা এবং অধিকতর সমন্বিতভাবে সিটি করর্পোরেশন এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য, প্রয়োজনে, নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে এবং তদনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং উক্ত গ্রুপকে সহায়তা প্রদান করিবেন, যথাঃ–

(১) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
(২) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
(৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড
(৪) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন লিমিটেডের প্রতিনিধি
(৫) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
(৬) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
(৭) গ্যাস সরবরাহ বা বিতরণ কোম্পানির প্রতিনিধি

সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপের সভাঃ

(১) সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগপূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে, প্রয়োজন মোতাবেক, উহার সভা আয়োজন করিবে।

(২) সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) বিধি ৪৪ ও ৪৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সিটি কর্পোরেশন এলাকার দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য সিটি করর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনে অন্য যে কোন কমিটির সদস্য, যে কোন কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং সে মোতাবেক উক্ত সদস্য, কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তি উহার সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

৩.৬.২ জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপঃ

জেলাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেক জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি করিয়া 'জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (District Disaster Response Coordination Group-DDRCG)' গঠিত হইবে, যথাঃ–

(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট	সদস্য
(৩)	সিভিল সার্জন	সদস্য
(৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(৫)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(৬)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
(৭)	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৮)	মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	সদস্য
(৯)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(১০)	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(১১)	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(১২)	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)	সদস্য
(১৩)	রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১৪)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;	
(১৫)	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা	সদস্য
(১৬)	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

জেলা সমন্বয় গ্রুপের সভা, ইত্যাদি।

(১) জেলা সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে, প্রয়োজন মোতাবেক, উহার সভা আয়োজন করিবে।

(২) জেলা সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) জেলাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য জেলা সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনে অন্য যে কোন কমিটির সদস্য, যে কোন কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং সে মোতাবেক উক্ত সদস্য, কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তি উহার সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

৩.৬.৩ উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ গঠন।

উপজেলাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি করিয়া 'উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (Upazila Disaster Response Coordination Group-UDRCG)' গঠিত হইবে, যথাঃ–

(১)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
(২)	পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কাউন্সিলর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(৩)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৫)	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	উপ সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৮)	স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশন	সদস্য
(৯)	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
(১০)	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
(১১)	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(১২)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(১৩)	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উপজেলা প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
(১৪)	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)	সদস্য
(১৫)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১৬)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

উপজেলা সমন্বয় গ্রুপের সভা, ইত্যাদি।

(১) উপজেলা সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে, প্রয়োজন মোতাবেক, উহার সভা আয়োজন করিবে।

(২) উপজেলা সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনয়ীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) উপজেলাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য উপজেলা সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনে, অন্য যে কোন কমিটির সদস্য, যে কোন কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং সে মোতাবেক উক্ত সদস্য, কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তি উহার সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

৩.৬.৪ পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ:

পৌরসভাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেক পৌরসভায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (Pourashava Disaster Response Coordination Group-PDRCG)' গঠিত হইবে, যথা ঃ–

(১)	পৌরসভার মেয়র	সভাপতি
(২)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশন	সদস্য
(৭)	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৮)	উপজেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
(৯)	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)	সদস্য
(১০)	পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১১)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব, পৌরসভা	সদস্য-সচিব

পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপের সভাঃ

(১) পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে, প্রয়োজন মোতাবেক, উহার সভা আয়োজন করিবে।

(২) পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পৌরসভাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনে, অন্য যে কোন কমিটির সদস্য, যে কোন কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং সে মোতাবেক উক্ত সদস্য, কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তি উহার সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

স্থানীয় পর্যায়ের সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপসমূহের দায়িত্ব ও কার্যাবলী।

স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ, জেলা সমন্বয় গ্রুপ, উপজেলা সমন্বয় গ্রুপ ও পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপ নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন করিবে, যথা ঃ–

(১) স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

(২) দুর্যোগ জরুরি অবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশনার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা;

(৩) স্থানীয় ও জাতীয় সম্পদসমূহের (মানব, অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক) তালিকা সম্বলিত ডাইরেক্টরি প্রস্তুত করা;

(৪) সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সমন্বয় করা (যদি তাহারা জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকে);

(৫) দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা এবং দুর্যোগ সাড়াদান ও প্রাক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সক্রিয় রাখা;

(৬) দুর্যোগ সাড়াদানের জন্য জরুরি সাড়াদান দল ও সম্পদসমূহ প্রস্তুত রাখা এবং সম্পদ, সেবা ও জরুরি আশ্রয়স্থল চিহ্নিত করিয়া ব্যবহারযোগ্য রাখা;

(৭) সম্পদ, সেবা, জরুরি আশ্রয়স্থল হিসাবে চিহ্নিত ভবন, যানবাহন বা অন্যান্য সুবিধাদি হুকুমদখলের প্রয়োজন হইলে জাতীয় সমন্বয় গ্রুপের অনুমোদনক্রমে জেলা প্রশাসককে উহা হুকুমদখলের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা;

(৮) সাড়াদান ও প্রাক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(৯) নগরভিত্তিক অনুসন্ধান ও উদ্ধার টাস্কফোর্সের কার্যক্রম তদারক করা;

(১০) পুনরুদ্ধার পর্যায়ের ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(১১) ধ্বংসপ্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা মেরামত ও সচল করিতে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও মালামালের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(১২) ত্রাণসামগ্রী, তহবিল ও পরিবহণ সংক্রান্ত অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও নির্দেশনা প্রদান করা;

(১৩) যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অত্যাবশ্যক সেবা প্রদান বিষয়ক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সম্পৃক্তকরণসহ অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদ নিয়োজিতকরণে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করা;

(১৪) দুর্যোগ জরুরি সময়ে তথ্য প্রবাহ সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(১৫) সতর্কবার্তার যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করা; এবং

(১৬) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহকে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা।

৩.৭ স্থানীয় পর্যায়ে বহু পাক্ষিক দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

জাতীয় পর্যায়ের বহুপাক্ষিক দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ পরিস্থিতির সমুদয় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে একটি স্থানীয় দুর্যোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায় বলতে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশনের দুর্যোগ কবলিত এলাকা বুঝানো হয়েছে। একইভাবে দুর্যোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপক দুর্যোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করতে বিভিন্ন পর্যায় লোকজন নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা দল গঠন করতে পারেন। দুর্ঘটনাস্থল ভিন্ন জায়গায় হলে নেতৃস্থানীয় সংস্থার পরিচালন কেন্দ্র প্রকৃত স্থানের দূর থেকেও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

স্থানীয় দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) দুর্যোগ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়া এবং একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
(২) পরিস্থিতি নিরূপণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাগুলোকে পরামর্শ দেয়া।
(৩) গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং দুর্যোগ বিষয়ের গণমাধ্যমের পরিকল্পনা উন্নয়ন/ বাস্তবায়ন করা।
(৪) স্থানীয় সাড়া প্রদানকারী ও সহজে প্রাপ্য সম্পদগুলোর তালিকা প্রস্তুত করা।
(৫) দলগতভাবে কাজ এবং সাড়াপ্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
(৬) অগ্রাধিকার ও সময়ের সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করা।
(৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করতে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের নিয়ে দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপনা দল (ডিআইএমটি) গঠন করা।
(৮) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের কাঠামো এবং ভূমিকা নির্ধারণ করা।
(৯) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের সমন্বয়ে দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উন্নয়ন করা।
(১০) ব্যবস্থাপনা দল ও সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাগুলো ও সম্পূরক সেবাগুলোকে কাজে লাগানো।
(১১) সম্পদ ও সহযোগিতার সমন্বয় করা।
(১২) পরিস্থিতির পরিবর্তনে ঘটনা ও সাড়াপ্রদান ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা।
(১৩) যথাযথ সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের কাছে কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন পেশ করা।
(১৪) দুর্যোগ মোকাবেলার ঘটনায় নিয়োজিত সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
(১৫) গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা এবং
(১৬) পুনরুদ্ধার কার্যক্রম হাতে নেয়া।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল যেখান থেকে কাজ শুরু করতে পারে

(১) একটি মাত্র জায়গায় দুর্যোগের ঘটনা ঘটলে দুর্যোগ কবলিত স্থানেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে ; অথবা
(২) বিভিন্ন স্থান দুর্যোগ কবলিত হলে দূর থেকেই একটি নেতৃস্থানীয় সংস্থার পরিচালনা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে ব্যবস্থাপনা দল পৃথক হলে সংস্থাগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ের জন্য ঘটনা স্থলে একটি ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন হতে পারে।

অধ্যায় ৪: ভূমিকা ও দায়িত্ব

৪.১ সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি owned/নিয়ন্ত্রনাধীন করপোরেশনগুলোর অনুসরণীয় সাধারণ নিয়মাবলি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোঃ

সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ছাড়াও, নিম্নবর্ণিত নিয়মনীতি ও কর্তব্যগুলো সকল মন্ত্রণালয়ের জন্য অভিন্ন বলে বিবেচিত হবে। প্রতি মন্ত্রণালয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও কর্তব্যগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করা আছে।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ভালভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

খ) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মধ্যে মূল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রম গুলোকে সম্পৃক্ত করা।

গ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম গুলোর সমন্বয় করা।

ঘ) নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত নীতি তৈরি করা।

ঙ) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আপদ বিশ্লেষণ ও গবেষণার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি জোরদার করা।

চ) দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সব বিষয়ে লিয়াজোঁ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করা।

ছ) মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম গুলোকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন সব ঝুঁকি চিহ্নিত ও নিরূপণ করতে দুর্যোগ ঝুঁকি বিশেষণ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা।

জ) ব্যবসায়িক অবিচ্ছিন্নতা এবং ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে, কার্যকরী সাড়াপ্রদানকে, অর্ন্তভুক্ত করে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঝ) বিভিন্ন ভোগান্তি ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিহ্নিত ঝুঁকি ও তার উপযুক্ত প্রতিকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঞ) মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম চলাকালে সাড়াপ্রদান, উদ্ধার ও পুর্নবাসন কার্যক্রমগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ট) লিয়াজোঁ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বছরের ৩৬৫ দিনের ২৪ ঘণ্টা যোগাযোগ করা যাবে এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ঠ) দ্রুত সাড়াদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় বাস্তবায়নে যথেষ্ট প্রস্তুতি ও সামর্থ রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

ড) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ দেয়া এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যগুলোতে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করার মত যথাযথ দক্ষতা ও সামর্থ আছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

ঢ) মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা যথাযথ এবং তা পর্যাপ্ত ও বাস্তবায়নের সামর্থ্য আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে বন্যা/ঘূর্ণিঝড় সময় বিবেচনায় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা এবং মন্ত্রণালয়কে ভূমিকম্প ঝুঁকি সম্পর্কে প্রস্তুত করা।

ণ) পূর্বে সাড়াদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমগুলো থেকে অর্জিত শিক্ষার পর্যাপ্ততা ও প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয়ের আপদকালীন পরিকল্পনাগুলোর নিয়মিতভাবে (বছরে কমপক্ষে একবার) পর্যালোচনা করা।

ত) সাড়াদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমগুলোর জন্য আন্ত:মন্ত্রণালয় যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং মন্ত্রণালয় ও অন্য গুরুত্বপূর্ণ বাইরের আংশীদারদের মধ্যে তথ্য রিপোর্টিং ও প্রচার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

থ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি কার্যক্রম পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডসহ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়া।

দ) সকল প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট আপদকে বিবেচনায় নিয়ে সব মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তরগুলোর জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। মন্ত্রণালয়গুলো তার অধীন দপ্তরগুলো, বিভাগ ও শাখাগুলোর সব অবকাঠামোর ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের মত ঘটনায় আপদকালীন পরিকল্পনা কার্যকর আছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

ধ) নিয়ন্ত্রণাধীন সকল পর্যায়ে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ও আর্ন্তজাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপনের জন্য সহায়তা নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

ক) সাড়াদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম চলাকালে সহায়তার জন্য আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় নিশ্চিত করা।

খ) সকল পর্যায়ের কমিটিগুলোতে সক্রিয় অংশগ্রহণ সহ আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে সমর্থন দেয়া।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা নিশ্চিত করা।

ঘ) মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র সক্রিয় করা এবং মন্ত্রণালয়ের সবপর্যায়ের ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাইরের সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ নিশ্চিত করা।

ঙ) মন্ত্রণালয় ও তার অধিদপ্তরগুলোর সকল পর্যায়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত সতর্কবার্তা প্রচার নিশ্চিত করা।

চ) সাড়াদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তার জন্য মন্ত্রণালয়ের সম্পদগুলোকে সক্রিয় করতে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

ছ) দুর্যোগের ওপর স্থায়ী আদেশাবলী অনুসারে সুনির্দিষ্ট /দায়িত্বাবলি গ্রহণ করা।

জ) প্রয়োজন অনুসারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাসহ সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য যথাযথভাবে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মীদের অংশ নিতে নিশ্চিত করা।

ঝ) বিভিন্ন পর্যায় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে প্রতিবেদন পাঠানোসহ তথ্য যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

ঞ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মন্ত্রণালয়ের সেবাগুলোর অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ট) চাহিদা মোতাবেক সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমকে সহায়তা দেয়া।

ঠ) অবস্থাগত প্রতিবেদন প্রস্ত্তত করা ও তা যথাযথভাবে প্রচার করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

ড) ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করা; সরকারি সেবা (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত) পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্নিমাণ ও মেরামতের খরচ নির্ধারণসহ ক্ষয়ক্ষতির হিসেবের প্রতিবেদন তৈরি করা।

ঢ) আপদ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা এবং প্রয়োজন অনুসারে সুশীল সমাজ, শিল্প কারখানা ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ওপর আপদের প্রভাবের প্রতিবেদন প্রস্ত্তত করা।

ণ) ত্রাণ, উদ্ধার ও পুণর্বাসন কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য অনাক্রান্ত অঞ্চল থেকে আক্রান্ত অঞ্চলে কর্মী স্থানান্তরসহ প্রয়োজন অনুসারে মন্ত্রণালয়ের সম্পদগুলোর পুনর্বণ্টন করা।

৪.২ সুনির্দিষ্ট নিয়ম এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো

৪.২.১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ক) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়টিকে অগ্রাধিকার হিসেবে নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেয়া।

খ) দুর্যোগের ওপর স্থায়ী আদেশাবলীতে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তরগুলোর জন্য যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে তার আইনগত ভিত্তি ও আইনগত কর্মকাঠামোকে সম্মতি/অনুমোদন দেয়া।

গ) জাতীয় সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পদ্ধতি তৈরি ও শক্তিশালীকরণে সহযোগিতা করা।

ঘ) দারিদ্র বিমোচন কৌশল এবং খাত ও বহুমূখী খাতের সার্বিক নীতি ও পরিকল্পনাসহ সরকারের সব পর্যায়ের উন্নয়ন নীতি, কর্মসূচি ও পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করণ।

ঙ) প্রবিধান ও পদ্ধতি সহকারে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আইনী বিধিমালা; যেখানে প্রয়োজন অনুসারে আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করা যাবে; যা আইনানুগভাবে প্রতিপালনে উৎসাহিত করে এবং ঝুঁকিহ্রাস ও প্রশমনে কর্মসূচি গ্রহণে প্রনোদনা দান করে।

চ) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতি, কর্মসূচি ও আইন এবং নীতি প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট সকল খাতে ও প্রশাসনিক সকল পর্যায়ে প্রশাসন ও বাজেট কর্তৃপক্ষকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দ করা।

ছ) উন্নয়ন কর্মসূচিতে সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পৃক্তকরণে শক্তিশালী রাজনৈতিক অঙ্গীকার করা।

জ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও বিভাগগুলোর মাধ্যমে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC), আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি, (IMDMCC) ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতা কমিটি (EPAC) এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির (NDMAC), সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

ঝ) কর্মীদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেয়া, যাতে কর্মকর্তা কর্মচারিরা দুর্যোগ ব্যবস্থপনার ওপর পর্যাপ্ত ও যথাযথ দক্ষতা এবং সক্ষমতা অর্জন করে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে।

ঞ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সব কার্যক্রম সমন্বয় করা।

ট) পূর্ববর্তী সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম হতে অর্জিত শিক্ষার মাধ্যমে পর্যাপ্ততা ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো প্রতি বছর তাদের আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

ঠ) সাড়াদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তার প্রয়োজনীয় সব সম্পদের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেয়া।

ড) সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও উদ্ধারকালে আইএমডিএমসি, ইপ্যাক ও এনডিএমএসি আয়োজিত সব সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং চলমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মকাণ্ডে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঢ) সুসমন্বয় নিশ্চিত করতে দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সেল কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের বিষয়ে সহজ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা।

ণ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের (DMIC) সঙ্গে কার্যকরি যোগাযোগ গড়ে তোলা।

ত) অনুরোধ সাপেক্ষে পদক্ষেপ নেয়া, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

থ) সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত সতর্কবার্তা যথাযথ ও কার্যকর হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।

দ) সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমের সময় আন্ত:মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় প্রচেষ্টায় প্রতি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

ধ) ত্রাণ, উদ্ধার ও পুণর্বাসন কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য অনাক্রান্ত অঞ্চল থেকে আক্রান্ত অঞ্চলে কর্মী স্থানান্তরসহ প্রয়োজন অনুসারে মন্ত্রণালয়ের সম্পদসমূহ পুর্নবণ্টন করা।

৪.২.১.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MODMR) কর্তৃক প্রনীত এবং আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ও আইনগত কর্মকাঠামো অনুমোদনের ব্যবস্থা করা।

খ) সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরগুলোর প্রতি নির্দেশনা জারি করা যাতে তারা তাদের নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগুলো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে।

গ) বাৎসরিক রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে বরাদ্দ অনুমোদনের ব্যবস্থা করা।

ঘ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করা।

৪.২.১.২ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (AFD)

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত এ বিভাগ দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিজেদের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য নিচে উলেখিত পদক্ষেপগুলো হাতে নিবে।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বিস্তারিতভাবে খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে খাতভিত্তিক ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতির কৌশল ঠিক করবে এবং সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ভূমিকম্প বিষয়ে একটি আপদকালীন পরিকল্পনাও তৈরি করবে।

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান নিশ্চিত করবে।

গ) সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি কার্যকরী পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

ঘ) ভূমিকম্পসহ অন্য আপদের ওপর কর্মী প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা। সব কর্মীকে ভূমিকম্প প্রস্তুতির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি করা।

ঙ) ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও জরুরি ব্যবস্থাপনার ওপর মহড়ার আয়োজন করা।

চ) আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা, ত্রাণ সামগ্রী, অবকাঠামো, অনুসন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জামের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

ছ) ভূমিকম্প বিপদগ্রস্ত এলাকা ও সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি চিহ্নিত করার নীতিমালা তৈরি করা।

জ) ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির মানচিত্রায়ন একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা।

ঝ) বিভাগের জন্য খাতভিত্তিক ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য আনা নেয়ার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

ঞ) ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের জন্য খাতভিত্তিক আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা উন্নয়ন করা।

জরুরি সাড়াদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে সে সম্পর্কে অবগত করা।

খ) সিসিডিআর, এনডিআরসিজি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (গঙউগজ) এর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং নিয়মিত সমন্বয় নিশ্চিত করা।

গ) দুর্যোগ আসার আগেই বিশেষত দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের মানুষের কথা বিবেচনা করে নিরাপত্তা/স্থানান্তর/উদ্ধার কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ তিন বাহিনীর যথাযথ প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা টাস্কফোর্সের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং ত্রাণ, উদ্ধার ও স্থানান্তর কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে এবং জরুরি ভিত্তিতে নিয়োজিত করতে সশস্ত্র বাহিনীর একটি গ্রুপ গঠন করা।

ঙ) দুর্যোগকালে জরুরি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট পরিকল্পনা তৈরি এবং তা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।

চ) দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থান রাখা।

ছ) সিভিল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার জন্য চাহিদা ও অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র বাহিনীকে কাজে লাগানোর জন্য ডিডিএমএর সহযোগিতায় পরিকল্পনা করা।

জ) জরুরি সাড়াদান, ত্রাণ ও উদ্ধার বিষয়ে টাস্কফোর্স কমান্ডারদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

ঝ) স্থাপনা, উপকরণ, মানুষ ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঞ) আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

আগাম সর্তকবার্তা প্রচার পর্যায়:

ক) প্রধানমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সেল এর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ বিরামহীন (২৪ ঘণ্টা) চালু রাখা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MODMR) এর জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

গ) উদ্ধার, স্থানান্তর ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে চাহিদা অনুসারে প্রস্তুত রাখা।

ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় টাস্কফোর্স নিয়োগ করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) সরকারের চাহিদা অনুসারে বেসামরিক কর্তৃপক্ষর সহযোগিতার জন্য দুর্যোগে সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়োগ করা।

খ) উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেল এবং আইডিএমসিসি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো।

গ) সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

ঘ) সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ওপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং তা এনডিএমসি/এমওডিএমআর এর কাছে পাঠানো।

৪.২.১.২.১ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

দুর্যোগকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে স্থানান্তর, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। দুর্যোগকালে সেনাবাহিনী সদরদপ্তর নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলো পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণের পর খাতভিত্তিক ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতি পরিকল্পনা তৈরি করা।

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটর সংস্থান নিশ্চিত করা।

গ) সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ওপর কর্মীদের জন্য শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজনা করা।

ঙ) খাতভিত্তিক ঝুঁকি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

চ) ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা উন্নয়ন করা। সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা।

জরুরি সাড়াদান

স্বাভাবিক সময়

ক) সেনাবাহিনী সদরদপ্তর ও বিভাগীয় সদরদপ্তরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।

খ) জরুরি কার্যক্রমের জন্য হালকা পরিবহন,ট্রাক, উদ্ধার জাহাজ ও জলযানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

গ) নিচে উলেখিত বিষয়গুলো জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা গ্রহণ করা:

১ সতর্কতা ও বিপদ সংকেত
২ যোগাযোগ ব্যবস্থা
৩ সাড়াপ্রদান প্রস্তুতি নিরূপণ ও অনুশীলন
৪ ব্যক্তি, উপকরণ ও স্থাপনার নিরাপত্তা
৫ সিভিল প্রশাসনের প্রতি সাড়াদান
৬ সাড়াদান ও ত্রাণ কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ
৭ টাস্কফোর্স ঠিক করা ও রিজার্ভে রাখা। ইনফ্যান্ট্রি কোম্পানি, প্রকৌশলী, চিকিৎসা সংক্রান্ত পেশাজীবীদের (প্রাথমিক চিকিৎসা, ডাক্তার, সেবিকা, ঔষুধপত্র) সমন্বয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করা।

ঘ) উপকরণ, স্থাপনা, জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও নিয়মিতভাবে তা হালনাগাদ করা এবং প্রস্তুতির অবস্থা পর্যালোচনা করা।

ঙ) দুর্যোগকালে বেসামরিক প্রশাসনের ডাকে সাড়া দিতে অপারেশনাল পরিকল্পনা তৈরি করা।

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ভূমিকম্প মহড়া, অগ্নি মহড়ার সংক্রান্ত সব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও স্টাফ কলেজে সেনাবাহিনী জোয়ান ও কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

ছ) দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতি ও সাড়াদানের ওপর মহড়ার আয়োজন করা।

আগাম সতর্কতা ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগের জন্য সদরদপ্তরগুলোর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সদর দপ্তরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা এবং সেগুলোর টেলিফোন নম্বরগুলো পরিচালক মিলিটারি অপারেশন (অফিস ও বাসা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলের দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ গুলোতে পাঠানো।

খ) প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলে একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা মনোনীত করা এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

গ) সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি সতর্কতা আদেশ জারি করা। সেনাবাহিনীর দ্রুতসঞ্চালনার জন্য আদেশ জারি করা এবং সম্ভাব্য দুর্যোগ আক্রান্ত অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ তাদের নিয়োগ করা।

ঘ) দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট হিসেবে কাজ করার জন্য প্রতিটি বিভাগীয় অঞ্চলে টাস্ক ফোর্স গঠন করা। এ ইউনিটগুলো একটি সম্পূর্ণ পদাতিক সৈনবাহিনী, প্রকৌশলী, প্রাথমিক চিকিৎসা, ঔষধ ও নার্সিং সহযোগিদের নিয়ে গঠিত হবে।

ঙ) প্রয়োজন হলে রিজার্ভ টাস্কফোর্স পস্তুত রাখা।

চ) প্রয়োজনে টাস্কফোর্সকে সুবিধামতো অবস্থানে পাঠানো।

ছ) টাস্কফোর্স কমান্ডার স্থানান্তর, উদ্ধার, ত্রাণ, স্বাস্থ্যসেবা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য সিভিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করবেন।

জ) প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঝ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলে সঠিক পরিস্থিতি ও কার্যক্রমের ওপর প্রতিবেদন পাঠানো।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) সেনাবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট ফরমেশন (বিভাগীয়) সদর দপ্তরগুলোর দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ দিনরাত ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা।

খ) দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল হতে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতিসহ অন্যান্য কার্যক্রমের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা Selected name of those committee বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেল, ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে পাঠানো।

গ) অনুরোধ অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ও ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে টাস্কফোর্স নিয়োগ করা।

ঘ) স্থানীয় প্রশাসনকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা:

১. জরুরি স্থানান্তর।
২. ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম।
৩. মৃতদেহ উদ্ধার ও ধ্বংসস্তূপ অপসারণ।
৪. প্রয়োজন অনুসারে মাঠপর্যায়ে হাসপাতাল সেবাসহ চিকিৎসা সেবা।
৫. রোগ প্রতিরোধ।
৬. অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র।
৭. ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ।

ঙ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানানোর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর সমন্বয় সেল ও খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠানো।

চ) মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিহার্য বিবেচনায় অন্যান্য যে কোনো কার্যক্রম চালু করা।

ছ) সব দুর্যোগ আক্রান্ত অঞ্চলসমূহে ত্রাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং উদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করা।

প্রাক উদ্ধার ও পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দুর্যোগ আক্রান্ত অঞ্চলে জরিপ কাজ পরিচালনা করা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের চাহিদা নিরূপণ করা।

খ) পরিবেশ উন্নয়নে ও ধ্বংসাবশেষ অপসারণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করা।

গ) দুর্যোগ আক্রান্ত অঞ্চলের আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল সেবাগুলোর প্রস্তুতিতে সহযোগিতা করা এবং মহামারি প্রতিরোধে নিয়োজিত সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করা।

ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করা।

ঙ) প্রয়োজন অনুসারে, মাঠ পর্যায়ে হাসপাতাল স্থাপন করা।

চ) অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা।

ছ) প্রয়োজন হলে বেসামরিক প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রমে অংশ নেয়া।

জ) আক্রান্ত অঞ্চলের মানুষের উপকারার্থে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনাযোগ্য অন্য যে কোনো কাজের ব্যবস্থা করা।

ঝ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের অগ্রগতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার জন্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সব দিক বর্ণনা করে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে পাঠানো।

৪.২.১.২.২ বাংলাদেশ নৌবাহিনী

ঘূর্ণিঝড় চলাকালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তাদের সামর্থ্য ও সম্পদ অনুসারে উপকূলীয় অঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা সম্প্রসারিত করবে। এ ধরনের সহযোগিতা তাদের স্বাভাবিক সরঞ্জাম ও জাহাজের প্রতুলতার ওপর নিভ্র্র করে করতে হবে। এ ধরনের সহযোগিতা হবে ত্রাণ সামগ্রী চট্টগ্রাম হতে উপকূলীয় দ্বীপগুলোতে এবং নারায়ণগঞ্জ/খুলনা থেকে বরিশাল/পটুয়াখালীতে (শুধু সেসব অঞ্চলে যেখানে এসব যান চলাচলের জন্য পানির পর্যাপ্ত গভীরতা রয়েছে) পরিবহন করা। এ জাহাজগুলো নৌবাহিনী ও বেসামরিক চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিক্যাল টিম ও ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক সরবরাহকৃত ঔষধপত্র বহন করবে।

চরম ঘূর্ণিঝড়কালে, জরুরি মুহূর্তে সরকারের নির্দেশিত বিশেষ কাজে দায়িত্ব পালনে তাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়াও বাংলাদেশ নৌবাহিনী তাদের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অতিরিক্ত হিসেবে নিচের দায়িত্বগুলোও পালন করবেঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক) বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক বিস্তারিতভাবে খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ করার মাধ্যমে একটি খাতভিত্তিক ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা।

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থান নিশ্চিত করা।

গ) সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকরি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ) কর্মকর্তা কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ভূমিকম্প সম্পর্কিত প্রস্তুতির ওপর নৌবাহিনীর সকল কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঙ) দাপ্তরিক আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা ও হালনাগাদ করা (ঘূর্ণিঝড়ের ওপর বিশেষ জোর দেয়া যেতে পারে)। পরিকল্পিত প্রস্তুতির অবস্থা পর্যালোচনা এবং এ সম্পর্কিত সঙ্গে বাৎসরিক মহড়ার আয়োজন করা।

চ) কর্ম এলাকা জরিপ করা এবং জরিপে পাওয়া তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও ডিএমঅ্যাণ্ডআর মন্ত্রণালয় এর সঙ্গে বিনিময় করা।

জ) খাতভিত্তিক ঝুঁকি সংক্রান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

জরুরি সাড়াদান

স্বাভাবিক সময়

ক) খুলনা, চট্টগ্রাম ও সদর দপ্তরে নৌবাহিনীর তিনজন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।

খ) জরুরি সাড়াদান, ত্রাণ ও উদ্ধারের ওপর নৌবাহিনী সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

গ) নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলোসহ জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা হাতে নেয়াঃ

১. সতর্কবার্তা ও হুঁশিয়ারি সংকেত।
২. যোগাযোগ পদ্ধতি।
৩. সাড়াপ্রদান প্রস্তুতি নিরূপণ ও অনুশীলন করা।
৪. স্থাপনা, জাহাজ, উপকরণ ও বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৫. বেসামরিক প্রশাসনের প্রয়োজনে সাড়া দেয়া।
৬. উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ চিহ্নিত করা।

ঘ) উপযুক্ত জলযান চিহ্নিত করা।

১. স্বল্প সময়ের নোটিশে দীর্ঘ মেয়াদি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
২. নৌবাহিনী সদর দপ্তরের কার্যনির্বাহী অধিদপ্তর সতর্কবার্তা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় আগাম ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আবহাওয়া অধিদপ্তর/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে।
৩. দুর্যোগকালে সংশ্লিষ্ট সবার ব্যবহারের জন্য ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে ব্যবহারযোগ্য কর্মক্ষম জলযানের একটি তালিকা তৈরি করা।
৪. উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ওপর কর্মকর্তা কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া।
৫. বাৎসরিক মহড়া ও এর উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে SOD'র আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণয়নকৃত নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার কার্যকারিতা যাচাই করা।

ঙ। দুর্যোগের কবল থেকে জাহাজ, যন্ত্রপাতি, উপকরণ,দ্রব্যসামগ্রী ও নৌবাহিনীর সদস্যদের রক্ষা করতে পরিকল্পনা তৈরি করা।

হুঁশিয়ারি ও সতর্কতা পর্যায়

ক) সকল শাখায় সতর্কবার্তা জারি করা।

খ) সমুদ্র পর্যায়ে তথ্য পরিবীক্ষণ শাখার মাধ্যমে আইওটিডাব্লিউএস ও বিএমডির সঙ্গে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময় এবং জরুরি মুহূর্তে সে অনুযায়ী কাজ করা।

গ) নৌবাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা এবং নৌপরিচালনা পরিচালক (অফিস এবং বাসা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলের ও কর্তব্যরত কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর সরবরাহ করা।

ঘ) সম্ভাব্য দুর্যোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এমন জাহাজ, স্থাপনাসমূহ, নৌবাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

ঙ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলে যোগাযোগের জন্য একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা মনোনীত করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

দুর্যোগকালীন পর্যায়

ক) বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ অধিযাচন জাহাজ পাঠানো।

খ) স্থানীয় প্রশাসনকে নিম্নলিখিত বিষয়ে সহযোগিতা করা:

১. ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরুপণ।

২. মেডিকেল সেবাসমূহ।

৩. যাতায়াত ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ।

৪. যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও উপকূলে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ) নৌবাহিনীর সদরদপ্তর চট্টগ্রাম ও খুলনার নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রয়োজনীয় লোকবলের ব্যবস্থা করা।

ঘ) স্বল্প সময়ের নির্দেশে ঘূর্ণিঝড় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাহাজ ও স্টেশনকে তৈরি রাখা।

ঙ) নৌবাহিনীর সদর দপ্তর কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর সমন্বয় সেল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা।

চ) সংশ্লিষ্ট বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সমন্বয় রেখে সম্ভাব্য সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া।

ছ) নৌ সদরদপ্তর এর নির্দেশ অনুযায়ী, জাহাজ/স্টেশনগুলো, বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।

জ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের সমন্বয় সেলের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ডিএমআরডি'র জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠানো।

ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা ও পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দুর্যোগ আক্রান্ত অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের চাহিদা নির্ধারণ করা এবং সশস্ত্র বাহিনী ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ওপর পরামর্শ দেয়া।

খ) দুর্যোগ আক্রান্ত অঞ্চলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করা।

গ) দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা।

ঘ) স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত স্থানীয়/বেসামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সব পদক্ষেপে সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়া।

ঙ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সব বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করা এবং তা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কাছে পাঠানো।

৪.২.১.২.৩ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এছাড়া স্বাভাবিক কর্মসূচির অতিরিক্ত নিচে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) খাতভিত্তিক ঝুঁকি মূল্যায়ন জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর খাতভিত্তিক ঝুঁকি কমানো, প্রস্তুতির কৌশল ও পরিকল্পনা উন্নয়ন করা।

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় সংস্থান নিশ্চিত করা।

গ) সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঘ) মন্ত্রণালয়ে খাতভিত্তিক ঝুঁকি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঙ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর হালনাগাদ করা।

চ) ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর সকল কর্মীদের শিক্ষণ ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ছ) প্রস্তুতির ওপর বাৎসরিক মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনা সংশোধন করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর ও স্টেশনগুলোতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েনট মনোনীত করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সে সম্পর্কে জানানো।

খ) বন্যাপ্রবণ এলাকা, উপকূলীয় এলাকা, সমুদ্র দ্বীপগুলোর হালনাগাদ এরিয়াল মানচিত্রসহ দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা এবং বিমানপথ ও হেলিপ্যাড সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণ করা।

গ) আবহাওয়া অধিদপ্তর ও অন্যান্য উৎস থেকে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য পূর্বেই কার্যকর পদ্ধতির ব্যবস্থা করা।

ঘ) বেসামরিক কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়াপ্রদান ও নিজস্ব উড়োজাহাজ, উপকরণ ও স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তার জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং স্থায়ী আদেশাবলী তৈরি করা।

ঙ) জরুরি সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

চ) নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলোসহ জরুরি সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা গ্রহণ করা:

১. সতর্কবার্তা ও হুশিয়ারি সংকেত।
২. যোগাযোগ পদ্ধতি।
৩. সাড়াপ্রদান প্রস্তুতির মূল্যায়ন ও অনুশীলন।
৪. স্থাপনা, উড়োজাহাজ, উপকরণ ও বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৫. সিভিল প্রশাসনের প্রতি সাড়া দেয়া।
৬. সাড়াপ্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে প্রয়োজনীয় সম্পদসমূহ চিহ্নিত করা।
৭. উপযুক্ত বিমান অবতরণ স্থান ও হেলিপ্যাড চিহ্নিত করা।
৮. তথ্যানুসন্ধান অভিযান পরিচালনা ও পরিবহনের জন্য উড়োজাহাজ চিহ্নিত করা।

সতর্কতা ও হুশিয়ারি পর্যায়

ক) সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি পূর্ব সতর্কতামূলক নির্দেশনা জারি করা।

খ) পরিবহন বিমান ও হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা।

গ) ঘূর্ণিঝড় প্রবণ অঞ্চলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজ ও উপকরণগুলো নিরাপদ স্থানে রাখতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়া।

ঘ) প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলে একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা মনোনীত করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও নৌ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ঙ) বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কক্ষের পরিচালক (অফিস ও বাসা) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার টেলিফোন নম্বর প্রধানমন্ত্রীর সমন্বয় সেলের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র এবং সেনা ও নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সরবরাহ করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড় /বন্যা পরিস্থিতি বিরতিহীনভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

খ) নিজস্ব উৎসের মাধ্যমে সংগৃহীত আবহাওয়া সংক্রান্ত অতিরিক্ত তথ্য আবহাওয়া অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যের সঙ্গে সংযোজনের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো।

গ) ঘূর্ণিঝড় সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির হিসেব ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবহন বিমান ও হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা যেন আবহাওয়া স্বাভাবিক হলে প্রাথমিক পরীক্ষামূলক ভাবে উড়োজাহাজ চালানো যেতে পারে।

ঘ) মারাত্মক বন্যাকালে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের ত্রাণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় বিমান পরিবহনের (airlift) সহায়তা দেয়া।

ঙ) জরুরি অনুসন্ধান, ত্রাণপ্রদান, সাড়াপ্রদান এবং ত্রাণসামগ্রীর সাময়িক মজুদের জন্য সেনাবাহিনীর বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণ স্থান ব্যবহার নিশ্চিত করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আক্রান্ত অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃতি ও পরিমাণ নিরূপণ করতে আকাশ পথে জরিপ পরিচালনা করা এবং প্রাপ্ত তথ্য প্রতিবেদন আকারে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির কাছে পাঠানো।

খ) মারাত্মকভাবে আহত ব্যক্তিদের নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তর করা।

গ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরিপ কাজ পরিচালনা ও পরিদর্শনের জন্য পরিবহন উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টার সরবরাহ করা।

ঘ) দুর্গত অঞ্চলে ত্রাণ সামগ্রী যেমন- খাদ্য ও পানি বহন করা এবং তা প্রয়োজনে জনগণের কাছে এয়ারড্রপের মাধ্যমে সরবরাহ করা।

ঙ) দুর্গত অঞ্চলে জরুরি ত্রাণ সামগ্রী, ঔষধপত্র ও চিকিৎসক দল পরিবহনের জন্য হেলিকপ্টার দিয়ে বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা করা।

চ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ছবিগুলো সিভিল কর্তৃপক্ষের নেটওয়ার্কের মধ্যে আদান-প্রদান করতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ওয়্যারলেস, বেতার, নাইট ভিশন প্রযুক্তি ও টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করা।

ছ) সার্বিক ত্রাণ কার্যক্রমের স্বার্থে সরকার নির্দেশিত অন্য কোনো কর্মসূচিতে দায়িত্ব পালন করা।

জ) ত্রাণ কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করা।

ঝ) বন্ধু রাষ্ট্রের ত্রাণ মিশনগুলোর (বিমান বাহিনী) জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

৪.২.১.৩ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

ঝুঁকিহ্রাস

ক) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে এফডি- ৬ ফরম্যাটে অর্ন্তভুক্ত করতে নির্দেশ জারি করা।

খ) এনজিওগুলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্তা তাদের বিভিন্ন দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণায় অর্ন্তভুক্ত করতে নির্দেশনা দেয়া।

গ) শহর অঞ্চলে যেসব এনজিও কাজ করছে তাদের ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে নির্দেশনা দেয়া।

ঘ) এনজিওগুলোর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে নির্দেশনা দিতে নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এনজিও সমন্বয় কমিটির সভায় অংশ নিতে একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) মানব উন্নয়ন কর্মসূচি রয়েছে এমন এনজিওগুলোর একটি ডাটাবেজ তৈরি করা এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করা।

গ) এনজিওগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

সতর্কতা/হুশিয়ারি পর্যায়

ক) সতর্কবার্তা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচারণা চালাতে এনজিওগুলোকে নির্দেশনা দেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) প্রয়োজন অনুসারে জেলা এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা করতে সব এনজিওকে নির্দেশনা দেয়া।

খ) স্থানীয় প্রশাসনকে নিচে উলেখিত ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে এনজিওগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা:

১. আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর।
২. ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ।
৩. চিকিৎসা সেবা।
৪. ত্রাণ সামগ্রী পরিবহণ ও সরবরাহ।
৫. যোগাযোগ।
৬. দুর্গত অঞ্চলে ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি আদায় স্থগিত করা।
৭. বিমান/নৌ বন্দর হতে এনজিওগুলোর জন্য পাঠানো আর্ন্তজাতিক মানবিক সাহায্যের দ্রব্যসামগ্রী দ্রুত ছাড় নিশ্চিত করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) সরকারি, আর্ন্তজাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওসহ অন্য সংস্থার দ্রুত উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নির্দেশনা তৈরি ও প্রতিষ্ঠা করা।

খ) এনজিও গুলোর দ্রুত উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সমন্বয় করা।

গ) ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থার সার্বিক অবদানের তথ্যাবলি রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৪.২.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MODMR)

সরকারের দুর্যোগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফোকাল পয়েন্ট হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য সার্বিক দায়িত্বে থাকবে।

৪.২.২.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর দায়িত্বাবলি:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য এমওডিএমঅ্যাণ্ডআর দায়িত্বে থাকবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়কে স্বাভাবিক সময়ে, হুশিয়ারি ও সতর্কতা পর্যায়ে, দুর্যোগ চলাকালীন ও পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সব তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবে। মন্ত্রণালয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে তথ্য সরবরাহ করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জরুরি ত্রাণ কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত সব কর্মকর্তার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবেন।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) বাংলাদেশে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা ও আইনগত কাঠামো তৈরি ও প্রতিষ্ঠা করা:

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি।
২. ঝুঁকিহ্রাসকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ।
৩. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ।
৪. ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন।
৫. আপদ, ঝুঁকি ও বিষয়ভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি সম্প্রসারণ।
৬. জরুরি সাড়াদান পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ।
৭. নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি ও নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও সমৃদ্ধ করা এবং নিয়মিত বিরতিতে দুর্যোগের ওপর স্থায়ী আদেশাবলী সংশোধন করা।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের নীতি ও অনুশীলনে সহায়তার জন্য আপদ, সেক্টর এবং সব পর্যায়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাবলি ও টেমপেট প্রস্তত করা।

ঙ) জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণ করা; ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন কৌশল প্রস্তুত করা।

চ) দুর্যোগপ্রবণ বা দুর্যোগে আক্রান্ত হতে পারে এমন উপজেলা ও এর ঝুঁকিপূর্ণ জনবসতি অঞ্চল মানচিত্রে চিহ্নিত করা।

ছ) ছয় মাস পর পর আন্ত:মন্ত্রণালয় ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা।

জ) ভূমিকম্প মোকাবেলায় সর্বদা জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা।

ঝ) বিপদগ্রস্ত অঞ্চল ও এর উপকরণগুলোর ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্রের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

ঞ) বিল্ডিং কোডের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করা।

ট) জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঠ) সরকারের সকল খাতের ঝুঁকিহ্রাস প্রচেষ্টা সমন্বয় করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব নিচে উলেখিত বিষয়গুলোর ওপর সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন:

ক) ত্রাণ বিতরণের বিষয়ে কোনো স্থায়ী নিয়মাবলি (স্থায়ী আদেশাবলী) জনস্বার্থে শিথিল করা।

স্বাভাবিক সময়

ক) প্রতি তিনমাস পর আন্তঃমন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা।

খ) দুর্যোগপ্রবণ উপজেলাগুলো ও উপজেলার বিশেষ দুর্যোগপ্রবণ এলাকা এবং যে সব জনসাধারণ দুর্যোগ কবলিত হতে পারে তাদের চিহ্নিত করা।

গ) বিদেশি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ যারা দুর্যোগ প্রস্তুতি, জরুরি সাড়াপ্রদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশ নিতে ইচ্ছুক তাদের তালিকা হালনাগাদ করা।

ঘ) দুর্যোগকালে সব পর্যায়ে ব্যবহার্য খাদ্য, ত্রাণ সামগ্রী ও যানবাহনের তথ্য সংরক্ষণ করা।

ঙ) স্থায়ী আদেশাবলী যাতে গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অংশীদারদের (stakeholder) কাছে পৌঁছানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেয়া।

চ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, সিপিপি, রেড ক্রিসেন্ট, এনজিও প্রভৃতির দুর্যোগ প্রস্তুতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজন করা।

ছ) মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জেলা ও উপজেলা সদর দপ্তরের সার্বক্ষণিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।

জ) দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াপ্রদানের পদক্ষেপগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আদেশ দেয়া।

সতর্ক ও হুশিয়ারি পর্যায়

ক) ত্রাণ সামগ্রী যথাস্থানে পৌঁছানোর ও যানবাহন মোতায়েনের নির্দেশ দেয়া।

খ) মন্ত্রণালয়ে একজন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা এবং তার পদবি ও টেলিফোন নম্বর সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করা।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর নিজস্ব জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রসহ (EOC) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে জড়িত সব পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র পুনঃসচল করতে নির্দেশ দেয়া।

ঘ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বিভাগগুলো থেকে উপাত্ত (সতর্ক বার্তা ও সংকেত) সংগ্রহ করতে আদেশ জারি করা।

ঙ) বেতার, টেলিভিশন, ফ্যাক্স, টেলিফোন, ই-মেইল, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য গণযোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করে সতর্ক সংকেতের প্রচার নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অধিদপ্তর, সিপিপি, বিডিআরসিএস, এনজিও, জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও কর্মকর্তাদের জানানো।

চ) জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা।

ছ) সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা আহবান করা এবং তার সিদ্ধান্তগুলো সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো।

জ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান (প্রধানমন্ত্রী) এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভাপতিকে দুর্যোগ পরিস্থিতি ও গৃহীত পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে জানানো।

ঝ) সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা।

ঞ) ক্ষয়ক্ষতির হিসেব ও ত্রাণ কার্যের জন্য হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান প্রস্তুত রাখতে বিমান বাহিনীকে অনুরোধ করা।

ট) উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের জন্য জলযান প্রস্তুত রাখতে নৌবাহিনী ও অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল করপোরেশনকে অনুরোধ করা।

ঠ) জানমাল বাঁচানোর লক্ষ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া।

ড) সেনাবাহিনীকে দ্রুত দুর্গত এলাকায় যাওয়ার জন্য পস্তুত থাকতে সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে অনুরোধ করা।

ঢ) মহাবিপদ সংকেত ও এ সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেয়া সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর সভাপতি (বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান) ও অন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে জানানো।

ণ) উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন অধিগ্রহণ করার জন্য জেলা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া।

ত) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

থ) আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সম্ভাব্য বিপদগ্রস্ত লোকদের নিরাপদ আশ্রয়ে অপসারণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া।

দ) বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে ঘন ঘন সতর্ক সংকেত প্রচার নিশ্চিত করা।

ধ) জেলা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সিপিপি এবং আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিত করা।

ন) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী আগাম ব্যবস্থা করে রাখা।

প) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলে একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) আবহাওয়া অনুকূলে আসার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির হিসেব ও উদ্ধার কাজের জন্য নৌ ও বিমান বাহিনীকে জাহাজ ও উড়োজাহাজ পস্তুত রাখার জন্য অনুরোধ করা।

খ) প্রয়োজন অনুযায়ী বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা।

গ) এনজিওদের সঙ্গে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে সমন্বয় করা।

ঘ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা।

ঙ) ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা।

চ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের জন্য অতিরিক্ত তহবিল ও উপকরণের চাহিদা নির্ধারণ করা।

ছ) খয়রাতি সাহায্যর জন্য দ্রুততহবিল ও উপকরণ সংগ্রহ করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি, টেস্ট রিলিফ এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।
খ) দুর্গত এলাকার অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত জরুরি পুনর্বাসন কাজ অব্যাহত রাখা।
গ) পুনর্বাসন কর্মসূচি সমন্বয় করা।

৪.২.২.২ খাদ্য মন্ত্রণালয়

সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বিবেচনা করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য মজুদ রাখার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) সরকারের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নীতিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে অর্ন্তভুক্ত করতে নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি হাতে নেয়া।
খ) খাদ্য মজুদ চাহিদা নির্ধারণে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনা করা।
গ) খাদ্য অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া; সদর দপ্তর, জেলা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর জন্য আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও পর্যালোচনা করা। নতুন মজুদ সুবিধা ও অবকাঠামো নকশা করার সময় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকিকে বিবেচনা করা।
ঘ) খাদ্য মজুদ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং ক্ষতি এড়াতে মজুদ সুবিধা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা।
ঙ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোয় নির্দেশনাসহ প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করা।
চ) সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করা এবং একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।
গ) মালিকের নামসহ ট্রাক, নৌ-যান, নৌকা ইত্যাদির তালিকা এবং মজুদকৃত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণসহ গুদামঘরের তালিকা হালনাগাদ করতে খাদ্য মহাপরিচালককে পরামর্শ দেয়া। অধীনস্থ অফিসগুলোর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি তিন মাসের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা।
ঘ) অন্যান্য উপকরণসহ গোডাউনে মজুদকৃত খাদ্য সামগ্রী রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া এবং প্রয়োজনে সেগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলা।
ঙ) ভিজিএফ, ভিজিডিসহ অন্যান্য টেস্ট রিলিফ সরবরাহ কাজে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ার পর্যায়

ক) খাদ্য বিভাগে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা।
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।
গ) খাদ্য শস্যের স্বাভাবিক মূল্য নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা এবং বিভাগীয় জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।
খ) নিজস্ব সূত্রের মাধ্যমে দুর্গত এলাকার তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা প্রতিদিন আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির কাছে পাঠানো।
গ) প্রয়োজনে বিশেষ রেশন ব্যবস্থা চালু এবং দুর্গত এলাকায় খোলা বাজারে খাদ্য বিক্রির ব্যবস্থা করা ও জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ঘ) মজুতদারী ও অতিরিক্ত মুনাফার বিরুদ্ধে পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া এবং বাজারে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর স্বাভাবিক মূল্য নিশ্চিত করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অবকাঠামো সুবিধা ও সেবার জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

খ) গুদাম ঘর মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত পরিকল্পনা নেয়া এবং এ উদ্দেশ্যে তহবিল সরবরাহ করা।

৪.২.২.৩ ও ৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)

১৯৮৩ সালে তৎকালীন ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা সেপ্টেম্বর/২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো বিলুপ্ত করে এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে রূপান্তরিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুনির্দিষ্ট দায়িত্বাবলি ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বিভিন্ন ক্লাস্টার গ্রুপের সাথে কার্যকরী ও নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং তহবিল ঘাটতি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ও আন্তঃক্লাস্টারের মধ্যে সমন্বয়সহ সাড়াপ্রদানের হালনাগাদ তথ্য বিনিময় ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সব বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়া।

খ) দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতি, প্রশমন ও অন্যান্য নির্দেশনাবলির ওপর আইন তৈরির প্রস্তাব করা।

গ) বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, দাতা সংস্থা, এনজিও এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সব বিষয়ে উক্ত সংস্থাগুলোর সর্বোচ্চ সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিত করা।

ঘ) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার ওপর নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঙ) দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন ও অন্য সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় দুর্যোগ কমানো ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য নীতিমালা তৈরি করা।

চ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এনজিওর সহযোগিতায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া।

ছ) ভূমিকম্প বিপদাপন্ন এলাকার ঝুঁকি মানচিত্রের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

জ) ভূমিকম্প বিপদাপন্ন এলাকার ঝুঁকি মানচিত্র ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঝ) ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, সুনামি এবং অন্যান্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও উদ্ধার উপকরণ এবং যানবাহন/জলযানের তালিকা তৈরি করা এবং তা সরকারকে জানানো।

ঞ) ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, সুনামি ও অন্যান্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসন্ধান ও উদ্ধার সামগ্রী ক্রয় করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বিতরণ করা।

ট) 'ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের জন্য অনুসন্ধান ও উদ্ধার উপকরণ ক্রয়' শীর্ষক প্রকল্পের প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার পর সরকারের চাহিদা অনুসারে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

ঠ) দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম নিশ্চিত করা এবং ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় জরুরি পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন প্রকল্প ও অন্যান্য যথোপযুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নে সহযোগিতা করা।

ড) ভূমিকম্প প্রস্তুতির ওপর বাৎসরিক অনুশীলন এবং সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সাড়াপ্রদান সংস্থা/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্য আপদের ওপর মহড়ার আয়োজন ও প্রস্তুতির অবস্থা পর্যালোচনা করা।

ঢ) ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খরা কমানো, জীবিকায়ন সহযোগিতা ও দুর্যোগ পুনরুদ্ধার তহবিল ইত্যাদির ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ণ) নতুন আপদসমূহের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ওপর গবেষণা পরিচালনা করা।

ত) বিল্ডিং কোড যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে সহযোগিতা, সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

থ) ভৌগোলিক জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ঝুঁকি মানচিত্র বিশেষণ করা এবং গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবনা ও সুপারিশসহ নির্দেশনাবলি তৈরি করা।

দ) ভূমিকম্প বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিহ্রাস এবং সুনির্দিষ্ট আপদকালীন পরিকল্পনার নির্দেশনাবলি তৈরি ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ধ) সুনামি ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত সব কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ন) যে কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করার আগে দারিদ্র্য মানচিত্র ও ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি ও পর্যালোচনা করা।

প) নির্বাচিত ত্রাণ ও পুনর্বাসন (ডিআরআর) কর্মকর্তাদের জন্য দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি ও সাড়াপ্রদানের ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

ফ) মন্ত্রণালয়কে নিচে উলেখিত বিষয়ে সহযোগিতা করা:

১ বাংলাদেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা ও আইনি কাঠামো তৈরি।

২ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন।

৩ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সব পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও অনুশীলন মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাবলি ও টেমপেট উন্নয়ন

৪ সরকারের আন্ত:বিভাগীয় ঝুঁকিহ্রাস প্রচেষ্টা সমন্বয়।

৫ কমিউনিটি পর্যায়ে আপদ সংক্রান্ত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণে নির্দেশনা ও কার্যপ্রণালী প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন।

৬ জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণ করা এবং দুর্যোগ আক্রান্ত উপজেলাগুলো ও উপজেলার বিশেষ দুর্যোগপ্রবণ এলাকা এবং যে সকল জনসাধারণ দুর্যোগ কবলিত হতে পারে তাদের চিহ্নিত করা।

৭ ভূমিকম্প প্রস্তুতির স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগের সময় ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে জনসাধারণ, সরকারি কর্মচারী এবং বিভিন্ন পেশার লোকদের সচেতন করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটিকে দুর্যোগবিষয়ক সাচিবিক সহায়তা দেয়া।

গ) দুর্যোগের উপর স্থায়ী আদেশাবলী, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও এনজিওর সহযোগিতায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং অন্যদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া।

ঙ) জাতীয় পর্যায়ে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বলিত একটি জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং তা হতে দুর্যোগ সংক্রান্ত উপাত্ত/তথ্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাছে বিতরণ করা।

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্তদের কাছে পুস্তিকা, মানচিত্র ও অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করা।

ছ) জানমালের ওপর সম্ভাব্য দুর্যোগের ঝুঁকি, প্রস্তুতির অবস্থা এবং দুর্যোগ প্রতিরোধ ও কমানোর জন্য গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা বা প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধাগুলো পর্যবেক্ষণ এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগকে জানানো।

জ) ঠিকানা, বর্তমান অবস্থা ও মালিকানাবিষয়ক তথ্যসহ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ, বন্যাস্তরের চেয়ে উঁচু পাটফরম প্রভৃতির তালিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

ঝ) এনজিওদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় করা।

ঞ) আবহাওয়া সতর্ক সংকেত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযান নিশ্চিত করা।

ট) বিভিন্ন দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে বেতার ও টেলিভিশনে মাঝে মাঝে গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ঠ) সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সভা/সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা।

ড) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ঢ) প্রচারপত্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত প্রচারে সহযোগিতা করা।

ণ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় প্রয়োজনীয় মালামাল মজুদ, নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

ত) আশ্রয়কেন্দ্র এবং উঁচু স্থানে যোগাযোগের জন্য রাস্তা নির্মাণ ও বৃক্ষ রোপণের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার।

সতর্ক ও হুশিয়ারি পর্যায়

ক) আসন্ন দুর্যোগের সতর্ক সংকেত যাতে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা, সংস্থা এবং গণমাধ্যমের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা।

খ) বিভিন্ন সংস্থা ও নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগকে সহযোগিতা করা।

গ) নতুন প্রবর্তিত পূর্ব-সতর্কতা ব্যবস্থার উপর জনসচেতনতা বাড়াতে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান নিশ্চিত করা।

ঘ) চার নম্বর সতর্ক সংকেত জারি করার পর ‘গণদুর্যোগ বার্তা’ প্রচার নিশ্চিত করা।

ঙ) সুনামি ও জলোচ্ছ্বাসের উপর স্থানীয় সতর্কতা ব্যবস্থা (সাইরেন) প্রবর্তন করা।

চ) জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র সচল করা এবং অন্যান্য সংস্থার কর্মপরিকল্পনা কার্যকর ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সক্রিয় রাখতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

ছ) দুর্যোগকালে বিদেশি দূতাবাস ও জাতিসংঘ মিশনগুলোর জন্য দৈনিক বুলেটিন প্রকাশ করা।

জ) ক্ষয়ক্ষতির হিসেব ও ত্রাণের চাহিদা নির্ধারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা।

ঝ) অধিদপ্তরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা এবং মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

ঞ) সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেয়া।

ট) বিপন্ন এলাকায় ত্রাণ প্রস্তুতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে জানানো।

ঠ) দৈনিক অবস্থার প্রতিবেদন (গণদুর্যোগ বার্তা) মন্ত্রণালয়ে পাঠানো।

ড) আক্রান্ত এলাকার এলএসডি ও সিএসডিতে ত্রাণসামগ্রী ও খাদ্য কী পরিমাণ আছে তার তথ্য সংরক্ষণ করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র সার্বক্ষণিক (২৪ ঘন্টা) চালু রাখা।

খ) প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে দল গঠনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করা।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ সেল প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

ঘ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সরকার, এনজিও এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে সহযোগিতা করা।

ঙ) উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, সমস্যা ও প্রয়োজন চিহ্নিতকরণ এবং তার ওপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

চ) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, বিদেশি সংস্থা, এনজিও প্রভৃতিকে চাহিদা অনুসারে তথ্য প্রদানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করা।

ছ) বিশ্বব্যাংকসহ সব আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদেশি মিশন ও জাতিসংঘ সংস্থাগুলোকে দুর্যোগকালে নিয়মিত বুলেটিনের মাধ্যমে তথ্য দেয়া।

জ) ত্রাণ ও সাড়া প্রদান কার্যক্রমে দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারের অগ্রগতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে জানানো।

ঝ) ক্রয় ও বরাদ্দকৃত অনুসন্ধান ও উদ্ধার উপকরণের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

ঞ) দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী দ্রুত পাঠানো নিশ্চিত করা।

ট) অপসারণ ও উদ্ধারকার্যে স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া।

ঠ) ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তর ও উদ্ধার কাজের জন্য নৌযান মোতায়েন করা।

ড) ত্রাণ সামগ্রীর চাহিদা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়কে জানানো।

ঢ) বিশেষ ত্রাণ সামগ্রীর জন্য মন্ত্রণালয়কে তাৎক্ষণিকভাবে জানানো।

ণ) বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রী ব্যবহারের সঠিক হিসেব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ করা।

খ) পুনর্বাসন পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপ সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা।

গ) সার্বিক দুর্যোগ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলোর চুলচেরা বিশেষণ এবং এর ভিত্তিতে লব্ধ অভিজ্ঞতা/শিক্ষা সংকলিত করে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করা এবং এর আলোকে প্রশিক্ষণ মডিউল ও ভবিষ্যৎ নীতিমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা।

ঘ) মন্ত্রণালয়কে জানানোর পর দুর্গত এলাকা সফর করে বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রীর চাহিদা নিরূপণ এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দের সুপারিশ করা।

ঙ) পদাধিকার বলে ক্ষমতা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি, খয়রাতি সাহায্য এবং অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী যথাসম্ভব দ্রুতসরবরাহ করা।

চ) ক্ষমতার অতিরিক্ত গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি, টেস্ট রিলিফ, খয়রাতি সাহায্য এবং অন্যান্য মালামাল বরাদ্দের (যদি প্রয়োজন হয়) জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা।

ছ) প্রয়োজনীয় সরকারি আদেশ জারি করা।

জ) অতি প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন কাজ চালিয়ে যাওয়া।

ঝ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন খরচের হিসেব সংকলন করে সরকারের কাছে পেশ করা।

৪.২.২.৪ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর (DRR) বিলুপ্ত

৪.২.২.৪.১ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন (DRR) কর্মকর্তাদের দায়িত্ব

জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তদারকিতে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে নিচে উলেখিত কার্যাবলি তাদের নিজ নিজ এলাকায় সম্পাদন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

খ) সামাজিক ও পারিবারিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করতে একটি আদর্শ ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়া তৈরি করা।

গ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

ঘ) সরকার এবং এনজিওগুলোর সব ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচিগুলো সমন্বিত করা।

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত রেখে নিয়মিত দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।

চ) জেলা ও উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগের ঝুঁকির ক্ষেত্র ও সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাস বিবেচনা করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করা।

ছ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল গঠনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া।

জ) দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তাগুলো জেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি/সংগঠনের নিকট দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচার এবং ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বার্তা পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াদান

স্বাভাবিক সময়

ক) ত্রাণের মালামাল ও যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ করা।

খ) ত্রাণ সামগ্রীর ব্যবহার উপযোগিতা নিশ্চিত করা।

গ) স্থানীয় পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

সতর্কতা ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) যে সব এলাকায় দুর্যোগের আশঙ্কা আছে সে সব এলাকার অবস্থা সম্পর্কে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানানো।

গ) ত্রাণসামগ্রীর মজুদ বৃদ্ধির জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো এবং যে সব গুদামের ক্ষতি হতে পারে সেখান থেকে জেলা প্রশাসকের অনুমতিক্রমে মালামাল নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া।

ঘ) স্বেচ্ছাসেবী এবং অন্যান্য এজেন্সির মধ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয়ে সাহায্য করা।

ঙ) ত্রাণ কাজে নিয়োজিত নৌযানের নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

চ) চিহ্নিত ত্রাণকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও ত্রাণ অধিদপ্তরে প্রতিবেদন পাঠানো।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ত্রাণসামগ্রী যথাস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা।

খ) উদ্ধার তৎপরতায় সাহায্য করা।

গ) জানমালের ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসেব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো।

ঘ) অনুমোদন অনুযায়ী ত্রাণসামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ দিয়ে বিতরণ কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং করা

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদার বিস্তারিত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কাছে পাঠানো।

খ) গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি, খয়রাতি অর্থ এবং অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী যাতে জনসাধারণের কাছে দ্রুত পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করা।

গ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা অধিদপ্তরে পাঠানো।

ঘ) ত্রাণ কর্মকান্ডে ব্যয় করা অথের্র হিসাব নিরীক্ষণের জন্য পস্তুত রাখা।

ঙ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৪.২.২.৫ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP)

৪.২.২.৫.১ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সদর দপ্তর, ঢাকা)

ঝুঁকিহ্রাস

ক) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ও অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।

খ) সিপিপির নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা।

গ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করা।

ঘ) সিপিপির কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের ওপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অব্যাহতভাবে প্রস্তুতি কর্মসূচি চালু রাখা এবং প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষার জন্য মহড়ার আয়োজন করা।

খ) প্রতি বছর এপ্রিলের আগে যাতে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা।

গ) ইউনিট, ইউনিয়ন এবং উপজেলা কমিটিগুলোর গঠন নিশ্চিত করা।

ঘ) ইউনিয়ন ও উপজেলা কার্যালয় স্থাপন এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা।

ঙ) স্বেচ্ছাসেবকদের দলনেতাকে সংকেত প্রচার উপকরণ প্রদান এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।

চ) সিপিপি সদর দপ্তরের সঙ্গে উপজেলা কার্যালয় স্থাপন এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা।

ছ) স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে আশ্রয়কেন্দ্র, উঁচু নিরাপদ স্থান নির্ধারণের নির্দেশ প্রদান করা এবং অপসারণ পরিকল্পনা সাধারণ লোককে জানানো।

জ) ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় আলোচনা সভা, পোস্টার, প্রচারপত্র, চলচ্চিত্র ও নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা জনপ্রিয় করে তোলা।

ঝ) আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ফ্যাক্স মেশিন চালু রাখা।

সতর্ক পর্যায়

ক) সিপিপি সদর দপ্তরে এবং আঞ্চলিক অফিসগুলোতে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপনে সহযোগিতা করা।

খ) আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা।

গ) আবহাওয়া অফিস থেকে বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন গ্রহণ করে এবং তা উপজেলা ও আঞ্চলিক অফিসগুলোতে পাঠিয়ে এবং উপজেলা অফিসগুলোকে নির্দেশ দিয়ে তা ইউনিয়ন অফিসে যতদ্রুত সম্ভব পাঠিয়ে দেয়া।

ঘ) সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সাধারণ বেতারবার্তা/সিপিপির বেতারবার্তা শুনতে নির্দেশ দেয়া। ইউনিয়ন দলপ্রধানদের সঙ্গে বেতার বা লিয়াজোঁ স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা। সিপিপির প্রকাশিত ঘূর্ণিঝড় নির্দেশিকার নির্দেশমালা অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ করতে ইউনিয়ন দলনেতা ও তার সহকর্মীদের পরামর্শ দেয়া।

ঙ) সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ঝড় সম্পর্কে জানানো।

চ) জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের সতর্কবার্তা দেয়া।

হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের জরুরি সভা আহবানের প্রস্তাব করা।

খ) সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকরা মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ড শুরু করেছে কিনা তা যাচাই করা।

গ) পশুসম্পদ, হাঁস-মুরগি এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুগুলো উঁচু স্থান এবং কিলার যথাযথ নিরাপত্তাসহ স্থানান্তরের জন্য জনগণকে পরামর্শ দেয়া।

ঘ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে কমিটির সভা আহবানের পরামর্শ দেয়ার জন্য সিপিপির উন্নয়ন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া।

ঙ) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবানের জন্য উন্নয়ন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া।

চ) বাস্তবায়ন বোর্ডের জরুরি সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা।

ছ) উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য সিপিপির উন্নয়ন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া।

জ) বেতারের মাধ্যমে আঞ্চলিক, উপজেলা ও ইউনিয়ন অফিসগুলোতে বিশেষ আবহাওয়া বার্তা পাঠানো।

ঝ) উন্নয়ন কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবীদের দিয়ে জনগণের সতর্কীকরণ নিশ্চিত হওয়া।

ঞ) স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময় পর পর সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কর্মকর্তাদের অবহিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোগুলো এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজস্ব কার্যাবলির সমন্বয় করা।

খ) উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ যেন প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্ধার কাজ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পাদন করতে পারেন তা নিশ্চিত করা।

গ) বেতার যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং সদর দপ্তরের সঙ্গে কিছুক্ষণ পর পর যোগাযোগ করা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পাওয়ার পর পরই তা প্রেরণের জন্য উন্নয়ন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া।

ঘ) ইউনিয়ন দলনেতাদের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার এবং উন্নয়ন কর্মকর্তার সঙ্গে ঘনঘন সংযোগ রক্ষা করার নির্দেশ দেয়া। সংগৃহীত ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন আঞ্চলিক অফিস/ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য উন্নয়ন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) প্রতি ইউনিয়ন দলনেতাকে নিজ নিজ এলাকার ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক প্রতিবেদন উন্নয়ন কর্মকর্তার কাছে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেয়া।

খ) মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোকে নিচে উলেখিত কাজের জন্য নির্দেশ দেয়া:

১. টিকা ও প্রতিষেধক ঔষধ প্রদান ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা।

২. পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।

৩. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে সহায়তা প্রদান করা।

৪.২.২.৫.২ মাঠ পর্যায়ে সিপিপি

ঝুঁকিহ্রাস

ক) সব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা অধিদপ্তরের স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি ও আপদগ্রস্ত মানচিত্র তৈরি প্রক্রিয়ায় এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্ম পরিকল্পনা তৈরিতে অংশগ্রহণ করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাগুলোতে অব্যাহতভাবে কর্মসূচির মহড়া আয়োজন করা এবং প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।

খ) এপ্রিলের পূর্বে সিপিপির নিয়ম অনুসারে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করবে এবং প্রয়োজনের সময় অপসারণের জন্য পরিবারগুলোকে দলগত ভাবে বিভক্ত করা।

গ) স্বেচ্ছাসেবক দলপতির অনুকূলে বরাদ্দকৃত যন্ত্রপাতির বাস্তব মজুদ ও অবস্থা পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় মেরামত/প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করা (যদি প্রয়োজন হয়)।

ঘ) বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা পরীক্ষা করা ও তা সচল রাখা এবং সিপিপির সদর দপ্তর, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ঙ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রকার সংকেতের বোধগম্যতা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে শিক্ষা প্রদান এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা।

চ) আশ্রয়স্থল, কিলা ও উঁচু নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করা এবং তা ব্যবহার উপযোগী রাখা ও জনগণকে অপসারণ পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রচারণার মাধ্যমে অবহিত করা।

ছ) উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বিতভাবে জনগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ মোকাবেলার বিপজ্জনক দিক সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

সতর্ক পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করে উপজেলা, ইউনিয়ন ও সিপিপি সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

খ) আবহাওয়া অধিদপ্তর ও অন্যান্য কার্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করা এবং ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

গ) সিপিপি সদর দপ্তর থেকে বিশেষ আবহাওয়া বার্তা গ্রহণ করে তা স্থানীয় অফিসগুলোকে অবহিত করা।

ঘ) জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্য, ধর্মীয় নেতাদের ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের, শিক্ষক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদেরকে সতর্ক রাখা।

ঙ) সিপিপির প্রকাশিত পুস্তিকায় স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য বর্ণিত নির্দেশমালা অনুযায়ী ইউনিয়ন দলনেতা এবং তাদের সহকর্মীদের কাজ নিশ্চিত করতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের বেতার প্রচার শোনার জন্য নির্দেশ দেয়া।

হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আহবান করতে অনুরোধ করা।

খ) জরুরি সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

গ) উপযুক্ত নিরাপত্তাসহ প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগি এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুদের উঁচু স্থানে / কিলায় স্থানান্তর নিশ্চিত করতে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঘ) প্রতিটি মাঠ পর্যায়ের অফিসকে তার অধীন অফিসারদের বিশেষ আবহাওয়ার বার্তা সম্পর্কে অবহিত করতে নির্দেশ দেয়া।

ঙ) দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণকে হুঁশিয়ারি করা।

চ) অপসারণ আদেশ দেয়া হলে জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পরামর্শ দেয়া এবং যেতে সাহায্য করা।

ছ) মেগাফোন, আলোক সংকেত এবং আকস্মিক আলোক সংকেত দিয়ে জনগণকে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি করা।

জ) উপজেলা ও জেলা প্রশাসন, সিপিপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে মাঠ পর্যায়ের দুর্যোগ অবস্থা সম্পর্কে জানানো।

ঝ) অন্যান্য সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) বেতার যন্ত্র চালু রাখা, সিপিপির সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো।

খ) ইউনিয়ন ও উপজেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বিতভাবে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা এবং প্রয়োজনমত প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া।

গ) ত্রাণসামগ্রী বিতরণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সিপিপির সদর দপ্তর, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের বরাবরে পাঠানো।

খ) লাশ দাফন এবং মৃত পশুপাখি মাটিতে পুঁতে রাখার কাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা।

গ) টিকা ও প্রতিষেধক ঔষধ প্রদান এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।

ঘ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে পুনর্বাসন কাজে অংশ গ্রহণ করা।

৪.২.২.৬ খাদ্য অধিদপ্তর (মহাপরিচালক, খাদ্য)

দুর্যোগ এলাকায় পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখতে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। অধিদপ্তরের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি মহাপরিচালক অবশ্যই নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) সরকারের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নীতিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) খাদ্য মজুদ চাহিদার আনুমানিক হিসাব নির্ধারণে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনায় রাখা।

গ)	খাদ্য অবকাঠামোগত সুবিধার সংকট ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেমনঃ সদরদপ্তর, জেলা ও উপজেলা অফিসের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা। নতুন মজুদ সুবিধা ও অবকাঠামো নির্মাণের সময় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুর্যোগ ঝুঁকি এবং বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC) বিবেচনায় নেয়া।

ঘ)	ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে গুদামের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ঙ)	খাদ্য বিভাগের মহাপরিচালকের ঝুঁকিহ্রাস নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে নির্দেশনাসহ আদেশ জারি করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

গ)	মালিকদের নামসহ ট্রাক, নৌযান, দেশি নৌকা ইত্যাদির তালিকা এবং রক্ষিত মালামালের পরিমাণসহ গুদামগুলোর তালিকা হাল নাগাদ করা।

ঘ)	অধীনস্থ দপ্তর দিয়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিষয়টি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা।

ঙ)	ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকার সবাইকে আসন্ন ঘূর্ণিঝড়/বন্যা বিষয়ে সতর্ক করা এবং খাদ্য গুদাম, খাদ্য মজুদ, নৌযান, যানবাহন সংরক্ষণ, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির নিরাপত্তা ও যথাযথ হেফাজত নিশ্চিত করা।

চ)	প্রয়োজনবোধে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা।

ছ)	খাদ্য গুদামে রক্ষিত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য মালামাল রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনবোধে অনুরূপ মজুদসহ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা।

জ)	দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে নিরাপদ স্থানে খাদ্য দ্রব্যের পর্যাপ্ত অগ্রিম মজুদের ব্যবস্থা করা এবং এলএসডি ও সিএসডি এর মজুদগুলো পরীক্ষা করে দেখা।

ঝ)	দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে প্রধান মজুদ দ্রব্য হবে চাল ও গম।

ঞ)	স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে খাদ্যসামগ্রী পাঠানোর পরিবহণসহ সব বিষয়ে বেশ আগে থেকেই কাজের সমন্বয় করা।

ট)	দুর্যোগপ্রবণ জেলা ও উপজেলায় খাদ্য সামগ্রীর মজুদ সম্পর্কে ডিএমএন্ডআরডি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগকে অবহিত রাখা।

ঠ)	প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরের আগে থেকে নেয়া সব প্রস্তুতি কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

ড)	মজুদকৃত খাদ্যের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যদ্রব্য পরিবহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঢ)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যথাযথভাবে সব কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং খাদ্যশস্য পাঠানোর জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা ঠিক করা।

ত)	জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যদ্রব্য বণ্টন, সরবরাহ ও পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

থ)	খাদ্য গুদামে রক্ষিত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য মালামাল রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনবোধে অনুরূপ মজুদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা।

সতর্কতা ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক)	অধিদপ্তরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা।

খ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

গ)	সম্ভাব্য দুর্যোগপূর্ণ এলাকার আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে কর্মকর্তাদের সতর্ক করা।

ঘ)	খাদ্য দ্রব্যের স্বাভাবিক মূল্য নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু রাখা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

খ) নিজস্ব উৎসের মাধ্যমে দুর্গত এলাকার প্রতিবেদন সংগ্রহ করা এবং তা প্রতিদিন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পাঠানো।

গ) দুর্গত এলাকায় প্রয়োজনবোধে বিশেষ রেশন পদ্ধতি ও খোলা বাজারে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা চালু করা এবং খাদ্য সামগ্রীর অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ঘ) মুনাফাখোর ও মজুদদারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ খাদ্য সামগ্রীর বাজার মূল্য স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক রাখা নিশ্চিত করা।

ঙ) অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় সম্ভাব্য সব উপায়ে স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নির্দেশনা অনুসারে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সরবরাহ আদেশের (ডেলিভারি অর্ডারের) ভিত্তিতে দ্রুত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

ছ) খাদ্যসামগ্রী ও গুদামগুলোর ক্ষয়ক্ষতির অনুসন্ধান ও পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং তা দ্রুত মেরামত ও পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা তৈরি করা।

জ) দুর্গত এলাকার জন্য দৈনিক খাদ্য মজুদ ও বণ্টনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে তা পাঠানো।

ঝ) সরকারের অনুমোদনক্রমে দুর্গত এলাকায় বিশেষ রেশন পদ্ধতি ও খোলা বাজারে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা চালু করা এবং খাদ্য সমাগ্রীর অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ঞ) মুনাফাখোর ও মজুদদারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ খাদ্যসামগ্রীর বাজার মূল্য স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক রাখা নিশ্চিত করা।

ট) অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় সম্ভাব্য সব উপায়ে স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

ঠ) খাদ্যসামগ্রী ও গুদামগুলোর ক্ষয়ক্ষতির অনুসন্ধান ও পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং দ্রুত মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করা। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির কাছ থেকে এ বিষয়ে অর্থায়নের জন্য তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠানো।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা হিসেব করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা পূরণের ব্যবস্থা করা।

খ) গুদামঘর মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং এ উদ্দেশ্যে তহবিল সরবরাহ করা।

গ) প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর দৈনিক উৎপাদন, সে সবের মজুদ অবস্থান সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করা এবং তার নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ঘ) ত্রাণসামগ্রী গ্রহণ ও প্রেরণের জন্য মজুদ সুবিধার ব্যবস্থা করা।

ঙ) পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভাব্য সব উপায়ে দুর্গত জনগণের পুনর্বাসনের জন্য সব চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

চ) দুর্গত এলাকায় খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করা। অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে দ্রুত গুদামঘরের মেরামত ও পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু করা।

ছ) জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সরবরাহ আদেশ অনুসারে অথবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় অথবা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে দ্রুত খাদ্য সামগ্রীর ছাড়ের ব্যবস্থা করা।

জ) খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করা।

৪.২.২.৬.১ খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস গুলো

জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস গুলো এলএসডি, সিএসডি ও সাইলো একক, যৌথ বা সম্মিলিতভাবে তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও তাদের নিজ নিজ এলাকায় নিচে উল্লেখিত কার্যাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট এলাকার খাদ্য চাহিদা নিরূপণ করা।
খ) খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।
গ) স্থানীয় বাজার থেকে সময়মতো খাদ্যশস্য ক্রয় করে ন্যূনতম খাদ্য মজুদ করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ সমন্বয় কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য নিজস্ব দপ্তরে একটি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা।
খ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।
গ) অধীনস্থ দপ্তর, সিপিপি, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় পরিষদগুলোর নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে খাদ্য ও দ্রব্য সরবরাহ, গুদাম, স্থাপনা, পরিবহন ও সরঞ্জামাদির নিরাপত্তার ব্যাপারে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণে সতর্ক করা।
ঘ) মালিক ও চালকদের নামসহ ট্রাক, নৌযান, দেশি নৌকা ইত্যাদির তালিকা এবং ধারণ ক্ষমতাসহ গুদামগুলোর মালামালের বিবরণ হালনাগাদ করা।
ঙ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সাইলো, খাদ্যসামগ্রী, খাদ্য ও নৌযানের সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া।
চ) প্রতি তিনমাস অন্তর খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ ও বিতরণের ব্যবস্থা পরীক্ষা করা।
ছ) গুদামে রাখা খাদ্য সামগ্রী ও অন্য মালামালের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে মজুদ সামগ্রী নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা।
জ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নিরাপদ স্থানে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুদের ব্যবস্থা করা এবং এলএসডি ও সিএসডির মজুদ পরীক্ষা করে দেখা।
ঝ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার প্রধান মজুদ হবে চাল ও গম।
ঞ) খাদ্য মজুদ, নিরাপত্তা ও পরিবহনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।
খ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সমন্বয় কমিটির নিয়ন্ত্রণ কক্ষে একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।
গ) সব ধরনের উদ্ধার কাজ, লোকজন অপসারণ ও ত্রাণ তৎপরতায় স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য করা।
ঘ) মজুদ ও মজুদের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে তদারকি কর্তৃপক্ষ বা খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে প্রতিদিন প্রতিবেদন পেশ করা।
ঙ) দুর্গত এলাকায় সরকারের নির্দেশিত বিশেষ রেশন এবং খোলা বাজারে চাল ও গম বিক্রির ব্যবস্থা করা এবং খাদ্যশস্যের নির্বিঘ্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা।
চ) বাজার মূল্য স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক রাখতে মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি পদক্ষেপ নেয়া।
ছ) অপসারণ, উদ্ধার, ত্রাণ তৎপরতা ও পুনর্বাসন কাজে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় পরিষদগুলোকে সম্ভাব্য সব উপায়ে সাহায্য সহযোগিতা করা।

জ)	খাদ্য গুদামের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য জরিপ করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত গুদাম মেরামত, পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা তৈরি করে তা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ যোগানোর প্রস্তাব পেশ করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক)	দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে করা এবং দ্রুত মেরামত/পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা
খ)	প্রাপ্ত অর্থের ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ে গুদামগুলো মেরামত ও পুনরায় তৈরির কাজ শুরু করা।
গ)	খাদ্যশস্যের নির্বিঘ্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা।
ঘ)	জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সরবরাহ আদেশ বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত খাদ্য সামগ্রী ছাড়ের ব্যবস্থা করা।
ঙ)	ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ ও প্রেরণের জন্য মজুদের রাখার জায়গার ব্যবস্থা করা।
চ)	ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করা।
ছ)	দুর্গত জনগোষ্ঠির মধ্যে খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা জোরদার করা।
জ)	খাদ্য সরবরাহ ও বিতরণের ওপর নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ করা।

### ৪.২.৩.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

উদ্ধার, নিরাপত্তা, ত্রাণ কার্যে এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি, বিজিবি, কোস্ট গার্ড সবারই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এ সব বাহিনীকে দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মোতায়েন করা হয়ে থাকে এবং জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অধীনে ন্যাস্ত করা হয়।

এ সব বাহিনী সাধারণত কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে এবং তাৎক্ষণিক নির্দেশ বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা দেবে। মন্ত্রণালয় এ সব সংস্থার নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এর বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অধীনস্থ সংস্থা/বাহিনীর নিচে উলেখিত দুর্যোগ সম্পর্কীয় বিষয়গুলো নিয়মিত পর্যালোচনা করবে:

ক)	দুর্যোগ মোকাবেলার কর্মপরিকল্পনা
খ)	দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যানবাহন ও অন্যান্য সামগ্রী
গ)	সম্ভাব্য দুর্যোগ কবলিত এলাকার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা
ঘ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
ঙ)	দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক মহড়া
চ)	প্রয়োজনীয় আইনগত প্রস্তুতি

দুর্যোগকালে জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তাঁর স্বাভাবিক কাজ এবং নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিচে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস

ক)	মন্ত্রণালয়ের সব খাতের ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে খাতভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস ও কৌশলগত পরিকল্পনার প্রস্তুতি নেয়া।
খ)	মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থান করা।
গ)	সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকরী পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
ঘ)	কর্মীদের জন্য শিক্ষা ও সচেতনতার ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
ঙ)	মন্ত্রণালয়ে সব খাতের ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
চ)	ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির জন্য খাত ও সংস্থাভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
ছ)	সম্ভাব্য ভূমিকম্প সংক্রান্ত দুর্যোগ মোকাবেলায় সংস্থাভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
জ)	অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের ওপর বিজিবি, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিযুক্ত করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তা অবহিত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

গ) বেতার সরঞ্জাম, যানবাহন, মালামাল এবং স্থাপনার নিরাপত্তা বিধানে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নিয়োজিত মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মীদের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

ঘ) দুর্যোগকালে জরুরি অবস্থায় সতর্কীকরণ ও সতর্ক সংকেত প্রচার, দুর্গতদের অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন ও আইনশৃংখলা রক্ষা কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অধীন বিভাগ যথা: পুলিশ, আনসার, ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক সর্বাত্মকভাবে সহায়তা প্রদানের নিশ্চিয়তা দেয়া।

ঙ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সতর্ক/হুঁশিয়ারি পর্যায়, দুর্যোগ পর্যায় এবং পুনর্বাসন পর্যায়ে আইনশৃংখলা রক্ষা নিশ্চিত করা।

চ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী জরুরি দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখার নিশ্চয়তা বিধান করা।

ছ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নিয়োজিত বিজিবি, পুলিশ, কোস্ট গার্ড, আনসার, ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগ/বাহিনীকে সদা প্রস্তুত রাখা এবং সতর্ক/ হুঁশিয়ারি পর্যায়ে তাদের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) মন্ত্রণালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

গ) আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া।

ঘ) বিজিবি, আনসার ও ভিডিপি এর দ্রুত মোতায়ন নিশ্চিত করা (প্রস্তুত থাকা এবং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা)।

ঙ) মানুষ, পশুপাখি ইত্যাদিকে উদ্ধার করে আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান, কিলা এবং উঁচু স্থানে সরিয়ে নিতে স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বিজিবি, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সকে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।

চ) বিজিবি, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সদর দপ্তরে সার্বক্ষণিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ব্যবস্থা রাখা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করা।

ছ) মাঠ পর্যায়ের অধীন বাহিনীগুলোকে সক্রিয় রাখা এবং স্থানীয় প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করা।

ঝ) নিয়মিত বিজিবি, পুলিশ, আনসার, কোস্ট গার্ড এবং ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সদর দপ্তর থেকে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং তা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠানো।

ঞ) বিজিবি, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি ও কোস্ট গার্ডের মাঠ পর্যায়ের কাজ তদারক করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) সম্পাদিত কাজ মূল্যায়ন করা; কোনো প্রকার ঘাটতি থাকলে তা নিরূপণ ও পূরণ করা।

খ) দুর্যোগ সংক্রান্ত কাজ শেষ হলে বিজিবি, আনসার ও ভিডিপিকে দ্রুত প্রত্যাহার করা।

গ) পুলিশ, বিজিবি, আনসার, ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সব ধরনের উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠানো।

৪.২.৩.১ বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)

বেসামরিক প্রশাসনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (অধুনালুপ্ত বিডিআর) দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ডাক পেলে তারা অবশ্যই স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় এগিয়ে আসবেন। কিন্তু যেসব দুর্গম স্থানে বেসামরিক প্রশাসনের তৎপরতা চালানো কষ্টসাধ্য সেসব স্থানে সংশ্লিষ্ট বিজিবি সেক্টরকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দুর্যোগ মোকাবেলার দায়িত্ব নিতে হবে।

বিজিবির আপদকালীন কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্গত এলাকার সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপযুক্ত সময়ে তৎপরতা শুরু করতে সক্ষম করে তোলে। বিজিবির সদস্যরা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) সব খাতের ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে বিজিবির পক্ষ থেকে ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতির কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা।

খ) অনানুষ্ঠানিক খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে প্রশমন ও প্রস্তুতি কৌশলের ওপর একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

গ) ঝুঁকি হ্রাসের ওপর সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ঘ) ভূমিকম্পসৃষ্ট দুর্যোগের ওপর সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঙ) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহের ভূমিকম্প ঝুঁকির মানচিত্র তৈরিতে ডিডিএম ও জিএসবিকে সহযোগিতা করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) বিজিবি সদর দপ্তরে একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগ মোকাবেলায় নির্ধারিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

গ) আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান, হাসপাতাল ও খাদ্য গুদামের তালিকা তৈরি করা।

ঘ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন এলাকায় থাকা বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সংস্থার সক্ষমতা এবং অর্পিত দায়িত্ব সমূহ সমন্বয় করা।

ঙ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং অন্যান্য উৎস হতে দুর্যোগ সংক্রান্ত সতর্ক/হুশিয়ারি বার্তা পাওয়ার জন্য পূর্ব

প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

চ) বিজিবির প্রত্যেক সদস্যকে সতর্ক সংকেতের অর্থ জানতে হবে।

ছ) স্থানীয় অধিবাসীদের আবহাওয়া/বন্যা বুলেটিন শুনতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

জ) অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় ঘূর্ণিঝড়/বন্যা মোকাবেলার মহড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সব পর্যায়ের প্রস্তুতির মান পরীক্ষা করা। তাদের জীবন, সম্পদ, সরঞ্জাম, স্থাপনা, নৌযান এবং যানবাহনের নিরাপত্তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া।

ঝ) ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার বিওপিতে অতিরিক্ত বেতার যন্ত্র সরবরাহ করা

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আবহাওয়া অধিদপ্তর/বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র হতে জারি করা ও বেতার/ টেলিভিশনে প্রচারিত সতর্ক/হুঁশিয়ারি সংকেতের ভিত্তিতে বিজিবি উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে হুঁশিয়ারি নির্দেশ জারি করবে।

খ) উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ চালানোর জন্য দল গঠন করা।

গ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহন, জ্বালানি, ঔষধ এবং ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনে সংশ্লিষ্ট বিজিবি সেক্টরগুলো স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে।

ঘ) সেক্টরগুলো স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে এবং নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার জন্য জনগণকে ও তাদের মালামাল জড়ো করা/স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ঙ) একজন কর্মকর্তা দলগুলোর কাজ তদারক করবেন।

চ) দিনরাত ২৪ ঘণ্টা বিজিবি সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

ছ) প্রয়োজনবোধে অন্য যে কোনো প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেয়া।

জ) দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য যথাসম্ভব সকল সদস্য ও সামগ্রী সমাবেশ করা।

ঝ) বিজিবি সদর দপ্তরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (কন্ট্রোল রুম) স্থাপন করে একজন লিয়াজোঁ অফিসার পাঠানো। যিনি উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করবে এবং কর্মবণ্টন অনুযায়ী পুলিশের সাথে সহযোগিতা পূর্বক কঠোরভাবে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবে।

ঞ) পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ডিএমআরডি'র সাথে যোগাযোগ রক্ষার্থে বেতারযন্ত্রের সুবিধাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করা।

ট) বিওপি পর্যায়ে জনগণকে সতর্ক করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে স্থানীয় প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং বিজিবি সদর দপ্তরকে জানানো।

খ) পূর্ব নির্ধারিত স্থান সমূহে আহত ব্যক্তিদের সরিয়ে নেয়া।

গ) মৃত দেহ উদ্ধার এবং সৎকারের ব্যবস্থা করা।

ঘ) মূল্যবান সম্পত্তি উদ্ধার করা।

ঙ) নিজ নিজ স্থান সমূহে মোতায়েনকৃত দলের কর্মকাণ্ডসমূহ মোতায়েন নিশ্চিত করা।

চ) নিজ নিজ স্থান সমূহে সংশ্লিষ্ট দলের কার্যকলাপ নিশ্চিত করা।

ছ) আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

জ) অপসারণ কাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা।

ঝ) ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে খাদ্য, খাবার পানি ও বস্ত্র বিতরণ করা।

ঞ) দুর্যোগ উপদ্রুত এলাকা থেকে যত বেশি সম্ভব তথ্য বাংলাদেশ বডার গাডের্র কন্ট্রোল রুমে পাঠানো।

ট) বাংলাদেশ বর্ডার গাডের্র সদর দপ্তরে প্রতিদিন পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

ঠ) অধিক জনশক্তি প্রেরণ প্রয়োজন বিবেচনা করলে সংরক্ষিত /অতিরিক্ত দল নির্দিষ্ট রাখা।

ড) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আইন ও শৃংখলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করা।

ঢ) অন্য কোনো কাজ করার প্রয়োজন বিবেচনা করলে তার নির্দেশ প্রদান করা।

ণ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত কন্ট্রোল রুমে বাংলাদেশ রাইফেলস এর সদর দপ্তর থেকে দুর্যোগ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য পাঠিয়ে দেয়া এবং তার অনুলিপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ও ডিডিএমতে পাঠাবে।

ত) বিওপি স্তরে জনগণকে সতর্ক করা।

থ) সেক্টরগুলোতে অধিক সংখ্যক দল রাখার ব্যবস্থা করা।

দ) বিওপি ব্যাটেলিয়ান এবং সেক্টর সদর দপ্তরের মধ্যে বেতার যোগাযোগ রক্ষা করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) আশ্রয়স্থলের জন্য দ্রুত ঘর-বাড়ি নির্মাণ/পুনর্নির্মাণের কাজে স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য করা।
খ) দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা।
গ) উপদ্রুত এলাকাগুলোতে গণটিকা দান কর্মসূচিতে সমন্বয় সাধন ও সহায়তা করা।
ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের নিকট বিনা বাধায় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানো নিশ্চিত করা।
ঙ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা।
চ) সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলো ব্যতীত অন্যান্য সেক্টরগুলোর জন্য পরিচালনা পদ্ধতি নিম্নরুপ:

অবস্থান		
(১) রাজশাহী সেক্টর	:	এই সেক্টর রাজশাহী শহরে অবস্থিত।
(২) রংপুর সেক্টর	:	এই সেক্টর রংপুর শহরে অবস্থিত।
(৩) দিনাজপুর সেক্টর	:	এই সেক্টর দিনাজপুর শহরে অবস্থিত।
(৪) ময়মনসিংহ সেক্টর	:	এই সেক্টর ময়মনসিংহ শহরে অবস্থিত।
(৫) সিলেট সেক্টর	:	এই সেক্টর সিলেট শহরে অবস্থিত।
(৬) কুমিল্লা সেক্টর	:	এই সেক্টর কুমিলা শহরে অবস্থিত।
(৭) রাঙ্গামাটি সেক্টর	:	এই সেক্টর রাঙ্গামাটি শহরে অবস্থিত।
(৮) ঢাকা সেক্টর	:	এই সেক্টর ঢাকা শহরে অবস্থিত।
(৯) কুষ্টিয়া সেক্টর	:	এই সেক্টর কুষ্টিয়া শহরে অবস্থিত।

কার্যবলি

দুর্যোগের সময় যেভাবে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য বলা হবে, তখন সেভাবে জেলা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত লোকজনসহ বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া ও প্রস্তুত রাখা হবে।

৪.২.৩.২ বাংলাদেশ পুলিশ

দেশজুড়ে উপস্থিতি রয়েছে বলে দুর্যোগ মোকাবেলা প্রক্রিয়ার সব পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশ স্থায়ী আদেশের অধীনে নিচে উলেখিত কার্যাবলি সম্পাদন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা চিহ্নিত করতে একটি তালিকা তৈরি করা। সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
খ) ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা। পুলিশ বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেয়া এবং জরুরি অবস্থায় প্রয়োজন অনুসারে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে অংশ নেয়া।
গ) ভূমিকম্প প্রস্তুতির উপর বার্ষিক মহড়ার আয়োজন করা এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা।
ঘ) মেরামত/সংস্কারের (retrofitting) মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো শক্তিশালী করা।
ঙ) নতুন স্থাপনা তৈরিতে আনুষ্ঠানিক ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করা।
চ) পুলিশের বেতার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা।
ছ) জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্য বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
জ) পুলিশের বেতার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে অন্য কোনো সরকারি সংস্থাকে জানিয়ে রাখা।
ঝ) দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসের উপর সচেতনতা বাড়াতে জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করা।
ঞ) অনুসন্ধান, উদ্ধার এবং ত্রাণ কার্যক্রমে সম্ভাব্য ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির তালিকা সংরক্ষণ করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বভাবিক সময়

ক) দপ্তরে একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) প্রাথমিক চিকিৎসা, অপসারণ, উদ্ধার এবং ত্রাণ তৎপরতামূলক কাজে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

গ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগের জন্য 'অত্যন্তঝুঁকিপূর্ণ' এবং 'ঝুঁকিপূর্ণ' এলাকা চিহ্নিত করা এবং জরুরি উদ্ধার, অপসারণ ও ত্রাণ তৎপরতা শুরু করার জন্য সেসব স্থানে বিদ্যমান পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সদা প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেয়া।

ঘ) বিজিবি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), বিআইডবিউটিএ এবং বিআইডব্লিউটিসি প্রভৃতি বেতার নেটওয়াক্রে সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশের বেতার ফ্রিকোয়েন্সির সমন্বয় করা।

সতর্ক/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সদর দপ্তর, রেঞ্জ, জেলা ইত্যাদি পর্যায়ে দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

গ) বাংলাদেশ পুলিশের ভিএইচপি যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কতামূলক নির্দেশনা জারি করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীদারদের সাথে তথ্য আদান প্রদান করা।

ঘ) সম্ভাব্য দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার পুলিশি স্থাপনার সঙ্গে যথাযথ সংযোগ রক্ষা করা।

ঙ) স্থল ও নৌযান নির্দিষ্ট করে রাখা এবং স্বল্প সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে এলাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত রাখা।

চ) বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, যেমনঃ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করা এবং যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা করা।

(ছ) যে কোনো যথোপযুক্ত কর্মকর্তা দুর্যোগ সংক্রান্ত বেতার বার্তা পাঠালে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অপসারণের নির্দেশ পাবার পর স্থানীয় জনসাধারণ, স্থানীয় সংগঠন এবং স্থানীয় প্রশাসনের একান্ত সহযোগিতায় বিপদগ্রস্ত লোকজনকে অপসারণের জন্য সংগঠিত করা এবং অপসারণ তৎপরতা পরিচালনা করা।

খ) যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, সাথেসাথেই উপদ্রুত এলাকাগুলোতে রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করা (একত্রিত করা সম্ভব হওয়া মাত্র), আইন শৃঙ্খলা কার্যকরভাবে বজায় রাখা এবং অপসারিত জনসাধারণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা।

গ) এলাকায় যে কোনো অপরাধমূলক কাজ বা রাষ্ট্রবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সজাগ থাকা এবং প্রয়োজনবোধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া।

ঘ) দুর্যোগ পরবর্তী সময়েই ধ্বংসস্তূপ অপসারণের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঙ) দুর্যোগ কবলিত এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর নিরাপত্তা (ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্টাকচার) নিশ্চিত করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি সম্পত্তি এবং স্থাপনার নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা।

খ) প্রয়োজন হলে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, সেতু ইত্যাদির আশেপাশের এলাকার যান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

গ) আটকেপড়া লোকজনকে উদ্ধার এবং সন্ধান পাওয়ার পর মানুষ ও গবাদিপশুর মৃতদেহ সমাহিত করার কাজে স্থানীয় প্রশাসন/স্থানীয় সংস্থাগুলোকে সহায়তা প্রদান করা।

ঘ) আহত লোকজন ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও জরুরি সহায়তা প্রদান করা।

ঙ) প্রয়োজন হলে, ত্রাণ শিবির স্থাপনের কাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা।

চ) ত্রাণ তৎপরতায় বিশেষ করে ত্রাণ সামগ্রী চুরি ও অপচয় রোধ করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা।

ছ) পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসনের কাজে অংশ নেয়া।

৪.২.৩.৩ আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর

আনসার ও ভিডিপি দেশজুড়ে রয়েছে বলে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের দুর্যোগ সংক্রান্ত বৃহত্তর কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে সতর্ক সংকেত প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার, নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পুনর্বাসন কাজে সহায়তা করা।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) বিস্তারিত/পুঙ্খানুপুঙ্খ ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে খাতভিত্তিক ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনা তৈরি করা।

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তহবিল সংস্থান নিশ্চিত করা।

গ) সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি কার্যকরি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঘ) কর্মীদের জন্য শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; বিশেষকরে ভূমিকম্প ও অগ্নিনির্বাপণের উপর; যাতে করে তারা দুর্যোগের সময়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে পারে।

ঙ) মন্ত্রণালয়ে খাতভিত্তিক ঝুঁকি মোকাবেলায় একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

চ) ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির উপর খাতভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি।

ছ) ভূমিকম্প মোকাবেলায় জরুরি ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত দল গঠন করা:

১. অনুসন্ধান ও উদ্ধার কমিটি

২. ধ্বংসস্তূপ অপসারণ কমিটি

৩. প্রাথমিক চিকিৎসা

৪. অপসারণ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা

জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ভূমিকম্প প্রস্তুতির ওপর মহড়ার আয়োজন এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা।

ঝ) কর্ম এলাকার মধ্যে ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল চিহ্নিত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) সতর্ক/হুঁশিয়ারি সংকেত, অপসারণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, এবং ত্রাণ ও পুর্নবাসন সহ দুর্যোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রদেয় দায়িত্বের উপর আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

খ) দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ত্রাণ কাজের উদ্দেশ্যে আনসার ও ভিডিপির কোম্পানিগুলোতে নিম্নলিখিত পাটুনে ভাগ করা:

(১) স্থান পরিবর্তন ও উদ্ধারকারী পাটুন
(২) ত্রাণ পাটুন
(৩) পুন:নির্মাণ পাটুন
(৪) প্রাথমিক চিকিৎসা পাটুন

গ) উপরের (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোম্পানিগুলোর জন্য মৌলিক ও অনুসরণীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

ঘ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ সব এলাকায় প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের আগে, অর্থাৎ এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে জেলা প্রশাসকদের অথবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার মহড়ার আয়োজন করা।

ঙ) এ স্থায়ী আদেশ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানোর জন্য সব পর্যায়ের আনসার ও ভিডিপি ইউনিটের প্রতি নির্দেশ জারি করা।

চ) যেসব কাজে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন সেসব কাজের সমন্বয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক, সিপিপি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/চেয়ারম্যানদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ছ) জনসাধারণ এবং গবাদিপশুর আশ্রয়স্থল চিহ্নিত করা এবং কাজ বণ্টনকালে সুনির্দিষ্ট কর্তব্যের সমন্বয়ের জন্য সিপিপি, স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

জ) ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংকেত প্রচারের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকা ও উপকূলের অদূরবর্তী দ্বীপের জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা।

ঝ) মাটির কেলা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রগুলো যাতে আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য সেগুলো সংরক্ষণে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করা।

ঞ) রেডিও বাংলাদেশ অথবা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জারি করা অপসারণ নির্দেশ, স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতায় বাস্তবায়নের জন্য আনসারদের সদা প্রস্তুত থাকা।

ট) আনসার বাহিনীর জেলা অ্যাডজুট্যান্টকে জেলা ও থানা পুলিশ, রেড ক্রিসেন্ট এবং ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়/বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নেয়া।

ঠ) সব কর্মকর্তার যথাসম্ভব ঘন ঘন দুর্যোগপ্রবণ এলাকা পরিদর্শন করা এবং ঐসব এলাকার পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের অবগতি সম্পর্কে আনসার বাহিনীর জেলা অ্যাডজুট্যান্টের নিশ্চিত হওয়া।

সতর্ক/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি হুঁশিয়ারি নির্দেশ জারি করা।

খ) সম্ভাব্য সব উপায়ে যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে কমিউনিটি পর্যায়ে হুঁশিয়ারি নির্দেশ পৌঁছানো।

গ) আনসার ও ভিডিপি কোম্পানিগুলোকে সতর্ক করা।

ঘ) যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে

ক) সম্ভব হলে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার আশঙ্কা রয়েছে এমন সব এলাকায় প্রতিটি বাড়ি পরিদর্শন করে দ্রুত বিপদসংকেত সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া।

খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিপদাপন্ন জনসাধারণকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া।

গ) নিরাপত্তামূলক সাবধানতা গ্রহণ করা সম্ভব হলে সরিয়ে আনা জনগণের বাড়ি-ঘর পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

ঘ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে অথবা অন্য যেসব স্থানে জনসাধারণকে সরিয়ে আনা হয়েছে সেসব স্থানে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং আইন শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা।

বন্যার ক্ষেত্রে

ক) সকল কর্মকর্তার নির্দেশের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং দুর্যোগের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার আদেশে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে গমন করা।

খ) কর্মকর্তা/পাটুন কমাণ্ডারদের অধিন স্থানীয় আনসার পাটুনগুলো দিয়ে মানুষের মৃতদেহ সমাহিত করা এবং গবাদি পশুর দেহাবশেষ পুঁতে দেওয়াসহ উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনা করা।

গ) আন্তরিকতার সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা। সরিয়ে আনা জনসাধারণের সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারেও দৃষ্টি রাখা।

ঘ) মহামারীর প্রতিষেধক টিকা দানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে অবিলম্বে টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা।

ঙ) বন্যার ক্ষয়ক্ষতি এবং মহামারীর তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।

চ) দুর্গত এলাকায় অপরাধ দমনের জন্য পুলিশের সহায়তায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দলগত ভাবে হাজির হওয়া।

খ) প্রয়োজন হলে বিপন্ন, আটকেপড়া লোকজনকে উদ্ধার ও তাদের ত্রাণ শিবিরে আনার ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করা।

গ) ত্রাণ শিবিরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করা।

ঘ) উপদ্রুত এলাকার লোকজনকে ত্রাণ ও চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসনকে সহায়তা দেয়া।

ঙ) উপদ্রুত এলাকায় স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের যাতে অবনতি না ঘটে তা নিশ্চিত করা এবং মানুষ/জীবজন্তুর মৃতদেহ সৎকারের কাজে সাহায্য করা।

চ) পারস্পরিক সহায়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘরবাড়ি পুন:র্নির্মাণ ও অন্য যে কোনো কাজে দুর্গতদের সহায়তা করা।

ছ) ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে নির্ভুল প্রতিবেদন সংকলনের কাজে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করা।

জ) সরকার বা অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কৃষি পুনর্বাসনসহ দীর্ঘ মেয়াদী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশ নেয়া।

৪.২.৩.৪ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD)

এ অধিদপ্তর স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ অতিরিক্ত হিসেবে পালন করবেঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সেবার বর্তমান এবং ভবিষ্যত চাহিদা নিরুপণে একটি জাতীয় জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

খ) দমকল বাহিনীর কার্যালয় স্থাপনের জন্য জায়গা ঠিক করা।

গ) দমকল বাহিনীর কার্যালয়গুলোর পর্যাপ্ত স্থাপনা তৈরি করতে লক্ষণীয় বাজেট নির্ধারণসহ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

ঘ) অগ্নিনিরাপত্তা, উদ্ধার কার্যক্রম, নিরাপদে অপসারণ ও প্রাথমিক চিকিৎসার ওপর গণসচেতনতা বাড়াতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করা।

ঙ) ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবন এবং ফায়ার বিগ্রেডের অন্যান্য অবকাঠামো শক্তিশালী করা।

চ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রতি ছয় মাস পর তা হালনাগাদ করা।

ছ) ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র গ্রহণ নিশ্চিত করতে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জন্য ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

জ) প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের তালিকা তৈরি ও হালনাগাদ করা এবং দুর্যোগের আগে ও পরে অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের চাহিদা নিরূপণ করা।

ঝ) ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও জরুরি ব্যবস্থাপনার ওপর সময়ে সময়ে মহড়ার আয়োজন এবং প্রস্তুতির অবস্থা পর্যালোচনা করা।

ঞ) দুর্যোগ পরবর্তী পদক্ষেপ এবং রক্তদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্থাগুলোর একটি ডাটাবেজ তৈরি এবং তা হালনাগাদ করা।

ট) নগর দুর্যোগ যেমনঃ ভূমিকম্প ও আগুনের জন্য নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা । দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং সিটি করপোরেশনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে তাদের প্রশিক্ষিত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) পরিদপ্তরে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করে এবং সংশিস্ট সকলকে জানানো।

খ) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং স্বেচ্ছাসেবক তালিকাভুক্তি করা, ঘূর্নিঝড়, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প এবং অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য স্বেচ্ছাসেকবদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

গ) সম্পদ ও খাদ্য গুদামের নিরাপত্তা, জনসাধারণ ও প্রাণিসম্পদ অপসারণ ও উদ্ধার এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ সংক্রান্ত স্বাভাবিক, দুর্যোগ এবং পুনর্বাসন পর্যায়ের পরিকল্পিত কাজের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের (ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের সমন্বয়ে) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া।

ঘ) ঠিকানাসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ করা।

ঙ) দমকল বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করা এবং দমকল বাহিনীর কার্যালয়ে মজুদ রাখা।

চ) দমকল বাহিনীর বেতার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা।

সতর্ক ও হুশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগের হুশিয়ারী বার্তা পাবার পর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দমকল বাহিনী ও বেসামরিক প্রতিরক্ষার সকল ইউনিটকে সতর্ক করা এবং সদা প্রস্তুত রাখা।

খ) অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধারকার্য, অপসারণ ও আহত ব্যক্তিদের সড়িয়ে নেয়ার ওপর মহড়ার আয়োজন করা এবং জেলা/থানা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

গ) স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, রেডক্রিসেন্ট এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজের সমন্বয় করা।

ঘ) বিপদাপন্ন এলাকা থেকে দুর্গত জনগণ ও প্রাণিসম্পদকে আশ্রয়কেন্দ্র বা অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া।

দূর্যোগ পর্যায়

ক) সদর দপ্তর বিভাগ এবং জেলা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসন, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং তাদের নির্দেশ অনুয়ায়ী কাজ করা।

খ) দুর্যোগ সংঘটিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই উপদ্রুত এলাকাগুলোতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দমকল বাহিনী ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের সকল স্থানীয় কর্মকর্তার অবিলম্বে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করা এবং দুর্যোগ-ত্রাণের জন্য নির্দেশ দেয়া।

গ) পরিদপ্তরের সকল স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর নিকটতম দমকল বাহিনী ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা স্টেশনে সমবেত হওয়া।

ঘ) দমকল বাহিনী ও বেসামরিক প্রতিরক্ষার সকল কর্মীর অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে গমন এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, অপসারণ, আহতদের পরিবহন, খাদ্য গুদামগুলো থেকে পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা।

ঙ) প্রয়োজন হলে, সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে কর্মী এনে বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা।
চ) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর বাহিনীর কার্যাবলি তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং উপদ্রুত অঞ্চলগুলোতে কর্মরত অন্যান্য সার্ভিসের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় রক্ষা করা। পরিদপ্তরের অন্য সকল অফিস তাঁকে সহযোগিতা করা।
ছ) স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা।
জ) স্বেচ্ছাসেবকগণ যে কাজের উপযুক্ত তাদের সে কাজে নিয়োগ করা।
ঝ) অসামাজিক কার্যাবলি প্রতিরোধকল্পে তৎপর থাকা এবং পুলিশকে সহায়তা করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

তাৎক্ষণিক জরুরি কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের পর দমকল বাহিনী ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মীরা স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতায় নিম্নলিখিত দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের দায়িত্ব নিবেঃ

ক) ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের তত্ত্বাবধান এবং খাদ্য, আশ্রয় এবং সেবাদান করা।
খ) সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পদ উদ্ধার করা।
গ) ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর মেরামত করা।
ঘ) নিরাপদ নয় এমন ভবন ও কাঠামো ভেঙ্গে ফেলা।
ঙ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা।
চ) আবর্জনা অপসারণ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং/অথবা আন্‌জুমানে মুফিদুল ইসলাম বা অনুরূপ সংগঠনের সহায়তায় মৃতদেহ দাফন, গবাদি পশুর মৃতদেহ অপসারণ ইত্যাদি কাজ সমাপ্ত করা।
ছ) গণ টিকা দেয়া।
জ) ক্ষতিগ্রস্ত জণগনকে ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা ও পুনর্বাসনে সহায়তা করা।
ঝ) নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান করা এবং পরিবারের সাথে তাদের পুনঃএকত্রিত করা।
ঞ) তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা।

৪.২.৩.৫ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বিভাগটি তার স্বাভাবিক কার্যক্রমের অতিরিক্ত নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবেঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক) বর্তমান ও আগামীতে কোস্ট গার্ড এর কার্যক্রমের/সেবার চাহিদা চিহ্নিত করতে দেশব্যাপী একটি দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
খ) কার্যালয় স্থাপনে স্থান নির্ধারণ করা।
গ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্যালয় স্থাপনে তফসিল বাজেট সহ একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।
ঘ) কোস্ট গার্ড অফিসের জনবল ও যন্ত্রপাতির সাহায্য শক্তিশালী করা।
ঙ) কোস্ট গার্ডদের থেকে জরুরি সাহায্য বিশেষ করে নিরাপদ অপসারণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা লাভে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ।
খ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রস্তুতকরণ ও তা হালনাগাদ করা।
গ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য যন্ত্রপাতি এবং ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ ও অফিসগুলোয় মজুদ করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) হুঁশিয়ারী সংকেত পাবার পর পরই বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সকল ইউনিটকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সতর্ক করে দেওয়া এবং তাঁদের প্রস্তুত (standby) রাখা।

খ) অগ্নিনির্বাপক, খোঁজ ও উদ্ধার, আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার ও স্থানান্তর এবং জেলা উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ।

গ) স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, বিডিআরসিএস এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক সংস্থার সাথে নিবিড় সম্পর্ক রেখে কার্যক্রম সমন্বয় করা।

ঘ) দুর্যোগ আপদগ্রস্ত এলাকা থেকে আক্রান্ত জনগণ ও সম্পদকে (প্রাণিসম্পদ) আশ্রকেন্দ্র বা অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন এবং বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রাখা ও তাদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করা।

খ) দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথেই (আক্রান্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের) বাংলাদেশ কোস্টগার্ড কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং দুর্যোগ ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নির্দেশ গ্রহণ করা।

গ) স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষকে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সদা জানানো।

ঘ) স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে জড়িত করা এবং ব্যক্তি উপযোগী কাজ দেয়া।

ঙ) সমাজবিরোধী কাজ প্রতিরোধে সক্রিয় থাকা এবং পুলিশকে সহায়তা করা।

চ) খোঁজ ও উদ্ধার কার্যক্রম এবং সমুদ্র ও দূরবর্তী দ্বীপগুলোতে জরুরি চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে জানানো।

পুর্নবাসন পর্যায়

ক) জরুরিসাড়া পর্যায়ের কার্যক্রম শেষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর কর্মীরা স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য কল্যাণমূলক সংস্থার সহায়তায় দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যক্রমের দায়িত্ব নিবে।

খ) আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করা এবং খাদ্য, আশ্রয় ও অন্যান্য সেবা দেয়া।

গ) সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষা করা।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি সংস্কার করা।

ঙ) সুপেয় পানীয় জল সরবরাহ করা।

চ) সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাহায্যে আবর্জনা পরিষ্কার করা এবং মানুষের মৃতদেহ দাফন ও পশুদের দেহাবশেষ সরিয়ে ফেলা।

ছ) আক্রান্ত ব্যক্তিদের ত্রাণ সামগ্রী প্রদান ও পুর্নবাসনে সাহায্য করা।

জ) নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজ করা এবং তাদের নিজস্ব পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়া।

ঝ) তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা।

৪.২.৪ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

স্বাভাবিক কাজের অতিরিক্ত এ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট আপদ ও দুর্যোগের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে প্রতিরক্ষা খাতের একটি ব্যাপক ঝুঁকি নিরূপণ করা।

খ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির জন্য মন্ত্রণালয়ে ঝুঁকিহ্রাস/প্রস্তুতিমূলক কৌশল তৈরি করা।

গ) মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণ, অবকাঠামো ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঘ) প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ভিত্তিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীকে কাজে লাগানোর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এবং ডিএম ও আরডি এর সহযোগিতায় পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঙ) দুর্যোগকাল শুরু হওয়ার আগেই ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকার জনসাধারণ, উপকরণ, স্থাপনা, অবকাঠামো, যানবাহন ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা নিশ্চিত করা।

চ) ভূমিকম্প প্রস্তুতির ওপর সব কর্মীকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া এবং নীতি তৈরি করা।

ছ) ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও জরুরি ব্যবস্থাপনার ওপর মহড়ার আয়োজন করা।

জ) অনুসন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জাম, অবকাঠামো, ত্রাণ সামগ্রী এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

ঝ) ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে নীতি তৈরি করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) একজন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে তা জানানো এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।

খ) মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই দুর্গত এলাকা মানুষের নিরাপত্তা/অপসারণ/উদ্ধারে সকল প্রকার সহযোগিতা দানের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

গ) সতর্কীকরণ, হুশিয়ারি সংকেত প্রচার, অপসারণ, উদ্ধারকার্য, এবং ত্রাণ ও পূনর্বাসন কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তার জন্য যখনই প্রয়োজন সর্বাত্নক সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

ঘ) খাতভিত্তিক জরুরিসাড়াদান প্রক্রিয়া প্রণয়ন।

ঙ) মন্ত্রণালয়ের আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

চ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দুর্যোগকালীন জরুরি কাজের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

ছ) হুঁশিয়ারি সংকেত সম্প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে বেসরকারি কর্তৃপক্ষকে সহায়তার জন্য সকল অধিনস্ত সংস্থার (লাইন অর্গানাজেশান) কার্যকরী সমন্বয় নিশ্চিত করা।

জ) প্রয়োজনকালীন সময়ে ডিএমআরডি'র চাহিদা ও অধিযাচন (requisition) পরিপ্রেক্ষিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহাযোগিতার জন্য সশস্ত্রবাহিনীকে ব্যবহারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু রাখা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ডিএমআরডি'র জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র জন্য একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা পাঠানো।

গ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে খবরাখবর সংগ্রহ এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ সকলকে জানানো।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিয়মিত ভাবে পরিস্থিতির খবরাখবর সংগ্রহের জন্য দুার্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র এবং সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

খ) ফিল্ড টাস্ক ফোর্সের নির্বিঘ্ন কর্মকা-ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সহিত আলোচনাক্রমে উপযুক্ত সময়ে প্রতিরক্ষা সার্ভিসগুলোর ত্রাণ কার্যক্রম সমাপ্ত করা।

খ) প্রতিরক্ষাবাহিনী ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সংগ্রহ ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে দেয়া।

৪.২.৪.১ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD)

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) অধিদপ্তরের খাতভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতি কৌশল তৈরি করা।

খ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম ও কর্মসূচির জন্য বাজেট সংস্থান নিশ্চিত করা।

গ) ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাস ও সতর্কতা ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন করা।

ঘ) ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাস প্রক্রিয়া/কার্যপ্রণালী/পদ্ধতির উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং আবহাওয়ার অবস্থা, নিয়মিত এ সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রচার পরীবিক্ষণ করা।

ঙ) সংশ্লিষ্ট সবার কাছে খুব দ্রুত তথ্য ও সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য সরঞ্জাম সুবিধাদি বাড়ানো যেমন: প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ফ্যাক্সও ই-মেইল ব্যবস্থা অবশ্যই স্থাপন করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) খাতভিত্তিক জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

খ) আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

গ) আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখা; ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নিয়মিত তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ঘ) সংশ্লিষ্ট সবাইকে আবহাওয়ার সতর্কবার্তা পৌঁছানোর জন্য যোগাযোগের দ্রুততম চ্যানেলের সার্বক্ষণিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। আবহাওয়া অধিদপ্তর, রেডিও-টেলিভিশন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সঙ্গে অবশ্যই ফ্যাক্স যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা।

সতর্ক পর্যায়

ক) যত দ্রুতসম্ভব ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে সতর্ক/হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচার করা; তবে তা অবশ্যই বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ সৃষ্টির মুহূর্তে হতে অন্তত ৩৬ ঘণ্টা আগে হতে হবে।

খ) বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি সম্পর্কে সিপিপিকে ফ্যাক্স/টেলিফোন/টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা। যাতে সিপিপি সংশ্লিষ্ট সবাইকে তথ্য প্রচারসহ যথাযথ কর্মতৎপরতা শুরু করতে পারে।

গ) সংযোজনী ‘ক’ এর ‘ঘূর্ণিবায়ু’ কোডের সতর্কবার্তা টেলিফোন/ টেলিপ্রিন্টার/টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তাকে জানানো।

ঘ) জনসাধারণের সুবিধার্থে জাতীয় সংবাদ মাধ্যমসহ বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সব কেন্দ্র হতে সম্প্রচার ও প্রকাশের জন্য আবহাওয়ার বিশেষ বুলেটিন তৈরি ও পেশ করা। এছাড়া ৩ নং সতর্ক সংকেত ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক সম্প্রচার সময়ের বাইরেও প্রচারের জন্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের পর্যাপ্ত ও সার্বক্ষণিক সমন্বয় করা।

ঙ) যথাযথ কর্মতৎপরতা গ্রহণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা অধিদপ্তর, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলোতে বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন পাঠানো।

হুঁশিয়ারি পর্যায়

নিম্নলিখিত প্রতিটি পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে হুঁশিয়ারি বার্তা প্রচার করতে হবে:

ক)	সতর্কতা	:	২৪ ঘণ্টা আগে
খ)	বিপদ	:	কমপক্ষে ১৮ ঘণ্টা আগে
গ)	মহাবিপদ	:	কমপক্ষে ১০ ঘণ্টা আগে

একই সতর্ক বার্তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি অপারেশন কেন্দ্র, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সিপিপি এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলোতে পাঠাতে হবে।

পাঠানো সতর্কবার্তাগুলোতে নিচে উলেখিত তথ্য উল্লেখ থাকতে হবে:

- ক) ঝড়ের কেন্দ্রের অবস্থান
- খ) ঝড়ের গতিবেগ ও দিক
- গ) সম্ভব হলে ঝড়কবলিত হওয়ার আশঙ্কাযুক্ত জেলার উপজেলার নাম
- ঘ) বিভিন্ন স্থানে প্রবল বাতাস আরম্ভ হওয়ার আনুমানিক সময় (গতিবেগ ৩২ মাইল/ঘণ্টা অথবা ৫১.৪৮ কিঃ মিঃ/ঘণ্টার ঊর্ধ্বে)।

বিপদ সংকেতগুলোর ক্ষেত্রে, সংযোজনী 'ক' অনুসারে 'হ্যারিকেন' কোডের তালিকাভুক্ত ঠিকানায় ফ্যাক্স/টেলিফোন/টেলিপ্রিন্টার অথবা টেলিগ্রাফের সাহায্যে বার্তা পাঠাতে হবে। মহাবিপদ সংকেতগুলোর ক্ষেত্রে, সংযোজনী 'ক' অনুসারে 'টাইফুন' কোডের তালিকাভুক্ত ঠিকানাগুলোতে ফ্যাক্স/ টেলিফোন/ টেলিপ্রিন্টার অথবা টেলিগ্রাফের সাহায্যে বার্তা অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনের উদ্দেশ্যে সংযোজনী 'ক' অনুসারে 'জলপথগুলো ও কর্তৃপক্ষ' কোডের তালিকাভুক্ত অভ্যন্তরীণ ঠিকানাগুলোতে ফ্যাঙ/টেলিফোন/টেলিপ্রিন্টার অথবা টেলিগ্রাফের সাহায্যে যথাযথ পৃথক বার্তা পাঠাতে হবে।

বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সব কেন্দ্র হতে সম্প্রচারের জন্য ফ্যাক্সে মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সতর্ক/হুঁশিয়ারি বার্তা পাঠাতে হবে।

পুনর্বাসন পর্যায়

নিচে উলেখিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে একযোগে কাজ করা:

- ক) ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত এবং এর সঙ্গে প্রদত্ত হুঁশিয়ারি সংকেতের সাদৃশ্য নিরূপণ করা।
- খ) গবেষণার উদ্দেশ্যে বিধ্বস্ত এলাকা হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা।
- গ) প্রচারিত সংকেত সম্পর্কে এলাকার জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা।
- ঘ) ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবের মডেলিং করা।

৪.২.৪.২ বাংলাদেশ স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশান

নিয়মিত দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত স্পারসো নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়

- ক) খাতভিত্তিক ঝুঁকি কমানো ও প্রস্তুতি কৌশলকে সহায়তা করতে প্রয়োজনীয় উপগ্রহের মাধ্যমে গৃহীত ছবি ও মানচিত্র তৈরি করা।
- খ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম ও কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান নিশ্চিত করা।
- গ) দুর্যোগ পূর্বাভাস ও সতর্কতা ব্যবস্থায় সহায়তা করতে ছবির ধারণ ব্যবস্থার ধারাবাহিক উন্নয়ন করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) স্পারসোর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খাদ্য ও কৃষি তথ্য সেবা অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির, বিশেষিত এবং তথ্য উপাত্তসহ স্বল্প সময়ের স্যাটেলাইট ইমেজ সরবরাহ করা।

৪.২.৫ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

স্বাভাবিক কার্যক্রমের অতিরিক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়

ক) পানিসম্পদ নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিবেচ্য বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের খাতভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতির কৌশল তৈরি করা।

গ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম ও কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

ঘ) একটি কার্যকরি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ঙ) খাতভিত্তিক ঝুঁকি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে এ মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণ এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নির্দেশনা দেয়া।

গ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সব অধিদপ্তর ও বিভাগগুলোকে নির্দেশ জারি করা।

ঘ) বেসামরিক প্রশাসন, এনজিও ও সুশীল সমাজকে সহযোগিতা করতে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের অধীন সব বিভাগকে নির্দেশনা জারি করা।

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও অনুশীলন মন্ত্রণালয়ের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।

চ) উন্নয়ন নীতিমালার মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা।

ছ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির জন্য বাজেট সংস্থান নিশ্চিত করা।

জ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ করা, যার মধ্যে রয়েছে চরম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে বাঁধ তৈরি করা, স্লুইস গেট কার্যক্রম ও বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ।

ঝ) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং বন্যা তথ্যকেন্দ্র (এপ্রিল-নভেম্বর) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা।

ঞ) সব গুরুত্বপূর্ণ নদী ব্যবস্থার পানিরস্তর পর্যবেক্ষণ করা।

ট) সাপ্তাহিক বন্যা পরিস্থিতির প্রতিবেদন সরবরাহ করা।

ঠ) বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে ঝুঁকিহ্রাসমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ড) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলির জন্য খাতভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

সতর্ক/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সব গুরুত্বপূর্ণ নদী ব্যবস্থার পানির স্তর পর্যবেক্ষণ করা।

খ) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সরবরাহ করা।
গ) জরুরি পদক্ষেপ ও পুনরুদ্ধার পর্যায়ে কার্যকরী যোগাযোগ, তথ্য ও প্রতিবেদন নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) প্রতিদিন বন্যা পরিস্থিতির প্রতিবেদন সরবরাহ করা।
খ) স্লুইসগেট রক্ষা করা, ফাটল, বাঁধের ছিদ্র ও দুর্বল পয়েন্ট মেরামত করা।
গ) দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির হিসেব ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নিশ্চিত করা।
ঘ) মন্ত্রণালয়ের সতর্ক সংকেত কার্যকরভাবে প্রচার নিশ্চিত করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং অবকাঠামোর মেরামত, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন করা।
খ) ব্যক্তিগত, শিল্প ও রপ্তানি প্রকল্পের অবকাঠামো, আনুষঙ্গিক বিষয় ও স্থাপনা পুনঃস্থাপন নিশ্চিত করা। কৃষি, মৎস্য, শিল্প পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া।

৪.২.৫.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB)

স্বাভাবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করবেঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের পানি সম্পদের নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে সহযোগিতা করা।
খ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের খাতভিত্তিক ঝুঁকি কমানো ও প্রস্তুতি কৌশলের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।
গ) ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।
ঘ) প্রযুক্তি ও নকশা তৈরিসহ বন্যার আগাম খবর দেয়ার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
ঙ) উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তিসহ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কতা কেন্দ্র শক্তিশালী করা।
চ) সব বিপদের বর্তমান ও ভবিষৎ ঝুঁকিগুলো বিবেচনায় নিয়ে বাঁধের নকশা করা।
ছ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঝুঁকিহ্রাসের সক্ষমতা গড়ে তোলা

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র' ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এবং সে সকল কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-পরিচালক লিয়াজোঁ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবে।
খ) সম্পূর্ণ বাঁধ এলাকায় স্লুইস গেট ও অন্যান্য পানি নিষ্কাশন কৌশল চালু রাখার ব্যবস্থা নেয়া।
গ) অব্যাহতভাবে সব বাঁধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ভাঙা ও দুর্বল অংশ সুষ্ঠুভাবে মোরামত করা।
ঘ) বন্যা পূর্বাভাস এবং এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত হুঁশিয়ারি কেন্দ্র চালু রাখা।
ঙ) মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিসে হুঁশিয়ারি উপকেন্দ্র খোলা।
চ) আবহাওয়া অফিস থেকে নিয়মিত আবহাওয়ার বিশেষ বুলেটিন সংগ্রহ করা।

সতর্ক/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) উপ-কেন্দ্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশাবলি জারি এবং হুঁশিয়ারি সংকেত পাঠানো।
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে লিয়াজোঁ রক্ষার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।
গ) বাঁধের পানি চুঁয়েপড়া, ছিদ্র, ধ্বংস ও ভাঙন ইত্যাদি দ্রুতচিহ্নিত করার জন্য সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা রাখা। এ কাজে স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পৃক্ত করে জরুরি ভিত্তিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তা মেরামতের ব্যবস্থা করা।
ঘ) আক্রান্ত এলাকায় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী/সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা।
ঙ) উদ্ধার, অপসারণ এবং ত্রাণকার্য পরিচালনায় স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা এবং কারিগরি জ্ঞান, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, যানবাহন ইত্যাদি সংগ্রহে অধস্তন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা, সংশ্লিষ্ট সবাইকে আসন্ন দুর্যোগ সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি করা এবং জীবন, সম্পদ, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, সরঞ্জাম, ইত্যাদি রক্ষায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সবাইকে সতর্ক করা।

খ) জরুরি ভিত্তিতে স্থাপনা ও সরবরাহ উৎস ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি মেরামতের জন্য যে কারিগরি জনশক্তি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ চিহ্নিত করা।

গ) জরুরি ভিত্তিতে পুনর্বাসন কাজে সকল প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা।

ঘ) মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা এবং সরিয়ে নেয়ার জন্য পরিস্থিতির প্রয়োজনে যে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) বিস্তারিত ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতার নির্ধারণে এবং সম্ভব হলে বিভাগীয় উৎস হতে অর্থের সংস্থান করে অথবা প্রয়োজনে অন্য উৎস হতে অতিরিক্ত অর্থ চেয়ে প্রাক্কলনসহ পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি করা।

খ) উপকূলের অদূরবর্তী নবগঠিত দ্বীপের স্থায়িত্বের জন্য উপযুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

গ) পুনর্বাসন তৎপরতায় বেসামরিক প্রশাসন ও অন্যান্য সংস্থাকে সম্ভাব্য সব উপায়ে সহযোগিতা ও সহায়তা দেয়া।

৪.২. ৫.২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীর (ঘূর্ণিঝড় সংশ্লিষ্ট) মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো

মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মীরা তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক) স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং পানি খাতে (ওয়াটার সেক্টরে) স্থানীয় পর্যায়ের ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরি করা।

খ) স্থানীয় পর্যায়ের জন্য উপযোগী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বাঁধ তৈরি করা।

গ) পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা ও বিদ্যমান অবকাঠামোর (যেমন : বাঁধ, পোল্ডার ও স্লুইস গেট) ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ করা। সিস্টেম শক্তিশালী করতে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিয়মিত করা।

ঘ) যথাসময়ে বাঁধগুলো তৈরি করা এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়ার পর তা সন্তোষজনকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) প্রধান প্রকৌশলী অথবা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দিয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোতে দুর্যোগের ফোকাল পয়েন্ট চিহ্নিত করে বন্যা পূর্বাভাস এবং হুঁশিয়ারি কেন্দ্রকে জানানো।

খ) আবহাওয়ার বিশেষ বুলেটিন/বার্তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করে তা সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের সবাইকে অবহিত করা এবং বাঁধ ও অন্যান্য স্থাপনার নিরাপত্তার জন্য সতর্কমূলক পদক্ষেপ নিতে গ্রহণের নির্দেশ দেয়া।

গ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অংশ নেয়া।

ঘ) মাঠ পর্যায়ের প্রধান প্রকৌশলী স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া।

ঙ) উদ্ধার, অপসারণ এবং ত্রাণ তৎপরতার জন্য স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা করা। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, যানবাহন, সামগ্রী এবং কারিগরি সুবিধা পাওয়া বিষয়টি নিশ্চিত করা।

চ) এলাকায় অবস্থিত বাঁধগুলোর, ছিদ্র, ভাঙন, দুর্বল স্থান এবং ভাঙা স্লুইসগেট মেরামত করা। মেরামতের প্রয়োজনে সুবিধাজনক স্থানে সরঞ্জামাদি প্রস্তুত রাখা।

ছ) ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের সময় পোল্ডারে লবণাক্ত পানি প্রবেশ ঠেকাতে এবং স্লুইস গেটের ক্ষতি এড়াতে প্রহরী নিয়োগ করা।

জ) স্লুইসগেট, বাঁধ এবং অন্য স্থাপনার অবস্থা এবং মেরামত ও পুনর্নির্মাণের অগ্রগতি বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত প্রতিবেদন দেয়া।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারীদের জীবনরক্ষা এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পদ, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য সর্তকতামূলক পদক্ষেপ নেয়া।

খ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে কার্যক্রমের সমন্বয় করা।

গ) জরুরি ভিত্তিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজকে অগ্রাধিকার দেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ২৪ ঘণ্টা তথ্য কেন্দ্র চালু রাখা এবং লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পাঠানো।

খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য কেন্দ্রকে এবং স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে যে কোনো বিপর্যয়ের কথা জানানো।

গ) বেসামরিক প্রশাসনকে উদ্ধার অপসারণ ও ত্রাণ তৎপরতায় সমর্থন ও সহযোগিতা করা।

ঘ) কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একত্র করে কোনো ক্ষতি, অচল স্থাপনা এবং সরবরাহ উৎস মেরামত করা।

ঙ) ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা এবং পানি নেমে যাওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত পুনর্নির্মাণ পুনঃস্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া এবং তা হবে সরকারের পরিপ্রেক্ষিতে।

চ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর করে জরুরি ভিত্তিতে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেয়া।

ছ) যদি এমন কোনো পরিস্থিতি হয় যা সমাধানের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের না থাকে তাহলে তা সমাধানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে জানানো।

জ) বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজন হলে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় এবং অপসারণের জন্য বেসামরিক প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতি বিস্তারিতভাবে হিসেব করা এবং ভৌত অবকাঠামো, বাঁধ, স্লুইস গেট যেখানে প্রয়োজন এবং যত দ্রুতসম্ভব মেরামত, পুনঃস্থাপন বা পুনর্নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা এবং নকশা তৈরি করা।

খ) ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনায় বেসামরিক প্রশাসনকে যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করা।

গ) ভবিষ্যতে জলোচ্ছ্বাস বা বন্যাজনিত দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য যেখানে প্রয়োজন বাঁধ তৈরির স্থান চিহ্নিত করা, প্রকল্প প্রণয়ন করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদন ও অর্থের জন্য আবেদন করা।

৪.২.৫.৩ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বন্যা সম্পর্কিত কার্যক্রম)

বন্যা সংক্রান্ত স্বাভাবিক কার্যক্রম ও আপদকালীন পরিকল্পনার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করবেঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক) খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং সেক্টরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

খ) বাঁধ, প্রতিরোধ দেয়াল, স্লুইসগেট ও অন্যান্য অবকাঠামোর নকশা করার সময় সব আপদঝুঁকি বিবেচনা করা ও ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা।

গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় প্রতিরোধ দেয়াল তৈরিতে, বাঁধ, স্লুইসগেট ও লকগেট মেরামতে প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান রাখা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বভাবিক সময়

ক) বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্রের দক্ষ পরিচালনা এবং বন্যা পূর্বাভাস পদ্ধতির উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো।

খ) প্রতি বছর এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত 'বন্যা তথ্য কেন্দ্র' চালু রাখা।

গ) এপ্রিল থেকে মাঠ পর্যায়ে বন্যা তথ্য উপকেন্দ্র বসানো।

ঘ) বর্ষা মৌসুমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বাংলাদেশ এবং ভারতে উৎপত্তি প্রধান প্রধান নদীর পানির স্তরের তথ্য সংগ্রহ করা। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভারত থেকে তথ্য প্রাপ্তির ব্যাপারে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করবে।

ঙ) নিয়মিতভাবে আবহাওয়া বার্তা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো এবং নিয়মিত সংবাদ বুলেটিন বের করা।

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এমওডিএমআর এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সতর্ক করা।

ছ) বন্যা পরিস্থিতির সাপ্তাহিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো।

জ) প্রতি বছর এপ্রিলে অধীনস্হ অফিসগুলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা দিতে হবে:

(১) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করা।

(২) উদ্ধার, অপসারণ এবং ত্রাণ তৎপরতার জন্য প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, যানবাহন, সামগ্রী এবং কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেয়া।

ঝ) বোর্ডের তথ্য সেলের কার্যক্রম সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং অন্যান্যদেরকে জানানো।

ঞ) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় নিশ্চিত করা।

ট) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ইওসি'র সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বোর্ড অফিসে একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের উপ-পরিচালক -এর দায়িত্ব পালন করবে।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) যেহেতু আকস্মিক বন্যা ন্যূনতম সময়ে সংঘটিত হয় তাই সংশ্লিষ্টদের দ্রুত সর্তক করতে প্রয়োজনবোধে টেলিফোন, টেলেক্স, বেতারের ব্যবস্থা করা।

খ) বাঁধে, ভাঙন, ছিদ্র, দুর্বল স্থান নির্ণয়ের জন্য প্রহরী নিয়োগ করা, এবং সতর্কীকরণ কেন্দ্রকে সজাগ করা, স্থানীয় অধিবাসীদের এ কাজে ব্যবহার করে এপ্রিলের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা। এ কাজের জন্য সুবিধাজনক স্থানে মালামাল ও যন্ত্রপাতি মজুদ রাখা।

গ) জীবন, রসদ, গুদামজাত দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য কর্মকর্তাদের সতর্ক করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দিন-রাত তথ্যকোষ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র পরিচালনা করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে লিয়াজোঁ কর্মকর্তা পাঠানো।

খ) যেকোনো বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তা আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের MODMR'র জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে অবহিত করা।

গ) স্থাপনা এবং সরবরাহ উৎসের যেকোনো ক্ষতি মেরামতের জন্য কারিগরী জনশক্তি ও বস্তুগত সম্পদের জোগাড় নিশ্চিত করা।

ঘ) স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে উদ্ধার, অপসারণ এবং ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনায় মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়া।

ঙ) পানি উন্নয়ন বোড্রে প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীরা তাদের পদক্রম অনুযায়ী মাঠ পযায়ের কর্মকর্তাদের নিম্নলিখিত নির্দেশ দেবে:

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে নিজ নিজ এলাকার দায়িত্ব পালন করা।

(২) স্থাপনা এবং সরবরাহ উৎস ইত্যাদির যেকোনো ক্ষতি মেরামতের জন্য সব কারিগরী জনশক্তি এবং বস্তুগত সম্পদের একত্র করার নির্দেশ দেয়া।

(৩) ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ এবং পানি সরে যাওয়া মাত্র অল্প সময়ে সরকারের স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ পরিকল্পনা অনুযায়ী, মেরামত, পুনর্নির্মাণ এবং পুনঃস্থাপনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তৈরি করার নির্দেশ দেয়া।

চ) দুর্গত এলাকা ঘন ঘন পরিদর্শনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা।

ছ) বন্যা দুর্যোগ মোকাবেলায় কোনো অসুবিধা দেখা দিলে বা কোনো সমস্যা সমাধান না সম্ভব হলে বা কোনো ব্যাপারে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি/জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সাহায্যের প্রয়োজন হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করা।

জ) জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে যে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া।

ঝ) দৈনিক বন্যা বার্তা নিচে উলেখিত অফিসগুলোতে পাঠানো:

(১) রাষ্ট্রপতির সচিবালয়।
(২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
(৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
(৪) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
(৫) তথ্য মন্ত্রণালয়।
(৬) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
(৭) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
(৮) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
(৯) সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
(১০) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
(১১) সচিব, সড়ক ও জনপথ বিভাগ।
(১২) সচিব, রেলপথ বিভাগ।
(১৩) সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়।
(১৪) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(১৫) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।
(১৬) সচিব, স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
(১৭) সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(১৮) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
(১৯) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
(২০) মহাপরিচালক, বেতার/ টেলিভিশন।
(২১) সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণ।
(২২) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ।
(২৩) সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃবৃন্দ।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তৈরি করা।

খ) স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ, শিল্পসংক্রান্ত এবং রপ্তানি কাজে ব্যবহৃত প্রকল্পের জন্য ভৌত অবকাঠামো সহায়ক উপকরণ এবং স্থাপনাগুলো চালু করা। কৃষি, মৎস্য সম্পদ ও শিল্প পুর্নবাসন প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া।

গ) বেসামরিক প্রশাসন ও অন্য সংস্থাগুলোকে পুর্নবাসন কার্যক্রমে সাহায্য ও সহযোগিতা দেয়া।

ঘ) কোনো এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা বা পুনঃসংঘটন প্রতিরোধের লক্ষ্যে নতুন নতুন পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করা।

ঙ) ভবিষ্যতে দিক নির্দেশনার লক্ষ্যে বর্তমান তৎপরতার সবল ও দুর্বল দিকগুলো মূল্যায়ন করা।

৪.২.৫.৩.১ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্ক কেন্দ্র (FFWC)

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্ক কেন্দ্র তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ও আপদকালীন পরিকল্পনার অতিরিক্ত নিম্নলিখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) বন্যা ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং বন্য ও অন্যান্য পানি সংক্রান্ত দুর্যোগের ওপর দীর্ঘ মেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা।

খ) বন্যা ও আগাম বন্যার লিড টাইম পূর্বাভাস সম্প্রসারণে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া এবং আঞ্চলিক বন্যা সতর্কীকরণ উৎসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা।

গ) বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করা।

ঘ) বাংলাদেশের আকস্মিক বন্যাপ্রবণ (ফ্লাশ ফ্লাড) অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) টেলিফোন, মুঠোফোন, ই-মেইল, টেলেক্স ও ওয়ারলেসের মাধ্যমে বন্যা ও আগাম বন্যা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

খ) যথাযথ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরকে দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদি বন্যা পূর্বাভাস সম্পর্কে তথ্য দেয়া।

৪.২.৫.৪ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীর (বন্যা সংশ্লিষ্ট) মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো

এ অফিসগুলো তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের ক্ষমতা অনুসারে নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়

ক) স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং পানিখাতে (ওয়াটার সেক্টর) স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুসারে স্থানীয় পর্যায়ে উপযুক্ত বাঁধ তৈরি করা।

গ) পরিস্থিতি বিশেষণ করা ও বিদ্যমান অবকাঠামোর ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ করা যেমন: বাঁধ, পোল্ডার স্লুইস গেট সিস্টেম শক্তিশালী করতে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিয়মিত করা।

ঘ) যথাসময়ে রক্ষাকারী বাঁধগুলো তৈরি করা এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদনের পর তা সন্তোষজনকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ঙ) বন্যা সতর্কতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করা:

ক) প্রতি বছর এপ্রিল হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত বন্যা তথ্য কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা করা।

(১) বৃষ্টিপাতের পরিমান এবং ভারত হতে উদ্ভূত নদ-নদীগুলির বিভিন্ন পয়েন্টের পানির লেভেল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

(২) নিজ নিজ দপ্তর প্রধানের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে বন্যার পূর্বাভাস নিয়মিত জানানো।

খ) পানি উন্নয়ন বোর্ড পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বন্যার পানি বৃদ্ধি এবং আকস্মিক বন্যার সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত এবং সজাগ করা।

গ) সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাপ্তাহিক বন্যার অবস্থা জানানো।

ঘ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় যোগদান করা।

ঙ) স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে উদ্ধার, অপসারণ ত্রাণ তৎপরতায় প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক সরাঞ্জাম, যানবাহন, বস্তুগত এবং কৌশলগত সাহায্য দিয়ে সহযোগিতা এবং সমর্থন প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

চ) স্থানীয় দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য লিয়াঁজো কর্মকর্তা মনোনীত করা।

ছ) আকস্মিক বন্যায় সতর্কীকরণের সময় কম বিধায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে টেলিফোন, টেলেক্স, বেতার ইত্যাদির মাধমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সতর্ক করা।

জ) প্রতি বছর এপ্রিল মাসের পূর্বে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে অবস্থিত বাঁধগুলোর পানি চুঁয়ানো, ছিদ্র ইত্যাদির মেরামত সম্পন্ন করা এবং সুবিধা জনক স্থানে প্রয়োজনীয় সামগ্রী/সরঞ্জাম জরুরি কাজের জন্য প্রস্তুত রাখা এবং বাঁধ ও গেট নির্মানের মত চলতি প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করা। এ কাজের জন্য বোর্ড কর্তৃক অর্থ এবং দায়িত্বাবলি চিহ্নিত করতে হবে।

সতর্ক এবং হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ক্ষতি এড়ানোর জন্য স্লুইস এবং লকগেট পাহারার ব্যবস্থা করা।

খ) স্লুইসগেট, বাঁধ এবং স্থাপনাগুলোর অবস্থা এবং মেরামত কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন পাঠানো।

গ) জীবন,সম্পদ, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন রক্ষার জন্য সতর্কমূলক পদক্ষেপ নেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দিন-রাত সার্বক্ষণিকভাবে (২৪ ঘণ্টা) বন্যা তথ্যকেন্দ্র পরিচালনা করা এবং স্থানীয় দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে লিয়াঁজো কর্মকর্তা পাঠানো।

খ) যে কোনো বিপর্যয়ের ঘটনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণকোষকে এবং স্থানীয় দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে জানানো।

গ) স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে নিজ এলাকায় উদ্ধার, অপসারণ ও ত্রাণ তৎপরতায় সমর্থন ও সহযোগিতা করা।

ঘ) কারিগরি জনশক্তি ও বস্তুগত সম্পদের জোগার করে ক্ষতিগ্রস্তস্থাপনা ও সরবরাহের উৎস গুলো মেরামত করা।

ঙ) বন্যার পানি সরে যাওয়ার ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা, পরিকল্পনা তৈরি করা এবং নকশা প্রস্তুত করা এবং সরকারি স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী জরুরি মেরামত, পুনর্নির্মাণ ও পুনস্থাপনার কর্মসূচি তৈরি করা। পানি উন্নয়ন বোর্ড এ ব্যাপারে দায়িত্ব বণ্টন এবং অর্থের সংস্থান করবে।

চ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঘন ঘন পরিদর্শনের মাধ্যমে তদারকি করা এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া।

ছ) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাবহির্ভূত কোন কঠিন সমস্যা/অবস্থা দেখা দিলে, স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসন বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা।

জ) জীবন ও সম্পদ রক্ষায় এং অপসারণের প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুসারে যে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা এবং প্রয়োজনের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেরামত, পুনঃস্থাপন অথবা পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা নকশা এবং কর্মসূচি তৈরি করা।

খ) স্থানীয় সংস্থা/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ন্যূনতম সময়ে ভৌত অবকাঠামো, স্লুইসগেট, পানির ড্রেন পুনঃস্থাপন ও পুনঃচালু করা।

গ) বেসামরিক প্রশাসন, এনজিও সহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলোকে পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সহযোগিতা ও সাহায্য করা।

ঘ) বন্যা রোধ করার লক্ষে নতুন প্রকল্পের নকশা তৈরি করা। পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো তাদের দৈনিক বন্যা তথ্য প্রতিবেদন নিচে উল্লেখিত অফিসগুলোতে পাঠাবে:

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ।

(খ) চেয়ারম্যান, পানি উন্নয়ন বোর্ড।

(গ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার।

(ঘ) দুর্গত এলাকার সব জেলা প্রশাসক।

(ঙ) দুর্গত এলাকার সকল থানা নির্বাহী কর্মকর্তা।

৪.২.৬ কৃষি মন্ত্রণালয়

মন্ত্রণালয়ের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও সচিব তাঁর মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির হিসেব ও কৃষি পুনর্বাসনের পরিকল্পনা তৈরীর জন্য সময়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় নিচে উলেখিত দায়িত্বগুলো পালন নিশ্চিত করবেনঃ

ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়

ক) একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করা।

খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ) খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ অনুশীলন নিশ্চিত করা এবং সব বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

ঘ) খাতভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করতে বাজেটের সংস্থান নিশ্চিত করা।

ঙ) আপদ বিশেষণ ও কৃষিতে -এর প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণার জন্য কর্মসূচি তৈরি করা।

চ) দুর্যোগ প্রতিরোধসম্পন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কৃষি গবেষণায় অধিক সম্পদ বরাদ্দ করা।

ছ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত ও বিবেচনা করতে নির্দেশনা দেয়া।

জ) স্থানীয় পর্যায়ের অফিস গুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাকে সম্পৃক্তকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন, অনুমোদন ও এর অন্তর্ভুক্তিকরণ।

ঝ) গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো, এনজিও ও কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থাসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশিদ্বারিত্ব নিশ্চিত করা।

ঞ) কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম, ফিল্ড ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

ট) কৃষিক্ষেত্রে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস উপায় এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়তা করা।

ঠ) কৃষিক্ষেত্রে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের গুরুত্বের ওপর সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া।

ড) মন্ত্রণালয় ও এর সংস্থাগুলোর কর্মসূচি, নীতি ও পরিকল্পনার মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিবেচ্য বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা।

ঢ) সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর মাধ্যমে চলমান দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম সমন্বয় করা।

ণ) জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

ত) বিভিন্ন ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণের জন্য যেমনঃ কর্মকর্তা, কর্মচারিদের দক্ষতা সৃষ্টি, মেরামত/পুনরায় তৈরি, বীজ মজুদ, বিভিন্ন চাহিদা বিশেষণ ইত্যাদির জন্য বাজেটের সংস্থান অনুযায়ী তহবিল বরাদ্দ করা।

থ) শস্য ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন গ্রহণ করতে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ কক্ষ প্রতিষ্ঠা করা ও পরিচালনা করা।

দ) বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বীজ, সার, কীটনাশক ও কৃষি উপকরণ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করা ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা।

ন) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির জন্য সেক্টরভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) কৃষিখাতে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও এর নিয়মিত হালনাগাদ করা।

খ) নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করে দেখা।

গ) প্রতিবেদন প্রাপ্তি ও নির্দেশ প্রেরণের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

ঘ) দুর্যোগে ক্ষতির সম্ভবনা আছে এমন এলাকা চিহ্নিত করা।

ঙ) ঋণ/অনুদানের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ যাতে বীজ, চারা, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি পায় তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া।

চ) প্রয়োজনবোধে মজুতকৃত বীজ ও সরঞ্জামাদি ইত্যাদি সম্পদ যাতে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নেয়া যায় তার প্রস্তুতি নেয়া।

ছ) বীজ, সার কীটনাশক ইত্যাদি মজুদ রাখার ব্যবস্থা করা্

জ) দুর্যোগ প্রবণ এলাকা গুলোর জন্য উপযোগী শস্যের বীজের মজুদ রাখা।

ঝ) মওসুম অনুযায়ী চারার আবাদ করা এবং মজুদ রাখা (দুর্যোগ প্রবণ এলাকার নিকটবর্তী স্থানে আবাদ করতে হবে)।

ঞ) জমি চাষের জরুরি প্রয়োজন মিটাবার জন্য দুর্যোগ প্রবণ এলাকা গুলোর উপজেলা সদরে পাওয়ার টিলার রাখার বন্দোবস্ত করা ।

ট) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন পর্যায়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা।

ঠ) পুনর্বাসনের পর্যায়ে সময়ের অপচয় ছাড়াই দ্রুততম উপায়ে বিতরণের জন্য সুবিধাজনক স্থান গুলোতে অত্যাবশ্যক সামগ্রী মজুদ রাখা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা ।

খ) কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদেরকে প্রয়োজন অনুসারে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া।

গ) শস্যক্ষেত/জমি এবং বীজ মজুদের অফিস গুদামের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব জরিপের আয়োজন করা এবং তাৎক্ষণিক মেরামত ও পূণঃনির্মাণের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) প্রচলিত নিয়মের আলোকে জরুরি ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব ও কৃষি পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরির কাজ চূড়ান্ত করা ।

খ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে কৃষি উপকরণ বন্টন ও বাস্তবায়ন।

গ) পরিকল্পনা অনুমোদন ও অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করা ।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কৃষি পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমনঃ বীজ, চারা, সার, সেচ-যন্ত্রসহ কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা এবং অবিলম্বে জনগণের কাছে পৌঁছার ব্যবস্থা করা ।

ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ এবং কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা ।

চ) প্রয়োজনে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের পুনর্বাসনের কাজে যে কোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ একত্র করা।

ছ) কৃষকদের জন্য সকল সাহায্য/সহায়তা ও ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

জ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির কাছে সাপ্তাহিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করা এবং পুনর্বাসন-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সমাপ্তির পর বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করা।

ঝ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিকট থেকে যে কোনো সহায়তা সংগ্রহ ও তা ব্যবহার করা।

ঞ) নগদ ও দ্রব্যের আকারে ত্রাণ বিতরণের মাস্টার রোল যথাসময়ে তৈরি, সংরক্ষণ ও জমা প্রদান নিশ্চিত করা।

ট) দুর্যোগোত্তর ত্রাণ কার্যের জন্য বীজ,সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় ও বিতরণের জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।

৪.২.৬.১ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তাঁর স্বাভাবিক কার্যক্রমের অতিরিক্ত নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়

ক) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন করা।

খ) স্থানীয় পর্যায়ের অফিসগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাকে সম্পৃক্তকরণের পদ্ধতি উন্নয়নে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করা।

গ) গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থাসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে অংশিদারিত্ব গড়ে তোলা।

ঘ) কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ফিল্ড ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা হালনাগাদ করা।

ঙ) কৃষিক্ষেত্রে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস উপায় এর (approach) ওপর প্রশিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়তা করা।

চ) কৃষিক্ষেত্রে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের ওপর কৃষকের জ্ঞান বৃদ্ধিতে কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

ছ) বীজ মজুদ, বীজতলা, সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঝুঁকিহ্রাসমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

জ) কৃষিক্ষেত্রে সচেতনতা ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা করা এবং কর্মীদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, আপদ ও সংকট বিশ্লেষণের ওপর সচেতনতা ও শিক্ষা কার্যক্রম নেয়া।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে 'ফোকাল পয়েন্ট' মনোনীত করা।

খ) আপদকালীন কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা ।

গ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা এবং ঘূর্ণিঝড়/ বন্যার পূর্বাভাস প্রাপ্তির সাথে সাথে বীজ,সার কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্তক করা।

ঘ) ক্ষতির আশঙ্কাযুক্ত এলাকার চাহিদা মিটাবার লক্ষে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে বীজতলা তৈরির জন্য স্থানীয়ভাবে উঁচু জমি চিহ্নিত করা ।

ঙ) মারাত্মক শস্যহানি মোকাবেলায় পদক্ষেপ নেয়া।

চ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সহযোগিতায় সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কাযুক্ত এলাকা চিহ্নিত করা।

ছ) ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের চারা/বীজ,সার কৃষি যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

জ) বীজ,সার,কীটনাশক, সেচযন্ত্রসহ কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মজুদ পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে ক্রয় বা আমদানি করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত শস্যের বিষয়ে প্রতিবেদন সংগ্রহ করা।

খ) ক্ষতিগ্রস্ত শস্য সম্পর্কীয় প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো।

গ) শস্য, মজুদ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা।

ঘ) বিভাগ, জেলা, উপজেলায় অবস্থিত মাঠ পর্যায়ে দপ্তরগুলোর মাধ্যমে পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঠিক সময়ে বীজ, চারা, সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিতরণের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা।

চ) বিভাগীয় কমিশনার,জেলা প্রশাসক, ইউএনও এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পর্যন্ত সকলকে প্রয়োজনানুসারে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া।

ছ) শস্য ঋণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা ও উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

জ) কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ করা।

পুর্নবাসন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করাসহ দুর্গত এলাকার পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক ও বস্তুগত প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করা।

খ) অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে কৃষি পুনর্বাসনের জন্য বীজ,চারা, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সহজ প্রাপ্যতার জন্য সকল মাঠ কর্মকর্তার মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগ নেয়া।

গ) দ্রুত কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) কৃষি পুনর্বাসনের লক্ষে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কৃষকদের সকল প্রকার সহায়তা করা।

ঙ) কৃষি পুনর্বাসন বিষয়ে বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে শিক্ষিত করা।

চ) স্থানীয় মাঠকর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন এবং তদারকীর মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে বিতরণকৃত সাহায্য/সহায়তা বা ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা

ছ) সাপ্তাহিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো।

জ) কৃষি উপকরণের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করত কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর নিকট সহায়তা চাওয়া।

৪.২.৬.১.১ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলার মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালন করার অতিরিক্ত নিচে উল্লেখিত দায়িত্বগুলো পালন করবেঃ

ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়

ক) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সব সভায় অংশ নেয়া।

খ) সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষিক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা ।

গ) কৃষিক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকিগুলো হ্রাস করতে পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ঘ) গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো, এনজিও ও কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থাসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা

ঙ) জলবায়ু পরিবর্তনসহ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকি মোকাবেলার প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা।।

চ) বীজ মজুদ, বীজতলা, সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঝুঁকিহ্রাসমূলক কার্যক্রম চালু করা।

ছ) কৃষিক্ষেত্রে সচেতনতা ও শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, আপদ ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের পর সচেতনতা ও শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) মহাপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা।

খ) দুর্গত এলাকায় চারার চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে চারা আবাদের জন্য স্থানীয় ভিত্তিতে উঁচু জমি নির্বাচন ও চিহ্নিত করা।

গ) এলাকার মারাত্মক শস্যহানি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

ঘ) অন্যান্য দপ্তর/এজেন্সি/সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা।

ঙ) দুর্গত এলাকার মানুষের মধ্যে বীজ/চারা,সার, কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া।

চ) বীজ,সার কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি/উপকরণাদির মজুদ পরীক্ষাপূর্বক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে জরুরি ভিত্তিতে ক্রয়ের প্রস্তাব পেশ করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) শস্যহানি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা।

খ) শস্য ও চারা ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

গ) শস্য মজুদ ও যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা।

ঘ) অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

ঙ) দুর্গত এলাকার সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত কেন্দ্রগুলোতে পরিবহনের মাধ্যমে বীজ/চারা,সার,কীটনাশক,কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মজুদ করা যাতে সময় অপচয় না করে অতিদ্রুত তা বিতরণ করা সম্ভব হয়।

চ) অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা।

ছ) শস্য ঋণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা এবং উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির মাধ্যমে তার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

জ) কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ করা।

পুর্নবাসন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে দুর্গত এলাকার আর্থিক এবং বস্তুগত পুর্নবাসনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব পেশ করা।

খ) অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কৃষি পুর্নবাসনের জন্য বীজ, চারা,সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজলভ্য করতে যৌথ/সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

গ) পুনর্বাসন কাজে কৃষকদের সাহায্যের জন্য দ্রুতকৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ করা।

ঘ) প্রশিক্ষণ ও মাঠ পরিদর্শন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের পুনর্বাসন বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা।

৪.২.৬.১.২ কৃষি তথ্য সেবা কেন্দ্র (AIS)

ক) কৃষি তথ্য সেবা কেন্দ্র বিভিন্ন আগাম সতর্ক কেন্দ্র থেকে খরা,বন্যা,হঠাৎ বন্যা ও লবণাক্ততা সম্পর্কে আগাম বার্তা সংগ্রহ করবে ও তা কমিউনিটি পর্যায়ে প্রচার করবে এবং সম্ভাব্য প্রশমন ও খাপ খাওয়ানোর উপায় নির্ধারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে পাঠাবে।

৪.২.৬.১.৩ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (BADC)

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান তাঁর স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও অতিরিক্ত নিচে উলেখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) কৃষকদের জন্য মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ার উপযোগী নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।

খ) নতুন প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো পরীক্ষা এবং তা চালুর জন্য সব কৃষি গবেষণা সংস্থা ও সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সঙ্গে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

গ) কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সংস্থার একটি ডাটাবেজ তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ঘ) প্রয়োজন অনুসারে বীজ মজুদের ব্যবস্থা করা।

ঙ) যৌক্তিক মূল্যে কৃষকের কাছে কৃষি উপকরণগুলো যথাসময়ে সরবরাহ নিশ্চিত কর।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে ‘কন্ট্যাকট পয়েন্ট’ প্রতিষ্ঠা করা।

গ) নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী অধস্তন অফিস ও সহকারী অফিসগুলোতে প্রস্তুতির অবস্থা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করা।

ঘ) সাম্প্রতিক মারাত্মক শস্যহানি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকলে প্রস্তুতি আছে এ মর্মে নিশ্চিত হওয়া।

ঙ) ঋণ/অনুদানের ভিত্তিতে দুর্গত জনসাধারণের বীজ/চারা, প্রাপ্তির নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

চ) প্রয়োজনবোধে মজুদ বীজ নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নেয়ার প্রস্তুতি নেয়া।

ছ) প্রয়োজন অনুযায়ী বীজ মজুদের ব্যবস্থা করা।

জ) গভীর ও অগভীর নলকূপের মেরামতের ব্যবস্থাসহ খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ ব্যবস্থা করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনাসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষাকরা।

খ) ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ সংগ্রহ ও তা কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো।

গ) পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পর্যালোচনা করা এবং সে অনুযায়ী তহবিলের ব্যবস্থা করা।

ঘ) দ্রুত বিতরণের লক্ষ্যে সুবিধাজনক স্থানে মজুদের জন্য বীজ, চারা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির স্থানান্তর/পরিবহনের পরিকল্পনা করা।

ঙ) অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণকাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য ও সহযোগিতা দেয়া।

পুর্নবাসন পর্যায়

ক) সেচ সুবিধাযুক্ত কৃষি পুনর্বাসনের লক্ষে দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির হিসেব ও পুনর্বাসন কর্মসূচি তৈরি করা।

খ) দুর্গত এলাকায় জনগণের পুনর্বাসনের জন্য বীজ/চারা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো অবিলম্বে পৌছাবার জন্য সমন্বিত চেষ্টা করা।

গ) সেচ সুবিধাভুক্ত কৃষি কাজে ব্যবহৃত গভীর নলকূপ ও পানির পাম্প মেরামতের ব্যবস্থাসহ কৃষি পুনর্বাসনে কৃষকদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা।

৪.২.৭ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রণালয়ের সম্ভাব্য মানবস্বাস্থ্য ঝুঁকি ও জেনেটিক রোগগুলোর বিস্তার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার ওপর যথাযথ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমচালু করা।

ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়

ক) মন্ত্রণালয়ে দুর্যোগের জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।

খ) বার্ড ফ্লু ও অন্যান্য জেনেটিক রোগের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ এবং খাতভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

গ) উক্ত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংস্থান নিশ্চিত করা।

ঘ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ও চর্চাসমূহ মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।

ঙ) আপদ বিশ্লেষণ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণার জন্য কর্মসূচি তৈরি করা।

চ) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য বাজেট সংস্থান নিশ্চিত করা।

ছ) মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহকে প্রভাবিত করে এমন ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণে নীতি বাস্তবায়ন করা।

জ) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে মানবস্বাস্থ্যের সম্ভাব্য ঝুঁকিসহ জেনেটিক রোগ বিস্তার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।

ঝ) প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যশিল্পে ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমসহ প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের নীতি বাস্তবায়ন করা।

ঞ) প্রাণিসম্পদের আশ্রয়ের জন্য উঁচু জমি চিহ্নিতকরণ এবং জরুরি ভ্যাকসিন ও ঔষধ মজুদসহ জরুরি প্রস্তুতি কার্যক্রম চালু করা।

ট) ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ঠ) জরুরি খাবার সরবরাহ, প্রাণিসম্পদ অপসারণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনসহ জরুরি অবস্থায় প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য স্কিম ও সিস্টেম উন্নয়ন করা।

ড) সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগ কর্তৃক ইঞ্জিনচালিত নৌকা (ট্রলার) নিবন্ধনকৃত কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে ট্রলারগুলোর ঝুঁকিহ্রাসের ব্যবস্থাপনা করা এবং বেতার, ওয়্যারলেস ও জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত নিরাপত্তা উপকরণ সব নৌকায় আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।

ঢ) সরকারি বাঁধ ও স্লুইস গেটগুলো যথাযথ উচ্চতা ও যথেষ্ট শক্তিশালীভাবে নির্মিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শক্রমে লবণাক্ত পানির ঝুঁকিহ্রাসমূলক কার্যক্রম চালু করা।

ণ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে উপকূলীয় পুকুরগুলোর পানি অপসারণের জন্য শক্তিচালিত পাম্পের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ত) কৃষকের জন্য ঘূর্ণিঝড়/বন্যাকালে স্বতন্ত্র প্রস্তুতিসহ আপদ, ঝুঁকি ও ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

থ) মন্ত্রণালয়ের খাতভিত্তিক ঝুঁকি কমানো ও প্রস্তুতি কৌশল পরিকল্পনা তৈরি করা।

দ) মন্ত্রণালয়ে ঝুঁকি যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা।

ধ) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য খাতভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

ন) মন্ত্রণালয় ও এর সংস্থাগুলোর কর্মসূচি, নীতি ও পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

ত) সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর মাধ্যমে চলমান দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম সমন্বয় করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) পুনর্বাসন পর্যায়ে প্রাপ্ত সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহারপূর্বক মূল্যবান সহায় সম্পত্তি রক্ষার জন্য সতর্কতা এবং সংরক্ষণমূলক কার্যব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি তিন মাস পর প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।

খ) প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং নির্দেশ প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য ব্যবস্থা নেয়া।

গ) দুর্যোগকবলিত হতে পারে এমন এলাকা গুলো চিহ্নিত করা।

ঘ) দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলার জন্য পৃথক জরুরি তহবিল গঠন করা।

ঙ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদেরকে দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি,পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষিত এবং পরিচিত করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) স্বীয় অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদেরকে কর্মকর্তাদের অধিদপ্তরের নিজস্ব ইমারত এবং ভাণ্ডার রক্ষার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া এবং অন্যান্য উদ্যোগগুলোর সর্বো"চ প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেয়া।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ বিভাগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনীত করা।

গ) স্ব-অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণকে কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার এবং চেয়ারম্যান, উপজেলা সমন্বয় কমিটি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সিপিপি কর্মকর্তাদের সাথে সব ধরণের সহায়তা ও সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া। ।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দুর্গত এলাকার গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, মাছের পোনা, মাছ চাষ ও মাছ চাষের স্থানগুলো, মাছের পোনা উৎপাদনক্ষেত্র, ট্রলার ও অন্যান্য কাঠামোসহ মজুদ ও যাবতীয় সহায়সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির হিসেবের জন্য দ্রুত পরিদর্শন ও জরিপ কাযের্র ব্যবস্থা নেয়া।

খ) ক্ষয়ক্ষতির চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা এবং প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগি, মাছের খামার, হ্যাচারি, মাছ ধরার নৌকা বা জাহাজ চালানোর প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঔষধ এবং রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি সম্পর্কে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করা।

গ) অর্থছাড় পূর্বক অনুমোদিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

ঘ) পুনর্বাসন কার্যক্রমগুলোর জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করা।

ঙ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পর্কিত সমাপনী রির্পোট প্রণয়ন করা এবং তা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নিকট পেশ করা।

চ) পুনর্বাসন কর্মসূচি চলাকালে প্রয়োজনে, প্রাণিসম্পদ আমদানি করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা।

ছ) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ, জেলে, কৃষক, মাছচাষীদের প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদের মজুদ রক্ষায়, ত্রাণ ও পুনর্বাসনে মাঠ পর্যায়ে যথাযথ (স্বাস্থ্যসেবা বিষয়াদি, পশুখাদ্য, মজুদকরণ এবং মজুদ সুরক্ষাসহ) কার্যক্রম গ্রহণ করা।

জ) প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যশিল্পে ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ দেয়া।

৪.২.৭.১ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (DLS)

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত নিচে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট মনেনীত করা।

খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি বিবেচনা করা।

গ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

ঘ) প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি খামারের বায়ো-সিকিউরিটি ব্যবস্থাপনাসহ প্রাণিসম্পদ শিল্প সম্পর্কিত ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমসহ প্রশিক্ষণ,সচেতনতা ও শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ঙ) প্রাণিসম্পদের আশ্রয়ের জন্য উঁচু জমি চিহ্নিতকরণ ও জরুরি ভ্যাকসিন ও ঔষধ মজুদসহ জরুরি প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

চ) ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ছ) জরুরি খাবার সরবরাহ, প্রাণিসম্পদ অপসারণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী শিল্প পুনর্বাসনসহ জরুরি অবস্থায় প্রাণিসম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা ও পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

জ) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য খাতভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) অধিদপ্তরের অফিসে একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করা।

খ) উপ-দপ্তরগুলো, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাঠ পর্যায়ের সরকারি অফিস এবং সিপিপি এর সাথে অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা অনুসারে প্রতি তিন মাস পর প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।

গ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা মৌসুম শুরু হবার আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য ঘূর্ণিঝড়/ বন্যাপ্রবণ এলাকায় সংশ্লিষ্ট সকল মাঠ কর্মকর্তাকে সজাগ করে দেয়া যাতে নিজস্ব সম্পদসমূহ, যেমন হাঁস-মুরগি খামারের মজুদ, পশুপালন খামারের গবাদি পশুর আশ্রয়স্থল সুরক্ষিত থাকে।

ঘ) ঘূর্ণিঝড়জনিত সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যা মৌসুমে প্রবল বন্যা হতে গবাদি পশু রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং সিপিপি এর সাথে আলোচনা ক্রমে উঁচু স্থান নির্বাচন করা ও তা নির্দিষ্ট করে রাখা।

ঙ) গবাদিপশু হাঁস-মুরগির ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাগুলোতে ঔষধ ও সরঞ্জামের জরুরি মজুদের ব্যবস্থা করা।

চ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা এবং নিদিষ্ট সময়ের পর তা হাল নাগাদ করা।

ছ) ঘূর্ণিঝড়/সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস অত্যাসন্ন হয়ে পড়লে গবাদিপশু নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা এবং টিকাদান ও চিকিৎসার জন্য আগে ভাগেই পরিকল্পনা করা।

জ) গবাদিপশুর পুনর্বাসন এবং ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে সম্পূরক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঝ) দুর্গত এলাকাগুলোতে বিতরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পশুখাদ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঞ) মাঠ এবং মধ্যপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মীদের ঘূর্ণিঝড়/বন্যা দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি এবং পুনর্বাসন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেয়ার পদক্ষেপ নেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে একজন যোগাযোগ কর্মকতা মনোনীত করা।

খ) আটকে পড়া প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি উদ্ধার ও অপসারণ কার্য যথাযথভাবে পরিচালনার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে বন্যার সময় সহায়তা করা।

গ) আশ্রয়স্থল গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির দ্রুততার সাথে টিকাদান ও চিকিৎসার বিধান করা (বন্যার সময়)।

ঘ) দুর্গত এলাকাগুলোতে পশুদের টিকাদান পরিচালনা করা (বন্যার আগে)।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গবাদিপশু ক্রয়ের জন্য ঋণ ও পশুখাদ্য সরবরাহের আকারে, দ্রুতত্রাণ প্রদানের জন্য উপায় খুঁজে বের করা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় করা।

খ) ক্ষয়ক্ষতির হিসেবের জন্য অবিলম্বে জরিপ কার্য পরিচালনা করা এবং প্রয়োজনবোধে গবাদিপশু আমদানির ব্যবস্থা করা।

গ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গুলোতে জরুরিভিত্তিতে পশু চিকিৎসক দল গঠন ও প্রেরণ করা ।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত গবাদিপশুর পুনর্বাসন এবং হারিয়ে যাওয়া প্রাণিসম্পদের ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে সম্পূরক ব্যবস্থাদির জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে এ উদ্দেশ্যে স্থায়ী তহবিল সংরক্ষণ করা।

ঙ) দুর্গত এলাকা গুলোতে বিতরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পশুখাদ্য ও খাবার সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। পশুপালন অধিদপ্তর এ উদ্দেশ্যে স্থায়ী জরুরি তহবিলের ব্যবস্থা করবে।

চ) হারিয়ে যাওয়া/মৃত গবাদিপশু/হাঁস-মুরগির সংখ্যা, রোগগ্রস্ত গবাদিপশু হাঁস-মুরগির সংখ্যা ও মহামারির তথ্য সংবলিত সম্বলিত বিস্তারিত প্রতিবেদন আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পাঠানো।

ছ) সরিয়ে নেয়া/সংগৃহীত গবাদিপশুর সংখ্যাসহ গবাদিপশুর আশ্রয় কেন্দ্রের অবস্থান বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট বন্যার সময় প্রতিবেদন পাঠানো।

জ) অবিলম্বে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সংগঠিত করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সকল প্রকার সহায়তা ও সহযোগিতা করা।

ঝ) উদ্বাসন/আশ্রয়কেন্দ্র গুলো নিজ নিজ এলাকা ও মালিকের নিকট গবাদিপশু ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা।

ঞ) স্বাভাবিক সরবরাহ ফিরে না আসা পর্যন্ত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে সহায়তা করা।

ট) বাছাইকৃত পশুসহ গবাদিপশুর পুনর্বাসনের জন্য সকল জরুরি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা ।

ঠ) উপদ্রুত এলাকা গুলোতে বিতরণের জন্য গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি আমদানির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

৪.২.৭.১.১ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয়গুলো তাদের স্ব স্ব এলাকায় নিচে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সব সভায় অংশগ্রহণ করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা এবং সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করা।

খ) স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ খাতের ঝুঁকি গুলো চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

গ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাজেটের আওতায় বরাদ্দ ব্যবহার করে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ঙ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি পোল্ট্রি খামারিদের জন্য ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা।

চ) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) প্রতি বছর এপ্রিল মাসে ঘূর্ণিঝড় মৌসুম শুরু হবার আগেই গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি এবং অন্যান্য গৃহ পালিত পশু এবং তাদের খাদ্যের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কৃষকদেরকে সজাগ করবে।

খ) ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকাগুলোয় গৃহীত পরিকল্পনার কার্যকারিতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অধিনস্থ অফিস, সিপিপি এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সাথে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতি অবস্থা পরীক্ষা করা যাতে সর্বনিম্ন পর্যায় হতে প্রাণিসম্পদ একটি সুশৃঙ্খল সুরক্ষা অবস্থায় আবদ্ধ থাকে।

গ) ঘূর্ণিঝড়/সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের আক্রমণ হতে গবাদিপশু/হাঁস-মুরগি ইত্যাদি রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় উঁচুজমি, টিলা কিংবা মাটির ঢিবি স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনাক্রমে নির্বাচন করা এবং স্থানীয়ভাবে তা প্রচার করা ।

ঘ) গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি ছোঁয়াচে ও সংক্রমক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘূর্ণিঝড়/ জলোচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকাগুলোতে ঔষধ ও সরঞ্জামের জরুরি মজুতের ব্যবস্থা করা ।

ঙ) ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকাগুলোর জন্য পশুখাদ্যের মজুদ ভাণ্ডার নিশ্চিত করা ।

চ) প্রতি বছর এপ্রিল মাসে ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকাগুলোতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা ।

ছ) নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্থানীয়ভাবে ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগ প্রস্তুতির পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) স্থানীয় দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের জন্য একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

খ) আটকে পড়া গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উদ্ধার ও অপসারণ কার্য যথাযথভাবে পরিচালনার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন এবং ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় জনগণকে/এজেন্সিগুলোকে সহায়তা করা (বন্যার সময়)।

গ) আশ্রয়স্থলে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিদের বন্যার সময় টিকাদান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ঘ) দুর্গত এলাকাগুলোর পশুদের পাইকারি হারে বন্যার সময় টিকাদানের ব্যবস্থা করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গবাদিপশু ক্রয়ের জন্য ঋণ/অনুদান প্রদান ও পশুখাদ্য সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা ।

খ) ক্ষয়ক্ষতির হিসেবের জন্য অবিলম্বে জরিপ কার্য পরিচালনা করা এবং অন্যান্য এলাকা থেকে গবাদিপশু আমদানির ব্যবস্থা করা ।

গ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোয় জরুরি ভিত্তিতে পশু চিকিৎসার জন্য মাঠদল পাঠানো।

ঘ) হারিয়ে যাওয়া গবাদি পশু/হাঁস-মুরগি, রোগাক্রান্ত গবাদিপশু/হাঁস-মুরগির সংখ্যা বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন বিভাগীয় প্রধানের নিকট পাঠানো।

ঙ) গবাদিপশুগুলো প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেয়া/সংগৃহীত গবাদি পশুর সংখ্যাসহ প্রতিটি গবাদিপশু আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করা।

চ) অবিলম্বে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সংগঠিত করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সকল প্রকার সহায়তা ও সহযোগিতা করা।

ছ) ক্ষতিগ্রস্ত গবাদিপশু হাঁস-মুরগির পুনর্বাসন এবং বিনষ্ট পশুসম্পদ ও হাঁস-মুরগির ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে সম্পূরক ব্যবস্থাদির জন্য স্থানীয় পরিকল্পনা তৈরি করা।

জ) দুর্গত এলাকা গুলোতে বিতরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পশুখাদ্য ও খাবার সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

ঝ) আশ্রয় কেন্দ্রগুলো থেকে নিজ নিজ মালিকের কাছে গবাদিপশু ফেরত পাওয়ার জন্য কৃষকদেরকে সহায়তা করা।

ঞ) গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে সহায়তা করা।

ট) বাছাইকৃত পশুসহ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা ।

৪.২.৭.২ মৎস্য অধিদপ্তর (DOF)

স্বাভাবিক কার্যক্রমের অতিরিক্ত মৎস্য অধিদপ্তর নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজনকে মনোনীত করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে পাঠানো।

খ) মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকিকে বিবেচনা করা।

গ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

ঘ) মৎস্য খামারিদের জন্য ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ঙ) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য সেক্টরভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) অধিদপ্তরাধীন সংশ্লিষ্ট সকল মাঠ কর্মকর্তা যাতে প্রতি বছর বন্যা মওসুম শুরুর আগেই মাছচাষ ক্ষেত্রে, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সাজ-সরঞ্জাম, জলযান এবং স্থল পরিবহনযানসহ দপ্তরের নিজস্ব সম্পদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেন তা নিশ্চিত করা।

খ) ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের আগে প্রতিটি ট্রলারে ওয়্যারলেস ও রেডিও সেট এবং মাছ ধরার নৌকাগুলোতে সামুদ্রিক মৎস্য অফিসের নিবন্ধন আছে কিনা তা যাচাই করা ।

গ) বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকাররত সকল মাছ ধরার নৌকা/ট্রলারে রেডিও রিসিভিং সেট ও উক্ত যানে উপস্থিত সকল ব্যক্তির জন্য লাইফ জ্যাকেট রাখা নিশ্চিত করার লক্ষে উপযুক্ত আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া।

ঘ) ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এলাকাগুলোর সরকারি ও বেসরকারি মৎস্যসম্পদের একটি তালিকা তৈরি ও সংরক্ষণ করা এবং নিদিষ্ট সময় পরপর তা হালনাগাদ করা।

ঙ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাগুলোর মৎস্যজীবী জনসংখ্যার জরিপ করা ও জরিপের উপজেলা ভিত্তিক উপযুক্ত সংকলন তৈরি করা, নিদিষ্ট সময় পর পর সে সকল সংকলন হালনাগাদ করা।

চ) উদ্ধারকারী জাহাজ হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী সমুদ্রগামী মাছ ধরার জাহাজগুলোর একটি তালিকা (তাদের মালিকের ঠিকানাসহ) তৈরি ও সংরক্ষণ করা।

ছ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডএর সাথে আলোচনাক্রমে এলাকার সরকারি বাঁধ ও স্লুইসগেট গুলোতে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সময়ে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করার মত উঁচু ও যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তা নিশ্চিত করা।

জ) উপকূলীয় পুকুরগুলো থেকে লবণাক্ত পানি বের করে দেয়ার কাজে শক্তিচালিত পাম্পের সরবরাহ সম্পর্কে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর সাথে সমন্বয় করা।

ঝ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মী এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা প্রস্তুতি, পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং পরিচিতির ব্যবস্থা করা । মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোড্র সাথে আলোচনাক্রমে যে বাঁধগুলোর স্লুইসগেটগুলো উপযুক্তভাবে তৈরি ও সংরক্ষিত, লবণাক্ত পানি প্রবেশ ও নির্গমণে সক্ষম এবং যথেষ্ট শক্তিশালী, যা প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ফলে সৃষ্ট স্রোতের ধাক্কা সহ্য ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ করতে সক্ষম তা নিশ্চিত হওয়া।

খ) মৎস্যসম্পদ খাতে ক্ষতির হিসেবের জন্য অবিলম্বে জরিপ কার্যের ব্যবস্থা করা এবং মৎস্যসম্পদের সরকারি ও বেসরকারি খাতের জন্য অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদি ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি করা।

গ) উদ্ধার অভিযানের জন্য সমুদ্রগামী জাহাজ অধিগ্রহণ করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা।

ঘ) অধিদপ্তরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা এবং স্থানীয় সমন্বয় কমিটিতে যোগাযোগ কর্মকর্তা পাঠানো।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন পুকুর থেকে লবণাক্ত পানি পাম্প করে বের করার জন্য পাওয়ারপাম্পের সরবরাহের বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সাথে সমন্বয় করা (ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগের ক্ষেত্রে)।

খ) সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন উভয়ক্ষেত্রের মৎস্যসম্পদ খাতে অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদি ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

গ) ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবীদের একটি তালিকা করা।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত পুকুর ও খামার পুনরায় মাছ চাষোপযোগী করার জন্য বেসরকারি মাছ মৎস্য চাষীদের কারিগরি পরামর্শ দেয়া।

ঙ) ত্রাণ ও পুনর্বাসনে স্থানীয় প্রশাসনকে সকল সহায়তা ও সহযোগিতা করা।

চ) ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবী ও মাছ চাষীদের জন্য ঋণ সহায়তা এবং অনুদানের কর্মসূচি নেয়া।

ছ) ক্ষতিগ্রস্ত পুকুর মালিকদেরকে মাছের পোনা সরবরাহ এবং মাছ চাষে কারিগরি পরামর্শ দেয়া।

৪.২.৭.২.১ মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো

স্বাভাবিক কার্যক্রমের অতিরিক্ত মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলার মাঠপর্যায়ের অফিসগুলো নিম্নলিখিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সব সভায় অংশগ্রহণ করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।

খ) স্থানীয় পর্যায়ে মৎস্য খাতের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

গ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাজেটের অধীন বরাদ্দের ব্যবহার করে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মৎস্য সম্পদের সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান পস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ঙ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের জন্য ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা।

চ) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়/বন্যা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকার মাছ ধরার নৌকাগুলো, ট্রলার, ফিসিং গিয়ার, মাছ ধরার কারিগরি যন্ত্রপাতি, মাছের পোনা ও মাছ চাষ এবং মাছ চাষের পুকুরগুলোর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কৃষক এবং মাছ চাষীদের সজাগ রাখা।

খ) অধিনস্থ অফিসগুলো, সিপিপি মাছ চাষী এবং জেলেদের প্রতিনিধি প্রভৃতির সাথে পরিদপ্তরের গৃহীত নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা ।

গ) দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে মাছ ধরার নৌকা,ট্রলার, ও ফিসিং গিয়ারগুলো পর্যাপ্ত নিরাপত্তার সাথে রাখার জন্য স্থায়িভাবে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করা ।

ঘ) ফিশিং লাইসেন্স দেয়ার পূর্বে প্রতিটিট্রলারে ওয়্যারলেস ও রেডিও সেট থাকার বিষয় নিশ্চিত করা ।

ঙ) উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার নৌকাগুলো/ট্রলারগুলোয় কার্যকর রেডিও রিসিভিং সেট ওট্রলার, নৌকায় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য লাইফ জ্যাকেট রাখা নিশ্চিত করা।

চ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর সরকারি ও বেসরকারি মৎস্য বিষয়ক সম্পদের নবায়নকৃত তালিকা তৈরি ও সংরক্ষণ করা ।

ছ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর মৎস্যজীবী জনসংখ্যা, মাছচাষী ও মাছ চাষের ক্ষেত্রগুলোর জরিপ ও উপাত্ত সংরক্ষণ করা এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তা হাল নাগাদ করা।

জ) সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাছ ধরার নৌকাগুলো,ট্রলারগুলো এবং সমুদ্রগামী জাহাজগুলোর মালিক/চালকের ঠিকানাসহ তালিকা সংরক্ষণ করা।

ঝ) সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসজনিত আঘাতের কারণে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার বাঁধ ও স্লুইসগেটগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা।

ঞ) স্লুইসগেট গুলোর যথাযথ পরিচালনা নিশ্চিত করা।

ট) প্রয়োজনের সময় সিপিপি এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পুকুরগুলো থেকে লবণাক্ত পানি বের করে দেয়ার কাজে শক্তিচালিত নলকূপের সরবরাহ সম্পর্কে স্থানীয় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর কর্মকর্তাগণের সাথে সমন্বয় করা।

ঠ) ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা প্রস্তুতি ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির হিসেব এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য সমুদ্রগামী জাহাজ অধিগ্রহণ করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা (ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগকালীন সময়)।

খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যোগযোগ কর্মকর্তা পাঠানো।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) সরকারি ও মালিকানাধীন মৎস্য সম্পদখাতে ক্ষতির হিসেবের জন্য অবিলম্বে জরিপকার্যের ব্যবস্থা করা এবং এ খাতের জন্য অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদি ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি করা ও তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা ।

খ) স্থানীয় প্রশাসন এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় পূর্বক, সম্ভব হলে, সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শক্তিচালিত পাম্প আমদানি করা।

গ) মৎস্য উন্নয়ন খাতে অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদি ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং কাজের অগ্রগতির বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করা।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত পুকুরে মাছ চাষীদের পুনর্বাসনের জন্য অনুপ্রাণিত এবং সহায়তা করা।

ঙ) স্থানীয় প্রশসনকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা করা।

চ) জেলেদের/মাছচাষীদের জন্য মাছ চাষের ঋণের ব্যবস্থা করা।

৪.২.৮ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং এর অঙ্গ সংগঠন গুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ দুর্যোগকালীন সময়ে জনগণের কাছে প্রতিষেধক ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করবে। দুর্যোগের পর পরই দুর্গত এলাকায় যাতে চিকিৎসার জন্য জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা দল প্রেরণ করত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়, তার দিকে এ মন্ত্রণালয় সজাগ দৃষ্টি রাখবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যাতে নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি সঠিক ভাবে পালন করে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তার নিশ্চিয়তা দিবে।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সব সভায় অংশ নেয়া।

গ) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সভার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন তদারকি করতে সব বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া।

ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সব নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত করা।

ঙ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

চ) মন্ত্রণালয়ে ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

ছ) একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা নেয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

জ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির একটি আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঝ) চিহ্নিত বিপদাপন্ন এলাকার প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের জন্য ভূতত্ত্ববিদ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

ঞ) ভূমিকম্প প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রাথমিক চিকিৎসা ও জীবনরক্ষা পদক্ষেপগুলোর ওপর স্বেচ্ছাসেবক, গ্রামপ্রতিরক্ষা দলের সদস্য, আনসার, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

ট) ভূমিকম্পের ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঠ) ভূমিকম্পের জন্য মদদ সুবিধাসহ হাসপাতালে অবকাঠামো ও জীবন রক্ষাকারী সামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভূমিকম্প মোকাবেলায় অবকাঠামোর প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) প্রতি বছর হালনাগাদ করার প্রক্রিয়াসহ ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

খ) প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর মাসে মন্ত্রণালয়ের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি সম্পর্কে কর্মপরিকল্পনা পরীক্ষা করা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/বিভাগের সাথে সমন্বয় করা। ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকার সিপিপি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যৌথ মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকা গুলোর ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি স্বেচ্ছাসেবক, গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনীর সদস্য, আনসার, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া।

ঘ) দুর্যোগ প্রবণ এলাকার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এ্যাম্বুলেন্স, ঔষধ, টিকা, অস্ত্রোপাচার সামগ্রী ও সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ঙ) ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা গুলোর মেডিকেল ও প্যারা-মেডিকেল জনশক্তির উপজেলাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের কাছে তা পাঠাবে।

চ) দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে বর্ধিত প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো যাতে প্রস্তুত থাকে, তা নিশ্চিত করা।

ছ) বন্যার সময় এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরে টেলিভিশন, বেতার, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা।

জ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ চিকিৎসক দল সংগঠিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাবে।

ঝ) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য অস্থায়ী হাসপাতাল স্থাপন করা। ঘূর্ণিঝড়ে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র বিধ্বস্ত হলে সাময়িকভাবে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে হাসপাতাল বানানো।

ঞ) আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মসূচিতে অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয় করা।

ট) মন্ত্রণালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসাবে মনোনীত করা।

ঠ) মন্ত্রণালয় ও তার সকল বিভাগ একত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ড) মন্ত্রণালয়ের একটি খাতভিত্তিক জরুরি সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা তৈরি করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) চিকিৎসক দল গঠন এবং উক্ত টিমগুলো যাতে স্বল্পসময়ের নোটিশে দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পাঠানো যায়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা। বিধ্বস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত ঔষধ এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রাখার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করে তা ২৪ ঘণ্টা চালু রাখা।

গ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সেবার ১০ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যক্রম যাতে যথাযথভাবে পালন করে তা নিশ্চিত করা।

ঘ) আশ্রয় কেন্দ্রের লোকদের জন্য থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করা।

ঙ) দুর্গত এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার বন্দোবস্ত করা।

চ) আপদ আক্রান্ত এলাকা গুলোর হাসপাতালে থাকা রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে তাদের আশ্রয় কেন্দ্রে বা অন্য কোনো হাসপাতালে সরিয়ে নেয়া।

ছ) পানীয় জলের সকল উৎসের পানি পরীক্ষা করা এবং দূষণ থেকে পানির উৎসের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

জ) দুর্গত এলাকার আশ্রয় কেন্দ্র বা অন্যান্য ত্রাণ শিবিরে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। এর মধ্যে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটসহ বিচিং পাউডারের ব্যবস্থা রাখা।

ট) সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) যে কোনো ধরনের মহামারি প্রাদুর্ভাবের/দেখা দেয়ার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা এবং তা ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করার জন্য ফলপ্রসূ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা।

খ) টাইফয়েড,কলেরা সহ অন্যান্য অসুখের মহামারি প্রতিরোধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেয়া।

গ) দুর্গত এলাকার স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাদি সম্পর্কিত প্রতিবেদন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে প্রেরণ করা।

ঘ) বাজেটের ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান ও বরাদ্দ করা।

৪.২.৮.১ স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর

নিয়মিত কার্যক্রমের অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিম্নলিখিত দায়িত্ব বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) খাতভিত্তিক নীতির মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করা এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগের জন্য সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

খ) মন্ত্রণালয়ের জন্য খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা। স্বাস্থ্য অবকাঠামো ও সুবিধাদির কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত ঝুঁকির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

গ) স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাপ্রদানকারী উপকরণ ও অবকাঠামোর সংকট বিশেষণসহ ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঘ) জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পয়ঃনিষ্কাশন ও নিরাপদ পানিসহ স্বাস্থ্যসেবা, গণদুর্ভোগ ব্যবস্থাপনার ওপর সচেতনতা তৈরি, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক প্রচারাভিযান করা।

ঙ) ভূমিকম্প মানচিত্র গ্রহণ নিশ্চিত করতে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

চ) ভূমিকম্প জরুরি অবস্থা চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা তৈরি করা।

ছ) জনগণকে এবং আক্রান্ত এলাকার হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা দিতে কর্মসূচি চালু করা।

জ) ভ্রাম্যমাণ অথবা উন্মুক্ত হাসপাতাল গঠন নিশ্চিত করা এবং আক্রান্ত এলাকার হাসপাতাল ও জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রে যথেষ্ট পরিমাণ নিরাপদ খাবার পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা

ঝ) জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যের যত্ন ও চিকিৎসা সেবা সহজ করতে তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) একটি ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা ও প্রতি বছর হালনাগাদ করা।

খ) প্রতি তিনমাস পর ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগের প্রস্তুতির বিষয়ে অধীনস্থ অফিসের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সঙ্গে পর্যালোচনা করা এবং সদা প্রস্তুত চিকিৎসক দল প্রয়োজনীয় ঔষধ, টিকা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির বিষয়েও আলোচনা করা।

গ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করা।

ঘ) প্রয়োজনীয় ঔষধ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সহ বিকল্প চিকিৎসক দল সংগঠিত করা এবং প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের নোটিশে অস্থায়ী হাসপাতাল চালু করা ।

ঙ) অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক সকল পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

চ) ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা গুলোতে ঔষধ ও অস্ত্রপচার সামগ্রীর পর্যাপ্ত সরবরাহ পর্যালোচনা করা।

ছ) মেডিকেল ও প্যারা-মেডিকেল জনশক্তি তালিকা প্রস্তুত করা এবং প্রতি বছর তালিকা হালনাগাদ করা।

জ) ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে স্থানান্তরযোগ্য রোগীদের জন্য খাবার ও থাকার ব্যবস্থা করা ।

ঝ) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে ঔষধ, টিকা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং খাবার পানি নিশ্চিতকরণসহ আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা ।

ঞ) টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা।

ট) অতিরিক্ত জনবল, জিনিসপত্র এবং ঔষধের চাহিদা নিরূপণ করা এবং বাজেট বরাদ্দ হতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা।

ঠ) দুর্যোগকালে যে কোনো মুহূর্তে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে, সুতরাং বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ড) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর/বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র হতে ঘূর্ণিঝড়/ভয়াবহ বন্যার সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সতর্ক অবস্থায় রাখা এবং কোনো রকম দুর্যোগ সংঘটিত হলে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা।

খ) দুর্যোগ পর্যায়ে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করে আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে জানানো।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরামর্শ মোতাবেক সম্ভাব্য দুর্গত এলাকায় চিকিৎসক দল পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

ঘ) নিজ দপ্তরের প্রাপ্ত সম্পদের অতিরিক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় যানবাহন ও জলযানের ব্যবস্থা করা।

ঙ) মাঠ পর্যায়ের অফিস গুলোকে স্টোর, ঔষধপত্র এবং সম্পদের নিরাপত্তার জন্য সতর্ক করা।

চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রাখার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

- ক) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিক (২৪ ঘণ্টা) পরিচালনা করা।
- খ) ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনদের অবিলম্বে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং চিকিৎসা সেবা দেয়ার ব্যবস্থা করা ও প্রয়োজনবোধে চিকিৎসক দল পাঠানো।
- গ) রোগী ও আহতদের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র/হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা বা উক্ত কাজে সাহায্য করা।
- ঘ) পানি পরিশোধক ট্যাবলেট, বিচিং পাউডার ইত্যাদি সরবরাহ করা, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে কঠোরভাবে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার নিয়মগুলো পালন করা এবং বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ।
- ঙ) সকল পানীয় জল সরবরাহের উৎস পরীক্ষা এবং দূষণ থেকে রক্ষাও প্রয়োজনীয় প্রতিরোধের উপায় গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- চ) স্থানীয় ও কাছাকাছি হাসপাতালে অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করা।
- ছ) কলেরা ও টাইফয়েডের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা।
- জ) মহামারি প্রাদুর্ভাব রোধে সদা সতর্ক থাকা এবং রোগ ছড়িয়ে পড়া রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া।
- ঝ) আঘাতপ্রাপ্ত ও পীড়িত ব্যক্তিদের হতাহতের দৈনিক প্রতিবেদন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কপিসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে পাঠানো।

পুর্নবাসন পর্যায়

- ক) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় টিকাদান কর্মসূচি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কলেরা ও টাইফয়েড প্রতিরোধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া।
- খ) রোগীদের চিকিৎসা সেবা চালিয়ে যাওয়া।
- গ) যে কোনো মহামারি মোকাবেলায় সদা সতর্ক থাকা এবং মহামারি বিস্তার প্রতিরোধক পদক্ষেপ নেয়া।
- ঘ) স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জনসংখ্যারোধে প্রচেষ্টা চালানো।
- ঙ) দুর্গত এলাকা থেকে নোনা পানি সরে যাওয়ার সাথে সাথে পানির উৎসের পুনঃপরিচ্ছন্নতা আরম্ভ করা।
- চ) গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বিস্তারিত প্রতিবেদন আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে (আইএমডিএমসিসি) পাঠানো।
- ছ) ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুষ্টিগত অবস্থার ওপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা দেয়া।

৪.২.৮.১.১ স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস

জরুরি অবস্থায় জেলা সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য প্রশাসক তাদের নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত স্বাভাবিক কাজ ছাড়াও নিচে উল্লেখিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস

- ক) উপজেলা পর্যায়ে অ্যাম্বুলেন্স, ওষুধ, ভ্যাকসিন ও শল্যচিকিৎসার উপকরণসহ স্বাস্থ্য সুবিধা ও সেবার প্রস্তুতি নেয়া।
- খ) খাবার স্যালাইন, প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রতিষেধক ওষুধের ওপর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- গ) তীব্র ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মেডিকেল ও প্যারা মেডিকেল কর্মচারীদের তালিকা তৈরি করা।
- ঘ) স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে চিকিৎসা সংক্রান্ত সহযোগিতার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা।
- ঙ) তীব্র ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা ও এ সেবাসমূহ সরবরাহের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা ঠিক করে রাখা।
- চ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনার ওপর সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- ছ) বাড ব্যাংকসহ জরুরি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত সকল সংস্থার বিস্তারিত তথ্যসহ একটি তালিকা তৈরি করা।
- জ) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন স্থানসমূহ চিহ্নিত করতে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করা।
- ঝ) খাবার পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা। ভূমিকম্পের সময় অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য নিটরকে (এনআইটিওআর) সহযোগিতা ও পরামর্শ দেয়া।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি ও নিয়মিত হালনাগাদ করা।

খ) চিকিৎসক ও প্যারা মেডিকালদের (সরকারি ও বেসরকারি উভয়) সম্পূর্ণ তথ্য রাখা এবং তা প্রতিবছর হালনাগাদ করা। চিকিৎসক দলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতি তিন মাসের মজুদের পরিমাণ, ঔষধ ও জনবলের অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং ঘাটতি মিটাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

গ) দুর্যোগের সময় সাধারণভাবে ব্যবহারের উপযোগী শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও ঔষধের সরবরাহ যাচাই করা।

ঘ) চিকিৎসক দলের প্রস্তুত থাকা সহ ঔষধের চাহিদা এবং তার সরবরাহ, প্রতিষেধক, মজুদ ও যন্ত্রপাতির অবস্থা বিশেষণ করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকানুযায়ী মজুদ করা।

ঙ) প্রয়োজনে, আগের অভিজ্ঞতার আলোকে ভ্রাম্যমাণ ও সাময়িক হাসপাতাল চালানোর পরিকল্পনা করা।

চ) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করা।

ছ) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা জনিত আপদে মজুদ,ঔষধ, দলিল এবং পরিবহনের নিশ্চিয়তা করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের জন্য একজন সংযোগ কর্মকর্তাকে মনোনীত করা ও তা সংশ্লিষ্ট সকলকে পাঠানো।

খ) গুরুতর অবস্থায় একের অধিক চিকিৎসা দলকে অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পাঠানোর জন্য এবং আরো কয়েকটি দলকে আশঙ্কাযুক্ত এলাকায় পাঠানোর জন্য প্রস্ত্তত রাখা।

গ) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনুসারে জরুরি ভিত্তিতে অতিরিক্ত জনবল ও সেবা কার্যক্রম চালু রাখা।

ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় যতখানি সম্ভব বিভাগীয় সম্পদের অতিরিক্ত স্থল যানবাহনের ও সড়ক যানবাহনের ব্যবস্থা করা।

ঙ) সাইক্লোন সেণ্টার, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ও ত্রাণ শিবিরগুলোর পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সেবা অবস্থা যাচাই করা এবং উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া।

চ) রোগী, অসহায় ও চরম বিপদে পড়া মানুষের জন্য সমানভাবে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা ও সরবরাহ করা।

ছ) দুর্যোগ প্রস্তুতির উপায় হিসেবে বিভাগীয় কর্মকর্তা এনজিও এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে তাদের স্বাস্থ্যসেবা পানি নিষ্কাশন ও পরিবেশের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

জ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ভাণ্ডারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে দুর্গত এলাকা থেকে নিরাপদ স্থান বা ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে সরিয়ে নেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) সার্বক্ষণিক (২৪ ঘণ্টা) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু রাখা এবং নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার কাছে প্রতিবেদন পাঠানো।

খ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে একজন সংযোগ কর্মকর্তা পাঠানো।

গ) প্রয়োজনানুসারে জরুরি মেরামতের জন্য সম্পূরক যন্ত্রপাতি, লোকবল ও ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সঠিক সরবরাহের মাধ্যমে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র চালু রাখার ব্যবস্থা করা।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের তাৎক্ষণিক প্রাথমিক ও নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে স্থানীয় ও আশেপাশের হাসপাতালে অতিরিক্ত শয্যা ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা।

ঙ) রোগী ও আহত ব্যক্তিদের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র/হাসপাতাল/স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে সরিয়ে নেয়া।

চ) সাময়িকভাবে স্থাপিত হাসপাতাল, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কঠোরভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা এবং খাবার পানির সাথে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, বিচিং পাউডার ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ছ) খাবার পানির উৎসগুলো পরীক্ষা করা এবং পানি দূষণ প্রতিরোধ নিশ্চিত করা।

জ) অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর টিকাদান কার্যক্রম শুরু করা।

ঝ) কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়া রোধে কার্যকর প্রচারণা শুরু করা।

ঞ)	দৈনিক রোগের সংক্রমণ এবং অন্যান্য বিষয়ের তালিকা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো।
ট)	মৃত্যু/হতাহত সম্পর্কিত নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর পাঠানো।

পুনর্বাসন পর্যায়ঃ

ক)	রোগের প্রাদুর্ভাব বিস্তার রোধে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা।
খ)	এনজিও দের সহায়তায় বিভাগীয় কর্মীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে অব্যাহত ভাবে শিক্ষামূলক প্রচারণা চালানো।
গ)	দুর্যোগ কবলিত এলাকার সকল পানির উৎস দূষণ মুক্ত করা।
ঘ)	যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাঠানো।
ঙ)	পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে এবং স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা দেয়ার লক্ষে প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া।

৪.২.৯ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ পরিবেশের অবনতি ঘটাতে পারে। পরিবেশের অবনতিতেও দুর্যোগ হতে পারে। দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি হ্রাসে বনায়ন বিরাট অবদান রাখতে পারে। সে জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি হ্রাসে বিশেষত স্বাভাবিক সময় এবং পুনর্বাসন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় তার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন দুটি বিভাগ যথা বনবিভাগ এবং পরিবেশ বিভাগের মাধ্যমে নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করবেঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক)	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সব কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।
খ)	মন্ত্রণালয়ের জন্য কর্ম নির্দেশিকা ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা।
গ)	স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে উপকূলীয় অঞ্চল এবং চর ও দ্বীপে বনায়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া।
ঘ)	সামাজিক বনায়নের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওর যথাযথ সহযোগিতা কামনা করা।
ঙ)	দেশের বিদ্যমান বনগুলো যথাযথ ও কার্যকরভাবে রক্ষা নিশ্চিত করা এবং রাসায়নিক কারখানার দূষিত গ্যাস ও তরল পদার্থ নির্গমণের মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ আইন তৈরি করা।
চ)	ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান নিশ্চিত করা।
ছ)	জলবায়ু পরিবর্তন ও গবেষণা কার্যক্রমের ওপর পরিকল্পনা নিশ্চিত করা।
জ)	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি (তহবিল সংস্থানসহ) গ্রহণ করা যেমনঃ ম্যানগ্রোভ বনায়ন এবং উপকূলীয় অঞ্চল ও উপকূলীয় দ্বীপগুলোয় বনায়ন সম্প্রসারণ ইত্যাদি।
ঝ)	পরিবেশ বিপর্যয় ও এ ধরনের বিপর্যয়ের ওপর বিপর্যয়ের প্রভাবসহ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
ঞ)	রাসায়নিক ও অন্যান্য দূষণের হাত থেকে পরিবেশ রক্ষায় আইন করা।
ট)	অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের বাঁধের ওপর বা রাস্তার ধারে বনায়ন প্রকল্প হাতে নেয়া।
ঠ)	স্থানীয় বনায়ন কর্মসূচির মতো সমাজভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে সহযোগিতা করা।
ড)	আপদ ও পরিবেশ সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু করা।
ঢ)	খাতভিত্তিক ঝুঁকি কমানো ও প্রস্তুতির কৌশল এবং পরিকল্পনা করা।
ণ)	খাতভিত্তিক জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
ত)	মন্ত্রণালয়ের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্ত্তত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক)	মন্ত্রণালয়ের একজন যোগাযোগ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।
খ)	উপকূলীয় অঞ্চল ও উপকূলীয় দ্বীপ বনায়ন সম্প্রসারণে অগ্রাধিকার দেয়া।

গ) ম্যানগ্রোভ বনায়নে উৎসাহ দান করা।

ঘ) দুর্যোগের ফলে বিরাট ঝুঁকি এড়াতে পরিবেশের অবনতির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

ঙ) বনায়ন কর্মসূচিগুলোর পরিকল্পনা, সম্পদ বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

চ) রাসায়নিক শিল্প, বা পরিবেশ দূষণকারী গ্যাস বা তরল পদার্থ উদগীরণকারী শিল্প ইত্যাদিতে পরিবেশগত দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য যথাযথ আইন করা।

হুঁশিয়ারি ও সতর্ককরণ পর্যায়

ক) জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য বন বিভাগ এবং পরিবেশ বিভাগের মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সতর্কীকরণ ও নির্দেশ দেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) মন্ত্রণালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ডিএমআরডিতে অবস্থিত জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

খ) রাস্তার ওপর পড়ে থাকা গাছগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে সরানোর ব্যবস্থা করা।

পুনর্বসান পর্যায়

ক) পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিবেশের ওপর দুর্যোগের প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং বন বিভাগ ও পরিবেশ বিভাগের জনবল ও অন্যান্য উপকরণের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন, সামাজিক ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

৪.২.৯.১ বন অধিদপ্তর

বন বিভাগের ওপর অর্পিত স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও এ বিভাগ দুর্যোগ বিষয়ে নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলো পালন করবে।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) বন সুরক্ষায় নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করা।

খ) স্থানীয় জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে উপকূলীয় এলাকা চর এলাকা, এবং দ্বীপগুলোয় সবুজ বনায়ন নিশ্চিত করতে নির্দেশমালা তৈরি করা।

গ) সামাজিক বনায়নের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় ও এনজিওদের কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ব্যাপকভাবে রাস্তা ও বাঁধে বনায়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

খ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনায়নের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া।

গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে উৎসাহ এবং সহায়তা করা।

ঘ) কোনো দুর্যোগের সতর্কবার্তা স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রচার এবং বিপন্ন মানুষের উদ্ধারের জন্য বন বিভাগের লোকজনকে প্রশিক্ষণ দেয়া।

হুঁশিয়ারি ও সতর্কীকরণ পর্যায়

ক) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বিভাগের নিজস্ব কর্মচারীদেরকে বন বিভাগের সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং স্থানীয় জনগণকে প্রয়োজনমত সাহায্য করার নির্দেশ দেয়া।

খ) বিভাগীয় সদর দপ্তরে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ তৈরি করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ এলাকায় জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় স্থানীয় লোকজনকে সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য দানের জন্য বন বিভাগীয় জনবলের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দেয়া।

খ) রাস্তার ওপর পড়ে থাকা গাছ সরিয়ে ফেলা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) বন সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করার পর আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পেশ করা।

৪.২.৯.২ পরিবেশ অধিদপ্তর

স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তর নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি ও প্রভাব এবং অভিযোজন প্রক্রিয়াগুলো চিহ্নিত করতে গবেষণা করা।

খ) জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

গ) জীববৈচিত্র্য (বায়োডাইভারসিটি) রক্ষায় ছোট আকারের প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা।

ঘ) বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশগত পরিবর্তনের তথ্য উপাত্ত প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ঙ) বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সমঝোতার আলোচনায় (নেগোসিয়েশন) অংশগ্রহণ করা।

চ) কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করার জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে পরিবেশগত প্রভাব যাচাই করা।

ছ) সব পর্যায়ের জনসাধারণের জ্ঞান ও বোধগম্যতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা এবং তা নিরাময়ের জন্য পরিকল্পনা করা।

খ) কোনো দুর্যোগের পর ঘটতে পারে এমন সম্ভাব্য পরিবেশগত অবনতি আয়ত্তে আনার পর ও প্রতিকারের বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে উপদেশ দেয়া।

সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

উপর্যুক্ত (ক) ও (খ)-এর অনুরূপ

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ কবলিত এলাকায় পরিবেশগত পরিস্থিতির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে পরামর্শ দেয়া।

খ) দুর্যোগের পর সম্ভাব্য পরিবেশগত অবনতির কারণ দ্রুত চিহ্নিত করে তা যথাসময়ে দূরীকরণ/আয়ত্তে এনে পরিবেশগত অবনতি প্রতিরোধ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে পরামর্শ দেয়া ও সহযোগিতা করা।

৪.২.১০ তথ্য মন্ত্রণালয়

শান্ত ভাবে, সাহসিকতার সাথে এবং দৃঢ়চিত্তে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষে যে কোনো জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় গণমাধ্যমগুলোর সাহায্যে জনগণের মনোবল বাড়ানোর ব্যাপারে তথ্য মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলার ব্যাপারে জনগণের প্রতি সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করার ক্ষেত্রেও এ মন্ত্রণালয় সাহায্য করবে।

মন্ত্রণালয়ের সচিব নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন করে লিয়াজোঁ কর্মকর্তা চিহ্নিত করা।

গ) গণমাধ্যমে (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায়) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করতে বেতার, টেলিভিশন, সংবাদ মাধ্যম, তথ্য অধিদপ্তর (প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট), গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরকে নির্দেশনা জারি করা।

ঘ) অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ করা।

ঙ) বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমের মাধ্যমে গণশিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা। এর মধ্যে দুর্যোগের আগে প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াপ্রদান ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে করণীয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে।

চ) ঝুঁকিতে থাকা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করার জন্য সতর্ক বার্তাগুলোর কারিগরি দিকের ব্যাখ্যা নিশ্চিত করতে টিভি ও বেতারে একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা।

ছ) ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার সতর্ক বার্তা ও সংকেত (সিগন্যাল) ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

জ) মন্ত্রণালয়ের একটি আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঝ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে শক্তিশালী লিয়াজোঁ স্থাপন করা।

ঞ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মতৎপরতা ব্যবস্থাপনার জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

ট) ভূমিকম্পের আঘাত থেকে কর্মী এবং যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ রক্ষায় সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা করা।

ঠ) ভূমিকম্পের প্রস্তুতি সম্পর্কে গণ সচেতনতার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা। (এ ক্ষেত্রে পরিচালক ও জিএসবি ভূমিকম্প ঝুঁকি সম্পর্কে জনগণকে সহজ ভাষায় তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবেন।)

ড) জীবন-জীবিকা রক্ষা করতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে কী কী উদ্যোগ নিতে হবে তা সম্প্রচার করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করবেন।

ঢ) ভবিষ্যতে অবকাঠামো নির্মাণকালে যাতে বিল্ডিংকোড মেনে চলা হয় সেজন্য (ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমাতে এ ব্যাপারে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সহায়তা দেবে) ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ণ) ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য সরকার ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগের স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার কার্যক্রম চালানো।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগের আগে, দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ সংবলিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রচার পত্র / পুস্তিকাসহ প্রস্তুতি এবং বেঁচে থাকার কৌশলগুলো টেলিভিশন, বেতার ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে জনপ্রিয় করে তোলা।

খ) গণমাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার হুঁশিয়ারি সংকেতের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যাসহ ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা (আবহাওয়া বিভাগের পরিচালক সহজ ও সরল বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা দেয়ার ব্যবস্থা করবে)।

গ) বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, সংবাদ মাধ্যম, তথ্য বিভাগ, গণসংযোগ বিভাগ এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তর যাতে স্বাভাবিক সময়ে এবং বিশেষত সতর্ক/হুঁশিয়ারি এবং দুর্যোগ পর্যায়ে তাদের ওপর অর্পিত কর্তব্য পালন করে তা নিশ্চিত করা।

ঘ) নিজস্ব স্থাপনা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সঠিক ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা।

ঙ) দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস প্রচারে প্রয়োজন অনুযায়ী গণমাধ্যমকে সর্বাত্মক সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

চ) তথ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল প্রশাসনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া।

সতর্ক এবং হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) মন্ত্রণালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে সংযোগ করার জন্য একজন লিয়াঁজো কর্মকর্তা মনোনীত করা।

খ) আবহাওয়া দপ্তরের উপদেশ অনুসারে হুঁশিয়ারি সংকেত বার বার প্রচার নিশ্চিত করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ প্রচার করা।

গ) ঘূর্ণিঝড়ের সঠিক অবস্থা প্রতিফলন সহ ঘূর্ণিঝড়ের সর্বশেষ আবহাওয়া বার্তা ঘন ঘন প্রচার করা।

ঘ) তথ্যের উপযুক্ত সংবাদ মূল্য বজায় রাখতে আবহাওয়ার বার্তা দ্রুত সংগ্রহ এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ঙ) নিজস্ব সম্পদ রক্ষার্থে পদক্ষেপ নেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

(ক) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা চালু রাখা।

(খ) প্রচারিতব্য সংবাদ যাতে সঠিক, সুষ্ঠু এবং অবস্থার চিত্র তুলে ধরে, যাতে জনমনে কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করা এবং অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য জনসাধারণকে পরামর্শ দেয়া।

(গ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির (IMDMCC) মাধ্যমে অনুরোধকৃত পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত খবর ও নির্দেশগুলো প্রচারের জন্য পদক্ষেপ নেয়া।

(ঘ) পরিস্থিতির সঠিক এবং সুষ্ঠু খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের স্বার্থে দেশি ও বিদেশি সাংবাদিকদের দুর্গত এলাকা পরিদর্শনের আয়োজন করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি ব্যবস্থাদি সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা করা ।

৪.২.১০.১ বাংলাদেশ বেতার (রেডিও বাংলাদেশ)

দুর্যোগের আগে, দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগ পরবর্তী প্রতিটি পর্যায়েই বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত দুর্যোগ-পূর্ব পর্যায়ে জনসাধারণকে সতর্কীকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং দুর্যোগকালে পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ ও তাদের করণীয় সম্পর্কে সরকারি নির্দেশ বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার করবে। দুর্যোগ বিষয়ে বাংলাদেশ বেতারের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক) বিএমডি, এফএফডবিউসি, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং টিঅ্যান্ডটি বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ (ফ্যাক্স, ই- মেইল, টেলিফোন ইত্যাদি) স্থাপন ও রক্ষা করা।

খ) বিএমডি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের প্রতিরোধ, প্রস্তুতি, উদ্যোগ, সাড়াপ্রদান কার্যক্রম, সতর্ক বার্তা ও তার মর্মার্থ সংবলিত সচেতনতা ও গণশিক্ষা কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

গ) সরকারের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও প্রয়োগ সম্পর্কে ছোট ছোট আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার করা।

ঘ) নৌ ও সমুদ্র বন্দরের জন্য সংশোধিত সতর্ক সংকেত সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

ঙ) ভূমিকম্পের আঘাত থেকে কর্মী, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ রক্ষার জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা করা।

চ) জীবন-জীবিকা রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয় বিষয় সম্পর্কে সম্প্রচার করা।

ছ) বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

জ) ভূমিকম্প ঝুঁকি কমাতে বিল্ডিংকোড যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ঝ) ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি নির্দেশ/ স্থায়ী আদেশ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ঞ) দুর্গত এলাকার লোকজনের মনোবল চাঙা রাখতে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ট) জরুরি অবস্থায় জীবন রক্ষাকারী ব্যবস্থা, উদ্ধার এবং ঘরের ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও খাবার পানি সংরক্ষণ নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

(ক) ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালীন সময়ে গৃহস্থালী পর্যায়ে প্রস্তুতির জন্য সচেতনতামূলক বিশেষ কার্যক্রম প্রচার করা।

(খ) আবহাওয়া দপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র ও টিঅ্যাণ্ডটি বোর্ডের সাথে দ্রুততম যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন ও সংরক্ষণ করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অবিরাম চলা নিশ্চিত করা।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে ফ্যাক্স এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা ।

(ঘ) দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমণ এবং প্রস্তুতি বিষয়ে জনগণের অবগতি এবং কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আবহওয়া অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিশেষ কর্ম পরিকল্পনা প্রচার করা।

(ঙ) আবহাওয়া দপ্তর/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর/সিপিপির সহযোগিতায় হুঁশিয়ারি সংকেতের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান প্রচার করা।

(চ) বিশেষ আবহাওয়া বার্তা সম্প্রচারের সময় বার্তা সম্প্রচারকক্ষে ঘূর্ণিঝড় সর্তকীকরণ কেন্দ্র হতে পাওয়া তথ্য মৌখিকভাবে আবহাওয়া চার্ট ও রাডার এবং উপগ্রহের মাধ্যমে পাওয়া ছবির ভিত্তিতে বিষয়টি উপস্থাপন নিশ্চিত করা।

ছ) আদেশক্রমে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা সম্প্রচার চালু রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

সতর্ক পর্যায়

ক) আবহাওয়া দপ্তর থেকে ১, ২, ৩ নং সংকেত পাওয়ার পর সকল কেন্দ্র থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রচার করা এবং নিয়মিত বিরতিতে তা প্রচারের ব্যবস্থা করা ।

হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ৪ নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত পাবার পর তা অবশ্যই এক ঘণ্টা পর পর আবহাওয়া দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাসহ প্রচার করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শানুযায়ী স্বাভাবিক প্রচার সময়ের পরও কোনো রকম বিরতি ছাড়াই প্রচার চালিয়ে যাওয়া।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা গুলো ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা। প্রয়োজনবোধে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর খুলনা বেতার কেন্দ্র গুলো থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশ প্রচার করা। প্রচারে স্থানীয় কথ্য ভাষা ব্যবহার বাঞ্ছনীয় ।

গ) বন্যার হুঁশিয়ারি সংকেত পাওয়ার পর পর তা প্রচার করা।

ঘ) ঘূর্ণিঝড় বিপদ সংকেত ৩০ মিনিট পর পর এবং মহা বিপদ সংকেত ১৫ মিনিট পর পর প্রচার করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে স্বাভাবিক প্রচার সময়ের পরও প্রচার চালিয়ে যাওয়া।

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত লোকদেরকে নিরাপদ স্থানে সরানোর জন্য স্থানীয় প্রশাসন/কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলে তা প্রচার করা ।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) (ঘূর্ণিঝড়ের বেলায়) প্রতি ৩০ মিনিট পর পর বিপদ সংকেত এবং ১৫ মিনিট পর পর মহাবিপদ সংকেত প্রচার করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে স্বাভাবিক সম্প্রচারের পরেও তা চালিয়ে যাওয়া।

খ) দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দুর্যোগ প্রতিরোধক বিষয় সংবলিত তথ্য প্রচার করা ।

গ) বাঁচার কৌশল, উদ্ধার এবং গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, খাবার পানি ইত্যাদি রক্ষার উপায় বিষয়ক বিশেষ কর্মসূচি প্রচার করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

(ক) দুর্গত এলাকার লোকজনের মনোবল অটুট রাখার জন্য অনুষ্ঠান প্রচার করা।

(খ) স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্মসূচি প্রচার করা ।

৪.২.১০.২ বাংলাদেশ টেলিভিশন

দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন নিম্নরূপ ভূমিকা পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) বিএমডির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সম্ভাব্য সংযোগ বিচ্ছিন্নতা রোধে টেলিফোন ও টেলিপ্রিন্টার লাইন ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে টিঅ্যান্ডটি বোর্ডের নন-এক্সচেঞ্জ ম্যাগনেটো টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করা। বিএমডি, এফএফডবিউসি ও ডিডিএম এর সঙ্গে সার্বক্ষণিক ফ্যাক্স ই-মেইল যোগাযোগের ব্যবস্থা করা।

খ) ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে আপদ, ঝুঁকি কমানো, ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশল, সাড়াপ্রদান ও উদ্ধার কাজ সমন্বয়, জননিরাপত্তা এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের ওপর টক- শো, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, শর্ট ফিল্ম এবং নাটকসহ বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা।

গ) বিএমডি, ডিডিএম ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে বিশেষ শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি সম্প্রচার করা।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর শর্ট ফিল্ম ও ভিডিও সম্প্রচার করা।

ঙ) প্রতিষ্ঠানের কর্মী, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশকে ভূমিকম্পের আঘাত থেকে রক্ষার জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা করা।

চ) প্রয়োজনে ভূমিকম্প ঝুঁকি প্রশমনে ট্রান্সমিশন টাওয়ার ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করা।

ছ) ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনার ওপর শর্ট ফিল্ম ও অন্যান্য তথ্যমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা।

জ) দুর্যোগ সংক্রান্ত সব সরকারি নোটিশ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ঝ) বিল্ডিংকোড যথাযথভাবে কার্যকর করাসহ কীভাবে ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাস করা যায় সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সম্প্রচার করা।

ঞ) ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি নির্দেশগুলো সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) জনসাধারণের অবগতি ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবহাওয়া দপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা।

খ) আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচার করা।

গ) ঘূর্ণিঝড় সতর্ক কেন্দ্র হতে বিশেষ আবহাওয়া বার্তা সম্প্রচারের সময় বার্তা সম্প্রচারক কর্তৃক বার্তা নিশ্চিত এবং রাডার ও উপগ্রহের সাহায্যে পাওয়া ছবি বর্ণনাসহ উপস্থাপন নিশ্চিত করা।

(ঘ) বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ প্রস্তুতির ওপর সংক্ষিপ্ত চলচ্চিত্র এবং ভিডিও দেখানো।

সতর্ক পর্যায়

আবহাওয়া দপ্তর হতে ১, ২,ও ৩ নং সংকেত পাওয়ার পর বাংলাদেশ টেলিভিশন এর সকল উপকেন্দ্র থেকে সম্প্রচার সহ অবিলম্বে ঢাকা থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রচার করবে এবং নিয়মিত বিরতিতে তা ঘোষণা করবে। এছাড়া বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র থেকে জারিকৃত বন্যার হুশিয়ারি সংকেত প্রচার করবে।

হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) বাংলাদেশ টেলিভিশন ৪ নং হুঁশিয়ারি সংকেত প্রাপ্তির পর অবশ্যই এক ঘণ্টা পর পর তা ঘোষণা করবে (আবহাওয়া দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সহ) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে স্বাভাবিক সম্প্রচার সময়ের পরও কোনোরূপ বিরতি ছাড়াই সম্প্রচার চালিয়ে যাবে। ৩ নং সংকেত উত্তোলনের পর পরই স্বাভাবিক সম্প্রচার সময়ের পরও টেলিভিশন সম্প্রচার অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পর্যাপ্ত ও সার্বক্ষণিক সমন্বয় রক্ষা করা।

খ) বিশেষ আবহাওয়া বার্তা সম্প্রচারকালীন ঘূর্ণিঝড় বার্তা, রাডারে স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবিসহ বার্তা নিশ্চিত করা।

গ) ঢাকা থেকে টেলিভিশনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং আবহাওয়া দপ্তর থেকে পাওয়া ঘোষণা সম্প্রচার করবে।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও আবহাওয়া দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত নির্দেশ ঘোষণা করা।

ঙ) বন্যা সতর্ক সংকেত প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিস্তারিতভাবে সম্প্রচার করা।

দুর্যোগ পর্যায়

(ক) (ঘূর্ণিঝড়ের বেলায়) প্রতি ৩০ মিনিট পর পর বিপদ সংকেত এবং ১৫ মিনিট পর পর মহা-বিপদ সংকেত সম্প্রচার করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে স্বাভাবিক সম্প্রচারের পরও তা চালিয়ে যাওয়া।

(খ) স্থানীয় প্রশাসন/কর্তৃপক্ষকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ সম্প্রচার করা।

(গ) বাঁচার কৌশল, উদ্ধার, গৃহস্থালী সামগ্রী, পানীয় জল রক্ষার উপায় সম্পর্কে পরামর্শগুলো সম্প্রচার করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

(ক) দুর্গত এলাকার জনগণের মনোবল অটুট রাখার জন্য অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা ।

(খ) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুষ্ঠান প্রচার করা ।

৪.২.১০.৩ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

গণসংযোগ অধিদপ্তর দুর্যোগ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করবেঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক) ভিডিও ব্যবহার এবং সিনেমা, চলচ্চিত্র, পুস্তিকা এবং অন্যান্য গণতথ্য পদ্ধতির মাধ্যমে (মাস ইনফরমেশন মেথড) ব্যক্তিগত, পারিবার ও সামাজিক পর্যায়ের আপদ, ঝুঁকিহ্রাস, ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশল, সাড়াপ্রদান ও উদ্ধার কাজের সমন্বয়, জননিরাপত্তা এবং প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্যসহ গণসচেতনতা বাড়াতে সমর্থন যোগানো।

খ) ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশ প্রচার করা।

গ) ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভিডিও, ফিল্ম, স্লাইড, পুস্তিকা, সঙ্গীতানুষ্ঠান (পটগান) ইত্যাদি তৈরীর মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

ঘ) ভূমিকম্প ঝুঁকি কমাতে ইমারত তৈরির বিধিমালা অনুসরণ সম্পর্কিত বিষয়ে প্রচারণা চালানো।

ঙ) ভূমিকম্প থেকে কীভাবে জানমাল রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র সিনেমা হলগুলোতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগ বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে ভিডিও, ফিল্ম, সিনেমা, স্লাইড, পুস্তিকা প্রভৃতির মাধ্যমে গণসংযোগ অধিদপ্তর প্রচার করবেঃ

১. সাধারণ সময় কী কী দুর্যোগ হ্রাস/প্রশমণ/প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়।

২. দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দুর্যোগকালে দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৩. দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ভৌত অবকাঠামা সম্পর্কিত নির্দেশ প্রচার করা।

খ) উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ উপদেশ (Technical advice) দেয়া।

সতর্ক এবং দুর্যোগ হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) এ পর্যায়ে জনসাধারণের কী করণীয় সে বিষয়ে দুর্যোগ প্রবণ এলাকার জনসাধারণকে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে জানানো।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) এ পর্যায়ে জনসাধারণের মনোবল অটুট রাখা এবং জনজীবনকে স্বাভাবিক পর্যায়ে আনার জন্য দুর্গত এলাকায় প্রচার কার্য পরিচালনা করা। বিশেষ করে মহামারি, পুনর্নির্মাণ কাজে স্বাবলম্বন, সাধারণ নিরাপত্তা, কৃষি পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে পরামর্শ দেয়া।

৪.২.১০.৪ তথ্য অধিদপ্তর (PID)

প্রেস ইনফরমেশন বিভাগ (পি আই ডি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কাজগুলো পালন করবে:

ক) বিভিন্ন আপদ ঝুঁকি ও দুর্যোগের ওপর গণমাধ্যমে লেখনী, প্রচারপত্র, সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার নিশ্চিত করা।

খ) দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য সম্প্রচারে স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য সচেতনতা মূলক প্রচারণা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের জন্য দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করা।

ঘ) ভিত্তিহীন প্রতিবেদন পরিবেশনে সৃষ্ট শঙ্কা পরিহারে গণমাধ্যমকে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা।

৪.২.১০.৫ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

বিভাগটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কাজগুলো করবে:

ক) বিভিন্ন আপদের ওপর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের চলচ্চিত্র, কাহিনী চিত্রিত শ্লোগান, যোগাযোগ বার্তা তৈরি করবে।

খ) দুর্যোগে জনগণকে প্রস্তুত থাকার জন্য মাঠ পর্যায়ের আহরিত শিক্ষণের ওপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র,তথ্য চিত্র তৈরি করা।

৪.২.১১ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং এমডিএমআর'র সঙ্গে যোগাযোগ করা।

খ) মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ও সেবার জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

গ) সুনামি সতর্কতার জন্য ভারত মহাসাগর সুনামি সতর্কতা সংকেত পদ্ধতির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ নেয়া।

ঘ) ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য সতর্কতা/পূর্বাভাস সহায়তা কেন্দ্রের সঙ্গে আর্ন্তজাতিক টেলিযোগাযোগ পদ্ধতির সংযোগ স্থাপন করা।

৪.২.১১.১ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)

ঝুঁকিহ্রাস

ক) একজন উর্ধবতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা এবং এনডিএমসি, আইএমডিএমসিসি ও এনডিএমএসির সঙ্গে যোগাযোগ করা।

খ) এনডিএমসিসি, আইএমডিএমসিসি ও এনডিএমএসির সব পর্যায়ের দপ্তরগুলোকে প্রয়োজনে সহায়তা দিতে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ইউপি চেয়ারম্যানদেরকে নির্দেশনা জারি করা।

গ) সব মোবাইল কোম্পানির সঙ্গে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা এবং এলাকার জনগণের কাছে আগাম সতর্কতামূলক তথ্য দ্রুত পৌঁছে দিতে সেগুলো ব্যবহার করা।

ঘ) ডাকঘরের চিঠিপত্র ও ডকুমেন্ট, সরকারি দলিলপত্রাদি, নগদ অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর অবকাঠামো ও সেবাগুলো ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ঙ) টেলিফোন সার্ভিস সার্বক্ষণিক চালু রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার আগাম নির্দেশ দেয়া।

চ) কার্যকর আগাম সর্তককরণ ব্যবস্থা স্থাপনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও বিএমডিকে সহায়তা করা।

ছ) খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং একটি খাতওয়ারি ঝুঁকি কমানো ও প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা তৈরি করা।

জ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য বাজেট সংস্থান নিশ্চিত করা।

ঝ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে শক্তিশালী যোগাযোগ ও সমন্বয় গড়ে তোলা।

ঞ) সব টেলিফোন ও ইন্টারনেট প্রোভাইডারদের নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করার নির্দেশনা দেয়া এবং দুর্যোগ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা।

ট) দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি কর্মীদের যারা কাজ করবে তাদের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা।

ঠ) দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করা ও সাড়াপ্রদান করা হবে সে বিষয়ে টাস্কফোর্স সদস্যদের সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ড) সব বিভাগকে অর্ন্তভুক্ত করে ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঢ) প্রয়োজন হলে লোকবল ও সম্পদ পুনঃবরাদ্দ করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন লিয়াঁজো কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকাগুলোতে দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং টেলিগ্রাম সার্ভিস প্রদানের জন্য আগাম পরিকল্পনা তৈরি করা।

গ) ডাক এবং সরকারি রেকর্ডপত্র, নগদ অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী যথা স্ট্যাম্প, সিল, সঞ্চয়পত্র ও গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড ইত্যাদির ক্ষতি রোধে সফল পদক্ষেপ নিতে নিশ্চিত হওয়া।

সতর্ক এবং হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা ও চালু করা ।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র এবং দুর্যোগ ব্যস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন সংযোগ রক্ষাকারী কর্মকর্তা মনোনীত করা।

গ) আসন্ন দুর্যোগকালে দ্রুত বেতার যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বেতার যন্ত্র (ওয়ারলেস সেট) জরুরি ভিত্তিতে ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) ফ্যাক্স, টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফের মাধ্যমে দ্রুত সংকেত বার্তা পূর্ব নির্ধারিত কেন্দ্রে বিতরণ নিশ্চিত করা।

ঙ) জনবসতি আছে এমন সব দ্বীপে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) সার্বক্ষণিক টেলিফোন সার্ভিস চালু রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া।

খ) রেড ক্রিসেন্ট, সিপিপি ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের টেলিফোন ও টেলিপ্রিন্টারের জরুরি নম্বরগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা এবং সেগুলো চালু রাখা। দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জরুরি কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের ব্যাপারে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়া।

গ) সেবা প্রদানকারী (সার্ভিস প্রোভাইডার)দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং সার্বিক সমর্থন দেয়া।

ঘ) জরুরি কাজে ব্যবহারের জন্য বিকল্প যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখা এবং প্রয়োজনে দুর্গত এলাকায় তা চালুর জন্য প্রস্তুত রাখা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) বিচ্ছিন্ন টেলিফোন/টেলিগ্রাফ লাইন জরুরি ভিত্তিতে মেরামত এবং পুনঃস্থাপনের জন্য একদল টেকনিশিয়ান প্রস্তুত রাখা।

খ) দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় টেলিফোন/টেলিগ্রাফ/বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

৪.২.১১.২ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (BTCL)

টিঅ্যাণ্ডটি বোর্ডের নিজস্ব স্বাভাবিক কার্যক্রম এবং কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ছাড়াও বোর্ডের চেয়ারম্যান নিচে উল্লেখিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) খাতওয়ারি ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) বিটিসিএল সদর দপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করা।

খ) বোর্ড সদর দপ্তর এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বিদ্যমান অধীনস্থ অফিসগুলোতে তথ্য কেন্দ্র চালু করা ।

গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নিজস্ব জনবল, স্থাপনা ও সম্পত্তির রক্ষা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

সতর্ক এবং হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগ কালে দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় অত্যাবশ্যকীয় টেলিফোন সার্ভিস প্রদানের উদ্যোগ এবং পরিকল্পনা তৈরি করা।

খ) জরুরি ভিত্তিতে টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ লাইন মেরামত এবং পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি টেলিফোন স্থাপনকারী ও যন্ত্রপ্রকৌশলী প্রস্তুত রাখা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) সার্বক্ষণিক টেলিফোন সার্ভিস চালু রাখার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

খ) জরুরি সার্ভিস প্রদানকল্পে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা যথা রেডক্রিসেন্ট, সিপিপি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোতে জরুরি টেলিফোন ও টেলিপ্রিন্টার চালু রাখা।

গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি এবং অত্যাবশ্যকীয় কাজে নিয়োজিত মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে পাওয়া অভিযোগগুলো তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া।

ঘ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য সংযোগ স্থাপনকারী যন্ত্রাংশ (কমিউনিকেশন সেট) প্রস্তুত রাখা।

ঙ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সশস্ত্রবাহিনী নিয়োজিত হলে টেলিফোন সংযোগ দেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দুর্যোগের সময় বিচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগর ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে মেরামত এবং পুনঃস্থাপন করা। উপকূলীয় দ্বীপগুলোতে টেলিযোগাযোগ স্থাপনের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া।

খ) বিধ্বস্ত টেলিফোন ও টেলিপ্রিন্টার ব্যবস্থা পুনর্বাসনের/পুনঃস্থাপনের জন্য প্রকল্প হাতে নিয়ে সম্পদ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা।

৪.২.১১.৩ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

স্বাভাবিক কাজ এবং নিজস্ব কর্ম-পরিকল্পনা ছাড়াও মহা-পরিচালক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) খাতভিত্তিক ঝুঁকি ও সংকট নিরূপণ এবং ঝুঁকিগ্রস্ত স্থাপনা ও নকশা নিশ্চিতকরণ এবং তা মজবুতকরণ।

খ) নতুন স্থাপনা তৈরিতে নিরাপদ এলাকা নিশ্চিতকরণ।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগের আগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কী করণীয় তার ওপর নিজস্ব কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা।

গ) ডাক ও তার মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের অফিস ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন সংযোগকারী কর্মকর্তা চিহ্নিত করা।

ঘ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে মহড়া আয়োজন করা।

সতর্ক এবং হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়/বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে এমন এলাকায় বিভাগীয় জনবল, স্থাপনা এবং সম্পত্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) অধীনস্থ কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় ডাক এবং টেলিগ্রাফ সার্ভিসের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া।

খ) দুর্যোগ কবলিত এলাকায় জরুরি ডাক এবং টেলিগ্রাফ সার্ভিসের ব্যবস্থা রাখা।

গ) মেইল এবং সরকারি রেকর্ড, নগদ অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী যথা: ষ্ট্যাম্প, সিল, সেভিং সার্টিফিকেট গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড ইত্যাদির ক্ষতি পরিহারের উদ্দেশ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া। করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ত্রাণ কেন্দ্র/দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রের লোকজন নিজ নিজ এলাকায় ঘরবাড়িতে পুনর্বাসিত হলে তাদের ডাক সার্ভিস সুবিধাদি প্রদানের জন্য প্রয়োজনবোধে অস্থায়ী ডাকঘর স্থাপন করা।

খ) অপসারণ, উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকালে ডাক ব্যবস্থা চালু রাখতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় সহায়তা দান করা।

গ) দুর্যোগকালে ডাক ব্যবস্থা চালু রাখবার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির জন্য নির্দেশ জারি করা।

৪.২.১২ স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ঝুঁকিহ্রাস

ক) ব্যাপকভিত্তিক খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একটি খাতওয়ারি ঝুঁকি কামনো ও প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা কৌশল প্রস্তুত করা।

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর তদারকি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

গ) স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সড়ক, সেতু, কালভার্ট এবং স্থানীয় অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কালীন দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় রাখার ব্যাপারে স্থানীয় সরকারকে উৎসাহিত করা।

ঘ) উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে দুর্যোগ-সহনশীল হেলিপ্যাড নির্মাণে স্থানীয় সরকারকে উৎসাহিত করা।

ঙ) ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস মৌসুমের আগে জনগণ যাতে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমসহ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে অংশ নেয় সে লক্ষ্যে শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানে সহায়তা দেয়া।

চ) মন্ত্রণালয়ে খাতওয়ারি ঝুঁকি যোগাযোগ পদ্ধতি স্থাপন করা।

ছ) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং পর্যায়ক্রমে তা হালনাগাদ করা।

জ) বিএনবিসি অনুসরণ করা এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

ঝ) অবকাঠামো নির্মাণ ও নগর পরিকল্পনায় ভূমিকম্প ঝুঁকি প্রশমন করতে অবকাঠামো ও নগর পরিকল্পনার ওপর সরকারি প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, স্থাপত্যবিদদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা।

ঞ)	ভূমিকম্প ঝুঁকি শনাক্তকরণে জিএসবির সঙ্গে কাজ করা এবং দুর্যোগকবলিত এলাকার পুনর্গঠন কাজে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াদান

স্বাভাবিক সময়

ক)	ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, গভীর নলকূপ, সংরক্ষিত পুকুর ও পানীয় জলের অন্যান্য উৎস চিহ্নিত করে মানচিত্র তৈরি করা।

খ)	নলকূপ ও এর খুচরা যন্ত্রাংশের মজুদের ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ইউনিট সংগঠিত করা এবং জরুরি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ প্রস্তুতিমূলক সব কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা।

গ)	সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র , স্কুল, উঁচু স্থান, সুরক্ষিত মাটির উঁচু ঢিবি ও বেসরকারি ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক)	উপ-আঞ্চলিক (sub national) পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিগুলোর কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

খ)	মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নির্দেশানুযায়ী লোকজনকে স্থানান্তর কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

গ)	জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ মেরামতের ব্যবস্থাসহ দুর্যোগকবলিত এলাকায় নিরাপদ পানীয়জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ঘ)	নারী ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে নারী ও শিশুদের (এতিম, বিচ্ছিন্ন ও ছিন্নমূল) প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে জনগণের ক্ষয়ক্ষতির দ্রুত হিসেব করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক)	ক্ষয়ক্ষতির দ্রুত হিসেব করা ও প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন করা এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় কাজে হাত দেয়া।

খ)	আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে বাড়িঘর পুনর্গঠনের কাজ সংগঠিত করা।

গ)	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে নলকূপ মেরামত ও পুনরায় বসানোর ব্যবস্থা করা।

ঘ)	ছোট ছোট রাস্তা, কালভার্ট, সেতু মেরামত অথবা পুনর্নির্মাণ করা।

ঙ)	জরুরি সাড়াপ্রদান ও উদ্ধার কার্যক্রমে কার্যকর যোগাযোগ, তথ্য ও প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা।

৪.২.১২.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ (LGD)

নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং স্বাভাবিক কাজের পাশাপাশি এলজিডি নিচে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক)	স্থানীয় সরকার বিভাগে একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ)	বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব আপদ ঝুঁকি বিশেষ করে ভূমিকম্প ঝুঁকি এবং স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে সব নির্মাণ কাঠামোর নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক)	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র (growth centres) গুলোতে যাতায়াতের জন্য উপ-সড়ক, সেতু এবং কালভার্ট নির্মাণে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করা ।

খ)	তীর হতে দূরবর্তী দ্বীপগুলোতে ও উপকূলীয় অঞ্চলের ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এবং উপজেলা সদর দপ্তরে মাটির উঁচুঢিবি ও হেলিপ্যাড নির্মাণে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার ও সংস্থা গুলোকে উৎসাহিত করা ।

গ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় জনসাধারণকে অন্ততপক্ষে একটি ছোট কক্ষ সংবলিত পাকা আবাসিক ভবন নির্মাণে উৎসাহিত করা । জনসাধাণকে তাদের বাড়ির ভিটা বন্যার পানির স্তরের চেয়ে উঁচুতে রাখার জন্য পরামর্শ দেয়া।

ঘ) গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, আনসার, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, কৃষি, পশুসম্পদ, মৎস্য, শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারী, এনজিও ও সিপিপি স্বেচ্ছাসেবীদের কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে নির্দেশ দেয়া।

ঙ) ত্রাণ কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে পাওয়া জরুরি সরবরাহ থানা পর্যায়ে এবং উদ্ধার সরঞ্জামাদি ইউনিয়ন পরিষদের সদর দপ্তরে মজুদের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ।

চ) সকল স্তরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের প্রয়োজনীয় ইউনিটগুলো সংগঠিত করা।

জ) জনবসতি এবং কূপ, সংরক্ষিত পুকুর ও পানীয় জলের অন্যান্য উৎসের অবস্থান সহ মানচিত্র তৈরি করা ।

ঝ) উপজেলা পর্যায়ে নলকূপ ও খুচরা যন্ত্রাংশ মজুদ নিশ্চিত করা ।

সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) স্থানীয় সরকার বিভাগে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা ।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন যোগাযোগ কর্মকর্তাকে মনোনীত করা।

গ) আসন্ন ঘূর্ণিঝড়/বন্যা দুর্যোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা ।

ঘ) উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের জন্য কমিটি এবং গ্রামভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন নিশ্চিত করা ।

ঙ) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ত্রাণ সংস্থার সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা ।

চ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে মানুষ ও প্রাণিসম্পদের আশ্রয়ের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা, উঁচু ঢিবি, উঁচু ভূমি, ব্যক্তিগত দালানকোঠা, স্কুল এবং উঁচু নিরাপদ স্থানগুলো এবং যতদূর সম্ভব নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বিবেচনা করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দিনরাত সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কাজ চালিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করা ।

খ) বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিগুলোর তৎপরতার নিশ্চয়তা বিধান করা ।

গ) অপসারণ নির্দেশ প্রাপ্তির পর জনগণের অপসারণ নিশ্চিত করা ।

ঘ) প্রতিটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের প্রশাসনিক বিষয়ে দেখাশুনার জন্য উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত করা ।

ঙ) প্রয়োজনের সময় বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা ।

চ) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষণিক সংযোগ রক্ষা করা ।

ছ) উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে ডেপুটি কমিশনার এবং উপজেলা র্নিবাহী অফিসারকে সহযোগিতা করার জন্য স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দেয়া।

জ) প্রতিটি উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নলকূপগুলোর জরুরি মেরামতের জন্য মেরামতকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা। ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি এমন এলাকা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে টেকনিশিয়ান পাঠানো।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা ।

খ) সকল স্তরে , উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় সহায়তা করা ।

গ) স্থানীয় সম্পদ এবং সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত মালামালের সাহায্যে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনর্গঠনের কাজ করা।

ঘ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে নলকূপগুলোর মেরামত ও পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা।

ঙ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উপ-সড়ক, কালভার্ট এবং মেরামত/পুনর্নিমাণের কাজে উদ্যোগ নেয়া।

চ) অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের মূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা এবং শহর কমিটিগুলোর সহযোগিতার নিশ্চয়তা দেয়া।

ছ) দুর্যোগের আগে বা পরে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাগুলোতে গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপনের বিষয়ে পরিকল্পনা তৈরির জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরকে নির্দেশ দেয়া এবং তার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা ।

৪.২.১২.২ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং প্রকৌশলীগণ তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ও নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা (আপদকালীন পরিকল্পনা) বাস্তবায়ন ছাড়াও নিজস্ব কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত কাজের জন্য দায়িত্বশীল থাকবেন:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) এলজিইডিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

খ) এলজিইডির কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকালে আপদ ঝুঁকির সব বিষয় বিবেচনায় রাখা।

গ) বন্যার পানি যাতে সহজেই সরে যেতে পারে সেটা বিবেচনায় রেখে সংযোগ সড়ক, সেতু ও কালভার্টের পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সেগুলোর মেরামত সম্পন্ন করা।

ঘ) সম্ভব হলে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে লোকজনকে দোতলা বাড়ি নির্মাণে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। বন্যা কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের সময় আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য বন্যা/ঘূর্ণিঝড় সহনশীল ইট দিয়ে তৈরি বসতবাড়ির ছাদে অন্তত একটি কামরা তৈরি করার পরামর্শ দেয়া।

ঙ) জনসংখ্যা কেন্দ্র, কুয়া, সংরক্ষিত পুকুর/পানি সংরক্ষণাগার, নলকূপ এবং পানীয় জলের অন্যান্য উৎস চিহ্নিত করে মানচিত্র তৈরি করা।

চ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং পর্যায়ক্রমে তা হালনাগাদ করা।

ছ) বিল্ডিংকোড অনুসরণ করা এবং প্রয়োজন হলে এটা কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া।

জ) অবকাঠামো নির্মাণ ও নগর পরিকল্পনায় ভূমিকম্প ঝুঁকি প্রশমনে অবকাঠামো ও নগর পরিকল্পনা বিষয়ে সরকারি প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, নকশাবিদদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা।

ঝ) ভূমিকম্প ঝুঁকি শনাক্তকরণে জিএসবির সঙ্গে কাজ করা এবং দুর্যোগকবলিত এলাকার পুনর্গঠন কাজে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগকালে উদ্ধার কাজ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র অভিমুখী ক্ষুদ্র সড়ক, সেতু, কালভার্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

খ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় পুকুরপাড় উঁচু করার পরামর্শ দেয়া। পাড় এমন উঁচু করতে হবে যাতে এটা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্ট জোয়ারের পানির স্তরের ওপর থাকে এবং অন্য জায়গায় বন্যার পানির স্তরের ওপরে, যেন লোকজন পুকুরের পানি খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে এবং পুকুরপাড় গবাদিপশুর আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। পুকুরপাড়ে কয়েক সারি গাছ লাগানো যেতে পারে।

গ) ত্রাণসামগ্রীর নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে সেতু ও কালভার্টের ক্ষেত্রে বেইলি ব্রিজের মজুদ সংরক্ষণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামত করা।

ঘ) উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের ভিত্তিস্তর বন্যার স্তরের (ফ্লাড লেভেলের) চেয়ে উঁচুতে রাখা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ঙ) ইউনিয়ন পরিষদের সচিব এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির কারিগরি ও কারিগরি নয় (নন-টেকনিক্যাল) কর্মচারীসহ প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং লোকজন সম্পর্কে জানতে তাদের আগ্রহী করে গড়ে তোলা।

সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা ।

খ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাগুলোতে যোগদান করা এবং অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় সহায়তা করা ।

গ) আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেয়া এবং মালামাল, মজুদ ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া।

ঘ) উপ-সড়ক ইত্যাদির নিষ্কাশন পথে বাধা সৃষ্টিকারী যে কোনো বস্তু সরিয়ে ফেলার নিশ্চয়তা দেয়া।

ঙ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে মানুষ এবং পশু সম্পদের আশ্রয়ের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র, কিলা, ব্যক্তিগত দালান, স্কুল ও মাদ্রাসা এবং উঁচু নিরাপদ স্থান শনাক্ত করতে সাহায্য করা ।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালুর নিশ্চয়তা দেয়া এবং অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে সাহায্য প্রদান নিশ্চিত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সাথে সমন্বয় করা ।

গ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক মেরামত কাজ হাতে নেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদার পরিমাণ ধার্য করা এবং নির্ধারণ করা।

খ) সকল স্তরে উদ্ধার ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা করা ।

গ) স্থানীয় উৎস এবং সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত মালামালের সাহায্যে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি, উপ-সড়ক, সেতু কালভার্ট পুনর্নির্মাণের কাজ সংগঠিত করা ।

ঘ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উপ-সড়ক, সেতু এবং কালভার্টগুলোর মেরামত/পুনর্নির্মাণে কাজ হাতে নেয়া।

ঙ) দুর্যোগ কালে যোগাযোগ, অপসারণ এবং ত্রাণ সেবা প্রদানে অপরিহার্য উপ-সড়কগুলো জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প তৈরি করা ।

৪.২.১২.৩ পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ডসহ)

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ছাড়াও পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/ বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন বোর্ড নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করবেঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক) একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/বিআরডিবি এর কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে সব আপদ ঝুঁকি বিবেচনা করা।

গ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি মুরগি খামার এবং পশু খামারির উপকারভোগীদের জন্য প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালু করা।

ঘ) ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানে সহায়তা করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগ মোকাবেলায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দ্রুত ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরি তহবিল সৃষ্টি করাঃ

১) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পলী উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য টিসিসিএ এবং কেএসএস গুলোকে ব্যবহার করা ।

২) পারস্পরিক সহায়তা এবং স্বেচ্ছশ্রমের ভিত্তিতে নিজেদের বাড়ি তৈরি, জমিচাষ ইত্যাদি বিষয়ে সমবায় সদস্যদের জন্য টি সি সি এ বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা।

সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) বিআরডিবি সদর দপ্তর, টিসিসিএ, এটিসিসিএ ও বিআরডিবির মাঠপর্যায়ে অফিসগুলোতে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা এবং দুর্যোগ পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করা।

খ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় যোগদান করা এবং অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় সহায়তা করা।

গ) বিআরডিবি, এটিসিসিএ ও টিসিসিএ'র অফিস নির্বাহীদের মাধ্যমে আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্ক করা এবং গুদাম, মজুদ, ভাণ্ডার এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের নিরাপত্তার জন্য সতর্কমূলক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) মানুষ এবং প্রাণিসম্পদের জন্য আশ্রয়স্থল নির্দিষ্ট করতে স্থানীয় প্রশাসনকে টিসিসিএ-র মাধ্যমে সাহায্য করা, স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত রেখে প্রয়োজনবোধে টিসিসিএ'র মজুদ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলা এবং সমবায় সমিতির সদস্যদেরকে টিসিসিএর মাধ্যমে অপসারণকারী দলে সংগঠিত করা ।

খ) জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন চাহিদা নিরূপণ করে তা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরে জানানো।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) সমবায় সমিতির সদস্যদের সাধিত ক্ষতি নির্ধারণ, উৎপাদন ঋণের চাহিদা নিরূপণ করে এবং স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা।

খ) উৎপাদন কর্মসূচি প্রণয়নে এবং প্রয়োজনীয় যোগানের চাহিদা নিরূপণে জনগণকে সাহায্য করা এবং সংস্থা থেকে এগুলো পাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করা।

গ) প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সমিতির উৎপাদন কর্মসূচি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যাতে পরিকল্পনা তৈরি করা হয় তার নিশ্চয়তা দেয়া, ঋণ চাহিদাসমূহ একত্রিত করে প্রয়োজনীয় মঞ্জুরি ও দ্রুত অর্থ অবমুক্তির ব্যবস্থা করা।

ঘ) ঋণের ব্যবস্থা করে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের ঋণ চাহিদা পূরণ করা।

ঙ) প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনের জন্য পৃথক এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা।

চ) দুর্গত এলাকায় চাষাবাদের জন্য নলকূপের যন্ত্রাংশ ক্রয়, নলকূপ স্থাপন/পুনঃস্থাপন, মেরামত ইত্যাদির জন্য পৃথক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

ছ) ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিতে জনগণকে ও এনজিওদের যৌথভাবে সংগঠিত করা।

জ) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বীজতলা বিতরণের জন্য নার্সারি স্থাপন এবং কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা স্থাপনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণে কৃষকদের উৎসাহিত ও সংগঠিত করা।

ঝ) কর্মকর্তারা যাতে প্রয়োজনবোধে এনজিওদের সাথে, গ্রামের দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে বিবিএস এবং এমবিবিএস সংগঠিত করে তা নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে আয় বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ চাহিদা একত্রিত করা।

ঞ) সকল পর্যায়ে সমবায় দপ্তর বিআরডিবি-এর সাথে আন্তরিকভাবে কাজ করবে।

৪.২.১২.৪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ভূ-গর্ভে আর্সেনিক দূষণ এবং উপকূলীয় এলাকায় পানিতে লবণাক্ততার কারণে নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়টি দুর্যোগের সময় আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। তখন নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে জনগণ দূষিত পানি ব্যবহারে বাধ্য হয় যার দরুণ ডায়রিয়া রোগ মহামারি আকারে দেখা দেয়। দুর্যোগের (বিশেষত ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার) ক্ষেত্রে ডিপিএইচই এর স্বাভাবিক দায়িত্বের অতিরিক্ত নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে :

ঝুঁকিহ্রাস

ক) কমিউনিটিভিত্তিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ের ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকিহ্রাসে করণীয় নিশ্চিত করা।

খ) গৃহীত ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকার, এনজিও এবং অন্যান্য বেসরকারি খাতের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের সমন্বিত কৌশল তৈরি করা।

গ) দ্বৈততা এড়াতে এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করতে এনজিও এবং অন্যান্য বেসরকারি খাতের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করা।

ঘ) সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি হাতে নেয়া।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করা এবং সকল নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক নলকূপ স্থাপনের নিশ্চয়তা বিধান করা।

খ) যে সকল নলকূপ দুর্যোগে (জলোচ্ছ্বাস/বন্যা) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেগুলো মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত খুচরা যন্ত্রাংশ মজুদ রাখা।

গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ বিচিং পাউডার মজুদ রাখা।

ঘ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকায় কাজে নিয়োজিত করার জন্য কারিগরি/মেরামতকারী দল নির্দিষ্ট করে রাখা।

ঙ) খুচরা যন্ত্রাংশ ও বিচিং পাউডারের মজুদ প্রতি ছয় মাস পর পরীক্ষা করে দেখা এবং পর্যাপ্ত মজুদের নিশ্চয়তা দেয়া।

চ) দুর্যোগ কবলিত এলাকায় স্বল্প ব্যয়ের স্বাস্থ্যসম্মত পানি নিরোধক পায়খানা নির্মাণে উৎসাহিত করা।

ছ) ত্রাণ ক্যাম্প, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র অথবা যে সকল স্থানে এ ধরনের সুবিধাদি নষ্ট/ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সব স্থানে বিতরণের জন্য নলকূপ এবং পানি নিরোধক পায়খানা সংরক্ষিত রাখা।

জ) জরুরি প্রয়োজনে আপদকালীন ব্যয় মেটাতে নগদ তহবিলের লভ্যতা নিশ্চিত করা।

ঝ) সম্ভাব্য হুমকির সম্মুখীন জনগণকে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও বিচিং পাউডারের কার্যকর ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া।

সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) নলকূপ মেরামতকারী দল গঠন করা এবং সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পাঠানোর/যাওয়ার জন্য অপেক্ষমান রাখা।

খ) হুমকির সম্মুখীন এলাকায় নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশের অবস্থা পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত মজুদের ব্যবস্থা করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) যে সকল এলাকায় জলোচ্ছ্বাস/বন্যার পানি প্রবাহিত হয়েছে, সে সকল এলাকার নলকূপ/পানি সরবরাহের লাইন মেরামত/পরিচর্যা/পরিষ্কার করার জন্য মেরামতকারী দলকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গমনের জন্য আদেশ দেয়া।

খ) যে এলাকায় স্বাভাবিক সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে, সেখানে জরুরি ভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা (মানুষ পানি ছাড়া যতক্ষণ বাঁচতে পারে, খাদ্য ছাড়া তার চেয়ে অনেক সময় বেশি পারে)।

পুনর্বাসন পর্যায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয়পূর্বক এবং কমিটির নির্দেশ অনুসারে:

ক) স্বাভাবিক সরবারাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থাধীনে পানীয় জলের সরবরাহ চালু রাখা।

খ) আশ্রয় কেন্দ্র, ত্রাণ ক্যাম্প ইত্যাদিতে যথাযথ স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থা বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বিচিং পাউডারের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

গ) নলকূপ/পানি সরবারহ ব্যবস্থা মেরামত/পুনর্বাসন কাজ তদারকি করা এবং এ সকল কাজ দ্রুতনিষ্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল/খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৪.২.১২.৫ ঢাকা ওয়াসা

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ও সংস্থার কাজের সুষ্ঠুবাস্তবায়নের পাশাপাশি ঢাকা ওয়াসা নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকি হ্রাস

ক) ওয়াসার একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) পরিকল্পনা, উদ্ধার কার্যক্রম, অপসারণ ও পুনর্বাসন কাজে জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যায়ের সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাগুলোতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ) খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণে উদ্যোগ নেয়া এবং পানি সরবরাহ প্রক্রিয়া ও ভূগর্ভস্থ নর্দমা ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য বিকল্প পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

ঘ) ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ওয়াসার জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঙ) দুর্যোগের সময় ও পরবর্তী সময়ে ওয়াসার কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪.২.১৩ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মন্ত্রণালয়ের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন ছাড়াও গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপায়ে যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত স্থায়ী আদেশাবলী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) পরিকল্পনা, উদ্ধার, অপসারণ এবং পুনর্বাসন কাজের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ) কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণে উদ্যোগ নেয়া।

ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় ইমারত বিধিমালা (বিএনবিসি) যথাযথভাবে কার্যকর নিশ্চিত করতে নির্দেশাবলি জারি করা।

ঙ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় সরকারি অবকাঠামো, স্থাপনা ও কাঠামোসমূহ মেরামত ও পুনর্নির্মাণের অর্থ যোগানে নীতিমালা ও কার্যবিধি তৈরি করা।

চ) যে কোনো পুনর্নির্মাণ কার্যক্রমে দুর্যোগ পরবর্তী প্রভাব ও ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়াদি যাতে বিবেচনা করা হয় তা নিশ্চিত করা।

ছ) গৃহায়ণ ও পূর্ত বিভাগের কর্মীদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

জ) সরকারি ও বেসরকারি খাতে নির্মাণ কাজগুলোর মান পর্যবেক্ষণে শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

ঝ) যে কোনো দুর্যোগ পরিস্থিতি সার্বিকভাবে মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়ের সব বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের অফিসকেও অর্ন্তভুক্ত করে মন্ত্রণালয়ের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঞ) সব ধরনের উদ্যোগ এবং সাড়াপ্রদানে তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

ট) মন্ত্রণালয়ের ভিতর-বাইরে ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

ঠ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি এবং তা হালনাগাদ করা।

ড) পূর্ণাঙ্গ ভূমিকম্প সংশ্লিষ্ট বিএনবিসি তৈরি করা এবং তা যথাযথভাবে কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

ঢ) অবকাঠামো নির্মাণ ও নগর পরিকল্পনায় ভূমিকম্প ঝুঁকি প্রশমনে অবকাঠামো ও নগর পরিকল্পনা বিষয়ে সরকারি প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা।

ণ) ভূমিকম্প ঝুঁকি চিহ্নিত করতে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সাথে কাজ করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে পুনর্নির্মাণ কাজে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের সম্পৃক্ত করার বিষয় নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) মন্ত্রণালয়ে একজন লিঁয়াজো কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করা।

খ) পরিকল্পনা, উদ্ধার, অপসারণ ও পুনর্বাসন কাজে জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোতে যোগ দেয়া।

গ) দুর্যোগে সরকারি সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্ষতি রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া।

ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির সমন্বয় করা।

ঙ) দুর্যোগে সরকারি সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি রোধের জন্য সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ জারি করা।

সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি হুঁশিয়ারি নির্দেশ জারি করা।

খ) মন্ত্রণালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র এবং দুর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

ঘ) সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও মেরামতের উদ্দেশ্যে জনবল ও সরঞ্জাম সম্পূর্ণ প্রস্ত্তত রাখার জন্য সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নির্দেশ দেয়া।

ঙ) সকল সরকারি মজুদ, সরঞ্জাম ইত্যাদি রক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধান করা।

চ) জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য অন্যান্য এলাকা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকাগুলোতে প্রয়োজনীয় কর্মী ও সামগ্রী প্রেরণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেয়া।

ছ) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সংযোগ রক্ষা করা এবং সকল কার্যক্রমের সমন্বয় করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন এলাকাগুলো বিশেষ করে উপজেলাগুলো চিহ্নিত করা।

খ) সরকারি মজুদ, সামগ্রী এবং সম্পত্তি রক্ষা করা।

গ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত লোকবল মোতায়েন ও সামগ্রী পাঠানো এবং সরকারি সম্পদ রক্ষা ও মেরামত নিশ্চিত করা।

ঘ) দুর্যোগে সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা করতে এবং সরকারি সম্পত্তি মজবুত / শক্তিশালী করণে অথবা ক্ষতির হাত থেকে অবকাঠামো রক্ষায় পূর্ত অধিদপ্তরকে অতিরিক্ত লোকবল ও সামগ্রী পাঠানোর নির্দেশনা জারি করা।

ঙ) প্রাণী ও দলিলপত্র রক্ষা করতে অধিকতর নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশনা জারি করা।

চ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কর্মী নিয়োগ করা এবং অবকাঠামোগুলোর ক্ষতির তথ্য জানার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ইওসি'র সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ছ) প্রয়োজন হলে হুমকির সম্মুখীন এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে শক্তিশালীকরণ ও মেরামত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গণপূর্ত বিভাগকে নির্দেশ দেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) পুনর্নির্মাণ অথবা মেরামত কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণসহ ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা।

খ) দুর্যোগ পরবর্তী প্রভাব বিশেষণ করা এবং তা কমানোর সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিত করা।

গ) ভবিষ্যতে একই ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি সম্পদ রক্ষায় প্রাক্কলনসহ (অনুমানভিত্তিক) পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি তৈরি করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তা দাখিল করা।

ঘ) মন্ত্রণালয়ের জন্য জরুরি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও তহবিলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঙ) সম্ভাব্য পুনর্নির্মাণ কাজের চাহিদা মেটাতে আর্থিক সহায়তা প্রদানে দ্রুত বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

চ) কর্মপরিকল্পনা, কার্যক্রম এবং সরকারি সম্পত্তির তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্নির্মাণ কাজের বিস্তারিত ব্যয়ের প্রাক্কলনপূর্বক সরকারি সম্পত্তি মেরামত, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ করা।

ছ) সকল পুনর্বাসন কর্মসূচির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করা।

জ) অনুরোধক্রমে পুনর্বাসন কার্যক্রমে কারিগরি এবং তদারকি সহায়তা দেয়া।

৪.২.১৩.১ গণপূর্ত অধিদপ্তর

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন ছাড়াও গণপূর্ত অধিদপ্তর তার সদর দপ্তর এবং বিভাগীয় ক্ষমতাঅর্পণ ব্যবস্থা অনুসারে অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত অধিদপ্তরের অধীন অফিসগুলোর মাধ্যমে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) বিএনবিসির যথাযথ কার্যকারিতা নিশ্চিত করা।

খ) অধিদপ্তরের সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নীতিমালা, কর্মসূচি ও দিকনির্দেশনায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) ভূমিকম্পের ক্ষমতা মূল্যায়ন এবং ভূমিকম্প পরিস্থিতির প্রতিরোধী নকশার (ডিজাইন) ব্যাখ্যাসম্পন্ন ম্যানুয়াল তৈরি করা।

ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামোর তালিকা তৈরি করা ও সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য পাঠানো।

ঙ) ভূমিকম্প ও সুনামি সম্পর্কিত খুঁটিনাটি তথ্য প্রকৌশলীদের কাছে পাঠানো।

চ) যন্ত্রাংশ পুনঃসংযোজন কাজে সহায়তা দেয়া।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) ইমারত নির্মাণ বিধিমালার যথার্থ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে নির্মাণ কাজে জড়িত প্রকৌশলী ও রাজমিস্ত্রিদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ও সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো।

খ) সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নির্মাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তোলা।

সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সথে সংযোগ রক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা ।

খ) হুঁশিয়ারি সংকেত পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা।

গ) সরকারি সম্পত্তির রক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা।

ঘ) সকল সরকারি মজুদ, সরঞ্জাম ইত্যাদি রক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরণের মাধ্যমে ঐগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঙ) জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমত এলাকাসমূহে প্রয়োজনবোধে অন্যান্য এলাকা হতে মালামাল ও প্রয়োজনীয় কর্মী পাঠানো।

চ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং সমস্ত কর্মসূচি সমন্বিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগপূর্বক সকল কার্যক্রমের সমন্বয় করা এবং অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে সহয়তা করা।

খ) ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা এবং মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য প্রাক্কলন তৈরি করা এবং এতদসংক্রান্ত কাজের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা।

গ) বিপদাপন্ন লোকজনের উদ্ধারকার্যে সহায়তা করা।

ঘ) প্রয়োজনবোধে মজুদ/সম্পদ স্থানান্তর কাজে যোগ দেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) যথা সম্ভব দ্রুততার সাথে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি সম্পত্তির প্রয়োজনীয় মেরামতি ও পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করা।

খ) ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি সম্পত্তির তাৎক্ষণিক মেরামতি ও পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করা।

গ) ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কর্মসূচিতে স্থানীয় প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করা।

ঘ) ভবিষ্যতে একই রকম দুর্যোগে সরকারি সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিস্তারিত কর্মসূচি, কর্মপরিকল্পনা ও প্রাক্কলন তৈরি করা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তা উপস্থাপন করা।

ঙ) প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ কাজে কারিগরি সহায়তা দেয়া এবং তদারকি করা।

৪.২.১৩.২ নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, আরডিএ এবং এনএইচএ)

ঝুঁকিহ্রাস

ক) সম্ভাব্য বিপদগ্রস্ত এলাকা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র প্রাপ্তি নিশ্চিত করণে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। নগরীর বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনায় ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আর্থকোয়েক মাইক্রো-জোনেশন ম্যাপিং সমন্বয় করা।

খ) বাংলাদেশ জাতীয় ইমারত বিধিমালা (বিএনবিসি) অনুসরণ করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সুউচ্চ ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়া এবং কারিগরি সহায়তা দেয়া।

গ) ভূমিকম্প দুর্যোগ কমাতে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা, উদ্ধার কাজে নিয়োজিত বাহনগুলোর সহজ চলাচলের জন্য প্রশস্ত রাস্তার ব্যবস্থা করা, প্রতিটি পাড়ায় উন্মুক্ত/খোলা জায়গায় ইমারতভিত্তিক জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির ব্যবস্থা রাখা।

ঘ) ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র সংগ্রহ করা এবং কর্ম এলাকায় সব ভবন এবং অন্যান্য কাঠামোর জরিপ পরিচালনা করা। প্রয়োজনে, জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করা।

ঙ) স্বচ্ছন্দে যানবাহন চলাচলের স্বার্থে ভবন ও অন্যান্য কাঠামো নির্মাণ বন্ধ করতে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কাজ করা। এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

চ) প্রকৌশলী পরিকল্পনা সংস্থা ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নগর পরিকল্পনা ও ভবন মেরামত (retrofitting) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ছ) অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেকোনো ভবন ও অট্টালিকা নির্মাণে বাংলাদেশ জাতীয় ইমারত বিধিমালা (BNBC) কার্যকর করা।

জ) নিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ও অন্যান্য কাঠামোকে শ্রেণিভুক্ত (categorizing) করতে সহায়তা করা।

ঝ) প্রয়োজনে জরুরি মজুদ ও সংস্কার কার্যক্রমে (বিশেষ করে হাসপাতাল, জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি) সহায়তা দেয়া।

ঞ) পুনর্বাসন পর্যায়ে বিএনবিসি এবং ভূমিকম্প পরিস্থিতি প্রতিরোধী নির্মাণবিধি (বিল্ডিং কোড) কার্যকর করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) বিএনবিসির যথাযথ বাস্তবায়ননিশ্চিত করণের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার) ও রাজমিস্ত্রিদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রচারাভিযানের আয়োজন করা।

খ) সরকারি ও বেসরকারি খাতের নির্মাণ কাজের মান পর্যবেক্ষণে শক্তিশালী পরিবীক্ষণ (monitoring) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) মাঠ পর্যায়ের অফিস ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষায় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা।

খ) সতর্কতা সংকেত পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা।

গ) সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও মেরামতকরণে জনবল ও সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা।

ঘ) সকল সরকারি মজুদ সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে অধিকতর নিরাপদ স্থানে সেগুলো স্থানান্তর করা।

ঙ) প্রয়োজনে, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় অন্যান্য স্থান থেকে মালামাল ও কর্মীদের সম্ভাব্য ক্ষতির সম্মুখীন এলাকায় পাঠানো এবং সদরদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ডিএমসিকে এ সম্পর্কে জানানো।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে সকল কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করা এবং অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করা।

খ) ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা ও সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য প্রাক্কলন ব্যয় নির্ধারণ এবং এ জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করা।

গ) বিপন্ন মানুষকে উদ্ধারের কাজে সহায়তা করা।
ঘ) প্রয়োজনে মজুদ/সম্পদ স্থানান্তরে যোগ দেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি সম্পদের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ কাজ যত দ্রুত সম্ভব শুরু করা।
খ) অবিলম্বে সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ কাজের ব্যবস্থা করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি সম্পত্তির দীর্ঘমেয়াদি পরিপ্রেক্ষিত (perspective) তৈরি করা।
গ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে স্থানীয় প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করা।
ঘ) ভবিষ্যতে অনুরূপ দুর্যোগে সরকারি সম্পত্তি রক্ষার বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়ন করা, কর্মপরিকল্পনা ও প্রাক্কলন ব্যয় নির্ধারণ করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা।
ঙ) প্রয়োজনে, পুনর্নির্মাণ কাজে কারিগরি সহায়তা দেয়া এবং তত্ত্বাবধান করা।

৪.২.১৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ঝুঁকিহ্রাস

ক) সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা ও দিকনির্দেশনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিবেচ্যসমূহ সন্নিবেশিত করতে নির্দেশনা জারি করা।
খ) সকল সরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও একাডেমিগুলোতে সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডিউল অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা জারি করা এবং এসওডি অনুযায়ী বিভিন্ন পাবলিক সার্ভিস ক্যাডারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স সংযোজন করা।
গ) মন্ত্রণালয়ের ভিতরে ও বাইরে ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
ঘ) মন্ত্রণালয়ের জন্য ঝুঁকি প্রশমন/প্রস্তুতিমূলক কৌশল/পরিকল্পনা তৈরি করা।
ঙ) খাতওয়ারি জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
চ) মন্ত্রণালয়ের আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগগ্রস্ত এলাকায় দ্রুত মোতায়েনের লক্ষ্যে ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম প্রশিক্ষিত জনবলের একটি পুল তৈরি করা।
খ) প্রত্যন্ত দুর্গত এলাকায় কাজ করার জন্য দক্ষ ও যোগ্য কর্মীদের উৎসাহিত করা এবং তাদের ধরে রাখতে প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) জরুরি ভিত্তিতে দুর্যোগাক্রান্ত এলাকায় কাজ করার জন্য যোগ্য ও দক্ষ জনবল মোতায়েন করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম চালাতে সংশ্লিষ্ট কাজে অতি দক্ষতা সম্পন্ন লোকজন মোতায়েন করা।

৪.২.১৫ অর্থ মন্ত্রণালয়

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবেন। তিনি সরকারের সমগ্র দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস উদ্যোগ ও পদক্ষেপ সম্পর্কিত সকল কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয়াদি সংগ্রহ নিশ্চিত করবেন।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে লিয়াজোঁ কর্মকর্তা হিসেবে মনোনীত করা।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি বিভাগে একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

ঘ) এনডিএমসির নির্দেশনা অনুসারে তহবিল গঠনের নীতিমালা তৈরি করা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস তহবিল গঠন করা।

ঙ) জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও নীতিমালার আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও অনুশীলনকে মূলধারায় আনা।

চ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও কর্তৃপক্ষের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের অনুমোদন নিশ্চিত করা।

ছ) আর্থিক সহায়তা সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিহ্রাস উদ্যোগ সম্পর্কে তাদের পরিকল্পিত কার্যক্রমে সহায়তা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, কমিটি ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

জ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/কমিটি/সংস্থার পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা এবং যোগাযোগ রক্ষা করে ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত উদ্যোগ গ্রহণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

ঝ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিটি দুর্যোগ অভিঘাত (Disaster Impact) ঝুঁকি মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয়াদির অনুমোদন নিশ্চিত করা।

ঞ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ট) আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পদ আহরণের (মবিলাইজ) লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সমন্বয়ের জন্য পদ্ধতি প্রণয়ন, অনুমোদন ও চালু করা।

ঠ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিষদ (NDMC), আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (IMDMCC) ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির (NDMAC) সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ড) অর্থমন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে আর্থিক চাহিদা প্রাপ্তির মাপকাঠির (criteria) জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশাবলি জারি করা।

ঢ) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার (অর্থ বিভাগ) দায়িত্বে সকল হিসেব নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) জরুরি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের প্রয়োজনে বাজেট সংস্থান/তহবিল ব্যবস্থা করা ও নিশ্চিত করা।

খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতি কার্যক্রম যেমন: প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন/জ্ঞান অনুশীলন, মহড়া ইত্যাদির জন্য আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এনডিএমসি এর সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় স্থাপন করা।

ঘ) মন্ত্রণালয়ের আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ত্রাণ সহায়তা ও দ্রুত উদ্ধার অভিযান কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার ত্বরিত বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে ত্রাণসামগ্রীর প্রকৃতি ও পরিমাণ সহ ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান তৈরি করা।

গ) শুল্ক বিভাগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ত্রাণসামগ্রীর ছাড় করা এবং বিদেশি সরঞ্জাম ও ত্রাণসামগ্রীর সময়োচিত খালাসের ব্যবস্থা করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) পুনর্বাসন ও সম্ভাব্য পুনর্নির্মাণ কার্যক্রমের চাহিদা মেটাতে আর্থিক সহায়তার দ্রুত বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

খ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় সরকারি অবকাঠামো, স্থাপনা ও কাঠামোর সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে তহবিলের ব্যবস্থা করতে সঠিক নীতি ও প্রক্রিয়া মেনে চলা হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণ করা।

গ) বৈদেশিক সরকার/সংস্থার আইন অনুযায়ী সহায়তার ক্ষেত্রে ইআরডি/কৃষি মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়'কে সমর্থন দেয়া।

ঘ) যে কোনো পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম অথবা অর্থায়নের প্রস্তাবে আপদ পরবর্তী ঝুঁকির প্রভাব মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।

৪.২.১৫.১ অর্থ বিভাগ

সাধারণ দায়িত্ব পালন ছাড়াও অর্থ বিভাগ নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের স্ব স্ব ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

গ) অর্থমন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক চাহিদা প্রাপ্তির মাপকাঠি সম্পর্কে (criteria) সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া।

ঘ) আর্থিক পরিকল্পনা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সমন্বয়ের জন্য পদ্ধতিসমূহ অনুমোদন ও প্রবর্তনে অর্থ মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) জরুরি ব্যবস্থাপনার জন্য রাজস্ব বাজেটে সংস্থান রাখা।

খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিষদের (NDMC) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ত্রাণকার্যের খরচ মিটানোর জন্য দ্রুত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

খ) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে উপদেশ ও সহযোগিতা দিয়ে দায়িত্বে সকল হিসেব নিয়ন্ত্রণ করা।

গ) ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য প্রয়োজন হবে এমন অবকাঠামো, জনসেবামূলক সুবিধাদি এবং দালানকোঠা পুনর্নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করার জন্য প্রস্তুত থাকা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) সরকারের বৃহত্তর (ম্যাক্রো) পর্যায়ে লোকসান, ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ কার্যক্রমে যোগ দেয়া এবং সব মন্ত্রণালয়ের পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য সমন্বিত বাজেট তৈরি করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো।

৪.২.১৫.২ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সাধারণ দায়িত্ব পালন ছাড়াও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নিচে বর্ণিত দায়িত্ব পালন করবে :

ঝুঁকিহ্রাস

ক) বিভাগের একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাসে অবদান রাখতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা।

গ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য বৈদেশিক তহবিল সংগ্রহ করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বভাবিক সময়

ক) দুর্যোগকালে দ্রুত বিদেশি সহায়তা লাভে বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় অংশীদারদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সংক্রান্ত প্রকল্পের (ক্লাইমেট চেঞ্জ ইমপ্যাক্ট ফান্ড প্রজেক্ট) জন্য তহবিল গ্রহণে পদক্ষেপ নেয়া।

খ) জরুরি পরিস্থিতিতে বিদেশি সংস্থাগুলোর অতীতে দেয়া সহায়তার উপর ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা।

গ) জরুরি দুর্যোগ পরিস্থিতিতে বিদেশি সহায়তার ক্ষেত্রে নীতি/নির্দেশনা তৈরি করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং এমডিএমআর-এর সহযোগিতায় দুর্যোগ পরিস্থিতি ওক্ষয়ক্ষতির রিসংখ্যানের প্রতি নজর রাখা।

খ) ত্রাণসামগ্রীর পরিমাণ ও ধরন এর ওপর সকল তথ্য প্রস্তুত রাখা। প্রয়োজনে, অনুসন্ধান ও উদ্ধারের জন্য আর্ন্তজাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তার জন্য অনুরোধপত্র তৈরি রাখা। তথ্যসমূহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংকলিত তথ্যের অনুরূপ হতে হবে।

পুনর্বাসন পর্যায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের (MODMR) এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাহিদা ও অনুরোধ অনুযায়ী বিদেশি সাহায্য সহযোগিতার জন্য চেষ্টা করা।

৪.২.১৫.৩ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)

সাধারণ কার্যক্রমের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) ঝুঁকিহ্রাসে কর মওকুফ অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে খাতগুলোর সহযোগিতা করতে নীতিগত কাঠামো (পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক) তৈরি করা।

খ) ত্রাণ সামগ্রীর জন্য শুল্ক বিভাগের দ্রুত ছাড়পত্র পেতে নির্দেশনা তৈরি করা।

গ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির শুল্ক নির্ধারণে নির্দেশনা তৈরি করা।

ঘ) এনবিআর (NBR) কর্মকর্তাদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা।

সাড়া প্রদান ব্যবস্থা

স্বাভাবিক সময়

ক) বিভাগের একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করা।

খ) ত্রাণ সামগ্রী দ্রুত খালাসের জন্য শুল্ক বিভাগকে নির্দেশ দেয়া।

দুর্যোগ ও পুনর্বাসন পর্যায়

ক) সরকারি নির্দেশানুসারে নৌ ও বিমান বন্দরের মাধ্যমে আগত সকল মানবিক ত্রাণ সামগ্রীর দ্রুত খালাস ও কর মওকুফ নিশ্চিত করা।

৪.২.১৬ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ঝুঁকি.হ্রাস

ক) এনডিএমসি, এমওডিএমআর এবং আইএমডিএমসিসির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কমিশনের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) এনডিএমসি ও আইএমডিসিসির সভাগুলোয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ) দুর্যোগ ঝুঁকি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও অবহিতকরণ প্রক্রিয়ায় পূর্ববতী প্রকল্পগুলো থেকে অর্জিত শিক্ষা একীভূত করতে নির্দেশনা জারি করা।

ঘ) সামগ্রিক সরকারি কৌশলগুলোয় ঝুঁকিহ্রাস এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা দিতে কারিগরি ও বাজেট বরাদ্দের বিধান নিশ্চিত করা।

ঙ) প্রচলিত আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রশমন প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া। উপকূলীয় দ্বীপগুলোতে বেড়িবাঁধ, বনায়ন ও জেটি, উপকূলীয় সড়ক, টেলিযোগাযোগ এবং আশ্রয়স্থানগুলো প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে, তবে এগুলোর কোনো সীমা থাকবে না।

জরুরি সাড়াপ্রদান

সাধারণ সময়

ক) মন্ত্রাণালয়ের মধ্যে জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

খ) প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের প্রস্তুতি ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা সহায়তার লক্ষ্যে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোয় ত্রাণের চাহিদা পূরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তহবিল বরাদ্দ করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নিমাণে তহবিল বরাদ্দ করা।

খ) দুর্যোগ পরবর্তী আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশলগুলো মেরামত ও পুনর্বাসন তহবিল প্রস্তাবনায় নিশ্চিত করা।

৪.২.১৬.১ পরিকল্পনা কমিশন

দুর্যোগ কমানো ও পুনর্বাসন প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তহবিল বরাদ্দে পরিকল্পনা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দুর্যোগ কমানো ও পুনর্বাসন প্রকল্পগুলো অর্থ বিনিয়োগে প্রকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি সক্রিয়ভাবে পালন করা উচিত। উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলো প্রণয়নকালে বিষয়টি মনে রাখা উচিত।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) কর্মসূচি নির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করা :

১) উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রস্তাবনা প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিবেচনাসমূহ একীভূতকরণ নিশ্চিত করা।

২) সকল বিনিয়গকৃত প্রকল্প ও কর্মসূচি নতুন কোনো ঝুঁকি ও ক্ষতির কারণ ঘটাবে তা নিশ্চিত করা।

৩) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের মূলধারা ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিশ্চিত করা।

খ) আপদকালিন নতুন ঝুঁকি ও ক্ষতির কারণ হবে না এমন প্রকল্পগুলোর জন্য অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্দ করা।

গ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে সরকারি কার্যবিধি মেনে নিয়ে (compliance) নিশ্চিত করতে জোরালো পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগ কমানো যায় প্রকল্পগুলো যথা বেড়িবাঁধ, বনায়ন, উপকূলীয় দ্বীপগুলোতে জেটি, উপকূলীয় এলাকায় রাস্তা (অপসারণ ও ত্রাণ কাজের জন্য প্রয়োজন), টেলিযোগাযোগ, কিলা এবং আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদিতে যথাযথ অগ্রাধিকার দেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনা করত ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোগুলোর পুনর্নির্মাণ, মেরামতের জন্য সম্পদ বরাদ্দ করা।

৪.২.১৭ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA)

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) আইএমডিএমসিসি ও এমডিএমআর এবং অন্যান্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

গ) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে উপজেলা ও ইউপি পর্যায়ের কর্মীদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচির ব্যবস্থা করা যেখানে নারী ও শিশু সুরক্ষা অধিকারের ওপর আলোকপাত করা হবে এবং সমাজকল্যাণ, স্থানীয় সরকার ও পলী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মী/কর্মকর্তাদের এই কর্মসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

ঘ) খাতওয়ারি ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

ঙ) এমওয়াইডবিউসিএ'র সকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনায় ঝুঁকি প্রশমন ও ঝুঁকিহ্রাস উপাদানসমূহ একীভূত করা।

চ) চেকলিস্ট/নির্দেশনা তৈরি করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও পরিকল্পনায় সমাজের কিশোর-কিশোরীসহ নারী ও শিশুর ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা বিধান নিশ্চিত করা।

ছ) দুর্যোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নারী ও শিশু সম্পর্কিত ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণসহ পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় ত্রাণসামগ্রী সংরক্ষণ (prepositioning) এবং শিশু ও কিশোরদের নিরাপত্তা দেয়া এবং মনো-সামাজিক সহায়ক সামগ্রী (kit) অন্তর্ভুক্ত করা।

জ) নারী ও শিশুর ক্ষেত্রে দুর্যোগের ক্ষতি তাৎক্ষণিকভাবে প্রশমনে ঝুঁকিহ্রাস ও স্বল্প মেয়াদি সাড়া কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দের বিধান নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

সাধারণ সময়

ক) নবনির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক সুবিধা নিশ্চিত করা।

খ) মন্ত্রণালয়ের সকল সচেতনতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে দুর্যোগ প্রস্তুতি উপাদানসমূহ একত্রিত করা।

গ) প্রস্তাবিত সব আয় বৃদ্ধিমূলক স্কিম পরিকল্পনায় ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতির বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।

ঘ) জরুরি খাতওয়ারি সম্প্রদায়-ভিত্তিক (Community-based) সাড়াপ্রদান সেবা ও ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঙ) মন্ত্রণালয়ের আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

হুঁশিয়ারি/সতর্কীকরণ পর্যায়

ক) নারী, শিশু ও বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীরা যাতে সময়মত হুঁশিয়ারিবার্তা পেয়ে সঠিক সময়ে যথাসময়ে নিরাপদে সরে যেতে পারে তা নিশ্চিত করতে বিএমডি ও এমডিএমআর এর সঙ্গে কাজ করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ডিডিএম ও শিশু একাডেমীর সমন্বয়ে দুর্যোগ আক্রান্ত নারী ও শিশুর ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত নিরূপণে অর্থ বরাদ্দ ও লোকবল নিয়োজিত করা।

খ) নারী ও শিশু এবং অন্য দুর্গতদের চাহিদার সমন্বয় করা এবং সাড়া প্রদান ও সেবা কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।

গ) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষার মূল উদ্বেগজনক বিষয়, চাহিদার পার্থক্য ও দেয় সহায়তার তথ্য বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঘ) বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থায় নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং দুর্গতদের অধিকার আদায়ে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম ও প্রতিবেদন পাঠানো।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের পুনর্বাসন পরিকল্পনায় নারী, শিশু ও বয়স্কদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার বিবেচনা নিশ্চিত করা।

৪.২.১৭.১ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

স্বাভাবিক কার্যক্রম ছাড়াও এ অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করবে:

ক) বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অধিদপ্তর থেকে প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

খ) প্রস্তুতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ) লিঙ্গ বৈষম্য চিহ্নিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা এবং সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ঘ) দুর্যোগের শিকার নারী ও শিশুদের জীবিকায়নে সহায়তা করা।

৪.২.১৮ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঝুঁকিহ্রাস

ক) দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে লিয়াজোঁ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতে মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা।

খ) আইনগত দলিলাদির খসড়া তৈরিতে এমডিএমআর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে পরামর্শ দেয়া।

গ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এনডিএমসি (NMDC) কর্তৃক গৃহীত জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পলিসি ফ্রেমওর্য়াকে বর্ণিত নীতিমালা ও দিকনির্দেশনাবলির অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

ঘ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, এসওডি এবং অন্যান্য আইনগত দলিলপত্রের অনুমোদন/প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে সহায়তা করা।

ঙ) খাতওয়ারি ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং মন্ত্রণালয়ের জন্য খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

ঢ) ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংস্থান নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগকালে সৃষ্ট যে কোনো আইনগত সমস্যা সুরাহা করতে বিশেষ করে এতিম শিশুদের অভিভাবকত্ব, বিরোধপূর্ণ সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি দিকনির্দেশনামূলক কর্মপন্থা তৈরি করা।

খ) খাতওয়ারি ঝুঁকি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

গ) মন্ত্রণালয়ের জন্য ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতি কৌশল পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঘ) মন্ত্রণালয়ের জন্য খাতওয়ারি জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) আইএমডিএমসি এবং এনডিএমসির সভাসমূহে মন্ত্রণালয়ের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং আইন তৈরিতে সহায়তা করা।

খ) চলমান ঘটনাবলি সম্পর্কে সংসদকে হালনাগাদ করা এবং কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করা।

৪.২.১৯ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব তাঁর মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সাধারণ দায়িত্ব ছাড়াও নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করবেন:

ঝুঁকি.হ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজনকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) দুর্গত জনগণের জন্য ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সহযোগিতা, সুপারিশ গ্রহণ ও প্রয়োগের জন্য বাস্তবায়ন কৌশল প্রস্তুত করা।

গ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন সমাজকর্মীদের দ্রুতনির্ধারণ, সমন্বয়, বিচ্ছিন্ন, এতিম ও দুর্গত শিশুদের পরিচর্যা, সম্ভাব্য অত্যাচার, নির্যাতন, শিশুদের মনো-সামাজিক সহায়তা ও সুরক্ষাসহ শিশু সুরক্ষা বিষয়ে (thematic aresas of child portection) মৌলিক দক্ষতা ও যোগ্যতা গড়ে তোলা।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজে বাছাইকৃত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপগুলোকে দুর্যোগকালে শিশু সুরক্ষা বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া নিশ্চিত করা।

ঙ) প্রাসঙ্গিক সামগ্রী যেমন- পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, শিক্ষা ও মনো-সামাজিক সহায়তা বিষয়ক জিনিসপত্র ক্রয় করা এবং সেগুলো নিরাপদে আগেভাগে অন্যত্র কৌশলগত এলাকাসমূহে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংরক্ষণ করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

মন্ত্রণালয়ের অধীন সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর যাতে তাদের নিজস্ব দুর্যোগ পরিকল্পনা তৈরি করে তা নিশ্চিত করা:

ক) নারী ও শিশু সংবেদনশীল একটি দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা তৈরি করা যা বছরে একবার পর্যালোচনা করা হবে এবং সকল স্তরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা শেয়ার নিশ্চিত করা।

খ) মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে চিহ্নিত করা।

গ) সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করে তাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং স্বেচ্ছাসেবী দলগুলোকে প্রয়োজনীয় মজুদ এবং যন্ত্রপাতি সহ পস্তুত রাখা।

ঘ) দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মপরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট সমাজ সেবা দপ্তরের সাথে প্রতি বছর পর্যালোচনা করা এবং সকল স্তরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনার সমন্বয় করা ।

ঙ) দুর্যোগ কালে কাজ করার জন্য এলাকা ভিত্তিক সমাজ কল্যাণ কর্মীদিগকে সংগঠিত করা ।

সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ডিএমআরডিকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত রাখা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন লিঁয়াজো কর্মকর্তা মনোনীত করা।

গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে, দুর্যোগ প্রস্তুতিতে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য নিজস্ব মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সংগঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন কে সহায়তা করা এবং অপসারণ পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে শিশু, নারী, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের সচেতনতা ও অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ আক্রান্ত শিশুদের কাঠামোভিত্তিক পরিচর্যা ও মনো-সামাজিক সহায়তা সহ জনগণের পরিচর্যা এবং তাৎক্ষণিক সহায়তার ব্যবস্থা করা, যেখানে প্রয়োজন সেখানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সমাজকর্মী নিযুক্ত করা।

খ) ত্রাণ কেন্দ্র পরিচালনা এবং শিশুবান্ধব উন্মুক্ত স্থানের (সিএফএস) ব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, এনজিও ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপের সমন্বয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।

গ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার এতিমখানাসমূহে সহায়তা করা, চিকিৎসা ও অন্যান্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করে তাদের তত্ত্বাবধান করা এবং কমিউনিটিতে বা বিকল্প পরিচর্যা ব্যবস্থায় শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ নির্ধারণপূর্বক সুরক্ষা ও সমন্বয় নিশ্চিত করা।

ঘ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঅধিদপ্তর এবং এমডিএমআরতে অবস্থিত জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

ঙ) উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা ও ক্ষতি বিবেচনায় রেখে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জরিপ চালাতে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সমবেত করা।

চ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে প্রয়োজন মত সমাজকর্মী নিয়োজিত করা এবং শিশুদের সুরক্ষায় শিশুবান্ধব স্থান ও রেফারেল সার্ভিসের সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ করতে তাদের নিয়োজিত করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বসান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং জীবিকার সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মৌলিক সেবা লাভে ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

খ) পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন বিষয়ে দক্ষতা ও শিশু ও লিঙ্গ সংবেদনশীল উপায়ে মোকাবেলা করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও এনজিও সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

গ) দুর্গত জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা, পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রিকরণে পরিবার ও কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ ও জোরদার করা এবং যতদূর সম্ভব এতিম ও বিচ্ছিন্ন শিশুরা যেন তাদের পরিবার সদস্যদের/দেখভালকারীদের সঙ্গে থাকে এবং যত্নআত্তি পায় তা নিশ্চিত করা। সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে সর্বশেষ আশ্রয় হিসেবে কোনো প্রতিষ্ঠান/ এতিমখানার সুবিধা ব্যবহার করা।

ঘ) দুর্গত জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার ওপর পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন এবং পরবর্তীতে দেখাশোনা করার ক্ষেত্রে স্থানীয়/কমিউনিটি ভিত্তিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। শিশুকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঙ) প্রতিবন্ধী, বিধবা ও শিশুর আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা।

চ) সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি ও অন্যান্য সংস্থার দেয়া কারিগরি সহায়তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

৪.২.১৯.১ সমাজসেবা অধিদপ্তর

স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি এ অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পাদন করবে:

ক) বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অধিদপ্তরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

খ) প্রস্তুতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ও অন্য সুবিধাবঞ্চিতদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ) প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ ও সতর্ক অপসারণ, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

ঘ) প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপের সদস্যদের নিরাপদ ও সতর্ক অপসারণ, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে নির্দেশনা জারি করা।

ঙ) বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগ আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপের সদস্যদের জীবিকা (অর্থোপার্জনের উপায়) সহায়তা দেয়া।

চ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদান কর্মকাণ্ডে সমাজসেবা অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত সকল এনজিওর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য ডিএমবিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

৪.২.২০ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয়ের স্বাভাবিক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন ছাড়াও দুর্যোগের সময়ে এ মন্ত্রণালয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে, এ মন্ত্রণালয়েরর প্রধান কাজ হবে স্বল্প সময়ের নোটিশে সমদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডবিউটিএ, বিআইডবিউটিসি এবং দুর্যোগাক্রান্ত এলাকার ব্যক্তি মালিকানাধীন জলযানসমূহকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার চাহিদা মোতাবেক একত্রিত করে কাজে নিয়োজিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

ঝুঁকি-হ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

গ) গৃহীত ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করাসহ এ নৌপথের নাব্যতা (খনন, চ্যানেল পরিষ্কার) ঠিক রাখা (ম্যানেজিং), জেটি নির্মাণ, সাড়াপ্রদান এবং ত্রাণ পরিকল্পনা করা (উপযুক্ত জাহাজ চলাচলের তালিকা সংরক্ষণ)।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংস্থান নিশ্চিত করা।

ঙ) মন্ত্রণালয়ের খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ নিশ্চিত করা।

চ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) মন্ত্রণালয়ে একজন লিয়াঁজো কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করা।

খ) বিআইডবিউটিএ, বিআইবিউটিসি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন জাহাজ/জলযানসমূহের তালিকা সংরক্ষণ করা। এ তালিকায় জলযানসমূহের মালিকদের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকবে যাতে স্বল্প সময়ের নোটিশে সেগুলো অধিগ্রহণ করা যায়। এ জাহাজ এবং জলযানসমূহ মূলত নিম্নবর্ণিত কাজে ব্যবহৃত হবে:

১) দুর্যোগের পূর্বে জনসাধারণের অপসারণ।

২) জলবন্দি ও দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণ এবং প্রাণিসম্পদ অপসারণ।

৩) খাদ্যগুদাম থেকে খাদ্যশস্য আনা নেয়া।

৪) ত্রাণসামগ্রী, চিকিৎসা সরবরাহ এবং ত্রাণকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদিগকে পরিবহন।

৫) যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখা এবং যেখানে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেখানে পুনর্স্থাপন করা।

গ) সকল দ্বীপে জেটি তৈরি করা এবং জলপ্রণালী অক্ষুন্ন রাখা, যাতে উদ্ধার এবং ত্রাণ কাজে নিয়োজিত জাহাজগুলো দ্বীপগুলোতে পোঁছাতে পারে।

ঘ) নিয়মিতভাবে নদীপথ ড্রেজিং করা এবং নৌ-চলাচল পথের বাধাসমূহ অপসারণ করা যাতে অপসারণ, উদ্ধার এবং ত্রাণ কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে জাহাজ/জলযানসমূহ অবাধে চলাচল করতে পারে।

হুঁশিয়ারি ও সতর্কীকরণ পর্যায়

ক) সতর্কবাণী পাবার পর নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন এবং সেখানে কর্মী নিয়োগ।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন লিয়াঁজো কর্মকর্তা মনোনীত করা।

গ) বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি এবং সকল বন্দরসমূহের সাথে যোগাযোগ করা।

ঘ) পূর্বাভাস অনুযায়ী সতর্ক সংকেত পাবার পর যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায় সেগুলোর নিকটতম এলাকাসমূহে অবিলম্বে ঘাঁটি নির্বাচন করা এবং ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এরূপ এলাকা থেকে জাহাজ সরিয়ে ফেলে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা।

ঙ) প্রয়োজনে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বেসরকারি জলযান অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

চ) প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে সকল স্টেশন ও অধীনস্থ অফিসসমূহকে সতর্ক করে দেয়া।

ছ) সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে জনসাধারণ প্রাণিসম্পদকে নিরাপদ আশ্রয়ে অপসারণে সহায়তা করা ।

জ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করা এবং অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করা ।

ঝ) বন্দরে দ্রুতগামী জলযানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম ইত্যাদিসহ জরুরি মেরামত দল প্রস্তুত রাখা।

ঞ) জলযানসমূহের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা ।

ট) দক্ষতার সাথে ফেরি সার্ভিসসমূহ চালনার নিশ্চয়তা প্রদান করা ।

ঠ) ত্রাণ ও জরুরি খাদ্যসামগ্রী বহন করার জন্য কোস্টারের বন্দোবস্ত সহজলভ্য করা।

ড) ত্রাণ এবং খাদ্যসামগ্রী বহনকারী জাহাজকে বন্দরের জেটিতে আগমন এবং মালখালাসের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা ।

ঢ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের দ্রুত মেরামত এবং পিওএল এর নির্বিঘ্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা ।

ণ) নিজস্ব স্থাপনা, মজুদ, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং বহনযোগ্য মজুদ, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা ।

ত) নিজস্ব সূত্র থেকে প্রাপ্ত ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতিসহ সকল কার্যক্রম সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে দৈনিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

থ) প্রয়োজনবোধে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের বাইরে পূর্বে নির্ধারিত ঘাঁটিসমূহে জাহাজ /জলযানসমূহ রাখা এবং প্রয়োজনে সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তর করা । এ বিষয়ে, আগে থেকে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকালীন দিনরাত সার্বক্ষণিকভাবে এবং সপ্তাহের সাত দিনই নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা ।

খ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জাহাজের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সরকারি এজেন্সির প্রয়োজনে সেগুলোকে কাজে নিয়োজিত করা।

গ) প্রয়োজনে অন্যান্য এলাকা হতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জাহাজসমূহ প্রেরণ করা।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে নিজস্ব স্থাপনা, মজুদ ও যন্ত্রপাতিসমূহ উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

ঙ) বিদেশি রাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত/দান হিসাবে প্রাপ্ত ত্রাণসামগ্রী বা খাদ্যসামগ্রী দ্রুত খালাস করবার জন্য সংশিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা ।

চ) নিজস্ব সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করা এবং তা পুনঃস্থাপন/মেরামতের ব্যবস্থা করা।

ছ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের দ্রুত মেরামত এবং পিওএল এর নির্বিঘ্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা ।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নৌ যোগোযোগ পুনঃস্থাপন করা ।

খ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনায় সকল প্রয়াস অব্যাহত রাখা।

গ) বিদেশি রাষ্ট্রসমূহ থেকে আমদানিকৃত বা দান হিসাবে প্রাপ্ত ত্রাণসামগ্রী বা খাদ্যসামগ্রী বহন করিবার জন্য বিআইডবিউটিসি'র মালিকানাধীন জাহাজ এবং চার্টারিং কমিটি কর্তৃক অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য ভাড়াকৃত জাহাজ নির্দিষ্ট করে রাখা এবং ঐগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা ।

ঘ) প্রয়োজনে, ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই এমন এলাকায় নোঙরকৃত জাহাজসমূহকে আক্রান্ত এলাকায় পাঠানোর জন্য প্রস্তুত রাখা। এ ব্যাপারে, অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করা।

৪.২.২০.১ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (BIWTC)

সাধারণ কার্যক্রমের পাশাপাশি BIWTC নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবেঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক) অপসারণ, ত্রাণ সামগ্রী পরিবহণ এবং ত্রাণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য সকল নৌযান সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

খ) নৌযান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে বাজেটের সংস্থান নিশ্চিত করা।

গ) ঝুঁকি নিরূপণ করা, অরক্ষিত (ভালনারেবল) জেটি, জাহাজ ও ফেরি চিহ্নিত করা।

ঘ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি প্রশমন এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের জন্য বাজেটের সংস্থান রাখা

ঙ) যে কোনো দুর্যোগ ঝুঁকি থেকে কীভাবে সম্পদ ও অবকাঠামো রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয় ও এর সংস্থার কর্মীদের শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) কর্পোরেশনে একজন যোগাযোগ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগের পূর্বে জনসাধারণকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক জলযান অধিগ্রহণের জন্য সকল প্রকার সুবিধাদি প্রদান করা।

গ) পানিবন্দি ও দুর্গত মানুষ এবং প্রাণিসম্পদ অপসারণে জলযান অধিগ্রহণ করা।

ঘ) নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণের জন্য জলযান প্রদান করা।

১) খাদ্যশস্য খাদ্যগুদামে আনা এবং গুদাম থেকে বাইরে নেয়া।

২) ত্রাণ সামগ্রী, চিকিৎসা সামগ্রী এবং ত্রাণ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে আনা-নেয়া।

৩) যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং কোথাও তা বিচ্ছিন্ন হলে সেখানে পুনঃস্থাপন করা।

ঙ) ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় ত্রাণ সামগ্রী দ্রুত প্রেরণের জন্য প্রয়োজনে ফেরি সার্ভিস প্রদান করা।

চ) ব্যক্তি মালিকানাধীন জলযানসমূহ অধিগ্রহণে সাহায্য করা ।

সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

- ক) বিআইডব্লিউটিসি সদর দপ্তরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন এবং নিজস্ব যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যেমে মাঠ পর্যায়ের দপ্তর/কর্মকর্তা/কমিটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- খ) নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনীত করা।
- গ) ঘুর্ণিঝড় হুঁশিয়ারি পাবার অব্যবহিত পরেই, দুর্যোগের সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকার নিকটতম এমন এলাকায় বন্দর নির্বাচন করা যা পূর্বাভাস অনুযায়ী নিরাপদ ও সুগম এবং সম্ভাব্য দুর্যোগাক্রান্ত এলাকার জলযানগুলোকে সেখানে জড়ো করা।
- ঘ) সকল বন্দরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সকল স্টেশন ও অধীনস্থ অফিসকে সতর্ক করা। নিজস্ব স্থাপনা, মজুদ যন্ত্রপাতি ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনবোধে অনুরূপ বহনযোগ্য মজুদ, স্থাপনা ও সরঞ্জাম নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা ।
- ঙ) সকল বন্দরে এবং দ্রুত চলনক্ষম জলযানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদিসহ জরুরি মেরামতকারী দল প্রস্তুত রাখা।
- চ) নিকটতম নিরাপদ আশ্রয় এলাকাসমূহে জনসাধারণকে নিরাপদ স্থানে সরানোর জন্য জাহাজ অপেক্ষমান রাখা।
- ছ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করা এবং সরকারের প্রয়োজন হলে অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে সহায়তা করা ।
- জ) জলযান এবং ফেরি সার্ভিসের নিরাপদ পরিচালনা বজায় রাখা।
- ঝ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিআইডব্লিউটিসি কোস্টারকে ত্রাণ সামগ্রী এবং জরুরি খাদ্যসামগ্রী বহনের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা।
- ঞ) নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুলিপি প্রদানপূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে নিজস্ব সূত্র হতে প্রাপ্ত ঘুর্ণিঝড় পরিস্থিতি ও সকল কার্যক্রম সম্পর্কে দৈনিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা।
- ট) ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই এমন এলাকার অন্যান্য পূর্ব নির্ধারিত ঘাঁটিতে জাহাজ/নৌ যানসমূহ অপেক্ষমান রাখা, এবং প্রয়োজন হলে অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে আগে থেকে সমন্বয় সাধনপূর্বক ঐগুলো সুবিধাজনক স্থানে নিয়ে যাওয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

- ক) দিন-রাত সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা।
- খ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জাহাজসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ঐগুলোকে স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার চাহিদা মোতাবেক কাজে নিয়োজিত করা।
- গ) প্রয়োজনবোধে অন্যান্য ঘাঁটি থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জাহাজ প্রেরণ করা।
- ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ থেকে নিজস্ব স্থাপনা, মজুদ ও সরঞ্জামাদি উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজসমূহের দ্রুত মেরামত এবং পিওএল এর নির্বিঘ্নে সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

- ক) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে সর্বপ্রকার সহায়তা করা।
- খ) বিআইডব্লিউটিসি-র জাহাজ এবং এর ভাড়া করা জাহাজসমূহকে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রানসামগ্রী এবং খাদ্যসামগ্রী বহনের নির্দেশ প্রদান করা।
- গ) দুর্যোগের ফলে বিআইডব্লিউটিসি-র স্থাপনাসমূহ, যন্ত্রপাতি এবং জাহাজসমূহের সাধিত ক্ষতি নিরূপণ এবং ক্ষতি মেরামত ও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.২.২০.২ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA)

স্বাভাবিক কার্যক্রম পালন ছাড়াও বিআইডবিউটিএ নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করা এবং উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য প্রকল্প তৈরিতে সহায়তা দেয়া।

গ) নিজস্ব জাহাজ, বন্দর সুবিধাদি, সংকেত (সিগন্যাল), নৌপথ (ওয়াটার মার্কস) নির্দেশক, লাইট হাউজ ও বয়াসমূহ রক্ষায় নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) নৌপথ নির্দেশক, সিগন্যাল, লাইটহাউজ ও বয়ার ব্যবস্থা রাখা। নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপকূল বরাবর খনন কাজ পরিচালনা করা এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা।

খ) উদ্ধারকারী নৌবহর শক্তিশালী করা এবং যথোপযুক্ত উপকরণসহ নিরাপদ বন্দরে প্রস্তুত রাখা।

সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সংস্থার দপ্তরে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা ও কর্মী নিয়োগ করা ।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বিআইডব্লিউটি সি'র সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা চিহ্নিত করা।

গ) বিএমডি, ডিডিএম ও এফএফডব্লিউসিকে প্রাপ্ত জোয়ার পর্যবেক্ষণ তথ্য সম্পর্কে অবহিত করা।

ঘ) অধীনস্থ অফিস এবং স্থাপনাসমূহের সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সতর্ক করা।

ঙ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ উদ্ধারকারী দলের ব্যবস্থা করা এবং তাদের প্রস্তুত রাখা।

চ) নিজস্ব স্থাপনা, মজুদ, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহন করা এবং প্রয়োজনবোধে বহনযোগ্য মজুদ, স্থাপনা ও সরঞ্জাম নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা।

ছ) নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুলিপি প্রদানপূর্বক নিয়মিতভাবে আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে ক্ষয়ক্ষতি এবং পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠানো।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দিন-রাত সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা।

খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কাজের সমন্বয় করা এবং জরুরিভিত্তিতে অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে জাহাজ এবং নৌ যানসমূহের জন্য জলপথে চলাচলে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।

গ) উপযুক্ত সরঞ্জামে সজ্জিত উদ্ধারকারী নৌবহরের ব্যবস্থা করা এবং ঐগুলোকে দুর্যোগাক্রান্ত এলাকাগুলোয় নিকটতম নিরাপদ ঘাঁটিগুলোতে অপেক্ষমান রাখা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) নিজস্ব জেটি, ঘাঁটি, স্থাপনা ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করা এবং ঐগুলো প্রতিস্থাপন/মেরামতের ব্যবস্থা নেয়।

খ) নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুলিপি প্রদানপূর্বক নিয়মিতভাবে আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ক্ষয়ক্ষতি এবং পুনর্বাসন/ পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠানো।

গ) পথ নির্দেশক বয়া ও বাতিঘরের জরুরি/দীর্ঘমেয়াদি মেরামত/প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা তৈরি করা এবং এই ধরনের প্রয়োজন মিটাবার জন্য অর্থের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা ।

ঘ) ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ত্রাণ সামগ্রী দ্রুত পরিবহনের সুবিধার্থে জরুরি ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন উপকূল রেখা নির্দেশক চিহ্ন পুনঃস্থাপন করা।

ঙ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সমাপনের পর জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠানো।

৪.২.২০.৩ নৌপরিবহন অধিদপ্তর

স্বাভাবিক কার্যক্রমের অতিরিক্ত এ অধিদপ্তর নিচে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দুর্যোগ সংক্রান্ত ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য বিভাগের একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করা।

গ) সমুদ্রের আন্তসীমায় বিপজ্জনক দ্রব্যাদি পরিবহন পর্যবেক্ষণ করা।

ঘ) সমুদ্রের পানি দূষণমুক্ত রাখা নিশ্চিত করতে ঝুঁকিপূর্ণ, বিষাক্ত জৈব পদার্থ, তেল নিঃসরণ, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের ব্যাপারে পূর্বসতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়া।

ঙ) সমুদ্রপথের আপদগুলোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য সমুদ্র বিষয়ক আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

চ) বড় মাত্রার দুর্যোগের ক্ষেত্রে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

৪.২.২০.৪ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্বাভাবিক কার্যক্রমের অতিরিক্ত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দুর্যোগ সংক্রান্ত ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করার একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

খ) আকস্মিক দুর্যোগকালে জাহাজ ভেড়ানো ও মালামাল ওঠানামানোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

গ) বন্দরের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঘ) দুর্যোগের পরপরই দুর্যোগ সাড়াপ্রদান কর্মকাণ্ডে সহায়তা দিতে বন্দর (পণ্য ওঠানামা ব্যবস্থা, ওয়্যারহাউজ) প্রস্তুত থাকা নিশ্চিত করা।

ঙ) দুর্যোগকালে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ত্রাণ সামগ্রী দ্রুত সরবরাহে সহায়তা দেয়া।

চ) আগাম সতর্কতা ও হুঁশিয়ারি সংকেত পাওয়ার পর জাহাজ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করা।

৪.২.২০.৫ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্বাভাবিক কার্যক্রমের অতিরিক্ত মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নিচে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) দুর্যোগ সংক্রান্ত ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য কর্তৃপক্ষের একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা ।

খ) আকস্মিক দুর্যোগকালে জাহাজ (cargo) ভিড়ানো (berthing) ও মালামালের ওঠানামার সুবিধার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

গ) বন্দরের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঘ) দুর্যোগের পরপরই দুর্যোগ সাড়াপ্রদান কর্মকাণ্ডে সহায়তা দিতে বন্দর (পণ্য ওঠানামা ব্যবস্থা, ওয়্যারহাউজ) প্রস্তুত থাকা নিশ্চিত করা।

ঙ) দুর্যোগকালে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ত্রাণ সামগ্রী দ্রুত সরবরাহে সহায়তা দেয়া।

চ) আগাম সতর্কতা ও হুঁশিয়ারি সংকেত পাওয়ার পর জাহাজ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করা।

৪.২.২১ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো অব্যাহত যোগাযোগ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা, বিশেষ করে দুর্যোগকবলিত এলাকার নিকটবর্তী রেলপথে খাদ্য ও ত্রাণ সামগ্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করা। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর আলোকে, মন্ত্রণালয় এবং এর বিভাগসমূহ নিচে উল্লেখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকি হ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) সকল বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা তৈরি করতে নির্দেশনা জারি করা।
গ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।
ঘ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনা তৈরি করা।
ঙ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
চ) অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।
ছ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের সব বিভাগের মধ্যে ঝুঁকিহ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপ গুলোর সমন্বয় করা।
জ) অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নীতকরণ এবং মজবুতকরণসহ ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। এর মধ্যে রয়েছে- রেলপথ ও সড়ক উঁচু করা, কালভার্ট ও সেতু মজবুত করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামোর ঝুঁকি হ্রাসে নিশ্চিত হওয়া ।
ঝ) মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি ঝুঁকি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রস্তুত করা।
ঞ) খাতওয়ারি জরুরি সাড়াপ্রদান পদ্ধতির প্রস্তুত করা।
ট) খাতওয়ারি আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকাণ্ডে সহায়তা দিতে সড়ক, রেলপথ ও অন্যান্য যোগাযোগ অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন অনুসারে ত্রাণ সামগ্রী ও ত্রাণকর্মী স্থানান্তর ও পরিবহনে অগ্রাধিকার দেয়া।

সতর্কতা ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সতর্ক সংকেতের কার্যকর প্রচার নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকায় অবাধ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, এবং তদানুযায়ী দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও মানসম্পন্ন পুনর্নির্মাণ কাজে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া।
খ) দুর্যোগ কবলিত এলাকায় অতিরিক্ত জনবল এবং সম্পদের সংস্থানের বিষয়টি সমন্বয় করা। এতে যোগাযোগ সেবা কার্যক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা।
গ) সব সেবা ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা অথবা যেখানে বাধাগ্রস্ত হয়েছে সেখানে বিকল্প সেবা, রুট ও নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা করা।
ঘ) যেখানে প্রয়োজন সেখানে সংযোগ সড়ক অথবা অস্থায়ী সেতুর মত অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা।
ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহ পর্যবেক্ষণ করা এবং নিয়মিত প্রতিবেদন দেয়া।
চ) প্রয়োজন হলে, লোকবলসহ সম্পদ পুন:বরাদ্দ করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো দ্রুত মেরামত করার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং তা পরিচালনা করা।
খ) জরুরি সাড়াপ্রদান ও উদ্ধার কার্যক্রম চলাকালে কার্যকর যোগাযোগ, তথ্য ও প্রতিবেদন দেয়া নিশ্চিত করা।
গ) সেবা ও অবকাঠামো রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেয়া।

৪.২.২১.১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

দুর্যোগকবলিত এলাকায় খাদ্য ও ত্রাণ সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন পরিবহনে যোগাযোগ বিশেষ করে নিকটবর্তী রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করার দায়িত্ব যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর আলোকে এ মন্ত্রণালয়ের যমুনা সেতু বিভাগ এবং রেলওয়ে মন্ত্রণালয় নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।
খ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনাকে চলমান রাখা।

গ) ভূমিকম্প মাপকযন্ত্র/গ্যালমিটার থেকে পাওয়া তথ্যগুলো সেতু বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ভূ-জরিপ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাথে শেয়ার করা।

ঘ) ভূমিকম্প ও ভয়াবহ দুর্যোগের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেতু বিভাগের অবকাঠামোর পরিস্থিতির ওপর হাল নাগাদ প্রতিবেদন পেশ করা এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা।

৪.২.২১.২ বাংলাদেশ রেলওয়ে

ঝুঁকিহ্রাস

ক) সংস্থার একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো।

খ) রেলওয়ের সব বিভাগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা পৌঁছে দেয়া।

গ) নতুন কোনো অবকাঠামোর নকশায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় নেয়া।

ঘ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্যোগ সাড়াপ্রদান কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য গুদামজাতকরণের সব সুবিধা ও পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঙ) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তীতে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় উদ্ধার যান ও উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

চ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা সক্রিয় রাখা।

ছ) জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভূমিকম্প মাপকযন্ত্র/ গ্যালমিটার থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংস্থাসমূহের সাথে শেয়ার করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

বিগত দুর্যোগের আলোকে বর্তমান জরুরি পরিকল্পনাকে পর্যালোচনা করা।

ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়, যমুনা সেতু বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির সমন্বয় করা।

খ) রেলপথ সমূহ লাইনগুলো মেরামত করা, রেলওয়ে বাঁধসমূহ উঁচু করা এবং রেলপথ কালভার্ট ও সেতুসমূহ মজবুত করা।

গ) জরুরি অবস্থায় রেললাইনের দুর্বল অংশে টহলদান জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট রেলকর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশনা জারি করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) রেলপথ সদর দপ্তরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা।

খ) দুর্যোগ আঘাতহানার আশঙ্কা রয়েছে এমন এলাকাসমূহের অন্তর্গত রেলপথ জেলাগুলোকে সতর্কতা নির্দেশ জারি করা।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য যোগাযোগ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

ঘ) রেলপথ যোগাযোগ নেটওয়াক্রের মাধ্যমে দুর্যোগে জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত বার্তা একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা রেলপথ কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করবে।

ঙ) দুর্যোগের ফলে বিপদের আশঙ্কা থাকলে ট্রেন চলাচলের সংশোধিত সময়সূচি প্রস্তুত রাখা।

চ) রেললাইন এবং সেতু মেরামতের নির্মাণ সামগ্রী মজুদ রাখা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) রেলপথ চ্যানেলের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/আন্তঃমন্ত্রনালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে জানানো।

খ) রেলসেতু ও রেলপথসমূহে টহলদান ও পরিদর্শন জোরদার করা।

গ) ট্রাফিক চালু রাখা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজন বিবেচনা করলেট্রাফিক যাত্রাপথ পুনঃনির্ধারণ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা ও পরামর্শ দেয়া।

ঘ) ক্ষতি অথবা ধ্বংস থেকে মজুদ সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, রোলিংষ্টক এবং রেলইঞ্জিন ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য সঠিক ব্যবস্থা নেয়া।

ঙ) বিপদগ্রস্ত লোকজন অপসারণে রেলপথ স্টেশন প্রস্তুত রাখা নিশ্চিত করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) রেলপথ সম্পদ জরিপের ব্যবস্থা করা ।

খ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষয়ক্ষতি এবং তাদের প্রয়োজন নির্ধারণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।

গ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির অবগতির জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রাণালয়ে অবস্থিত জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির তালিকা পাঠানো।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথসমূহ মেরামত করা এবং বিপর্যস্ত রেলপথ চলাচল যথাশীঘ্র সম্ভব পুনরায় চালু করা।

ঙ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সহায়তা করা।

চ) গুরুত্বপূর্ণ জংশন স্টেশন ও স্থাপনাসমূহের কোনো ক্ষতি হয়ে থাকলে তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ সন্নিবিষ্ট করা।

ছ) প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

৪.২.২১.৩ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

ত্রাণকর্মী ও ত্রাণসামগ্রীর জরুরি চলাচলের জন্য যে কোনো দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ রক্ষা করার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটা নিশ্চিত করার জন্য, দুর্যোগ স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ নিচে উলেখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) নতুন কোন অবকাঠামো নকশার সময় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় আনা।

গ) সংস্থার জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঘ) আপদকালীন পরিকল্পনা সক্রিয় রাখা।

ঙ) জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভূমিকম্প মাপকযন্ত্র/ গ্যালমিটার থেকে প্রাপ্ত তথ্য জানতে ও বুঝতে সংস্থাগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) অত্যাবশ্যকীয় সড়ক যোগাযোগ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের মধ্যে যথাযথ নীতিমালা জারি করা।

খ) সেতু, কালভার্ট, সড়ক ও বাঁধ মেরামত এবং রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের বিধান নিশ্চিত করা, যেন এগুলো প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের পরে আসা জলোচ্ছ্বাস অথবা বন্যার পানির চাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে।

গ) অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে জরুরি প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দিন-রাত সার্বক্ষণিকভাবে (২৪ ঘণ্টা) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা রাখা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

গ) নিজস্ব ব্যবস্থায় (channel) প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

ঘ) গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও সড়কসমূহে টহলদান জোরদার করা।

ঙ) সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে সড়ক মেরামত করা এবং বিকল্প পথে যানবাহন পরিচালনা করা।

চ) রাস্তা ও সেতু মেরামতের নিমিত্ত সকল সম্ভাব্য সম্পদ একত্রিত করে তা যথাশীঘ্র সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পাঠানো।

ছ) প্রয়োজনে অন্য যে কোনো কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা নেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) সড়ক ব্যবহারের অনুপযোগী হলে চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প গমন পথের সৃষ্টি করা।

খ) অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত/ধ্বংসপ্রাপ্ত সড়ক পথ ও সেতুগুলো মেরামত ও পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করা।

গ) ত্রাণকর্মী ও ত্রাণ সামগ্রী বহনকারী পরিবহনগুলোর চলাচলকে অগ্রাধিকার দেয়া।

ঘ) সড়ক, সেতু এবং কালভার্টের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ ও মূল্যায়ন করা এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রতিবেদন পেশ করা ও প্রয়োজন হলে জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য অতিরিক্ত অর্থের চাহিদা দেয়া।

ঙ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের উপকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর অব্যাহত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সাময়িক ও স্থায়ী ভিত্তিতে সড়ক যোগাযোগ বজায় রাখতে সকল প্রচেষ্টা চালানো এবং তা চালিয়ে যাওয়া।

৪.২.২১.৪ সড়ক ও জনপথ বিভাগ

সাধারণ কার্যাবলি এবং অধিদপ্তরের নিজস্ব কার্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ছাড়া, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী এবং তার অধীন কার্যালয়গুলো (বিভিন্ন পদানুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত) নিম্নবর্ণিত দায়িত্বাবলি পালন করবেন:

ঝুঁকি-হ্রাস

ক) নতুন কোনো অবকাঠামো নকশার সময় বর্তমান ও ভবিষৎ ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় নেয়া।

খ) সড়ক, বাঁধ, হালকা সেতু ও কালভার্ট মজবুত করা যাতে এগুলো ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সৃষ্ট প্রবল জোয়ার-ভাটায়/ভয়াবহ বন্যায় সবকিছু ভাসিয়ে নেয়া রোধ করতে পারে।

গ) সংস্থার জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঘ) আপদকালীন পরিকল্পনা সক্রিয় রাখা।

ঙ) বাংলাদেশ জিওলজিক্যাল সার্ভে (GSB) এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভূমিকম্প মাপকযন্ত্র/ গ্যালমিটার থেকে প্রাপ্ত তথ্য জানতে ও বুঝতে সংস্থা গুলোর সঙ্গে আলোচনা/মতবিনিময় করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ওপর নির্দেশ জারি করা এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহতভাবে রক্ষাণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করা ।

খ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বল স্থানগুলো মেরামত করা এবং সন্তোষজনক অবস্থায় রক্ষাণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

গ) অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বছরে দুইবার চলমান জরুরি পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি প্রচেষ্টাকে জোরদার করা।

ঘ) প্রয়োজন হলে সংযোগ সড়ক তৈরী, অস্থায়ী সেতু নির্মাণ এবং ফেরি সার্ভিস চালু করার নির্দেশ জারি করা।

ঙ) ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস/বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে এমন গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ, সেতু এবং সড়কপথ টহলদানের ব্যবস্থা করা।

চ) জরুরি মেরামত কার্যের জন্য সর্বপ্রকার সড়ক নির্মাণ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত রাখা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

খ) প্রয়োজন হলে যানবাহন এবং সংরক্ষণ যন্ত্রপাতি সংযোগ করা এবং তা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোয় পাঠানো।

গ) ক্ষয়ক্ষতি এবং ধ্বংসের হাত হতে অবকাঠামো, নির্মাণ সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, মজুদ ইত্যাদি রক্ষা করা।

ঘ) প্রয়োজনে যানবাহন চলাচলের জন্য বিকল্প রাস্তার পরিকল্পনা করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দিন-রাত সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু রাখা (২৪ ঘণ্টা)।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

গ) নিজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর-কে জানানো।

ঘ) গুরুত্বপূর্ণ সেতু এবং সড়কপথ সমূহে টহল জোরদার করা।

চ) সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে বিকল্প পথে যান চলাচলের ব্যবস্থা করা।

ছ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ফেরি যন্ত্রপাতির মজুদ এবং স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া।

জ) প্রয়োজন হলে অন্য যে কোন পদক্ষেপ নেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) অনতিবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত/ধ্বংসপ্রাপ্ত সড়ক এবং সেতুসমূহ মেরামত এবং পুনর্নির্মাণ করা।

খ) যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিকল্প সড়ক তৈরি করা।

গ) ত্রাণকর্মী, ত্রাণ সামগ্রী এবং অপরাপর অত্যাবশ্যকীয় মালামাল বহনকারী যানবাহন চলাচলের অগ্রাধিকার দেয়া।

ঘ) ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ ও পরিমাণ নির্ধারণ করে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রতিবেদন পাঠানোর এবং প্রয়োজন হলে জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য অতিরিক্ত অর্থের চাহিদা পাঠানো।

ঙ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের উপকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের অব্যাহত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সাময়িক ও স্থায়ী ভিত্তিতে সড়ক যোগাযোগ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সকল প্রচেষ্টা চালানো এবং তা চালিয়ে যাওয়া।

৪.২.২১.৫ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

স্বাভাবিক কার্যাবলি সম্পাদন ছাড়াও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন দুর্যোগ বিষয়ে নিচে বর্ণিত দায়িত্ব পালন করবে।

(ক) সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জনসাধারণকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনার জন্য যে সকল এলাকায় সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে সে সকল স্থানে যানবাহন প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(খ) উদ্ধার, অপসারণ, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যে স্থানীয় প্রশাসনকে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

(গ) সরকারি আদেশে ত্রাণ সামগ্রী, তৈজসপত্র এবং গৃহনির্মাণ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিবহনের জন্য ট্রাক বহর প্রদান করা।

৪.২.২২ শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্প মন্ত্রণালয় তার সাধারণ কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে।

ঝুঁকি হ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) আনুষ্ঠানিক আপদ ও ঝুঁকি বিশেষণের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় ও আঞ্চলিক (sub-national) পর্যায়ের শিল্প-কারখানার আপদের প্রভাব পরীক্ষা করা।

গ) মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও অনুশীলনকে মূলধারায় নেয়া।

ঘ) আপদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের গবেষণা কর্মসূচি প্রস্তুত করা।

ঙ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম ও কর্মসূচিসমূহ পর্যবেক্ষণ করা এবং এর অগ্রগতি সম্পর্কে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে জানানো।

চ) নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপনের সময় দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

ছ) শিল্প কলকারখানা এবং উচ্চপর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন ব্যবসায়িক নীতি ও পদ্ধতি তৈরি করা।

জ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

ঝ) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য বাজেটের বিধান নিশ্চিত করা।

ঞ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

ট) খাতওয়ারি জরুরি সাড়াপ্রদান পদ্ধতি প্রস্তুত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা মৌসুমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত শিল্প-কারখানায় দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডে সচেতনতা এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা, কারখানা/স্থাপনা পর্যায়ে জরুরি পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা, এবং অনুশীলন ও পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা পরিচালনা করা।

খ) অতি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় স্থাপিত শিল্প-কারখানাগুলো আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ গ্রহণ করেছে তা নিশ্চিত হওয়া এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কার্যকর নিরবচ্ছিন্ন ব্যবসায়িক নীতিমালা তৈরি করা।

গ) মন্ত্রণালয়ের একজন লিঁয়াজো কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

ঘ) জনশক্তি, যন্ত্রপাতি, মজুদ, স্থাপনা/কারখানা ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

ঙ) ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা প্রবণ এলাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত কাঠামো ভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহনের নিশ্চয়তা বিধান করা।

চ) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকার সকল কারখানা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবলকে ঘূর্ণিঝড়/ বন্যা দুর্যোগের ওপর বিভিন্ন পর্যায়ে কি কি প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে তার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা।

ছ) সেক্টরওয়ারি আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে তাহাদের উদ্ধার, অপসারণ ও ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমে পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেয়া।

খ) সকল কর্পোরেশন,কর্তৃপক্ষ এবং শিল্প মালিক যাদের ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা প্রবণ এলাকায় কল-কারখানা আছে দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে তারা যেন মহড়ার মাধ্যমে ঐ সব কলকারখানার রক্ষণ, নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এ মর্মে নির্দেশ দেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত, প্রতিস্থাপনের সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করা সহ দুর্যোগ পরবর্তী প্রভাব ও ক্ষতির হিসেব করা।

খ) আপদ পরবর্তী প্রভাব ও ঝুঁকি বিশেষণ সম্পাদন নিশ্চিত করা এবং শিল্প সংস্কার ও পুর্নবাসনে অর্থায়নের প্রস্তাবে ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশলগুলো অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প কারখানা মেরামত ও পুনঃস্থাপনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করা।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পসমূহকে পুনর্বাসন প্রকল্প প্রস্তাব এবং অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশন/মন্ত্রণালয়ের কাছে দাখিলের নির্দেশ দেয়া।

ঙ) দুর্যোগকবলিত শিল্প কলকারখানার দুর্যোগ পরবর্তী সংস্কার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম অনুমোদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশনে অর্থায়নের জন্য প্রস্তাব দাখিলে সহায়তা করা।

চ) প্রয়োজনীয় তহবিল ও সম্পদের ব্যবস্থা করা ও বরাদ্দ দেয়া।

৪.২.২৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা (আপদকালীন পরিকল্পনা) বাস্তবায়ন ও স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয় নিচে উলেখিত দায়িত্বসমূহ পালন করবে।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) ডিডিএম, এমওডিএমআর-এর সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্কুল-কলেজ, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, কারিগরি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল পর্যায়ের শিক্ষাপাঠক্রমে দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু অর্ন্তভুক্ত করা।

গ) বর্তমান ও ভবিষ্যত ঝুঁকিসমূহ বিশেষ করে ভূমিকম্প ঝুঁকি এড়াতে নতুন বিদ্যালয় ভবন ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নকশায় আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র ব্যবহার করা।

ঘ) দুর্যোগকালিন আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিদ্যালয় ভবনে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখার বিধান তৈরি করা।

ঙ) অতি ঝুঁকিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা প্রবণ এলাকায় কমপক্ষে দুইতলা ভবনসহ বিএনবিসি গাইডলাইন অনুসরণ করে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।

চ) ঝুঁকিহ্রাস এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

ছ) মন্ত্রণালয়ের খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ নিশ্চিত করা।

জ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

ঝ) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে কমপক্ষে দুইবার দুর্যোগ নিরাপত্তা, অপসারণ এবং প্রাথমিক চিকিৎসার মহড়া আয়োজন করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করা।

খ) আইএমডিএমসিসি ও এনডিএমসি'র সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা।

গ) সাড়াপ্রদান ও উদ্ধার কার্যক্রমে করণীয় বিষয়ক কর্মকাণ্ডের ওপর উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন এলাকার শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য সচেতনতা ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা। প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে সিপিপি'র সঙ্গে একত্রে সাড়াপ্রদান ও উদ্ধার অনুশীলন পরিচালনা করা।

ঘ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহের শিক্ষক এবং ছাত্রদের দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে কখন কি করতে হবে তার ওপর পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া এবং প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তাদের সংগঠিত করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ের মাধ্যমে বিপদকালে উদ্ধার, অপসারণ ও ত্রাণ প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করা।

ঙ) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকার যতদূর সম্ভব সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দোতলা ভবন হিসেবে নির্মাণ নিশ্চিত করা।

চ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার বিদ্যালয় ভবনসমূহের যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

ছ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জণগণের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার বৃদ্ধির লক্ষে প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সিপিপি এর সাথে দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক ব্যাপক মহড়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সহযোগিতায় বিদ্যালয় ও কলেজ পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ সম্পর্কিত বিষয় চালু করা।

ঝ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ের আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়/বন্যার আশঙ্কা দেখা দিলে, প্রয়োজন বোধে আশ্রয়কেন্দ্র ও ত্রাণ শিবির হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভবন স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে প্রদান করা।

খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধার, অপসারণ ও ত্রাণ কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শিক্ষক ও ছাত্রদের সংগঠিত করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব এবং সেগুলোর মেরামতে প্রস্তাব দাখিল করা।

৪.২.২৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন (আপদকালীন পরিকল্পনা) এবং স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয় নিচে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকি হ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্ববান ব্যক্তিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) প্রতিটি বিভাগে একজন লিয়াজোঁ অফিসার মনোনীত করা।

গ) এনডিএমসি'র সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা।

ঘ) বর্তমান ও ভবিষ্যত ঝুঁকিসমূহ এড়াতে নতুন বিদ্যালয় ভবন ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নকশা করার ক্ষেত্রে আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র ব্যবহার করা।

ঙ) যে কোনো দুর্যোগকালে বিদ্যালয় ভবন রক্ষা করতে ও ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সব প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা জারি করা।

চ) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যতদূর সম্ভব দুইতলা ভবন তৈরি নিশ্চিত করা।

ছ) সব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচি এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা।

জ) সাড়াপ্রদান ও উদ্ধার কার্যক্রমে গৃহীত কর্মকাণ্ডের ওপর উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন এলাকার শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য সচেতনতা ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা। প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে সিপিপি'র সঙ্গে একত্রে সাড়াপ্রদান ও উদ্ধার অনুশীলন পরিচালনা করা।

ঝ) বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এলাকার ভবনের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত নিশ্চিত করা।

ঞ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি নিরসন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনার উন্নয়ন করা।

ট) মন্ত্রণালয়ে ঝুঁকি সম্পর্কিত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন।

ঠ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ের জরুরি আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ড) বিদ্যালয়গুলো বিশেষভাবে শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ) ভূমিকম্প মহড়া অনুষ্ঠানে সহায়তা করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) মন্ত্রণালয়ে একজন যোগাযোগ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) ডিডিএম এবং এমওডিএমআর-এর সঙ্গে পরামর্শ করে সব বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে দুর্যোগ এলাকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুশীলন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজন হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তাদের সংগঠিত করা এবং উদ্ধার, লোকজন সরিয়ে নেয়া এবং ত্রাণ কাজে তাদের অনুপ্রাণিত করা।

ঘ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে বিদ্যালয় নির্মাণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে বিএনবিসি'র যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঙ) দুর্গত এলাকাগুলোতে জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে সিপিপি'র সহযোগিতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপকভিত্তিতে দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া নিশ্চিত করা।

চ) প্রয়োজন হলে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আশ্রয়কেন্দ্র ও ত্রাণকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ভবন ব্যবহার করতে দেয়া।

ছ) উদ্ধার কাজ, লোকজন অপসারণ এবং ত্রাণকাজের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করা।

জ) সতর্ক সংকেত প্রচারে খাতওয়ারি কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঝ) যোগাযোগ, তথ্য ও প্রতিবেদন দেয়ার ক্ষেত্রে খাতওয়ারি কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) কোনো ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়/বন্যার আশঙ্কা দেখা দিলে প্রয়োজনবোধে আশ্রয়কেন্দ্র ও ত্রাণ শিবির হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে প্রদান করা।

খ) বন্যার সময় এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই শিক্ষা দেয়ার জন্য কিছু সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সংঘটিত ক্ষতির হিসেব এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মেরামতের প্রস্তাব দাখিল করা ।

৪.২.২৪.১ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা (আপদকালীন পরিকল্পনা) এবং স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি এ অধিদপ্তর নিচে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ে একজন যোগাযোগ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে সব প্রাথমিক গণশিক্ষা কর্মসূচিতে দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) সম্ভব হলে, সব প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহুমুখী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ কেন্দ্র হিসেবে নির্মাণ নিশ্চিত করা।

ঘ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনার কার্যক্রম চালু রাখা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে দুর্যোগ এলাকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজন হলে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তাদের সংগঠিত করা এবং উদ্ধার, লোকজন সরিয়ে নেয়া এবং ত্রাণ কাজে তাদের সংগঠিত করা।

খ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন উপযুক্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

গ) দুর্গত এলাকাগুলোর জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে সিপিপি'র সহযোগিতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপকভিত্তিতে দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া নিশ্চিত করা।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচির পাঠক্রমে দুর্যোগ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

(ক) ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়/বন্যা দেখা দিলে আশ্রয় কেন্দ্র ও ত্রাণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের আওতায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রস্তুত রাখা।

পুর্নবাসন পর্যায়

ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা এবং সেগুলোর মেরামতের জন্য প্রস্তাব পাঠানো।

৪.২.২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঝুঁকি.হ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) সংশিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে সহায়তা দেয়ার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের সব বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া।

গ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আইএমডিএমসিসি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখা।

ঘ) খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঙ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

চ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের জন্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটের সংস্থানের বিধান নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) ঝুঁকিহ্রাস এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে ভূমিকম্পের ওপর কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণে নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।

খ) পরিবেশের ক্ষতি রোধে প্রয়োজনীয় সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে বাস্তব সম্মত সহায়তা দেয়া।

গ) ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ করা।

ঘ) অপসারণ ও উদ্ধার অভিযান চালাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ) জরুরি সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা গ্রহণ করা, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে - সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি সংকেত; যোগাযোগ ব্যবস্থা; বেসামরিক প্রশাসনের প্রতি সাড়াপ্রদান; সাড়াপ্রদান ও ত্রাণ তৎপরতায় সহায়তা করতে সম্পদ চিহ্নিত করা।

চ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের খাতওয়ারি আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ, চিকিৎসা সেবা, আহতদের উদ্ধার, ত্রাণ পরিবহন ও বিতরণ, ঔষধ ও মেডিক্যাল স্টাফ, খাদ্য ও পানীয় জলের পরিবহন, প্রয়োজনে বিমান থেকে সরবরাহ করা, যোগাযোগ ও বিমান থেকে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা রেখে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা।

খ) সতর্কতা সংকেতের কার্যকর প্রচার নিশ্চিত করা।

গ) বাজেট অনুযায়ী তহবিল বরাদ্দ ও ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৪.২.২৫.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

স্বাভাবিক কার্যাবলি ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড (CHTDB) নিম্নলিখিত কাজ করবে।

ক) প্রাকৃতিক সম্পদ, জলাধার, পাহাড় ও পর্বত সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ ও পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত করা।

খ) পাহাড় ও পর্বত কর্তন বন্ধে পদক্ষেপ নেয়া।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য ভূমিকম্পের সম্ভাব্য বিপদাপন্নতা নিরূপণ এবং আপদকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৪.২.২৬ বিজ্ঞান ও তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ঝুঁকি-হ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) বিদ্যমান সতর্কীকরণ প্রযুক্তি ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া।

গ) আধুনিক প্রযুক্তিগত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চিহ্নিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ) বিদ্যমান সতর্কীকরণ প্রযুক্তির স্থলাভিষিক্তকরণে আধুনিক প্রযুক্তির চাহিদার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

ঙ) আধুনিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রকে (DMIC) প্রয়োজনীয় সহায়তা করা ও পরিকল্পনা তৈরি করা।

চ) শিল্প ও উচ্চতর পর্যায়ে ব্যবসা অব্যাহতকরণ নীতি ও প্রক্রিয়ার উন্নয়ন করা।

ছ) মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও এর প্রয়োগিক ব্যবহার মূলধারায় নিয়ে আসা।

জ) নতুন কারখানা ও শিল্প নির্মাণের সময় দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলো বিবেচনা করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

ঝ) মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ও ঝুঁকি বিশেষণ সম্পর্কিত কর্মসূচি তৈরি করা।

ঞ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম এবং কর্মসূচিগুলো পর্যবেক্ষণ করা এবং অগ্রগতি সম্পর্কে এনডিএমসিকে জানানো।

ট) খাতওয়ারি ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঠ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

ড) মন্ত্রণালয়ের খাতওয়ারি জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঢ) মন্ত্রণালয়ের খাতওয়ারি ঝুঁকি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

ণ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য বাজেট সংস্থানের বিধান নিশ্চিত করা।

ত) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

থ) বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।

দ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা সক্রিয় রাখা।

ধ) ভূমিকম্প পরিমাপক সরঞ্জামাদি/জিএসবি ও বিএমডি'র গ্যালমিটার থেকে পাওয়া তথ্যগুলো সংস্থার সাথে শেয়ার করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

ক) সর্তক সংকেতের কার্যকর প্রচার নিশ্চিত করা।

খ) সতর্কবার্তা চিহ্নিত করা এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারে আধুনিকায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া।

গ) প্রচলিত আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক (sub national) শিল্প পর্যায়ে আপদের প্রভাব যাচাই করা।

৪.২.২৬.১ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

সাধারণ কার্যক্রম ব্যতীত কমিশন নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা স্থাপনা, শিল্প, গবেষণাগার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সকল পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং যন্ত্রপাতিসমূহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

খ) সকল পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয়তার ঝুঁকি ও দুর্ঘটনা এড়াতে তেজস্ক্রিয়তা শনাক্তকরণ যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৪.২.২৭ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ঝুঁকি.হ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) স্বেচ্ছাসেবী চিহ্নিত করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা। ট্রেনিং মডিউলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা এবং যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ কোর্স প্রণয়ন কর।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ডিডিএম-এর ডিএমআইসি'র সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা।

ঘ) মন্ত্রণালয়ের খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ নিশ্চিত করা।

ঙ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনার উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

চ) বাজেটের বিধান ও সম্পদ সংস্থান নিশ্চিত করা।

ছ) খাতগুলোর মধ্যে সচেতনতা ও শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

জ) বাজেট বরাদ্দ অনুসারে বিভিন্ন কর্মীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন, আপদ ও হুমকি বিশ্লেষণের তহবিল বরাদ্দ করা।

ঝ) খাতওয়ারি ঝুঁকি কমানো ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঞ) খাতওয়ারি ঝুঁকি কমানো ও প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা তৈরি করা। মন্ত্রণালয়ের খাতওয়ারি জরুরি সাড়াপ্রদান পদ্ধতি প্রস্তুত করা।

ট) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।
ঠ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের (ডিএমআইসি) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।
খ) সাড়াপ্রদানে সহায়তা দিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীসহ মন্ত্রণালয়ের সম্পদের সক্রিয় ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।
গ) পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন তৈরি করা এবং (ডিএমআইসি সহ) এর যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করা।
ঘ) খাতওয়ারি আপদকালীন পরিকল্পনা অনুসারে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নেয়া।
ঙ) প্রয়োজনে কর্মী ও সম্পদ পুনবরাদ্দ করা।

৪.২.২৭.১. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্বাভাবিক কার্যক্রম ছাড়াও অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ করবে:

ক) বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অধিদপ্তর থেকে প্রতিনিধির যোগদান নিশ্চিত করা।
খ) প্রস্তুতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে যুব সংগঠনের স্বেচ্ছাশ্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে যুবকদের যোগদান নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে নির্দেশনা জারি করা।
ঘ) প্রাসঙ্গিক কোর্সে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা এবং সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর নতুন কোর্স চালু করা।

৪.২.২৮ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঝুঁকি.হ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।
খ) এমওডিএমআর এবং ডিএমআইসি এর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা।
গ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
ঘ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য বাজেটের বিধান রাখা।
ঙ) খাতওয়ারি ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনা তৈরি করা।
চ) ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রস্ত্তত করার সময় ধর্মীয় নেতাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের তৈরি করা যাতে তারা মসজিদের মাধ্যমে সমাজে বার্তাসমূহ প্রচার করতে পারে।
ছ) বাজেট ও সম্পদ সংস্থানের বিধান নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) খাতগুলোর মধ্যে সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।
খ) সমাজে (কমিউনিটিতে) বিশেষ করে দুর্গত এলাকায় সচেতনতা সৃষ্টি করতে ইমাম, এনজিওসমূহের সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা।
গ) কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সচেতনা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন, আপদ ও হুমকি বিশ্লেষণ কার্যক্রম গ্রহণে বাজেট সংস্থান বরাদ্দ করা।
ঘ) ধর্মীয় নেতা ইমামদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা তৈরি করা এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতি বিশেষ করে ভূমিকম্পের অবকাঠামোগত ক্ষতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা।
ঙ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

সতর্কতা/হুঁশিয়ারি পর্যায়

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীদের সংগঠিত করা:

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের (ডিএমআইসি) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

খ) সাড়াপ্রদানে সহায়তার জন্য মন্ত্রণালয়ের সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

গ) পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন তৈরি করা এবং ডিএমআইসিসহ সব জায়গায় এর যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করা।

ঘ) এসওডি অনুযায়ী খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করা।

ঙ) প্রয়োজনে কর্মীসহ সম্পদ পুনঃবরাদ্দ করা।

৪.২.২৯ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ডিডিএম-এর ডিএমআইসি'র সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা।

গ) খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণের আলোকে এনজিও, সিবিও এবং ইউনিয়ন পরিষদকে অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ) ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা তৈরির সময় সুশীল সমাজ সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা।

ঙ) মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও অনুশীলনসমূহ মূলধারায় আনা।

চ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য বাজেটের সংস্থান ও সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) খাতসমূহের আওতায় ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা।

খ) কর্মীদের বিভিন্ন সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন, আপদ ও হুমকি বিশ্লেষণ কার্যক্রম গ্রহণে বাজেট বরাদ্দের বিধান রাখা।

গ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

ঘ) দুর্যোগ বিষয়ে এনজিও, সিবিও, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের অংশগ্রহণে বিশেষ করে দুর্গত এলাকায় দুর্যোগ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করা।

ঙ) সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে কর্ম সম্পর্ক স্থাপন করা।

সতর্কতা পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের (DMIC) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

খ) কমিউনিটিকে সর্তক করতে এনজিও, সিবিও, পৌরসভা ও ইউপি সদস্যদের সক্রিয় ও সংগঠিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) সাড়াপ্রদানে সহায়তা দিতে মন্ত্রণালয়ের গ্রহণযোগ্য সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

খ) প্রয়োজনে, মন্ত্রণালয়ের কর্মী ও সম্পদ পুনঃবরাদ্দ করা।

৪.২.৩০ বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সাধারণ কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসেবে এ মন্ত্রণালয় নিচে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করবে।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নে সব বিভাগ/অধিদপ্তরকে নির্দেশনা জারি করা।

গ) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা।

ঘ) বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সেবা, ডিপো, উড়োজাহাজ এবং পর্যটন স্থাপনার ঝুঁকি নিরূপণ করা।

ঙ) বিদ্যমান অবকাঠামোর ঝুঁকির ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করতে ঝুঁকিহ্রাস প্রচেষ্টা গ্রহণ করা এবং সেবা ও পদ্ধতিসমূহের সম্ভাব্য ক্ষতিহ্রাসের উদ্যোগ নেয়া।

চ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

ছ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য বাজেট সংস্থান নিশ্চিত করা।

জ) যাত্রী ও পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঝ) নিজেদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের জন্য সব বিভাগ ও অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া এবং ঝুঁকিহ্রাসের ক্ষেত্রে কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঞ) দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ঝুঁকিহ্রাস ও কার্যকারিতা বিষয়ে কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ট) আপদ পরবর্তী প্রভাব ও ঝুঁকি বিশেষন নিশ্চিত করা এবং ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশল সংস্কার করা ও তা পুনর্বাসন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) আপদকালীন নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

খ) সচল বিমান বন্দরসমূহ থেকে গুরুতর আহত ব্যক্তিদের অপসারণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি/জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নির্দেশে বিমান সার্ভিসের ব্যবস্থা করা।

গ) উদ্ধার, অপসারণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন তৎপরতায় স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করা।

ঘ) প্রয়োজনে জরুরি ত্রাণ তৎপরতার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ফ্লাইং ক্লাব ইত্যাদি থেকে উড়োজাহাজ সংগ্রহে নিজেদের প্রভাব খাটানো।

ঙ) বিদেশ হতে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে আগত বিমানের জন্য দ্রুত এয়ার-ট্রাফিক ছাড়পত্র নিশ্চিত করা।

চ) বিমান বন্দরসমূহে উদ্ধার ত্রাণ কার্যে নিয়োজিত বিমানের উপযুক্ত পার্কিং ও চলাচল নিশ্চিত করা।

ছ) বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ থেকে ত্রাণ মিশন নিয়ে আগত বিমানের অবতরণ ও চলাচলের উপর ফি সংগ্রহের নীতি প্রণয়ন করা।

জ) বিপদাপন্ন এয়ার-ট্রাফিক সার্ভিস নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া।

ঝ) ক্ষতিগ্রস্ত বিমানবন্দরসমূহের দ্রুত সংস্কার সাধন করা।

ঞ) সিভিল এভিয়েশন, বিমানবন্দর ও পর্যটন অবকাঠামোয় এবং বিশেষ করে দুর্যোগ এলাকায় অবস্থিত সব কেন্দ্রীয় গুদামে জ্বালানি খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সামগ্রীর মজুদের ব্যবস্থা করা।

ট) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ অনুযায়ী ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য বিমান সংগ্রহ করা।

ঠ) ত্রাণ কার্যক্রমে নিয়োজিত বিদেশি বিমানের জন্য লেভি এবং অবতরণ ও উড্ডয়ন ফি সংগ্রহে নীতি নির্ধারণ করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) আইএমডিএমসিসি/এনডিএমসি'র নির্দেশক্রমে আকাশপথে অপসারণের জন্য বিমানের ব্যবস্থা করা।

খ) আইএমডিএমসিসি/এনডিএমসির অনুরোধক্রমে বিশেষ করে যারা দুর্যোগে মারাত্মকভাবে আহত তাদেরকে বিমানের মাধ্যমে সরিয়ে নেয়ার জন্য সহযোগিতা দেয়া।

গ) ত্রাণসামগ্রী বহনে বিদেশি বিমানের জন্য দ্রুত আকাশ পথের বাধা দূর করা।

ঘ) ত্রাণ কার্যে নিয়োজিত বিমানের অবতরণের জন্য যথেষ্ট স্থান নিশ্চিত করা।

ঙ) দুর্যোগকালীন অবকাঠামোর নিরাপত্তা এবং সেবাসমূহ সচল রাখতে অবকাঠামো ও সেবাসমূহের ব্যবস্থাপনা সুনির্দিষ্ট করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) জরুরি সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও অন্যান্য অপরিহার্য খনিজ পদার্থের মজুদের ব্যবস্থা করা।

খ) ত্রাণসামগ্রী ও মানুষ বহনে ব্যবহৃত বিদেশি বিমানের জন্য বাধাহীন আকাশপথ নিশ্চিত করা।

গ) উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে নিয়োজিত বিমানের পার্কিং এবং সার্ভিসিং নিশ্চিত করা।

ঘ) আপদ পরবর্তী পর্যায়ে প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত বিমান বন্দরের মেরামত করা।

ঙ) আপদ পরবর্তী পর্যায়ে অবকাঠামোর নিরাপত্তা ও সেবাসমূহ চলমান রাখতে অবকাঠামো নিরাপত্তা ও সেবাসমূহ চলমান রাখা।

চ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা করা।

ছ) প্রয়োজনে, অবকাঠামোর দীর্ঘ মেয়াদি পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৪.২.৩০.১ বাংলাদেশের বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সাধারণ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নিচে উল্লেখিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবে :

ক) দুর্যোগ সম্পর্কিত বিষয়াবলির জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগকালে বিমান চলাচল ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মানবসম্পদ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সরবরাহ প্রস্তুত রাখা।

গ) সকল বিমান বন্দরের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

ঘ) দুর্যোগের পর পরই দুর্যোগ সাড়াপ্রদান কর্মসূচিতে (অনুসন্ধান, উদ্ধার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) সহায়তা দিতে বিমানবন্দর ও রানওয়ে (কার্গো হ্যান্ডলিং, ওয়্যারহাউস) প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

ঙ) দুর্যোগকালে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনার যন্ত্রপাতি এবং ত্রাণ সামগ্রীর দ্রুত সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

চ) আগাম সতর্কবার্তা ও সংকেত পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং বিমানসমূহকে সর্তক করা।

৪.২.৩১ ভূমি মন্ত্রণালয়

সাধারণ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি মন্ত্রণালয় নিচে উল্লেখিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবে :

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) আইএমডিএমসিসির সব বৈঠকে অংশগ্রহণ করা।

গ) ঝুঁকি মানচিত্র ব্যবহার করা এবং খাতওয়ারি ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতি কৌশল পরিকল্পনা উন্নত করা।

ঘ) ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নকালে মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ঙ) ভূমির ব্যবহার পরিকল্পনা ও ভূমি জোনিং করার সময় (ল্যান্ড জোনিং) দুর্যোগ ঝুঁকির কথা বিবেচনা করা এবং বন্দোবস্ত (সেটেলমেন্ট) পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসকে মূলধারায় আনা নিশ্চিত করা।

চ) চর ও খাস জমির বন্দোবস্ত নীতিমালা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা।

ছ) মন্ত্রণালয়ে খাতভিত্তিক ঝুঁকি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

জ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনার উন্নয়ন করা।

ঝ) মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে মূলধারায় আনা।

ঞ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা।

ট) কর্মকর্তা কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং আপদ ও হুমকি বিশ্লেষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বাজেট বরাদ্দ করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) খাতভিত্তিক সচেতনতা ও শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

খ) আপদের প্রভাব হিসেবে নদী ভাঙনকবলিত লোকজনের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, এনজিও ও সিবিও'র সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও ডিডিএম-এর ডিএমআইসির সঙ্গে কার্যকরী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও তার রক্ষা নিশ্চিত করা।

খ) দুর্যোগে সাড়াপ্রদানে মন্ত্রণালয়ের সম্পদসমূহ কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

গ) পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন তৈরি করা এবং তথ্য কেন্দ্র সহ যথাযথভাবে তার প্রচার নিশ্চিত করা।

ঘ) এসওডি অনুযায়ী খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নেয়া।

ঙ) প্রয়োজনে কর্মচারীসহ মন্ত্রণালয়ের সম্পদ পুর্নবরাদ্দ করা।

চ) যেখানে প্রয়োজন সেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা (ট্যাপিং) পেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

ছ) জরুরি সাড়াপ্রদান ও উদ্ধার কার্যক্রমে যোগাযোগ এবং তথ্য ও প্রতিবেদন প্রদান নিশ্চিত করা।

৪.২.৩২ পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সাধারণ কার্যাবলির পাশাপাশি মন্ত্রণালয় নিচে উল্লেখিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবে

ঝুঁকিহ্রাস

ক) এনডিএমএসি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, আইএমডিএমসিসি এবং এনডিএমসি-এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষায় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা।

খ) নির্দেশনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ফোরামে সরকারের দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস কর্মকাণ্ড ও অর্জনসমূহে পোষকতা এবং প্রতিনিধিত্ব করা।

গ) বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে দাতা/আইএনজিও ও বিদেশি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা।

ঘ) বিদেশি সরকার/সংস্থার ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা সম্পর্কিত কার্যবিধির বিধানে (দ্য প্রসিডিউর ফর দ্য প্রভিশন) এনডিএমসি / দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মন্ত্রণালয়/ আইএমডিএমসিসিকে সহযোগিতা করা এবং কারিগরি পরামর্শ দেয়া।

ঙ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় বিদেশি সরকার/এনজিওর সহায়তা পেতে অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে সহায়তা দেয়া।

চ) বিদেশি সরকার/এনজিও থেকে সময়মতো ত্রাণ সামগ্রী ও উদ্ধার সহায়তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহের মধ্যে পদ্ধতি ও কার্যবিধি গড়ে তোলা।

জরুরি সাড়াদান

স্বাভাবিক সময়

ক) মন্ত্রণালয় একজন যোগাযোগ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করবে।

খ) আর্ন্তজাতিক রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি/রেড ক্রস সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সকল বাংলাদেশি মিশনে নির্দেশনা জারি করা।

গ) জেনেভা, ব্রাসেলস ও নিউইয়র্ক এর বাংলাদেশি মিশন সমূহকে দেশের সর্বশেষ দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে হালনাগাদ রাখা এবং সম্ভাব্য সাহায্য সহযোগিতা লাভে যে কোনো সম্ভাবনাময় উৎস কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

ঘ) ডিপার্টমেন্ট অফ হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স (ডিইচএ) এবং লীগ অফ রেডক্রস সোসাইটিজ/রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিজ-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষার জন্য বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহকে পরামর্শ দেয়া।

সতর্কীকরণ ও হুশিয়ারি পর্যায়

ক) জেনেভা, নিউইয়র্ক এবং ব্রাসেলসে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ যাতে দেশের সর্বশেষ দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে এবং সহায়তার যে কোনো সম্ভাবনাময় উৎসকে সংক্ষেপে বোঝানোর (briefing) জন্য প্রস্তুত থাকে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) বাংলাদেশ সরকার জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদেশি সরকার /সংস্থাসমূহের নিকট আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য আবেদন পেশ করা।

খ) সহায়তার উৎসসমূহের কাছে আবেদন জানাবার প্রক্রিয়ার বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/আইএমডিএমসিসিকে পরামর্শ দেয়া এবং তাদের ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ত্রাণ কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে জরুরিভাবে আসা আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে ভিসা প্রদানের কাজ সহজতর করার উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা।

খ) দাতা, বিদেশি সরকার, আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থা এবং দাতা ব্যক্তিবগর্কে তাদের প্রদত্ত দানের ব্যবহার সম্পর্কে তাদের অবগত করা।

গ) দাতা দেশগুলোর ঢাকায় অবস্থিত দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা দাতা দেশসমূহে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে যথাযথভাবে দাতা দেশের সরকারের প্রশংসাপত্র সকল দাতার কাছে প্রেরণ করার নিশ্চয়তা বিধান করা।

ঘ) ঘূর্ণিঝড় বা যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে জেলে এবং অন্য যারা আর্ন্তজাতিক সীমানা অতিক্রম করতে বাধ্য হয় তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

৪.২.৩৩ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সাধারণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মন্ত্রণালয় নিচে উল্লেখিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) আইএমডিএমসিসি বৈঠকে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও ডিডিএম-এর ডিএমআইসির সঙ্গে দৃঢ় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ) খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ঝুঁকি প্রশমন ও কৌশলগত প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

ঙ) ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রস্তুতকালে মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

চ) মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও বাস্তবায়ন মূলধারায় আনা।

ছ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের জন্য বাজেট ও সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

জ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) খাতভিত্তিক সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

খ) বস্ত্র ও পাট শিল্প খাতের শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এনজিওসমূহের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

গ) কর্মকর্তা কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং আপদ ও হুমকি বিশেষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বাজেট বরাদ্দ করা।

ঘ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আপদকালীন পরিকল্পনার উন্নয়ন করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও তার রক্ষা নিশ্চিত করা।

খ) সাড়াপ্রদানে সহায়তা দিতে, মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

গ) পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন তৈরি করা এবং ডিএমআইসিসহ যথাযথভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ঘ) এসওডি অনুযায়ী খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নেয়া।

ঙ) প্রয়োজন হলে কর্মীসহ সম্পদ পুনরুদ্ধার করা।

৪.২.৩৪ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

স্বাভাবিক কাজের পাশাপাশি মন্ত্রণালয় নিচে উল্লেখিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

- ক) মন্ত্রণালয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ ও দাম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং স্থানীয় অফিস থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহ করবে।
- খ) মন্ত্রণালয়ের খাতভিত্তিক ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনার উন্নয়ন করা।
- গ) মন্ত্রণালয়ের ভিতরে ও বাইরে ঝুঁকি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- ঘ) খাতওয়ারি জরুরি সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
- ঙ) মন্ত্রণালয়ের বাজেটের সংস্থান নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

- ক) মন্ত্রণালয়ের একজন যোগাযোগ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।
- খ) খাতভিত্তিক আপদ পরিকল্পনা তৈরি করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

- ক) যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করা এবং দুর্যোগের আশঙ্কা আছে এরূপ এলাকায় নিজস্ব জনসম্পদ ও গুদামজাত মালামাল থাকলে তার রক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

- ক) পুনর্নির্মাণের জন্য নির্মাণ সামগ্রী যেমন- ঢেউটিন, সিমেন্ট ইত্যাদি এবং প্রয়োজনে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সার ও বীজ আমদানির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার চাহিদা মতে পরিকল্পনা তৈরি এবং তার প্রক্রিয়াকরণ করা।
- খ) জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রতিরোধমূলক এবং আরোগ্যমূলক ঔষধের কাঁচামাল ও ঔষধ আমদানির পদক্ষেপ নেয়া।
- গ) দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ন্যায্যমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর আমদানি নিশ্চিত করা।
- ঙ) দুর্যোগ কবলিত এলাকার দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি, সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রতি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের নজর রাখা ও এতদ্‌বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠানো।
- চ) খাদ্যশস্য ব্যতীত খাদ্যসামগ্রী যেমন লবণ, ডাল, সবজি, তেল, দুধ, আলু ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৪.২.৩৫ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা (আপদকালীন পরিকল্পনা)বাস্তবায়নের পাশাপাশি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহ নিচে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করবে।

ঝুঁকিহ্রাস

- ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে মনোনীত করা।
- খ) দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য আগাম সতর্কতা হিসেবে স্ব স্ব বিভাগের কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া।
- গ) মন্ত্রণালয়ের খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্ম পরিকল্পনা করা।
- ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের জন্য মন্ত্রণালয়ের খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ করা।
- ঙ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের জন্য বাজেটের সংস্থান নিশ্চিত করা।
- চ) অবকাঠামোর সহনশীলতা নিশ্চিত করতে এবং সেবা ও পদ্ধতিসমূহের দুর্ভোগ কমাতে ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
- ছ) দুর্যোগ চলাকালে নিরবিচ্ছিন্ন সেবাদান নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা করা।

জ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া।

ঝ) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ঝুঁকি নিরূপণের ব্যবস্থা করা।

ঞ) চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া ও রংপুরে অবস্থিত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/পলী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সব কেন্দ্রীয় গুদামে খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সামগ্রীর মজুদের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

ট) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঠ) খাতভিত্তিক জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থা প্রস্তুত করা।

ড) মন্ত্রণালয়ের ভিতরে ও বাইরে ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

ঢ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের জন্য মন্ত্রণালয়ের আপদকালীন দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

ণ) ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংস্থাভিত্তিক আপদ পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

ত) সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতন করা।

থ) জরুরি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সব কর্মীদের প্রশিক্ষিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

দ) মারাত্মক দুর্যোগকবলিত এলাকায় সব বৈদ্যুতিক সামগ্রী ও বিপজ্জনক রাসায়নিকদ্রব্যের মজুদ পরিমাপ করতে ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা।

ধ) নবনির্মিত সকল ভবনে ভূমিকম্প নিরোধক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং অথবা ভূমিকম্প হলে কী করতে হবে তার প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

ন) সকল বৈদ্যুতিক ও গ্যাস প্রেরণ কেন্দ্রের অগ্নিপ্রজ্জ্বলন বা দুর্ঘটনা এড়াতে স্বয়ংক্রিয় বন্ধকরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

প) ঝুঁকি ম্যাপ তৈরি করা যাতে করে পর্যায়ক্রমে সারাদেশে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ চালানো যায়।

জরুরি সাড়াদান

স্বাভাবিক সময়

ক) বিভাগের কার্যাবলি ও দায়িত্ব সম্পাদন ছাড়াও এমনভাবে কিছু ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা যাতে কোনো এলাকায় ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আঘাত হানার ফলে পাওয়ার হাউজ, সঞ্চালন/বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষতি সাধন না হয় এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার গুরুতর ব্যাঘাত না ঘটে। সে জন্য ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ স্থাপনা দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা (যেমন হাসপাতাল, বেতার/টেলিভিশন, বেসামরিক ও সামাজিক স্থাপনা ইত্যাদি) সচল রাখা যায়।

খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে সতর্কীকরণ, দুর্যোগ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে দায়িত্ব ও করণীয় বিস্তারিতভাবে কর্মচারীদের মধ্যে জারি করা।

গ) দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত দুর্যোগ বিষয়ক কর্মশালা ও / চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দেশের দূর-দূরান্তে অবস্থিত পাওয়ার হাউজগুলোকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস/বন্যার পানি/ পাবন থেকে রক্ষার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া ও রংপুরের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/পলী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড এর সব কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে খুচরা ১৩২ কেভি টাওয়ার, ৩৩ কেভি টাওয়ার/খুঁটি, ১১ কেভি খুটি, এলটি খুটি বিভিন্ন আকারের লাইন কন্ডাক্টর, বিভিন্ন সাইজের ট্রান্সফর্মার ও সচল ডিজেল জেনারেটরে সেট যন্ত্রাংশ প্রভৃতি জরুরি বৈদ্যুতিক সামগ্রী মজুদ রাখা।

খ) স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর সাথে অব্যাহত সংযোগ রক্ষা করবার জন্য ঘূর্ণিঝড়/বন্যা বা অন্য কোনো দুর্যোগ সংকেত ঘোষিত হবার পর একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা।

গ) ঢাকা সদর দপ্তরসহ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত/স্টেশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন সমন্বয় (লিয়াজোঁ) কর্মকর্তা নিয়োগ করা।

ঘ) সকল বেইসের সাথে যোগাযোগ রাখা।

ঙ) কর্মচারী/কর্মকর্তাদের নিকটতম নিরাপদ আশ্রয়স্থানে অপসারণের ব্যবস্থা করা।

চ) জনশক্তি, পরিবহন, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও জরুরি বিদ্যুৎ লাইনে আলোর ব্যবস্থা করা ।

ছ) পরিবাহী তার বিচ্ছিন্ন হলে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য নিকটবর্তী পাওয়ার হাউজ, সাব-স্টেশন তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেয়া।

জ) কেন্দ্রীয়ভাবে স্থায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা ।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দিনরাত সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু রাখা।

খ) মেরামত সরঞ্জাম, ট্রান্সফরমার ইত্যাদিসহ ক্ষতিগ্রস্ত লাইন প্রতিস্থাপন/মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

গ) যতশীঘ্র সম্ভব সকল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় চালু করা। আরো শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন হলে ঢাকা সদর দপ্তরকে জানানো।

ঘ) সাড়াপ্রদানে সহায়তা দিতে মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্যসাধ্য সম্পদ কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

ঙ) প্রয়োজনে কর্মীসহ অন্যান্য সম্পদের পুনঃবরাদ্দ করা।

চ) সরবরাহ নিশ্চিত করতে অবকাঠামো জরুরি ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করা।

ছ) জরুরি সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনাকালে জ্বালানি ও অন্য প্রয়োজনীয় পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের মজুদ রাখা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনঃস্থাপন এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

খ) সংগঠিত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা।

গ) দুর্যোগে সংগঠিত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণপূর্বক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন ও পুনর্নির্মাণের জন্য যে তহবিলের প্রয়োজন তা সদর দপ্তরের অবগতি এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তহবিল বরাদ্দের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পাঠানো।

ঘ) পুনঃস্থাপন/পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পনা ও প্রকল্প তৈরি করা এবং প্রকল্প প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা ।

ঙ) পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন তৈরি করা এবং ডিএমআইসিকে অন্তর্ভুক্ত করে যথাযথভাবে প্রচার করা।

চ) প্রয়োজন অনুসারে অবকাঠামোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি পুনর্গঠন পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৪.২.৩৫.১ পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

সাধারণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (BPC) মত উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে এ বিভাগ অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দুর্যোগ কবলিত এলাকায় পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করবে

ঝুঁকিহ্রাস

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা মনোনীত করা।

খ) ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (BPC) ঝুঁকিহ্রাস কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

গ) অবকাঠামোর সহনশীলতা নিশ্চিত করতে এবং সেবা ও পদ্ধতিসমূহের দুর্ভোগ কমাতে ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

ঘ) দুর্যোগকালে নিরবিচ্ছিন্ন সেবাসমূহ নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা করা।

ঙ) কর্মীদের সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা।

চ) খাতভিত্তিক জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থা প্রস্তুত করা।

ছ) মন্ত্রণালয়ের ভিতরে ও বাইরে ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

জ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের (BPC) আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

পেট্রোলিয়াম বিতরণ কেন্দ্র/স্টেশন এবং তার পরিবহন নেটওয়ার্কে কোনো রকম ক্ষতি হবে না বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (BPC) তা নিশ্চিত করবে।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সম্ভাব্য দুর্যোগ সম্পর্কে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (BPC) তার তেল বিপণন কোম্পানি, এজন্সি/ডিলারদের এবং পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ করবে এবং পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করবে।

খ) ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কাযুক্ত ও তার আশেপাশে অবস্থিত বিতরণ কেন্দ্র/স্টেশনে কেরোসিন, পেট্রোল, মোটর স্পিরিট, ডিজেল ও অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করা।

গ) উপরে উল্লেখিত বিতরণ কেন্দ্রে/স্টেশনে যদি মজুদ কম থাকে অথবা মজুদ দ্রুতকমে যাবার সম্ভাবনা থাকে তবে বাংলাদেশ প্রেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে তা পূরণ করবে।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বা তার আশেপাশে, প্রয়োজনের সময় যাতে সকল বিতরণ কেন্দ্রে/স্টেশনে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীসমূহ পাওয়া যায় জরুরিভাবে তার ব্যবস্থা করা।

খ) ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের নিকট জ্বালানি সামগ্রীর (পিওএল) প্রাপ্যতা, সরবরাহ ও বিতরণ সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার তেল কোম্পানি ও পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিতরণকারী সংস্থার ফিল্ড অফিসারগণের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দুর্যোগ শেষ হয়ে যাবার পরও ওপরে উলেখিত প্রক্রিয়াসমূহ অব্যাহত থাকবে।

খ) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, এর বিপণন কোম্পানিগুলো ও সংশ্লিষ্ট অন্য সকলে উৎসাহের সাথে দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ তৎপরতায় এবং পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অংশ নেয়া।

গ) ত্রাণ তৎপরতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে। তেল কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তাগণ ও প্রতিনিধিবৃন্দ আঞ্চলিক ও স্থানীয় ত্রাণ কমিটিগুলোর সদস্য হিসেবেও কাজ করবে।

৪.২.৩৫.২ বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক জরিপ (GSB)

জিএসবি বাংলাদেশে ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত নিচে উলেখিত কাজসমূহ সম্পাদন করবে।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে জেএসবি থেকে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে মনোনীত করা।

খ) ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং জিএসবির ঝুঁকিহ্রাসে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

গ) অবকাঠামোর সহনশীলতা নিশ্চিত করতে এবং সেবা ও পদ্ধতিসমূহের দুর্ভোগ কমাতে ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি নেয়া ও বাস্তবায়ন করা।

ঘ) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঙ)) দুর্যোগ ঝুঁকি বিষয়ে জিএসবি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

চ) দুর্যোগের প্রভাব মোকাবেলায় খাতভিত্তিক জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থা প্রস্তুত করা।

ছ) মন্ত্রণালয়ের ভিতরে ও বাইরে ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

জ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের জন্য জিএসবির আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনায় এটা চালু করা।

ঝ) ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ সব বড় শহর ও বন্দরের ওপর ধারাবাহিকভাবে (সাকসেসিভলি) ঝুঁকি বিষয়ক মানচিত্র তৈরি করা।

ঞ)	সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র বিতরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

ট)	জরিপ পরিচালনা ও ভূমিকম্প ঝুঁকি বিষয়ে গবেষণা করতে ভূতাত্ত্বিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং বিএমডি, বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন, বুয়েট ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ঠ)	ভূ-প্রকৌশল বিষয়ে যথাযথ নীতিমালা তৈরিতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধিদপ্তরসমূহ, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেয়া।

ড)	স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ পদ্ধতি উন্নয়নে ইলেকট্রিক ও গ্যাস সরবরাহ সংস্থা ও কোম্পানিগুলোকে সহযোগিতা দেয়া।

ঢ)	ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা বিশেষণ করা।

ণ)	ভূমিকম্পের স্থানীয় প্রভাব জানতে দেশব্যাপী শিলাস্তর/ মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য এবং এর গঠন নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।

ত)	গোটা দেশকে কমপক্ষে ১:৫০০০০ স্কেলে এবং জেলা পর্যায়ের শহরের ক্ষেত্রে ১:৫০০০ স্কেলে মানচিত্র তৈরি করা। মানচিত্রে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ইউনিট ও তাদের বৈশিষ্ট্যের (ক্যারেকটেরিস্টিক) স্থান সংক্রান্ত বণ্টন (ডিস্ট্রিবিউশন) সম্পর্কে বলা হবে।

থ)	সক্রিয় ত্রুটি (active faults) নিষ্ক্রিয় ত্রুটি (inactive faults) এবং lineaments প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশের মানচিত্রের কাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করা।

দ)	তথ্য, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূমিকম্প ও সুনামির স্থান উলেখ (জোনিং) করে নতুন ম্যাপ তৈরিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

ধ)	ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি ও ঝুঁকি সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরীতে অবদান রাখা।

ন)	প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া এবং একই ধরনের কর্মকাণ্ডে অন্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা।

প)	ভূমিকম্পের পরপরই ভূ-গঠনগত, পুরকৌশলগত এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে ভূমিকম্পের তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক মানচিত্র তৈরিতে সহায়তা দেয়া।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক)	জিএসবি তার অবকাঠামো ও কেন্দ্র/ স্টেশনে কোনো ক্ষতি ঘটবে না তা নিশ্চিত করবে।

খ)	ভূমিধ্বস প্রতিরোধ ও ঢালু স্থান রক্ষায় সঠিক পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দেয়া।

হুঁশিয়ারি ও সতর্কতা পর্যায়

ক)	দুর্যোগকালীন জিএসবি তার সংস্থাসমূহ ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে সতর্ক করবে।

খ)	সম্ভাব্য ভূ-তাত্ত্বিক আপদ বিষয়ে সররকারকে সতর্ক করা।

৪.২.৩৫.৩ বিস্ফোরক বিভাগ

সাধারণ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি অধিদপ্তর নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করবে।

ক)	শিল্পখাতের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি হিসেবে বিস্ফোরক, ক্ষয়কারক পদার্থ (করোসিভ), দাহ্য তরল গ্যাস ও এসিড জাতীয় পদার্থের নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করা এবং পর্যবেক্ষণ করা।

খ)	মাঝারি ধরনের আপদ ও দুর্যোগ রোধে তরল পদার্থ চুয়ানো, গ্যাস নির্গমণ ও বিস্ফোরণ বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া।

গ)	জাহাজ ভাঙা শিল্প-কারখানার জন্য জাহাজ ভাঙা বা যন্ত্রাংশ পৃথক করণের আগে সেটি গ্যাস মুক্ত কিনা তার সনদ দেয়া।

৪.২.৩৬ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ঝুঁকি হ্রাস

ক)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা।

খ)	আইএমডিএমসিসি বৈঠকে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ) এমওডিএমআর, ডিডিএম ও ডিএমআইসির সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তোলা।

ঘ) শিল্পশ্রম ঝুঁকি (industrial labour risk) নিরূপণ করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কৌশল তৈরি করা।

ঙ) শ্রম নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা তৈরি করা এবং কাজের পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো।

চ) ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করায় শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণে নীতিমালা তৈরি করা এবং যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার নিশ্চিয়তা দেয়া।

ছ) কর্মীদের বিভিন্ন সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, ঝুঁকি এবং হুমকি বিশ্লেষণ কর্মকাণ্ডের জন্য বাজেট সংস্থান রাখা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বভাবিক সময়

ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

খ) নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন।

গ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের জন্য একটি আপদকালীন পরিকল্পপনা তৈরি করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের (DMIC) সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা করা।

খ) সাড়াপ্রদানে সহায়তা দিতে মন্ত্রণালয়ের পর্যাপ্ত সম্পদের সক্রিয় ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

গ) পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন তৈরি করা এবং তার যথাযথ সরবরাহ (ডিএমআইসি সহ) নিশ্চিত করা।

ঘ) এসওডি অনুযায়ী খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করা।

ঙ) প্রয়োজনে কর্মীসহ মন্ত্রণালয়ের সম্পদ পুনর্বরাদ্দ দেয়া।

৪.২.৩৭ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঝুঁকিহ্রাস

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

গ) মন্ত্রণালয়ের জন্য ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

ঘ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকান্ডের জন্য বাজেট সংস্থান রাখা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) খাতওয়ারি শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা।

খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

গ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন, আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক কর্মকান্ডের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া।

ঘ) মন্ত্রণালয়ে ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি আপদকালীন পরিকল্পনা উন্নয়ন করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের (ডিএমআইসি) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষা নিশ্চিত করা।

খ) সাড়াপ্রদান কার্যক্রমে সহায়তা দিতে মন্ত্রণালয়ের ব্যবহারযোগ্য সম্পদসমূহ কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

গ) পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রসহ অন্যদের মধ্যে সঠিকভাবে বিতরণ নিশ্চিত করা।

ঘ) খাতওয়ারি পরিকল্পনা অনুসারে দুর্যোগের ওপর স্থায়ী আদেশাবলীর (SOD) আলোকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসমূহ পালন করা।

ঙ) প্রয়োজনে, লোকবলসহ সম্পদ পুনর্বরাদ্দ করা।

৪.২.৩৮ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ঝুঁকিহ্রাস

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কাউন্সিলের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা।

গ) বৈদেশিক শ্রমবাজার ও সংশ্লিষ্ট দেশের আপদ ও দুর্যোগ হুমকি সর্ম্পকিত ঝুঁকি নিরূপণ করা। মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের জন্য ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঘ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য বাজেট সংস্থান রাখা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) খাতওয়ারি সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা।

খ) শ্রমিকদের সচেতনতা বাড়াতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংস্থাগুলোর সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব স্থাপন করা। পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানের সময় সংশ্লিষ্ট দেশ/স্থানের সম্ভাব্য আপদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয় সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতন করা।

গ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, আপদ এবং হুমকি বিশেষণ কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা।

ঘ) দুর্যোগ কবলিত সুনির্দিষ্ট দেশ এবং সেখানে কর্মরত বাংলাদেশীদের সম্পর্কে তথ্য জানতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ঙ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের সম্পর্কে তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তথ্য-উপাত্ত (ডাটাবেজ) সংরক্ষণ করা। প্রয়োজনে দুর্যোগ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সংশ্লিষ্ট পরিবার ও সংস্থার কাছে ওই শ্রমিকদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা।

খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং শ্রমবাজারভুক্ত কোনো দেশে দুর্যোগ ঘটলে মন্ত্রণালয়ের সহায়তা পাওয়া নিশ্চিত করা।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা নিশ্চিত করা।

ঘ) সাড়াপ্রদান কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের পর্যাপ্ত সম্পদ কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

ঙ) পরিস্থিতি বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কাউন্সিলসহ বিভিন্ন সংস্থায় তা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

চ) খাতওয়ারি পরিকল্পনা অনুসারে স্থায়ী আদেশাবলীর (SOD) আলোকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করা।

ছ) প্রয়োজন হলে লোকবলসহ সম্পদ পুনঃবরাদ্দ করা।

জ) মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংস্থান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তহবিল ও সম্পদ সংগ্রহ করা ও বরাদ্দ দেয়া।

৪.২.৩৯ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরসমূহ

কোন জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ/হ্রাস করতে ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ নিজ নিজ অবদান রাখতে হবে। যে সকল মন্ত্রণালয়সমূহের জন্য কোনো সুস্পষ্ট স্থায়ী আদেশ প্রণয়ন করা হয় নাই এবং স্বাভাবিক কার্যাদি ছাড়া কোনো কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় নাই, তারা সেকশন ৪.১ (সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য) এবং দুর্যোগ হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে।

অধ্যায় ৫ : মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং মানবতাবাদী সংগঠন সমূহের দায়িত্ব

৫.১ বিভাগীয় কমিশনার

এ স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী, কোনো জরুরি অবস্থার সময় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন। বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ সরকার অথবা বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে বা যেভাবেই আদেশ-নির্দেশ প্রাপ্ত হন না কেন, তা বিভাগীয় কমিশনারের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে ও তার নির্দেশ অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। বিভাগীয় কমিশনার নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবেনঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক) বিভাগীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনতন্ত্র সক্রিয় করা ও এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। নির্দেশনা ও তথ্যের প্রাপ্তি স্বীকার করা এবং প্রাপ্তিসাধ্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ থেকে কর্মসূচি সুবিধাগুলো কাজে লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করার মাধ্যমে নিয়মিত দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।

গ) বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং স্থান নির্দেশক মানচিত্রের ওপর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। বিভাগীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ডিএমসিসি) তৈরি করা 'আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ' সম্পর্কিত সংকলিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এটা প্রস্তুত করা হবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে পেশ করা।

ঘ) ডিএমসিসির তৈরি করা স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার সংকলন এর ওপর ভিত্তি করে বিভাগীয় পর্যায়ে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদি পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে (ডিডিএম) পাঠানো।

ঙ) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার পুরোপুরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

চ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত তহবিল গঠনে জেলা ও সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া।

ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কাউন্সিলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং জেলা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে আগাম সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার নিশ্চিত করা।

জ) সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার কার্যক্রমের প্রচার এবং প্রাথমিক ত্রাণ কার্যক্রমের সহায়তার ওপর মহড়া আয়োজনে জেলা ও সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া।

ঝ) বড় বড় শহর ও বন্দরের জন্য ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি নিশ্চিত করা।

ঞ) ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র সেবা দেয়ার জন্য আগাম ব্যবস্থা/ কাজের পালাক্রম (roster) প্রস্তুত রাখা।

ট) ভূমিকম্প সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় ও লিয়াজোঁ করা।

ঠ) ক্ষতিগ্রস্ত ভবন, বাড়ি, স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ, সড়ক, সেতু, বৈদ্যুতিক খাম্বা ও লাইন, পানি সরবরাহ লাইন (বড় আকারের জলাধার), গ্যাস লাইন প্রভৃতি চিহ্নিত করতে ওয়ার্ডভিত্তিক বিশেষ বিস্তারিত ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র প্রস্তুত করা।

ড) ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার স্কুল ভবন, হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং অন্যান্য অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঢ) ভূমিকম্প প্রস্তুতিমূলক মহড়ার আয়োজন করতে সংশ্লিষ্টদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ণ) জাতীয় বিল্ডিং কোড ও ভূমিকম্প প্রতিরোধক বিল্ডিং কোড কার্যকর করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।

ত) গণপূর্ত বিভাগের প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শন করা এবং নিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সম্পর্কে তথ্য পাঠানো।

থ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা।

দ) যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনগণকে উৎসাহিত করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) বিভাগের সার্বিক দুর্যোগ প্রস্তুতি অবস্থা প্রতি বছর দুইবার পর্যালোচনা করা এবং কোনো দুর্বলতা বা ঘাটতি থাকলে তা সংশোধনের উপদেশ প্রদান করা।

খ) জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা।

গ) মাঠ পর্যায়ে দুর্যোগ সংকেত পৌঁছান এবং অপসারণ, সন্ধান, উদ্ধার ও ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি এবং তাহাদের কার্যকরী প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানদান নিশ্চিত করা।

ঘ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যার সংকেত এবং স্বেচ্ছাসেবকদের এতদসংক্রান্ত সরঞ্জামাদি পৌঁছানোর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করা।

ঙ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার লোকজনদের মধ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতির জ্ঞান ও সচেতনতা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ, স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থা, স্থানীয় দপ্তর, সিপিপি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও সিভিল ডিফেন্সের সমন্বয়ে দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক মহড়া অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা।

চ) বিভিন্ন বিভাগ, সংস্থা, এবং তাদের অধীনস্থ মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট লোকজনকে স্থানীয় আদেশ সম্বন্ধে জানানো।

ছ) ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসের পুনঃপুন প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য ভেড়িবাঁধের উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা। জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপের পর পানি যাতে দ্রুত ভেড়িবাঁধের বাইরে যেতে পারে তাহার জন্য স্লুইস গেট সমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা।

জ) দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কাজের জন্য নিয়োজিত, গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও অবস্থান নিশ্চিত করা।

ঝ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাজনিত অতিঝুঁকি ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা এবং সমস্যা মোকাবেলায় আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঞ) সকল সংস্থার সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের প্রস্তুত থাকার উপদেশ প্রদান করা।

ট) উপকূলীয় এলাকা এবং উপকূলীয় দ্বীপসমূহ চর/হাওড় এলাকায় ভেড়িবাঁধসহ আশ্রয় কেন্দ্র, হেলিপ্যাড ও মাটির কিলার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

ঠ) সকল ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত খাবার পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করা।

ড) দুর্যোগকালে ব্যবহার করা হবে এমন দালান ও স্থাপনাসমূহের জরিপ করা এবং আশ্রয় কেন্দ্র/ত্রাণ শিবির হিসেবে ব্যবহারের জন্য সেগুলোকে এলাকা ভিত্তিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঢ) প্রয়োজনে, দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য জেলা প্রশাসকদেরকে অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা সহায়তা করা।

ণ) উপকূলীয় বনায়ন কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে উৎসাহ ও নিশ্চয়তা দেয়া।

ত) বিভাগের মধ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় থানা থেকে বিভাগ পর্যন্ত কর্মকর্তাদের যথাযথ ধারণা ও প্রশিক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করা।

থ) বিভাগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা দুর্যোগের প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য বাৎসরিক মহড়ার ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

দ) দুর্যোগ পরবর্তী চিকিৎসা ও সংক্রামক ব্যাধির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সাহায্যের বন্দোবস্ত করা এবং অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ মজুদের নিশ্চয়তা বিধান করা।

হুঁশিয়ারি ও সতর্কীকরণ পর্যায়

ক) আসন্ন ঘূর্ণিঝড়/বন্যার আশংকাযুক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে যাতে সতর্ক সংকেত পৌঁছায় এবং সে মোতাবেক কাজ করে, তা নিশ্চিত করা।

খ) একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করে ন্যূনতম কর্মী দ্বারা তা পরিচালনা করা।

গ) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন নিশ্চিত করা এবং এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ঘ) অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের (EOC) সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা এবং নিজ এলাকাধীন জেলা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করা।

চ) যে কোনো জরুরি অবস্থায় সাড়া দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগে কবলিত হতে পারে এমন এলাকার লোকজনদের যথাযথভাবে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা নিশ্চিত করা।

খ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে যানবাহন, জলযান, ত্রাণ ও চিকিৎসক দল প্রস্তুত রাখতে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দুর্গত এলাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেয়া।

গ) অপসারণ আদেশ প্রাপ্তির পর শৃঙ্খলার সাথে সকল ভয়ভীতি অতিক্রম করে সরকারি জনবল এবং সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাহায্যে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ঘ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ বাস্তবায়ন করা বা অন্য পদক্ষেপ (যদি যথার্থ বিবেচনা করা হয়) নেয়া।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দুর্যোগ কবলিত এলাকা জরুরি ভিত্তিতে পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নিরূপণ করা এবং কি ধরণের ও কত পরিমাণ ত্রাণ প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা।

খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র (EOC) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখা।

গ) বন্যা/ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য ও খাবার পানির সরবরাহ এবং মেডিকেল সাহায্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন এবং সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য সুপারিশ করা।

ঙ) স্বেচ্ছাসেবামূলক সংস্থাসমূহের কার্যাবলি সমন্বয় করা।

চ) প্রয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের মাধ্যমে আরও তহবিল ও মালামাল বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করা।

ছ) নিজ এলাকার মধ্যে বিভিন্ন পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরিদর্শন ও সমন্বয় করা।

জ) পুনর্বাসন কার্যক্রমে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যাবলির সমন্বয় করা।

৫.২ জেলা প্রশাসক

জেলা প্রশাসক তার প্রশাসনিক আওতাধীন জেলার সকল দুর্যোগ প্রস্তুতি, মোকাবেলা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত কার্যাবলির জন্য সর্বোচ্চ নির্বাহী অফিসার হিসেবে গণ্য হবেন। সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থার জেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা স্থায়ী আদেশাবলী বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন। উপজেলাসমূহের জন্য নির্ধারিত স্থায়ী আদেশাবলী বাস্তবায়ন কাজেও তিনি সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করবেন। জেলা প্রশাসক নিচে উল্লেখিত দায়িত্বসমূহও পালন করবেনঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক) জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। নির্দেশনা ও তথ্যের প্রাপ্তি স্বীকার করা এবং লব্ধ প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করার মাধ্যমে নিয়মিত দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।

গ) বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং স্থান নির্দেশক মানচিত্রের ওপর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক 'আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ' সম্পর্কিত সংকলিত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে এটা প্রস্তুত করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে পাঠানো।

ঘ) উপজেলা ডিএমসিসির তৈরি করা স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে বিভাগীয় পর্যায়ে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদি পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তররে (DDM) পাঠানো।

ঙ) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার পুরোপুরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

চ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত তহবিল গঠনে জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া।

ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC) সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আগাম সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার নিশ্চিত করা।

জ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মহড়া (ফৎরষষ) আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া। মহড়ার ভিত্তি হচ্ছে-সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস, অপসারণ, উদ্ধার কার্যক্রমের প্রচার এবং প্রাথমিক ত্রাণ কার্যক্রমের সহায়তা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) জেলার দুর্যোগ প্রস্তুতির সার্বিক অবস্থা প্রতি তিনমাস পর পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে, কোনো দুর্বলতা থাকলে তা দূরীকরণের চেষ্টা করা।

খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলি পরিচালনা নিশ্চিত করা।

গ) অতি ঝুঁকিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকার (অরক্ষিত) গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো চিহ্নিত করা এবং উপজেলা ও ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থান, লোকসংখ্যা ও বিস্তারিত প্রস্তুতিমূলক সুবিধাদি প্রদর্শন করে মানচিত্র তৈরি করা।

ঘ) উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা এবং সংকেত প্রচার, উদ্ধার, অপসারণ ও ত্রাণ ইত্যাদি কাজের নিশ্চয়তা বিধান করা।

ঙ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতির উপর সিপিপি ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে গঠিত স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যকরি প্রশিক্ষণ এবং ধারণা প্রদানের (orientation) নিশ্চয়তা বিধান করা।

চ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যার সতর্ক সংকেত প্রচারের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ছ) দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশসমূহ বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার সকল কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ নিশ্চিত করা।

জ) পুকুর, গ্রাম্য সড়ক, ভেড়িবাঁধ ও স্লুইস গেটের সুষ্ঠু রক্ষাণাবেক্ষণ এবং বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সময় জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য আশ্রয়কেন্দ্রে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা।

ঝ) সরকারের প্রজ্ঞাপনের আলোকে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা।

ঞ) দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য স্থানীয় আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা তৈরি করা।

ট) প্রস্তুতির কার্যকারিতা ও ধরন জানার জন্য প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষামূলক মহড়া পরিচালনা করা।

ঠ) গড়ে উঠা প্রতিটি নতুন চরে আদমশুমারী পরিচালনা করা এবং সম্ভব হলে মজবুত বাড়ি তৈরিতে জনসাধারণকে উৎসাহ/সহায়তা দান করা। অন্যথায়, নিরাপদ স্থানে তাদের স্থানান্তরের পরিকল্পনা তৈরি করা।

ড) জনসংখ্যা, যানবাহন, জলযান, খাদ্য গুদাম, ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ ইত্যাদির হাল নাগাদ জরুরি তথ্য প্রস্তুত রাখা।

ঢ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও মাটির কেলা ইত্যাদি ব্যবহার উপযোগী রাখা এবং সেখানে পানির পর্যাপ্ত সুবিধা নিশ্চিত করা।

ণ) প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে ভবনাদি, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির তালিকা তৈরি করা যাতে জরুরি অবস্থায় জনগণ সেগুলো আশ্রয়কেন্দ্র অথবা ত্রাণ শিবির হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

ত) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা এবং তার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

থ) উপকূলীয় বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উৎসাহ প্রদান ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

দ) জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ (আপদকালীন পরিকল্পনা) নিশ্চিত করা।

ধ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর সকল বিষয়ে সদাপ্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

ন) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকার সকল থানা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর সহায়তায় দুর্যোগ পরিচিতি এবং ঘূর্ণিঝড়/বন্যার ওপর প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

প) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথভাবে গঠন এবং জেলার দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য মাঝে মাঝে সভা আহবান নিশ্চিত করা।

ফ) যে কোনো জরুরি অবস্থায় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব পুরোপুরি পালন নিশ্চিত করা।

ব) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর কাজ করতে সক্ষম বেসরকারি সংস্থাগুলোর হালনাগাদ তালিকা রাখা এবং তাদের কার্যক্রম সমন্বয় করা।

ভ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডবিউডিবি) থেকে বন্যার তথ্য সংগ্রহ করা (বন্যার ক্ষেত্রে)।

সতর্কীকরণ পর্যায়

ক) সংশ্লিষ্ট সকলকে যে কোনো সম্ভাব্য দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকার সর্তকাদেশ জারি করা।

খ) পুলিশ, বিডিআর ও সিপিপি এর বেতার কার্যক্রম এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপদসংকুল জনসাধরণকে সতর্কীকরণ নিশ্চিত করা।

গ) নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের (EOC) সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান করা।

খ) নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক/সতর্ক সংকেত তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশ দান করা।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের EOC, বিভাগীয় সদর দপ্তরে স্থাপিত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ও সংশ্লিষ্ট থানা সদরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।

ঘ) এলাকার জনগণের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় সম্বন্ধীয় বিপদ/মহাবিপদ সংকেত ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার লোকজন যাতে দুর্যোগের সতর্ক সংকেত পায় তা নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) সকল প্রয়োজনীয় সম্পদ একত্রিত করে (জনশক্তি, যানবাহন, জলযান, যন্ত্রপাতি ও ত্রাণ সামগ্রী) দুর্যোগ কবলিত এলাকায় প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

খ) প্রয়োজনীয় যানবাহন ও জলযান যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অধিযাচন (requisition) করবার ব্যবস্থা করা।

গ) দুর্যোগ কবলিত এলাকায় খাওয়ার পানি প্রেরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঘ) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আহবান করা।

ঙ) অপসারণের আদেশ প্রাপ্তির পর স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সংস্থা, পুলিশ, ইউনিয়ন পরিষদ আনসার, ভিডিপি এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে লোকজন ও সম্পদ অপসারণ নিশ্চিত করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ পরিদর্শন এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য যথাযথ জরিপ এবং সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন নির্ধারণ করা।

খ) নির্ধারিত ফরমে ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন প্রেরণ এবং সাহায্য সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করা।

গ) উপযুক্ত স্থানে ত্রাণ শিবির স্থাপন এবং পরিচালনা করা।

ঘ) দ্বীপে আটকা পড়া অথবা দুর্গত লোকদের উদ্ধার কাজ পরিচালনা করা।

ঙ) জরুরি ও সাধারণ চিকিৎসা সাহায্য এবং খাদ্য ও পানীয় জল সরবরাহ পরিচালনা করা। যদি মহাপরিচালক (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর) কে যোগাযোগ করে না পাওয়া যায় তবে ত্রাণ ও সম্ভাব্য খরচ হিসাবে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা খরচ করা। পরবর্তীতে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর কাছে ঘটনা পরবর্তী বরাদ্দের (post-factor) জন্য কারণসহ অনুরোধ জানানো।

চ) ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপগুলি মেরামত এবং নতুন নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা। পুকুরের পানি পানের উপযোগী করার ব্যবস্থা করা।

ছ) ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামতের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা।

জ) মৃত মানুষের দেহ এবং পশুদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্য পরিস্থিতির অবনতির কারণে যাতে মহামারি দেখা না দেয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

ঝ) যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অত্যাবশ্যক সেবা দান করা।

ঞ) সড়ক, কালভার্ট সেতু ইত্যাদি মেরামতের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন বোধে পুনর্বাসনের পদক্ষেপ নেয়া।

ট) গৃহ নির্মাণ, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি দপ্তরের সমন্বয়ে যথাযথ পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং শীঘ্র তা অনুমোদনের পদক্ষেপ নেয়া এবং জরুরিভাবে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

ঠ) সড়ক ও বেড়িবাঁধের মধ্য থেকে দূষিত লবণাক্ত পানি বের করে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নেয়া।

ড) পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নেয়া।

ঢ) পুনর্বাসনের কাজে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যাবলির সমন্বয় করা।

৫.৩ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁর সাধারণ দায়িত্ব পালন ছাড়াও উপজেলা পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রধানত দায়ী থাকবেন। উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সকল কর্মপরিকল্পনা (আপদকালিন পরিকল্পনা) বাস্তবায়নের কাজও তিনি সমন্বয় সাধন ও তদারকি করবেন।

ঝুঁকিহ্রাস

ক) উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। নির্দেশনা ও তথ্যের প্রাপ্তি স্বীকার করা এবং প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করে নিয়মিত দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।

গ) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ডিএমসিসি) প্রস্তুত করা 'আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ' সম্পর্কিত সংকলিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং স্থান নির্দেশক মানচিত্রের ওপর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে পাঠানো।

ঘ) ইউনিয়ন ডিএমসিসির তৈরি করা স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভাগীয় পর্যায়ে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদি পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে (DDM) পাঠানো।

ঙ) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার পুরোপুরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

চ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত তহবিল গঠনে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কাউন্সিলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আগাম সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার নিশ্চিত করা।

জ) সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস, অপসারণ, উদ্ধার কার্যক্রমের প্রচার এবং প্রাথমিক ত্রাণ কার্যক্রমের সহায়তার ভিত্তিতে উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মহড়া আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন নিশ্চিত করা।

খ) সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন নিশ্চিত করা ।

১) হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচার, উদ্ধারকার্য, নিরাপদ/আশ্রয় কেন্দ্রে অপাসারণ এবং ত্রাণ তৎপরতা ইত্যাদি পরিচালনার জন্য উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড এবং গ্রাম পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবি দল গঠন নিশ্চিত করা ।

২) সতর্কীকরণ ফলপ্রসূ এবং স্বেচ্ছাসেবী দলসমূহকে পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিতি করবার জন্য ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি র্মসূচীর সাথে সহযোগিতা নিশ্চিত করা ।

৩) বন্যা/ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত হুঁশিয়ারি সংকেত স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রচার নিশ্চিত করা।

৪) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অবহিতি নিশ্চত করা এবং সকল আদেশের আলোকে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা।

৫) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং বন্যার সময় নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র সেবে ব্যবহারের জন্য বন্যাস্তর (flood level) অপেক্ষা উঁচুকরণ নিশ্চিত করা ।

৬) উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা (প্রয়োগ যোগ্য হলে)।

গ) যে সব এলাকা সাধারণত ঘূর্ণিঝড়/বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সব এলাকার তালিকা ও মানচিত্র সংরক্ষণ করা।

ঘ) সতর্কীকরণ, আশ্রয়, উদ্ধার, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, অপসারণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, নিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে স্থায়ী আদেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে থানা দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এ সব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয় নিশ্চিত করা ।

ঙ) প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় মহড়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে।

চ) গড়ে উঠা নতুন এলাকার বসতি জরিপ করা এবং সেখানে বসবাসকারী লোকদের দুর্যোগ প্রস্তুতি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ছ) প্রয়োজনীয় স্থানে বিশেষ করে চর এলাকায় কিলা, হেলিপ্যাড এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা করা এবং তা কার্যকর রাখা।

জ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাহায্য ও সহযোগিতা করা ।

ঝ) ঘূর্ণিঝড় পূর্ব, ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন এবং ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠানকে আহবান করা হবে সে সব প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংরক্ষণ করা এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা।

ঞ) জরুরি কাজে ব্যবহারযোগ্য জনবল ও যানবাহনের তালিকা সংরক্ষণ করা।

ট) বন্যা/ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের পূর্বে খাদ্য, ঔষধ, জীবাণুনাশক ঔষধ এবং নলকূপের মজুদ নিশ্চিত করা।

ঠ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় /পুলিশ /বিটিসিএল /বিডিআর এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার সহযোগিতায় থানা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের পরিচালনা নিশ্চিত করা।

ড) কমিউনিটি সেন্টার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং কিলা সমূহের যথাযথ মেরামত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঢ) উপজেলা /ইউনিয়ন অফিস/ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (cpp) ইউনিটে হুঁশিয়ারি পতাকা মজুদ নিশ্চিত করা।

ণ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ে জেলা প্রশাসকের নির্দেশ বাস্তবায়িত করা।

ত) বাঁধের অবস্থা পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজন হলে মেরামতের প্রস্তাব পেশ করা।

থ) চলচ্চিত্র প্রদর্শন, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ এবং জনসভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় হুঁশিয়ারি সংকেত এবং প্রস্তুতি ব্যবস্থাপনা জনগণের নিকট প্রচার এবং জনপ্রিয় করে তোলা।

দ) বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের সময় জনসাধারণের আশ্রয় এর জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ইউনিয়ন দলনেতার সাথে সহযোগিতার স্থান নির্বাচন ও চিহ্নিত করা।

সতর্ক এবং হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করার জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু রাখা। একজন গেজেটেড কর্মকর্তা/থানা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্যকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা।

খ) তাৎক্ষণিক গতিশীলতা নিশ্চিত করতে লোকবল এবং যানবাহন প্রস্তুত রাখা।

গ) বিশেষ বার্তাবাহক/টেলিফোনের মাধ্যমে ইউনিয়নে হুঁশিয়ারি সংকেত প্রেরণ করা এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যানকে সতর্ক করা ।

ঘ) চর এলাকার সাথে দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণকে সতর্ক করা।

ঙ) জেলা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

চ) ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করার জন্য পরামর্শ দেয়া।

ছ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আহবান করা।

জ) ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিক চালু রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া।

ঝ) সকল সতর্ক কেন্দ্রে হুঁশিয়ারি পতাকা উত্তোলন নিশ্চিত করা।

ঞ) সংশ্লিষ্ট সকলকে ঘূর্ণিঝড়/বন্যা সতর্ক সংকেত অবহিত করা। ঘূর্ণিঝড়/বন্যা সংক্রান্ত সকল জরুরি সংবাদের সঙ্গে "ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা/বন্যা সতর্কতা" শব্দটি সংযুক্ত করা এবং থানা পর্যায় হতে ইউনিয়ন পর্যায়ে জরুরিকালীন সময়ে দিনপঞ্জি (logbook) সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ট) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুতএলাকায়) বাস্তবায়নে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক এবং উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা/ভিডিপি সদস্য/আনসার/বিআরডিবি সদস্য/পরিবার পরিকল্পনা কর্মী/চৌকিদার/ব্লক সুপারভাইজার/মৎস্য ও পশু পালন বিভাগের কর্মী/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/ সমবায়/ বিডবিউডিবি/ সড়ক ও জনপথ/ বিটিসিএল/ এলজিইডি এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারী কর্তৃক জনসাধারণের কাছে বিপদ সংকেত ও মহাবিপদ সংকেত সঠিক ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

খ) অপসারণ (evacuation) নির্দেশ যাতে সঠিক ভাবে ঘোষণা করা হয় তা নিশ্চত করা।

গ) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, কিলা, স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার এবং অন্যান্য সরকারি ভবন ও উঁচু স্থানের ন্যায় নিরাপদ স্থানসমূহে মানুষ ও গবাদিপশু সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা। খাদ্য ও বস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এ উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে অনুরূপ নির্দেশ দেয়া।

ঘ) পানির পাত্রে খাবার পানি পূর্ণ করে রাখা এবং চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদিগকেও খাবার পানি পাত্রে পূর্ণ রাখতে পরামর্শ দেয়া।

ঙ) জনসাধারণকে সতর্ক করার জন্য বিশেষ সংবাদ বাহক পাঠানোর ব্যবস্থা করা। খাবার পানি, ম্যাচ, শুকনো খাবার, ডাব নারিকেল এবং বাসনপত্র ইত্যাদি পাষ্টিক কাগজে মুড়ে মাটির নিচে রাখার জন্য পরামর্শ দেয়া।

চ) জেলা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা এবং স্থানীয় আবহাওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো।

ছ) ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি/পানি বৃদ্ধির স্তর (level) সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখা।

জ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আহবান করা এবং পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রস্তুত থাকার এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেয়া।

ঝ) উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য পরিচালনার জন্য যানবাহন, নৌযান ইত্যাদি হুকুম দখল করা। এ ছাড়াও প্রয়োজনবোধে যে জাতীয় যানবাহনের প্রয়োজন তা সরবরাহের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা।

ঞ) সকল প্রস্তুতি ব্যবস্থা সঠিকভাবে গ্রহণ নিশ্চত করা।

ট) উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে সেনাবাহিনী চাওয়া হলে তাদের সাথে কাজের সমন্বয় করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) দুর্গত এলাকা সমূহের দ্রুত জরিপের ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যমান অবস্থা জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা। ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের মতামত ও সাহায্য নিয়ে ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা।

খ) উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য দ্রুতগামী জলযানের ব্যবস্থা করা।

গ) ত্রাণ কাজের জন্য থানা উন্নয়ন তহবিল হতে জরুরি ব্যয় নির্বাহ করা।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নে জরুরি ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করা।

ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণ নলকূপ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

চ) মানুষ ও গবাদিপশুর জীবন রক্ষার জন্য রোগ প্রতিরোধক ও আরোগ্যমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ছ) যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হলে সংবাদবাহক পাঠিয়ে ইউনিয়ন ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা এবং জেলা নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে ঘূর্ণিঝড়/বন্যা সংক্রান্ত দৈনন্দিন খবরাখবর সরবরাহ করা।

জ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহকে ত্রাণ অঞ্চলে বিভক্ত করা এবং থানা সদর দপ্তরকে আঞ্চলিক সদর দপ্তর হিসাবে ঘোষণা করা । ত্রাণ কার্য পরিচালনার জন্য একজন কর্মকর্তাকে একটি অঞ্চলের দায়িত্ব অর্পন করা । ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে একটি উপজেলায় একাধিক ত্রাণ অঞ্চলের প্রয়োজন হতে পারে এবং প্রয়োজন হলে এরূপ প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একজন কর্মকর্তা নিয়ুক্ত করা।

ঝ) ত্রাণ পরিচালনায় অব্যবস্থা প্রতিরোধ করা। ত্রাণ সামগ্রী, ঘর-বাড়ি নির্মাণের অর্থ, নগদ টাকা-পয়সাসহ ঘরনির্মাণ অনুদান ইত্যাদি দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। জরুরি হাসপাতাল, ত্রাণকেন্দ্র ও লঙ্গর খানা ইত্যাদির সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করা।

ঞ) স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক ও প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড/ সেনাবাহিনী/ পুলিশ/ আনসার/ ভিডিপিসদস্য এবং পরিবার পরিকল্পনা/ মৎস্য/কৃষি/ পশুপালন বিভাগের কর্মীদের সহযোগিতায় মৃতদেহ সৎকার এবং মৃত পশু পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করা। বাড়ি-ঘর এবং শস্য ক্ষেত্র থেকে লবণাক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।

ট) ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুদান, ঋণ ও ত্রাণ সামগ্রীর ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় চাহিদা পেশ করা।

ঠ) স্বেচ্ছাসেবি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ত্রাণকার্য সমন্বয় করা।

ড) টেস্ট রিলিফ/কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি/ভিজিএফ ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্গত এলাকার জনসাধারণের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং এ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ঢ) উদ্ধার কাজ, স্বাস্থ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা।

৫.৪ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

ঝুঁকিহ্রাস

ক) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। নির্দেশনা ও তথ্যের প্রাপ্তি স্বীকার করা এবং প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করার মাধ্যমে নিয়মিত দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।

গ) 'আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ' সম্পর্কিত সংকলিত প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং স্থান নির্দেশক মানচিত্রের ওপর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পাঠানো।

ঘ) ইউনিয়ন ডিএমসিসির তৈরি করা স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভাগীয় পর্যায়ে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদি পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পাঠানো।

ঙ) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা পুরোপুরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

চ) স্থানীয়ভাবে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে বেসরকারি সংস্থাসমূহের (এনজিও) কাজে সহায়তা দেয়া।

ছ) বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সমন্বয় করতে সহায়তা করা। ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উপযুক্ত তহবিল গঠনে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কাউন্সিলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আগাম সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার নিশ্চিত করা।

জ) সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস, অপসারণ, উদ্ধার কার্যক্রমের প্রচার এবং প্রাথমিক ত্রাণ কার্যক্রমের সহায়তার ভিত্তিতে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মহড়া (ড্রিল) আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তার সাধারণ দায়িত্ব ছাড়াও নিচে বর্ণিত দায়িত্ব পালন করবেন:

ক) উদ্ধারকাজ, জীবনরক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, লঙ্গরখানা তত্ত্বাবধান, টিকা/ ইনজেকশন দান ইত্যাদি কাজের জন্য ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি ও স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে ইউনিয়নের একদল কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যাতে তারা প্রয়োজনের সময় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবিদের সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারে।

খ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কাজে সহযোগিতা প্রদান ও সমন্বয় সাধন করা।

গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থায় জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে থানা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা এবং ঘূর্ণিঝড়/বন্যার সময় কি করা উচিৎ তা জনসাধারণকে অবহিত করা।

ঘ) চলচ্চিত্র প্রদর্শন, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ এবং জনসভা আয়োজনের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত প্রচার ও জনপ্রিয় করে তোলা।

ঙ) উপকূলীয় অঞ্চলে স্বেচ্ছামূলক বৃক্ষ রোপণে জনগণকে উৎসাহ প্রদান করা এবং বসত বাড়ির আশেপাশে গাছ লাগাতে পরামর্শ প্রদান করা।

চ) ইউনিয়নের সকল ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সংকেত পতাকা উত্তোলনের জন্য প্রস্তুত রাখা।

ছ) বর্তমান ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র/ কেলা/ হেলিপ্যাড পর্যাপ্ত না হলে নতুন হেলিপ্যাড/ কেলা ও আশ্রয়স্থল নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করা।

জ) ইউনিয়নের যে সব এলাকা ঘূর্ণিঝড়/ বন্যায় আক্রান্ত হতে পারে তা চিহ্নিত করে মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং যে সমস্ত এলাকা বেশি আক্রান্ত হতে পারে তা নির্দেশ করা।

ঝ) দুরবর্তী চর এলাকায় জনসাধারণের প্রস্তুতির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা।

ঞ) ইউনিয়নের মৎস্যজীবী ও জেলে সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ট) বেতারে প্রচারিত আবহাওয়া পূর্বাভাস নিয়মিতভাবে শোনা এবং নির্দেশাবলি অনুসরণ করার জন্য জনসাধারণ ও জেলেদের উৎসাহিত করা।

ঠ) বন্যা জলোচ্ছ্বাসের সময় আশ্রয়গ্রহণের জন্য আশ্রয়স্থল, উঁচু জায়গা এবং তদানুযায়ী জনগণকে অবহিত রাখা।

ড) ঘূর্ণিঝড়পূর্ব, ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরে ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের একটি তালিকা সংরক্ষণ করা এবং বিভিন্ন প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ঢ) জরুরি কাজে ব্যবহারযোগ্য যানবাহন/ নৌকার একটি তালিকা সংরক্ষণ করা।

ণ) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার ও কিলার সাথে সংযোগকারী রাস্তা, এবং কালভার্টসমূহের যথাযথ মেরামত/সংরক্ষণ নিশ্চত করা।

ত) সিপিপি, স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে প্রতি বছর ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ক মহড়ার ব্যবস্থা করা।

থ) খাবার পানির উৎস, খাদ্য গুদাম, বীজ এবং গোখাদ্য মজুদ ইত্যাদির সুরক্ষাও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সার্বক্ষণিক ভাবে ২৪ ঘণ্টা ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু রাখা। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্যকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্ব দেয়া।

খ) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং আসন্ন ঘূর্ণিঝড়/বন্যা সম্পর্কে তাদেরকে জানানো।

গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ কর্তৃক ইউনিয়নের সকল ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সংকেত পতাকা উত্তোলন নিশ্চিত করা।

ঘ) ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থা সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য দূরবর্তী চর এলাকায় বিশেষ সংবাদ বাহক প্রেরণ করা।

ঙ) নিয়মতিভাবে বেতারে আবহাওয়া পূর্বাভাস শোনা এবং সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেয়া।

হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (UDMC) সভা আহবান করা ।

খ) ঢোল বাজিয়ে অথবা মেগাফোনের মাধ্যমে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে প্রচার করা এবং নিরাপদ স্থানসমূহ ও জনসাধারণ কর্তৃক গ্রহণীয় অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাবলি সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করা ।

গ) বন্যা/ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে গবাদিপশু এবং জনসাধরণের অপসারণ, নিরাপদ স্থানসমূহে স্থানান্তর এবং খাদ্য, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য জরুরি ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা ।

ঘ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা ও সমন্বয় করা ।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যগণ যাহাতে সঠিক সময়ে জনসাধারণের নিকট বিপদ/মহা-বিপদ সংকেত প্রচার করে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

খ) দুরবর্তী চর এলাকাসহ নিজ নিজ এলাকায় জনসাধারণের নিকট যাতে অপসারণ নির্দেশ সঠিকভাবে প্রচারিত হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

গ) বিপজ্জনক স্থানসমূহ হতে নিরাপদ স্থান সমূহে মানুষ ও গবাদি পশুর স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা এবং খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ করা। ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, কিলা, কমিউনিটি সেন্টার ও অন্যান্য সরকারি ভবনে এ উদ্দেশ্যে সকলের নিকট অনুরূপ নির্দেশ প্রেরণ করা।

ঘ) পানির পাত্রগুলোতে খাবার পানি পূর্ণ করে রাখা এবং অন্যান্যদের এ কাজ করার জন্য পরামর্শ দেয়া।

ঙ) উপজেলা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখা।

চ) সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়মিত এবং সতর্কতার সহিত আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনার এবং ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি ও বন্যার পানি বিপদ সীমার উপরে বৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া।

ছ) বিশেষ সংবাদ বাহক প্রেরণ করার মাধ্যমে জনসাধরনকে সতর্ক করা এবং পরামর্শ দেয়া, যেন তারা পাষ্টিক পাত্রে খাবার পানি, শুকনা খাদ্য, ম্যাচ ইত্যাদি জাতীয় সামগ্রী এবং ডাব, হাড়িপাতিল ও গো-খাদ্য জাতীয় সামগ্রী মাটির নিচে পুঁতে রাখে; অধিকন্তু গবাদিপশুকে যথোপযুক্ত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য জনগণকে পরামর্শ দেয়া।

জ) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আহবান করা। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রস্তুত থাকার এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেয়া।

ঝ) সকল প্রস্তুতি ব্যবস্থা যাতে সঠিকভাবে গৃহীত হয় তা নিশ্চিত করা।

ঞ) উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যের জন্য ইউনিয়নে পর্যাপ্ত যানবাহন ও নৌকা হুকুম দখল করা।

ট) অপসারিত জনসাধারনের সম্পত্তি হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) স্বেচ্ছাসেবক এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাহায্যে সার্বক্ষণিক উদ্ধার ও ত্রাণকাজ পরিচালনা করা এবং ত্রাণকাজ পরিচালনার জন্য স্পিডবোটের ব্যবস্থা করা।

খ) দুর্গত এলাকাগুলোতে দ্রুত জরিপের ব্যবস্থা করা এবং বিশেষ সংবাদ বাহকের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ত্রাণসামগ্রীর সুপারিশসহ ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন পেশ করা (যদি থাকে)।

গ) থানা সদর দপ্তর হতে জরুরি ত্রাণসামগ্রী গ্রহণ করা ।

ঘ) পুকুর, কূপ এবং নলকূপের পানির লবণাক্ততা দূর করে জরুরি ভিত্তিতে দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক নলকূপ বসাবার ব্যবস্থা এবং খাবার পানির ব্যবস্থা করা।

ঙ) স্বেচ্ছাসেবক, গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনী এবং প্রয়োজন হলে পুলিশ, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, সেনাবাহিনীর সাহায্যে মানুষের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং গবাদিপশুর মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করা। বসতবাড়ি ও শস্যক্ষেতে আবদ্ধ লবণাক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।

চ) ত্রাণ সামগ্রী, ঘর-বাড়ি, টাকা, গৃহনির্মাণ অনুদান, ইত্যাদি দ্রুত ও সুষ্ঠু বণ্টনের নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং জরুরি হাসপাতাল, ত্রাণকেন্দ্র, লংগরখানা ইত্যাদির সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করা ।

ছ) ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করে থানা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রেরণ করা ।

জ) স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ এবং ত্রাণকাজে নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের ত্রাণকাজের সমন্বয় সাধন ও তদারকি করা ।

ঝ) টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিএফ ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় জনসাধারণের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা তৈরি ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা ।

ঞ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত যে কোনো দায়িত্ব (প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশ সহ) পালন করা ।

ট) দ্রুত মেরামতের মাধ্যমে উপকূলীয় নৌ যোগাযোগ এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা ।

৫.৫ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দায়িত্বসমূহ

সাধারণ দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের দুর্যোগ সংক্রান্ত নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করতে হবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও কর্মশালায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা।

খ) জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা, ঝুঁকির অগ্রাধিকার দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জন্য ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

গ) বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিপদাপন্ন দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ঘ) কমিউনিটি ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে প্রস্তুত ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ আহরণে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সহায়তা করা।

ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম সমন্বয় ও সহযোগিতার জন্য বেসরকারি সংস্থাসমূহের (এনজিও) কাজে সহায়তা করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের একটি বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষণ করা ।

খ) জরুরি ত্রাণকাজ পরিচালনার সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করা।

গ) নিজ নিজ এলাকার দুর্যোগ অবস্থা উন্নতভাবে মোকাবেলা করা এবং পুনর্বাসন কাজে জনসাধারণকে সচেতন ও প্রস্তুত রাখা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) মেগাফোন, সাইরেন, সতর্ক সংকেত, ঢোল অথবা খালি কেরোসিন টিন বাজিয়ে আগাম হুঁশিয়ারী/বিপদ/মহা-বিপদ সংকেত ঘোষণা করা। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি না করে বিপদ সংকেতের কথা ঘোষণা করা।

খ) বেতারে নিয়মিতভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনা।

গ) রেডিও/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সতর্ক সংকেত পাওয়ার পর দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

ঘ) অপসারণ, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং খাবারের ব্যবস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত ঘর/বাড়ি মেরামত, নিরাপত্তা ইত্যাদির ন্যায় নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য জরুরি স্বেচ্ছাসেবী দলকে প্রস্তুত রাখা।

ঙ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সংগে সহযোগিতা ও সমন্বয় করা।

চ) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সংকেত পতাকা উত্তোলন নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অথবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ন্যস্ত যে কোনো দায়িত্ব এবং উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে সাহায্য করা।

সাধারণ নির্দেশাবলি

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ নিচে উলেখিত বিষয়ে জনসাধারণকে পরামর্শ প্রদান করবেন:

ক) নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার পর বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনার পরামর্শ দেয়া।

খ) সতর্ক সংকেত উত্তোলনের পর সকল নৌকা ও ট্রলারকে উপকূলের কাছাকাছি রাখা এবং নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া।

গ) অন্যদের সাথে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় করা।

ঘ) বিভিন্ন পাত্রে পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী চিড়া, মুড়ি, গুড় এবং খাবার পানি, ডাব, হাড়ি পাতিল, ম্যাচ, পাতলা পলিথিন ব্যাগে মুড়িয়ে তিন ফুট মাটির নিচে পুঁতে রাখার পরামর্শ দেয়া যাতে তা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়। খাবার পানির টিউবওয়েল এবং নলকূপের মুখ প্লাস্টিক কভার দিয়ে জড়িয়ে রাখার পরামর্শ দেয়া যাতে লবণাক্ত/দূষিত পানি প্রবেশ করতে না পারে।

ঙ) অপসারণ নির্দেশ ঘোষণার সাথে সাথে জনসাধারণকে নিকটবর্তী ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্র, কিলা, পাকা ভবন, কমিউনিটি সেন্টার এবং অন্য যে কোন নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া। শিশু, বৃদ্ধ এবং দুর্বলদের রক্ষায় বিশেষ দৃষ্টি রাখতে পরমর্শ দেয়া। গবাদিপশু ও অন্যান্য জীবজন্তুদের উঁচু নিরাপদ স্থানে অপসারণের পরামর্শ দেয়া।

চ) কোনো প্রকার গুজব প্রচার না করা এবং তা না শোনার পরামর্শ দেয়া।

ছ) দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগের পর দুর্গত জনসাধারণকে উদ্ধার করার পরামর্শ দেয়া।

জ) যে কোনো ব্যক্তির জীবন এবং সম্পত্তি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা অথবা অন্য কোনো দুর্যোগের দ্বারা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অনতিবিলম্বে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের জানাবার জন্য পরামর্শ দেয়া।

ঝ) সকল ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেয়া।

ঞ) আহত/ডুবন্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করার পরামর্শ দেওয়া।

ট) মৃতদেহ অপসারণ ও মৃত ব্যক্তির সৎকার এবং মৃত গবাদিপশু মাটিতে পুঁতে ফেলার পরামর্শ দেয়া।

ঠ) দুর্যোগের পর সমবায় ভিত্তিতে বাড়ি নির্মাণের পরামর্শ দেয়া।

ড)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্য অথবা যে কোনো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ত্রাণকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশ অথবা অনুরোধ পালন করার পরামর্শ দেয়া।

ঢ)	খাবার পানির উৎস পুনরুদ্ধারের জন্য পরামর্শ দেয়া।

৫.৬ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সরকারের একটি বিধিবদ্ধ সহায়ক প্রতিষ্ঠান। সারা দেশে এর শাখা ছড়িয়ে আছে। তারা দুর্যোগের সময় সরকারি প্রচেষ্টার পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিক দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ মোকাবেলা কর্মসূচিতে এ সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিজস্ব বিধিমালা ও সংগঠনিক কাঠামোর আওতায় থেকে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বিডিআরসিএস নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করবেঃ

ঝুঁকিহ্রাস

ক)	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং জাতীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অন্য কমিটিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

খ)	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বিবেচনায় নিয়ে অথবা গুরুত্ব দিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা ।

গ)	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ের কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করা।

ঘ)	সম্পদ বরাদ্দ এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

জরুরি সাড়াপ্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক)	বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সকল পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ এবং পরিকল্পনা তৈরি করবে।

খ)	দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় রেডক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মীদল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেয়া।

গ)	দুর্যোগ মোকাবেলা করার ব্যাপারে জনসাধারণের জন্য শিক্ষা ও প্রেরণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ঘ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা ও কৌশল অর্জনের জন্য সেমিনার, কর্মশালা ও সভার আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা।

ঙ)	দুর্যোগ/ত্রাণ কাজে আগ্রহি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

চ)	ত্রাণ সামগ্রী যথাযথ মজুদ এবং প্রাপ্তির জন্য সড়ক যোগাযোগ/জলযান রক্ষাণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

ছ)	সম্ভব হলে, মাটির কিলা এবং বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সাথে এগুলোর সংযোগ সাধন করা।

জ)	যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সাধারণের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো পদক্ষেপ নেয়া।

সতর্কতা পর্যায়

ক)	ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি এবং সংশ্লিষ্ট রেডক্রিসেন্ট ইউনিটসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কতা সংকেত প্রেরণ নিশ্চিত করা।

খ)	ঘূর্ণিঝড়ের বেলায় সিপিপি'র সকল পর্যায়ের কর্মীদেরকে হুঁশিয়ারি সংকেত পৌছানো নিশ্চিত করা।

গ)	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগের (বিএমডি) ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ঘ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় জন্য একজন যোগাযোগ কর্মকর্তাকে মনোনীত করা।

ঙ)	জরিপ নিরূপণ দলকে সতর্ক থাকার (সার্বক্ষণিক) জন্য নির্দেশ প্রদান করা।

চ)	প্রয়োজনে, অন্য যে কোনো পদক্ষেপ নেয়া।

হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সার্বক্ষণিক (২৪ ঘণ্টা) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনা করা।

খ) রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সতর্ক সংকেত প্রেরণ করা ।

গ) মাঠ পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি কার্যকর নিশ্চিত করা (ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে)।

ঘ) প্রয়োজনে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের EOC'র জন্য একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা প্রেরণ করা।

ঙ) সদর দপ্তরে জরিপ ও ত্রাণ দলকে প্রয়োজনীয় যানবাহনসহ প্রস্তুত রাখা।

চ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভায় যোগদান করা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ছ) প্রয়োজন হলে দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম এমন সব এলাকা থেকে কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক এবং মালামাল দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করা।

জ) সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট ব্যাখ্যাসহ বিপদ/মহা-বিপদ সংকেত প্রেরণ (ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেতের ক্ষেত্রে) করা।

ঝ) কঠিন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সুবিধাজনক স্থানসমূহে সংরক্ষিত কর্মচারী ও মালামালসমূহ প্রেরণ করা।

ঞ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত হলে স্বেচ্ছাসেবক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঘনিষ্ট সহযোগিতায় জনসাধারণের অপসারণের কাজে অংশগ্রহণ করা।

ট) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিক চালু রাখা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি বিভাগের পরিচালনা কেন্দ্রর সাথে সকল সময় যোগাযোগ করা।

ঠ) প্রধান বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) সাথে সম্ভাব্য কাজের সমন্বয় করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্গত এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির জরিপ এবং ত্রাণ/চিকিৎসা দল প্রেরণ, দুর্যোগের অব্যবহিত পর সংশ্লিষ্ট বিডিআরসিএস-এর ইউনিট সমূহকে দুর্যোগ এলাকায় পৌছানো নিশ্চিত করা।

খ) ক্ষয়ক্ষতি এবং চাহিদা নিরূপণে স্থায়ী কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান করা এবং ওই সমস্ত সংস্থা ও বিডিআরসিএস এর সদর দপ্তরকে তথ্য সরবরাহ করা।

গ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জরুরি সাহায্য প্রদান করা,বিশেষ করে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে:

১। উদ্ধার ও অপসারণ কাজে সাহায্য করা
২। আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান করা
৩। আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা
৪। প্রয়োজন অনুযায়ী দুস্থদের জন্য পরিপূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করা
৫। প্রতিরোধ এবং সীমিত প্রতিষেধক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
৬। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় গৃহস্থালি সামগ্রী ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করা

ঘ) দুর্গত ব্যক্তিদের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রয়োজন সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

ঙ) দুর্যোগে আক্রান্ত হয় নাই এমন সকল এলাকার রেড ক্রিসেন্ট অফিস এবং সদর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী দুর্যোগকবলিত এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারে ব্যবস্থা করা।

চ) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আর্ন্তজাতিক রেডক্রস সংস্থা এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসমূহকে অবহিত করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্য পরিচালনার জন্য চাহিদা প্রেরণ করা।

পুনর্বাসন পর্যায়

ক) বিশেষ পরিস্থিতিতে পুনর্নির্মান ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা ।

খ) প্রস্তুতি কাজে সঠিক এবং কার্যকর মূল্যায়ন এবং যে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি/দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য পদক্ষেপ নেয়া।

গ) জনসাধারণের দুর্দশা লাঘবের জন্য যে কোনো সম্ভাব্য উপায়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান করা।

গ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়ন এবং পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা নির্ধারণের ব্যাপারে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান করা।

৫.৭ অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)

দুর্যোগ চলাকালে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক এনজিওগুলো সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। সার্বিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সহযোগিতায় এনজিওগুলো নিজস্ব নীতিমালা এবং সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে নিচে উলেখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকি.হ্রাস

ক) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।

খ) বেসরকারি সংস্থাসমূহের নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে (বিবেচনায় নিয়ে) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা।

গ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ের কমিটিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করা।

ঘ) সম্পদ বরাদ্দ করা এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

স্বাভাবিক সময়

ক) বেসরকারি সংস্থাগুলো সকল পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরিকল্পনা তৈরি করবে।

খ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দল ও শ্রমিক মোতায়ন করা এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গ) দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণের জন্য শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা এবং সভার আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা।

ঙ) দুর্যোগ/ত্রাণ কাজে আগ্রহী জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভাগ/অধিদপ্তর/কার্যালয়/সংস্থার যোগাযোগ রক্ষা করা।

চ) ত্রাণ সামগ্রী মজুদ ও গ্রহণ এবং জলযানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করা।

ছ) সম্ভব হলে, মাটির সুরক্ষিত টিলা, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করা এবং এগুলোকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে সংযোগ ঘটানো।

জ) যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে অন্য যে কোনো পদক্ষেপ নেয়া।

সতর্কতা পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কবার্তা জারি করা।

খ) সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিতে সতর্কবার্তা প্রচার নিশ্চিত করা।

গ) ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP) এবং আবহাওয়া বিভাগের ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের (SWC) নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র (EOC) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

ঙ) প্রয়োজনে, জরিপ নিরূপণ দলকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশনা জারি করা এবং অন্য যে কোনো পদক্ষেপ নেয়া।

হুশিয়ারি পর্যায়

ক) নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিক (২৪ ঘণ্টা) চালু রাখা।

খ) সবার কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছে দেয়া।

গ) প্রয়োজনে, উপযুক্ত পর্যায়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা পাঠানো।

ঘ) প্রয়োজনীয় পরিবহনসহ সদর দপ্তরের জরিপ ও ত্রাণ দলকে প্রস্তুত রাখা।

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর সভায় উপস্থিত থাকা।

চ) প্রয়োজনে, কম দুর্যোগপ্রবণ এলাকা থেকে জনবল ও উপকরণ দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় পাঠানোর জন্য নির্দেশনা জারি করা।

ছ) সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে (ঘূর্ণিঝড় সতর্কতার ক্ষেত্রে) সঠিক ব্যাখ্যাসহ বিপদ/মহাবিপদ সংকেত প্রচার করা।

জ) জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হলে অতিরিক্ত জনবল ও উপকরণ সুবিধাজনক স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা।

ঝ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্বেচ্ছাসেবি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় দুর্গত লোকজনকে সরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা।

ঞ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিক চালু রাখা এবং উপযুক্ত পর্যায়ে জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করা।

ট) সম্ভাব্য সহযোগিতার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে লিয়াজোঁ রক্ষা করা।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ কবলিত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং দুর্যোগের পরপরই দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ত্রাণ ও চিকিৎসক দল পাঠানো এবং পৌঁছানোর ব্যাপারে সহায়তা করা।

খ) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা চিহ্নিত করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা এবং সংস্থা ও নিজস্ব সদর দপ্তরে তথ্য সরবরাহ করা।

গ) দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জরুরি সহায়তা দেয়া। বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়ে:

১. উদ্ধার ও সরিয়ে নেয়ার কাজে সহায়তা।
২. আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা।
৩. আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া।
৪. দুর্গত লোকদের প্রয়োজন অনুসারে বিনামূল্যে/সম্পূরক খাবারের ব্যবস্থা।
৫. প্রতিরোধমূলক ও সীমিত আকারে আরোগ্যমূলক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৬. মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের জন্য পোশাক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পণ্যের ব্যবস্থা করা।

ঘ) দুর্গত মানুষের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

ঙ) দুর্যোগ আক্রান্ত নয় এমন এলাকা এবং সদর দপ্তর থেকে গৃহীত উপকরণগুলো দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করা।

চ) এনজিও অ্যাফেয়্যার্স ব্যুরোকে অবহিত করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা চেয়ে দাতাসংস্থা গুলোর কাছে অনুরোধপত্র প্রেরণ।

ছ) সাড়াপ্রদান কার্যক্রমের সমন্বয় ও দ্বৈততা এড়াতে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে জানানো।

পুর্নবাসন পর্যায়

ক) বিশেষক্ষেত্রে, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।

খ) প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের সঠিক ও কার্যকর মূল্যায়ন এবং এমন কাজের দুর্বলতা সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া।

গ) জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে যে কোনো পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করা।

ঘ) দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুতিতে এবং তাদের চাহিদা ও সম্ভাব্য পুনর্বাসনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়া।

ঙ) দুর্যোগপ্রবণ ও আক্রান্ত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা (যেমনঃ বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড, শেল্টার, ইত্যাদি) বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

পরিশিষ্ট সমুহ

পরিশিষ্ট ০১
বিএমডি কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ধরনের বিশেষ আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার

১.১ সাংকেতিক ঠিকানা হুর্য়িল উইন্ড (WHIRL WIND) এর আওতায় প্রাপকদের নামঃ

চট্টগ্রাম

১.১.১ ডেপুটি কনজারভেটর, চট্টগ্রাম বন্দর
১.১.২ প্রধান কর্মকর্তা, মার্কেন্টাইল সমুদ্র বন্দর দপ্তর, চট্টগ্রাম
১.১.৩ মৎস্য পোতাশ্রয় ব্যবস্থাপনা, চট্টগ্রাম
১.১.৪ জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার

খুলনা

১.১.৫ চেয়ারম্যান মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১.২ সাংকেতিক ঠিকানা হুর্য়িল উইন্ড/হারিকেন/টাইফুন এর আওতায় প্রাপকদের নামঃ

১.২.১ কেবিনেট সচিব, কেবিনেট ডিভিশন
১.২.২ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান
১.২.৩ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান
১.২.৪ বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী প্রধান
১.২.৫ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
১.২.৬ রাষ্ট্রপতির সচিব
১.২.৭ প্রধান মন্ত্রীর সচিব
১.২.৮ সচিব, প্রতিরক্ষা বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১.২.৯ সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ
১.২.১০ সচিব, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১.২.১১ সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১.২.১২ সচিব, ডাক ও তার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
১.২.১৩ সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১.২.১৪ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
১.২.১৫ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১.২.১৬ সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন বিভাগ
১.২.১৭ সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
১.২.১৮ সচিব, পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১.২.১৯ সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১.২.২০ প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, আর্মড ফোর্সেস বিভাগ
১.২.২১ ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ সরকার
১.২.২২ চেয়ারম্যান, বিআইডবিউটিএ (প্রধান নির্বাহী, কনজারভেন্সি অ্যাণ্ড পাইলট-২, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা)
১.২.২৩ পরিচালক, সারফেস ওয়াটার হাইড্রলিক্স-২, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
১.২.২৪ চেয়ারম্যান বিটিসিএল
১.২.২৫ চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষ, এমএস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা
১.২.২৬ চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
১.২.২৭ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১.২.২৮ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পলী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

১.২.২৯ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ
১.২.৩০ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
১.২.৩১ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি
১.২.৩২ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বডার গার্ড
১.২.৩৩ মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
১.২.৩৪ মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১.২.৩৫ মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর (বিলুপ্ত)
১.২.৩৬ কমিশনার, সকল বিভাগ
১.২.৩৭ জেলা প্রশাসক, সকল জেলা

চট্টগ্রাম বিভাগ

১.২.৩৮ চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম, মংলা, নারায়নগঞ্জ এবং সকল নদী বন্দর
১.২.৩৯ কমোডোর কমান্ডিং, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ নৌবাহিনী
১.২.৪০ কমোডোর কমান্ডিং, বিএন, ফ্লোটিলা, চট্টগ্রাম
১.২.৪১ মৎস্য পোতাশ্রয়, চট্টগ্রাম
১.২.৪২ মহা-ব্যবস্থাপক, রেলপথ, বাংলাদেশ রেলপথ চট্টগ্রাম
১.২.৪৩ কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমী চট্টগ্রাম
১.২.৪৪ সহ সভাপতি, ইপিজেড, চট্টগ্রাম
১.২.৪৫ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম
১.২.৪৬ জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার
১.২.৪৭ জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী
১.২.৪৮ জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুর
১.২.৪৯ জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর
১.২.৫০ কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ

বরিশাল বিভাগ

১.২.৫১ কমিশনার, বরিশাল বিভাগ
১.২.৫২ জেলা প্রশাসক, বরিশাল
১.২.৫৩ জেলা প্রশাসক, ভোলা
১.২.৫৪ জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি
১.২.৫৫ জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর
১.২.৫৬ জেলা প্রশাসক, পুটয়াখালী
১.২.৫৭ জেলা প্রশাসক, বরগুনা

খুলনা বিভাগ

১.২.৫৮ কমিশনার, খুলনা বিভাগ
১.২.৫৯ জেলা প্রশাসক, খুলনা
১.২.৬০ চেয়ারম্যান, বন্দর কর্তৃপক্ষ, চালনা
১.২.৬১ জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা
১.২.৬২ জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট

১.৩ সাংকেতিক ঠিকানা টাইফুন এর আওতায় প্রাপকদের নামঃ

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল

১.৩.১ জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি
১.৩.২ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি
১.৩.৩ জেলা প্রশাসক, বান্দরবন

চট্টগ্রাম অঞ্চল

১.৩.৪ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম
১.৩.৫ জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার
১.৩.৬ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া মানমন্দির, সীতাকুন্ড
১.৩.৭ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া মানমন্দির, সন্দ্বীপ
১.৩.৮ থানা নির্বাহী অফিসার, সন্দীপ

কুমিল্লা অঞ্চল

১.৩.৯ জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর

নোয়াখালী

১.৩.১০ জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী
১.৩.১১ জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুর
১.৩.১২ জেলা প্রশাসক, ফেনী
১.৩.১৩ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণির মানমন্দির, মাইজদি কোর্ট, নোয়াখালী
১.৩.১৪ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পাইলট বেলুন মানমন্দির, ফেনী
১.৩.১৫ থানা নির্বাহী অফিসার, হাতিয়া
১.৩.১৬ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণির মানমন্দির, হাতিয়া

খুলনা অঞ্চল

১.৩.১৭ জেলা প্রশাসক, খুলনা
১.৩.১৮ জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা
১.৩.১৯ চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাগেরহাট
১.৩.২০ জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট
১.৩.২১ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া মানমন্দির, গলামারি, খুলনা
১.৩.২২ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া মানমন্দির, সাতক্ষীরা, খুলনা
১.২.২৩ প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, খুলনা

বরিশাল অঞ্চল

১.৩.২৪ জেলা প্রশাসক, বরিশাল
১.৩.২৫ প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বিডবিউডিবি বরিশাল
১.৩.২৬ জেলা প্রশাসক, ভোলা
১.৩.২৭ জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি
১.৩.২৮ জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর
১.৩.২৯ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পিবিও বরিশাল
১.৩.৩০ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া মানমন্দির, ভোলা

পটুয়াখালী অঞ্চল

১.৩.৩১ জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী
১.৩.৩২ জেলা প্রশাসক, বরগুনা
১.৩.৩৩ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া অফিস, খেপুপাড়া
১.৩.৩৪ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া মানমন্দির, গলামারি, খুলনা

১.৪ সাংকেতিক ঠিকানা ‘ওয়াটার ওয়েজ’ এর আওতায় প্রাপকদের নাম

কুমিল্লা অঞ্চল

১.৪.১ জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর
১.৪.২ অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, চাঁদপুর

নোয়াখালী

১.৪.৩ জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী
১.৪.৪ জেলা প্রশাসক, ফেনী
১.৪.৫ জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুর

ঢাকা অঞ্চল

১.৪.৬ জেলা প্রশাসক, ঢাকা
১.৪.৭ জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ
১.৪.৮ অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, নারায়নগঞ্জ
১.৪.৯ জেলা প্রশাসক, নরসিংদী
১.৪.১০ জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ

ফরিদপুর অঞ্চল

১.৪.১১ জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর
১.৪.১২ জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী
১.৪.১৩ সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, রাজবাড়ী
১.৪.১৪ জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর
১.৪.১৫ জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ
১.৪.১৬ উপ-অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, গোয়ালন্দ
১.৪.১৭ জেলা প্রশাসক, শরিয়তপুর

ময়মনসিংহ অঞ্চল

১.৪.১৮ জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ

টাঙ্গাইল অঞ্চল

১.৪.১৯ জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল

খুলনা অঞ্চল

১.৪.২০ জেলা প্রশাসক, খুলনা
১.৪.২১ উইং কমান্ডার, বাংলাদেশ রাইফেলস্, খুলনা
১.৪.২২ অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, খুলনা
১.৪.২৩ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সুন্দরবন, খুলনা
১.৪.২৪ মহা ব্যবস্থাপক, খুলনা শিপইয়ার্ড, খুলনা
১.৪.২৫ জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট
১.৪.২৬ জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা

বরিশাল অঞ্চল

১.৪.২৭ জেলা প্রশাসক, বরিশাল
১.৪.২৮ অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, বরিশাল
১.৪.২৯ জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর
১.৪.৩০ জেলা প্রশাসক, ভোলা

পটুয়াখালী অঞ্চল

১.৪.৩১ জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী

১.৪.৩২ জেলা প্রশাসক, বরগুনা

রাজশাহী অঞ্চল

১.৪.৩৩ জেলা প্রশাসক, রাজশাহী

১.৪.৩৪ জেলা প্রশাসক, নওগাঁ

পাবনা অঞ্চল

১.৪.৩৫ জেলা প্রশাসক, পাবনা

১.৪.৩৬ জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ

১.৪.৩৭ পূর্ত পরিদর্শক, হার্ডিঞ্জ সেতু, পাকশী, বাংলাদেশ রেলওয়ে

রংপুর অঞ্চল

১.৪.৩৮ জেলা প্রশাসক, রংপুর

১.৪.৩৯ মেরিন সুপারিনটেনডেন্ট, বিআর, তিস্তাঘাট, ফুলছড়ি

১.৪.৪০ জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম

১.৫ সাংকেতিক ঠিকানা 'অথরিটি' বা 'কর্তৃপক্ষ' এর আওতায় প্রাপকদের নাম

১.৫.১ পরিচালক (সিএন্ডপি), বিআইডব্লিউটিএ

১.৫.২ কনজারভেন্সি অ্যাণ্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, সিলেট সেকশন বিআইডব্লিউটিএ

১.৫.৩ কনজারভেন্সি অ্যাণ্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, ওয়েস্টোর্ণ ডেল্টা সেকশন বিআইডব্লিউটিএ, ইস্টার্ণ বয়রা, খুলনা।

১.৫.৪ কনজারভেন্সি অ্যাণ্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, কেন্দ্রীয় ডেল্টা শাখা, সেকশন বিআইডব্লিউটিএ, চাঁদপুর।

১.৫.৫ কনজারভেন্সি অ্যাণ্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, বিআইডব্লিউটিএ, কিশোরগঞ্জ।

১.৫.৬ কনজারভেন্সি অ্যাণ্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, পূর্বাঞ্চল ডেল্টা শাখা, বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল।

১.৫.৭ কনজারভেন্সি অ্যাণ্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, পূর্বাঞ্চলীয় ডেল্টা শাখা, তাহের চেম্বার, আগ্রাবাদ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।

পরিশিষ্ট - ০২

জরুরি ত্রাণ শিবির গঠন ও পরিচালনা

২.১ মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার প্রয়োজন দেখা দিলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/থানা নির্বাহী অফিসার অথবা জেলা প্রশাসক আশ্রয়কেন্দ্র/ত্রাণ শিবির চালু করবেন।

২.২ ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা /মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দুর্যোগের প্রকৃতি অনুসারে সযত্নে বাছাইকৃত জায়গায়, যেমন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার এবং অন্যান্য সরকারি ভবন ও উপযুক্ত স্থানসমূহে ত্রাণ শিবিরগুলো সংগঠিত ও স্থাপন করবেন।

২.৩ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/মিউনিসিপ্যালিটি মেম্বার/কমিশনারগণ প্রতিটি শিবিরের দায়িত্বে থাকবেন এবং কমপক্ষে ১০ জন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ওইশিবিরে সংগঠন সমন্বয় ও দেখাশুনার কাজে তাকে সাহায্য করবেন।

২.৪ শিবিরে প্রয়োজনীয় আবাসন, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পানি সরবরাহ এবং আলোর সুব্যবস্থা করতে হবে। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করবার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহায়তায় প্রয়োজনবোধে অগভীর নলকূপ যথাশীঘ্র স্থাপন করতে হবে।

২.৫ মহামারির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.৬ জরুরি প্রয়োজনে জেলা প্রশাসকের অনুমতিক্রমে লঙ্গরখানা খোলা এবং তথায় রান্না করা খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খিচুড়ি অথবা চাপাতি এবং শাকসজি খাদ্য হিসাবে পরিবেশন করা যেতে পারে। শিশুদের জন্য দুগ্ধ সরবরাহ করা যেতে পারে। এ ব্যয় জেলা/উপজেলা বাজেট এবং স্থানীয় তহবিল থেকে নির্বাহ করা যাবে। অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রতিশ্রুতির আগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মহা-পরিচালকের কাছ থেকে বাড়তি খাদ্যশস্য অথবা অর্থের মঞ্জুরি অবশ্যই লাভ করতে হবে। লঙ্গরখানা পরিচালনার জন্য উপজেলা পর্যায়ে রান্নার তৈজসপত্রাদির মজুদ ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে।

২.৭ বহুমুখি দুর্যোগ ও ত্রাণ শিবিরে প্রবেশের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে। যারা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই তাদেরকে কোনক্রমেই ত্রাণ শিবিরে নেয়া চলবে না।

২.৮ পুলিশ, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনী সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় চৌকিদার ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্র/ত্রাণ শিবিরগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের বাড়ি থেকে সরিয়ে আনা মালামাল হেফাজতের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৯ উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সহায়তায় ত্রাণ শিবিরগুলোতে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলতে হবে। স্থানীয় রেড ক্রিসেন্ট সিপিপি ও নিয়োজিত সংস্থার প্রতিনিধিগণ শিবিরে সর্বপ্রকার সহায়তা নিশ্চিত করবেন।

২.১০ প্রতিটি কেন্দ্রে শিবিরবাসীদের ত্রাণসামগ্রির প্রতিদিনের মাস্টার রোল এবং জমা ও খরচের হিসেব বই রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করতে হবে। একটি নগদ জমা-খরচের হিসেব বইও খুলতে হবে।

পরিশিষ্ট ০৩

মাল্টি-এজেন্সি দুর্যোগ ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

৩.১ ইনসিডেন্ট কমান্ড সিস্টেম (ICS) হচ্ছে, একক মানসম্পন্ন/উন্নত পরিচালনা পদ্ধতি। ব্যবহারকারীরা যেন সমন্বিত সাংগঠনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পরে এমনভাবে আইসিএস'র নকশা করা হয়েছে। যে কোনো দুর্যোগে আইসিএস পরিচালনায় চিত্র দ্বারা বর্ণিত সুনির্দিষ্ট তিনটি কাজ অর্ন্তভুক্ত থাকবে। এগুলো হল- নির্দেশনা প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা (সিসিসি)। ঘটনার সার্বিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজার (ডিআইএম) নামে পরিচিত হবেন।

৩.২ ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজারের দায়িত্ব হচ্ছে, দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ করা। চাহিদা ও পরিস্থিতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে ডিআইএম কাজ বণ্টন করবেন। তিনি (ক) কী করা প্রয়োজন; (খ) কোনো সংস্থার মাধ্যমে এবং (গ) কোনো সময়ের ভিত্তিতে দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দিবেন। জরুরি প্রয়োজনে অর্থ/প্রশাসনিক, পরিকল্পনা এবং উপকরণ ও এতে অর্ন্তভুক্ত থাকবে।

৩.৩ বিশেষ সাড়াপ্রদানের চাহিদা অনুযায়ী ডিআইএম সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে কাজ বণ্টনও করতে পারেন। তবে, এটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সেটি সংশ্লিষ্ট সংস্থার ওপর নির্ভর করে। ডিআইএমের স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যে থাকবে :

৩.৩.১ দুর্যোগের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করা এবং ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করা।

৩.৩.২ পরিস্থিতি নিরূপণ করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া।

৩.৩.৩ অগ্রাধিকার ও সময়ের বাঁধা সমূহ (টাইম কন্সট্রেইন্টস) চিহ্নিত করা।

৩.৩.৪ ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের (ডিএমআইটি) কাঠামো নিরূপণ করা।

৩.৩.৫ ডিএমআইটি সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে একটি দুর্যোগ ঘটনা পরিকল্পনা উন্নয়ন করা।

৩.৩.৬ সাড়াপ্রদানে সংস্থাসমূহকে কাজ দেয়া এবং সেবায় সহায়তা করা।

৩.৩.৭ সম্পদ ও সহায়তার সমন্বয় করা।

৩.৩.৮ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা এবং পরিস্থিতি পরিবর্তনে সাড়াপ্রদান।

৩.৩.৯ যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাসমূহকে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো।

৩.৩.১০ দুর্যোগে কর্মরত সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৩.৩.১১ গণমাধ্যমের সঙ্গে লিয়াজোঁ প্রতিষ্ঠা করা, এবং

৩.৩.১২ উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা।

৩.৩.১৩ ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজার ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট (ডিএমআইটি) গঠন করতে পারেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সদস্যদের সহায়তা করা। ডিএমআইটি নিম্নলিখিত সব কাজে বা কিছু কাজে সহায়তা করবে:

৩.৩.১৩.১ পরিকল্পনা- সম্পদের চাহিদা নিরূপণ করা, বরাদ্দ দেয়া সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ঘটনা পরিকল্পনার উন্নয়ন করা।

৩.৩.১৩.২ বুদ্ধিমত্তা- তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন পস্তুত করা।

৩.৩.১৩.৩ কার্যক্রম-দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ে ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজারকে সহায়তা করা। দুর্যোগ ঘটনা পরিকল্পনা উন্নয়নে সহায়তা করা এবং ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট লগ রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৩.৩.১৩.৪ আনুষঙ্গিক (লজিস্টিক)- দুর্যোগের ক্ষেত্রে সহায়তা, উপকরণ ও সরবরাহ সেবা চিহ্নিত ও সমন্বয় করা।

৩.৩.১৩.৫ যোগাযোগ- দুর্যোগস্থল ও জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে (যদি থাকে) কর্মরত সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয় করা।

৩.৩.১৩.৬ গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনা- গণমাধ্যমের সঙ্গে লিয়াজোঁ করা এবং দুর্যোগের ক্ষেত্রে (এটা ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের অংশ হবে না, তবে এতে সরাসরি প্রবেশের সুযোগ থাকবে) গণমাধ্যম পরিকল্পনা উন্নয়ন/বাস্তবায়ন করা।

৩.৪ দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপনা দল (দ্য ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট টিম- ডিএমআইটি) কাজ করতে পারে:

৩.৪.১ যদি ঘটনা একটি পয়েন্টে ঘটে তবে দুর্যোগ স্থলে ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট পয়েন্টের অবস্থান, অথবা

৩.৪.২ একাধিক স্থানে দুর্যোগ ঘটলে একটি প্রধান সংস্থার নিয়ন্ত্রণ কাজ পরিচালনা করা। দুর্যোগ স্থল থেকে ডিএমআইটি দূরে অবস্থান করলে অবস্থানগুলোতে সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণ/সমন্বয়ের জন্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রয়োজন হবে।

৩.৫ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তুতি (কন্ট্রোল অ্যারেজমেন্ট)- দুর্যোগ ঘটনার ধরনের ওপর নির্ভর করা, যেমন একটি বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড হলে প্রধান সংস্থার দায়িত্ব হতে পারে কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা। ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজারের দায়িত্ব হচ্ছে, সার্বিক ঘটনস্থলের (ইনসিডেন্ট সাইট) নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ পরিসীমার মধ্যে কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা।

৩.৬ এটা অপরিহার্য/জরুরি যে, দুর্যোগের ঘটনায় কাকে ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে তা সাড়াপ্রদানকারী সব সংস্থাকে জানতে হবে।

৩.৭ বিশেষ ধরনের ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে প্রধান সংস্থার দায়িত্ব বণ্টন করবে আইএমডিএমসিসি। জরুরি ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতি ও আপদকালীন পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের স্থায়ী পরিচালনা প্রক্রিয়ায় (এসওপি) এটি প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

৩.৮ সংস্থার অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি-দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতিতে কোন মতেই সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিতে হস্তক্ষেপ করবে না। সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের রয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত চেইন অব কমান্ড ও বিস্তারিত অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতি এবং বিশেষ ধরনের দুর্যোগকালে স্বাভাবিকভাবে তাদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এটি নির্দেশ কার্যক্রমের (কমান্ড ফ্যাংশন) অংশ।

৩.৯ মাল্টি-এজেন্সি ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চিত্র ০১- এ প্রদর্শিত ছকবদ্ধ তালিকা অনুসরণ করবে।

৩.১০ তিনটির বেশি সংস্থা সম্পৃক্ত হলে সেক্ষেত্রে একই নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। শুধু প্রধান সংস্থা ব্যবস্থাপনার কাজ করলে সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং নির্দেশ উপকরণ (কমান্ড কম্পোনেন্টস) প্রযোজ্য হবে না।

৩.১১ সংস্থার দায়িত্ব জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংস্থাসমূহের সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে:

৩.১১.১ দায়িত্বের সুনিদিষ্ট ক্ষেত্র নিশ্চিত করা।

৩.১১.২ ঘটনার পরিকল্পনায় ইনসিডেন্ট ম্যানেজারের নির্দিষ্ট করে দেয়া নির্ধারিত কাজ হাতে নেয়া।

৩.১১.৩ দ্রুততথ্য বিনিময় সক্ষম করে তুলতে পর্যাপ্ত ও টেকসই যোগাযোগ গ্রহণ করা। কারণ এটি নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়।

৩.১১.৪ কার্যকর বহুমুখী সংস্থার ঘটনা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে আন্ত:সংস্থা ঘনিষ্ঠ সমন্বয় গড়ে তোলা।

৩.১১.৫ দায়িত্বের আওতাধীন এলাকাসমূহে যাতে কোনো ফারাক বা দ্বৈততা না থাকে তা নিশ্চিত করতে লিয়াজোঁ অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা এবং।

৩.১১.৬ প্রতিটি সংস্থার প্রশিক্ষণের মৌলিক দিক হিসেবে আন্ত:সংস্থা লিয়াজোঁ মেনে চলা।

৩.১১.৭ কার্যকর সমন্বয়ের স্বার্থে সাংগঠনিক স্বায়ত্তশাসনের কিছু ধাপ (ডিগ্রি) বাদ দেয়া হতে পারে। এ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করা।

৩.১২ সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা সংস্থার মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা তাদের নিজস্ব সংস্থাসমূহের কাছে দায়বদ্ধ। অবশ্য, বরাদ্দকৃত কাজ সম্পাদনের জন্য ইনসিডেন্ট ম্যানেজারের কাছেও তারা অবশ্যই জবাবদিহি হবেন। তারা ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের অংশ হতে পারে। মাঠ কর্মকর্তারা সাধারণত তাদের এজেন্সিসহ সাইটে অবস্থান করেন অথবা তারা এজেন্সি অপারেশন সেন্টার অথবা ইওসি/কন্ট্রোল রুমের অন্যত্র অবস্থান করতে পারে। তাদের অবশ্যই ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগের মাধ্যমেও এ কাজ করা যেতে পারে।

৩.১৩ যোগাযোগ কর্মকর্তা ডিআইএমটি সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাগুলো থেকে লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করবে। লিয়াজোঁ অফিসাররা হচ্ছেন সংস্থার প্রতিনিধি। তাদের অবশ্যই সংস্থার সম্পদ ব্যবহারের কর্তৃত্ব থাকবে এবং অন্য সংস্থার সঙ্গে তাদের অবশ্যই যোগাযোগ থাকবে। সহায়তাপ্রাপ্ত সংস্থায় লিয়াজোঁ অফিসারদের সহায়ক সংস্থা সহায়তা দেবে এবং তারা সংস্থাসমূহের মাঠ কর্মকর্তা হবেন। অনুরোধে লিয়াজোঁ অফিসাররা ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট পয়েন্ট অথবা কন্ট্রোলিং এজেন্সি অপারেশন সেন্টার অথবা সম্ভব হলে উভয় ক্ষেত্রে অবস্থান করতে পারেন। তাদের সেবার আর প্রয়োজন না হলে যত দ্রুতসম্ভব তারা সেখান থেকে চলে যাবেন।

৩.১৪ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা অধিদপ্তর, এমডিএমআর পূর্ণাঙ্গ মাল্টি এজেন্সি ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট নির্দেশনা (বহুমখী সংস্থার দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপনা দিকনির্দেশনা) গড়ে তুলবে।

ছবি: ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিআইএমএস)

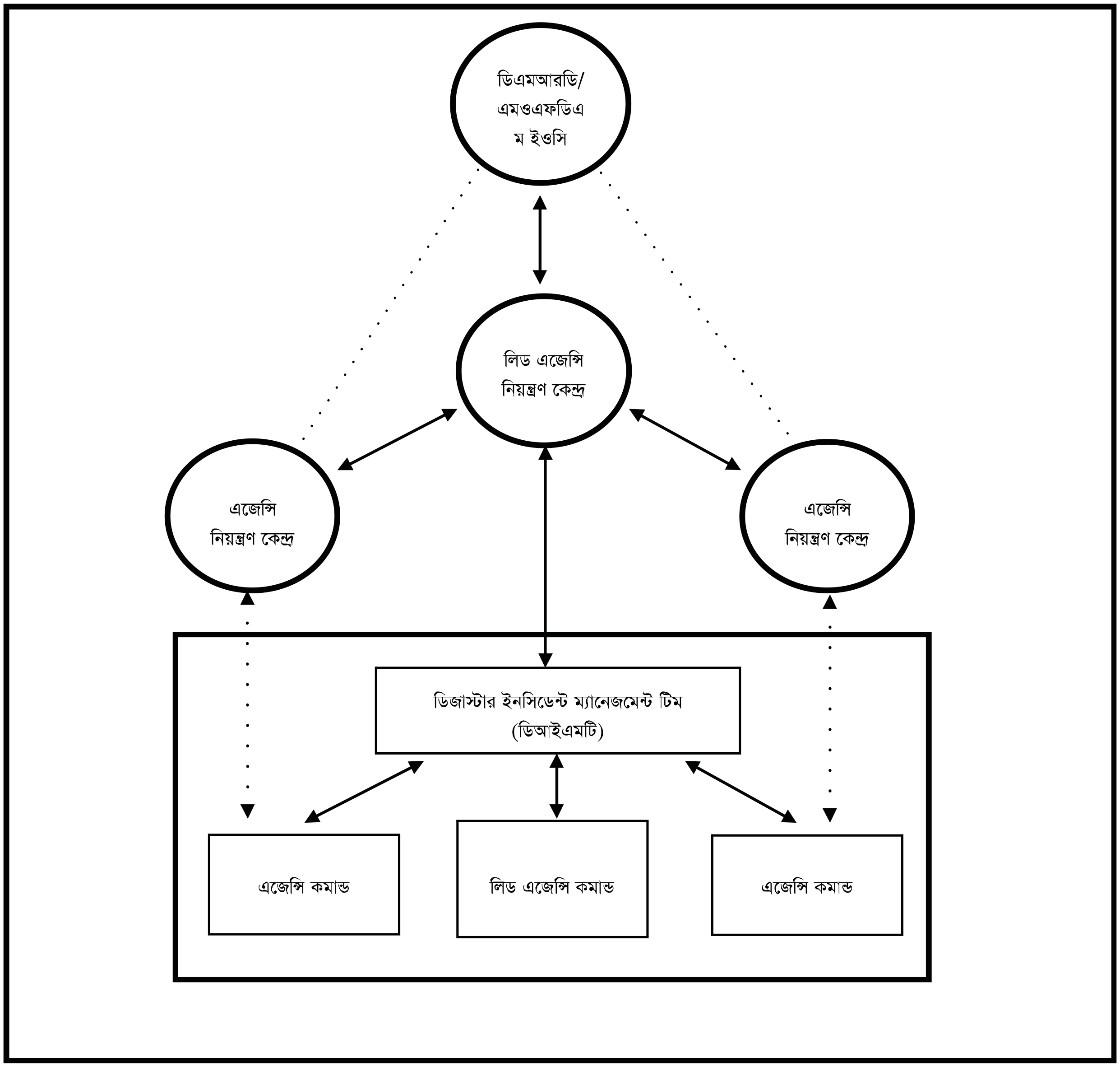

পরিশিষ্ট ০৪
জরুরি ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ

৪.১ দুর্যোগকালে দ্রুতখাদ্য সরবরাহ ও বহুমুখি আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে দুর্যোগপ্রবণ জেলা সদরে খাদ্য ও নির্মাণ সামগ্রী'র জরুরি মজুদ সংরক্ষণ করতে হবে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও)/আইও এ সকল দ্রব্যাদির হিসাব রাখবেন এবং ব্যবহার যোগ্যতা নিশ্চিত করবেন।

৪.২ জেলা প্রশাসক অথবা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্দেশক্রমে এ সকল ত্রাণ সামগ্রী ত্রাণ শিবিরে প্রেরণ করা। কোনো ভয়াবহ দুর্যোগের আশঙ্কা করলে জেলা প্রশাসক পূর্বাহ্নেই অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক এর বরাবর অধিযাচন পত্র প্রেরণ করবেন এবং দুর্যোগের সম্ভাব্য থানা/জেলায় কিছু ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করবেন।

৪.৩ ত্রাণ কার্য পরিচালনায় সাধারণত নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি অত্যাবশ্যকীয়: ১) চাউল/আটা। ২) চিড়া, মুড়ি, গুড়, চিনি। ৩) গুড়া দুধ, বিস্কুট। ৪) বিভিন্ন গৃহ সামগ্রী ৫) শুকনো খাবার ৬) বোতল বা ক্যানজাত পানি ৭) কম্বল ৮) ওরস্যালাইন ৯) স্থানান্তরযোগ্য পানি পরিশোধন প্যান্ট এবং জেরিক্যান ।

৪.৪ ত্রাণ শিবিরসমূহে তৈজসপত্র ছাড়াও ত্রিপল, তাবু এবং ঢেউটিনও আবশ্যক হয়ে থাকে। থানা ট্রেজারি পুনরায় চালু হবার পরপরই তার মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য সরবরাহ বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় সিএসডি এবং এলএসডি সমূহে প্রচুর গম ও চাল মজুদ থাকে যা দেশব্যাপী খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে থাকে। চিড়া, গুড়, মুড়ি, সহজলভ্য এবং জনগণের নিকট গ্রহনযোগ্য। তবে সহজলভ্যতা এবং নষ্ট হয়ে যাতে পারে বিধায় তাহাদের কোনো মজুদ সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় বাজার হতে তা ক্রয় করতে পারবে। জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন গৃহনির্মাণ সামগ্রীর মজুদও গড়ে তুলতে হবে।

৪.৫ ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা মৌসুম শুরু হবার পূর্বেই দুর্যোগপ্রবণ জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণ তাদের নিজ নিজ জেলার নগদ অর্থ/ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ পরিস্থিতি পুনঃমূল্যায়ন করবেন। নগদ অর্থ বা কোনো ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ অপ্রতুল মনে করলে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য তাহা ডিআরআর অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের নজরে আনবেন।

পরিশিষ্ট ০৫
ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণি বিভাজন

(বাতাসের তীব্রতা ও গতির ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণি বিভাজন)

ক্রমিক নং	ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণি	বাতাসের গতিবেগ
(১)	(২)	(৩)
(১)	নিম্নচাপ	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৫০ কিঃমিঃ (ঘন্টায় ৩১ মাইল)
(২)	গভীর নিম্নচাপ	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৫১ হইতে ৬১ কিঃমিঃ (ঘন্টায় ৩২ হইতে ৩৮ মাইল)
(৩)	ঘূর্ণিঝড়	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬২ হইতে ৮৮ কিঃমিঃ (ঘন্টায় ৩৯ হইতে ৫৪ মাইল)
(৪)	প্রবল ঘূর্ণিঝড়	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৮৯ হইতে ১১৭ কিঃমিঃ (ঘন্টায় ৫৫ হইতে ৭৩ মাইল)
(৫)	হারিকেনের তীব্রতা সম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড়	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১১৮ হইতে ১৭০ কিঃমিঃ (ঘন্টায় ৭৪ হইতে ১০৫ মাইল)
(৬)	সুপার সাইক্লোন	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১৭১ কিঃমিঃ এর অধিক (ঘন্টায় ১০৬ মাইলের অধিক)

(ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা ও হুঁশিয়ারি সঙ্কেত)

(ক) সমুদ্রবন্দরের জন্য ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী সঙ্কেত ঃ

ক্রমিক নং	সংকেত নম্বর	অর্থ
(১)	(২)	(৩)
(১)	দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সঙ্কেত নং ১	দূর সমুদ্রে অল্পকাল স্থায়ী প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া বহিতেছে, যাহা ঝড়ে পরিণত হইতে পারে।
(২)	দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সঙ্কেত নং ২	দূর সমুদ্রে ঝড় সৃষ্টি হইয়াছে।
(৩)	দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সঙ্কেত নং ৩	বন্দর দমকা হাওয়ার সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।
(৪)	দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সঙ্কেত নং ৪	বন্দরে ঝড় আঘাত হানিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তবে অত্যধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের যৌক্তিকতার পক্ষে বিপদ এখনো তেমন যথেষ্ট বড় বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।
(৫)	বিপদ সঙ্কেত নং ৫	ছোট বা মাঝারি তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র আবহাওয়া বিরাজ করিবে। এই ঝড় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ক্ষেত্রে বন্দরের পূর্ব উপকূল ভাগ দিয়া অতিক্রম করিবে বলিয়া ধারণা করা যায়।
(৬)	বিপদ সঙ্কেত নং ৬	ছোট বা মাঝারি তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র আবহাওয়া বিরাজ করিবে। এই ঝড় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ক্ষেত্রে বন্দরের উত্তর উপকূল ভাগ দিয়া এবং মংলার ক্ষেত্রে বন্দরের পশ্চিম উপকূল ভাগ দিয়া অতিক্রম করিবে বলিয়া ধারণা করা যায়।

(১)	(২)	(৩)
(৭)	বিপদ সঙ্কেত নং ৭	বন্দরের উপর বা নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে বলিয়া প্রত্যাশিত ছোট বা মাঝারি তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করিবে।
(৮)	মহাবিপদ সঙ্কেত নং ৮	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ক্ষেত্রে বন্দরের দক্ষিণ উপকূলভাগ দিয়া এবং মংলার ক্ষেত্রে পূর্ব উপকূল ভাগ দিয়া অতিক্রম করিবে বলিয়া প্রত্যাশিত প্রবল তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র ঝড়ো হাওয়া বিরাজ করিবে।
(৯)	মহাবিপদ সঙ্কেত নং ৯	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ক্ষেত্রে বন্দরের উত্তর উপকূলভাগ দিয়া এবং মংলার ক্ষেত্রে পশ্চিম উপকূল ভাগ দিয়া অতিক্রম করিবে বলিয়া প্রত্যাশিত প্রবল তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র ঝড়ো হাওয়া বিরাজ করিবে।
(১০)	মহাবিপদ সঙ্কেত নং ১০	বন্দরের উপর অথবা নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে বলিয়া প্রত্যাশিত প্রবল তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করিবে।
(১১)	যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থতা নং ১১	আবহাওয়া হুঁশিয়ারী কেন্দ্রের সহিত সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় স্থানীয় কর্মকর্তাদের মনে করিতে হইবে যে, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানিতে যাইতেছে।

(খ) নদী বন্দরের জন্য ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী সঙ্কেত ঃ

ক্রমিক নং	সংকেত নম্বর	অর্থ
(১)	(২)	(৩)
(১)	সতর্কতা সঙ্কেত নং ১	এলাকার উপর দিয়া অস্থায়ী দমকা হাওয়া প্রবাহিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।
(২)	হুঁশিয়ারী সঙ্কেত নং ২	এলাকার উপর ঝড় আঘাত হানিতে পারে। ৬৫ ফুট ও তাহার কম লম্বা নৌযানকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে হইবে।
(৩)	বিপদ সঙ্কেত নং ৩	এলাকায় ঝড় আঘাত হানিবে। সকল নৌযানকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে হইবে।
(৪)	মহাবিপদ সঙ্কেত নং ৪	এলাকায় শীঘ্রই প্রচন্ড ঝড় আঘাত হানিবে। সকল নৌযানকে অনতিবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে হইবে।

পরিশিষ্ট- ০৬

সমদ্র ও নদী বন্দরের জন্য হুঁশিয়ারি সংকেতসমূহ

২০০৮ সালের ১০ই মার্চ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সভায় দেশের সব সমুদ্র ও নদী বন্দরের জন্য নিম্নলিখিত সংশোধিত সর্তক ও হুঁশিয়ারি সংকেতসমূহ অনুমোদন করা হয়:

ক্রমিক নং	সমুদ্র বন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতসমূহ	ক্রমিক নং	নদী বন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতসমূহ	দমকা হাওয়ার গতিবেগ (কি.মি./ঘণ্টা)	সাম্ভাব্য ফলাফল/প্রভাব	বন্দরের জন্য হুঁশিয়ারি বার্তা	জনগণের জন্য বার্তা
১	দূরবর্তী সতর্ক সংকেত নং ১			৫১-৬১		• সমুদ্রের দূরবর্তী এলাকায় ঝড়ো বাতাসের কারণে ঝড় সৃষ্টি হতে পারে • বন্দর ছেড়ে যাওয়া নৌযানসমূহ ঝড়ো আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে পারে	
২	দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত নং ২			৬২-৮৮		• সমুদ্রের দূরবর্তী এলাকায় সৃষ্টি হওয়া ঝড় বন্দর সমূহের জন্য হুমকি নয়। মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ নৌযানসমূহ বন্দর ছেড়ে গেলে ঝড়ো আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে পারে	
৩	স্থানীয় সতর্কতা সংকেত নং ৩	১		৪০-৫০	• ছোট ছোট গাছের ডালপালা ভেঙ্গে পড়তে পারে • লাইট হাউজের ছাদ উড়ে যেতে পারে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে • নিম্নচাপ শক্তি সঞ্চয় করে উপকূল অতিক্রম করলে ফসলাদির ক্ষতি হতে পারে	• ঝড় এলাকায় আঘাত হানতে পারে। • উত্তর সাগরে অবস্থানরত ৫৬ ফুট বা এর কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে থাকতে হবে।	
৪	স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত নং ৪	২	স্থানীয় সতর্কতা সংকেত নং ৩	৫১-৬১	• কিছু নারিকেল গাছ ভেঙ্গে পড়তে পারে, বৃহৎ আকারের কিছু গাছ ও শিকড় উপড়ে পড়তে পারে • শস্য ক্ষেতসমূহের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘর-বাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হতে পারে। • নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গা অল্প বা মাঝারি পর্যায়ের জলোচ্ছ্বাসের মুখোমুখি হতে পারে	• ঝড়ের কারণে বন্দর হুমকির মুখোমুখি হতে পারে। তবে এতটা বিপজ্জনক নয় যে এখনই বড় আকারের পূর্ব সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে • উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত ১৫০ ফুট বা এর কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ ঘণ্টায় ৬১ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত বাতাসের ধাক্কা সহ্য করতে অক্ষম সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা	• মূল্যবান সম্পদসমূহ নিরাপদে রাখা • শিশুদের বাইরে ঘোরাফেরা বন্ধ করা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের নির্দেশনা এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচারিত বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন নিয়মিত শোনা • সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর উচিৎ জনগণকে সচেতন করতে উদ্যোগ নেয়া এবং জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা

৫	বিপদ সংকেত নং ৬	৩	স্থানীয় সংকেত নং ৪	৬২-৮৮	• অসংখ্য নারিকেল গাছ ভেঙ্গে পড়তে বা ধ্বংস হতে পারে • বৃহৎ আকারের অসংখ্য গাছ শিকড় উপড়ে পড়তে পারে • শস্য ক্ষেতসমূহের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে • অধিকাংশ কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘরের ছাদ উড়ে যেতে অথবা বিধ্বস্ত হতে পারে • বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ বিঘ্নিত হতে পারে • নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গাসহ .. ফুট জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যেতে পারে	• মাঝারি তীব্রতার সামুদ্রিক ঝড় থেকে প্রবল ঝড়ো হাওয়ার মুখোমুখি হতে পারে বন্দর • উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ অশ্রয়ে থাকা	• সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনকে পাকা ভবন বা ঘূর্ণিঝড় অশ্রয় কেন্দ্রে যেতে হতে পারে। তাদের উচিৎ হবে সমুদ্র ও নদী তীর থেকে দূরে অবস্থান করা • ঝড় প্রথম আঘাত হানতে পারে এমন এলাকার দিকে নজর রাখা এবং ঝড়ের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা • সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাগুলোর প্রথম কাজ হবে দুর্গত লোকজন বিশেষ করে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তা দিতে এগিয়ে আসা এবং জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা
৬	মহাবিপদ সংকেত নং ৮	৪	বিপদ সংকেত নং ৬	৮৯-১১৭	• ঝুঁকিপূর্ণএলাকা সহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে • অসংখ্য নারিকেলসহ বৃহৎ আকারের গাছ শিকড় উপড়ে যেতে বা ধ্বংস হতে পারে • ক্ষেতের ফসল পুরোপুরি নষ্ট হতে পারে • সব কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে • হালকা থেকে মাঝারি পর্যায়ের ইটের তৈরি স্থাপনাও উলেখযোগ্যভাবে ক্ষতি হতে পারে • বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ চরমভাবে বিঘ্নিত হতে পারে • নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গা ... ফুট জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যেতে পারে	• বন্দর তীব্র সামুদ্রিক ঝড়ে উদ্ভূত চরম প্রতিকুল আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে পারে। • উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ অশ্রয়ে থাকতে হবে	• সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনকে পাকা ভবন বা ঘূর্ণিঝড় অশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্ত র করা প্রয়োজন • ঝড় প্রথম আঘাত হানতে পারে এমন এলাকার দিকে নজর রাখা এবং ঝড়ের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা • প্রথম সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাগুলো জরুরি পরিস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্ত ুতিমূলক ব্যবস্থা নেবে এবং জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করবে

৭	মহাবিপদ সংকেত নং ৯	৫	মহাবিপদ সংকেত নং ৯	১১৮-১৭০	• ঝুঁকিপূর্ণসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে • নারিকেলসহ অগণিত বৃহৎ আকারের গাছ শিকড় উপড়ে পড়তে পারে বা ধ্বংস হতে পারে • ক্ষেতের ফসলসমূহ পুরোপুরি নষ্ট হতে পারে • সব কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে • হালকা থেকে মাঝারি পর্যায়ে ইটের তৈরি স্থাপনাসমূহের উলেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে • বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ চরমভাবে বিঘ্নিত হতে পারে • নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গা … ফুট জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যেতে পারে	• সাগরের তীব্র শক্তি সম্পন্ন ঝড়ে বন্দর মারাত্মক প্রতিকুল মুখোমুখি হবে • উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে	• সংশ্লিষ্ট এলাকার সব লোকজনকে পাকা ভবন বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে • ঝড় প্রথম আঘাত হানতে পারে এমন এলাকার দিকে নজর রাখা এবং ঝড়ের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা • সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাগুলোর প্রথম কাজ হবে জরুরি পরিস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেয়া এবং জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা
৮	মহাবিপদ সংকেত নং ৮	৬	মহাবিপদ সংকেত নং ১০	>১৭১	• ঝুঁকিপূর্ণসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে • নারিকেলসহ অগণিত বৃহৎ আকারের গাছ শিকড় উপড়ে পড়তে পারে এবং ধ্বংস হতে পারে • ক্ষেতের ফসল সমূহ পুরোপুরি নষ্ট হতে পারে • সব কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে • হালকা থেকে মাঝারি পর্যায়ে ইটের তৈরি স্থাপনাসমূহের উলেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে • বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ চরমভাবে বিঘ্নিত হতে পারে • নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গা … ফুট জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যেতে পারে	• সাগরের তীব্র শক্তি সম্পন্ন ঝড়ে বন্দর মারাত্মক প্রতিকুল মুখোমুখি হবে • উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে	• সংশ্লিষ্ট এলাকার সব লোক জনকে পাকা ভবন বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে • ঝড় প্রথম আঘাত হানতে পারে এমন এলাকার দিকে নজর রাখা এবং ঝড়ের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা • সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাগুলোর প্রথম কাজ হবে জরুরি পরিস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেয়া এবং জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা

স্থানীয় সতর্ক সংকেত নং ৪ জারির পরপরই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। এ পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে- ফলাফল সম্পর্কে সম্ভাব্য দুর্গত এলাকার মানুষজনকে সচেতন করতে, জীবন ও গবাদিপশু রক্ষা করতে তাদের কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে সে ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে গণ দুর্যোগ বার্তা পাঠাতে হবে।

পরিশিষ্ট- ০৭
ঘূর্ণিঝড় সতর্ককরণ পতাকা উত্তোলন

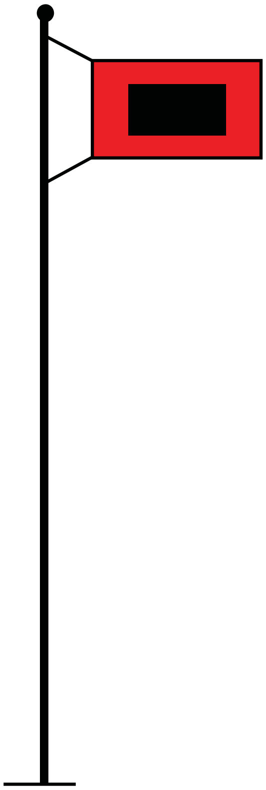

সংকেত নম্বর ১, ২, ৩

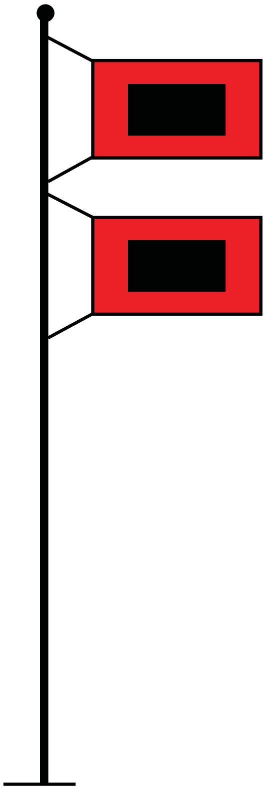

সংকেত নম্বর ৪ এবং ৬

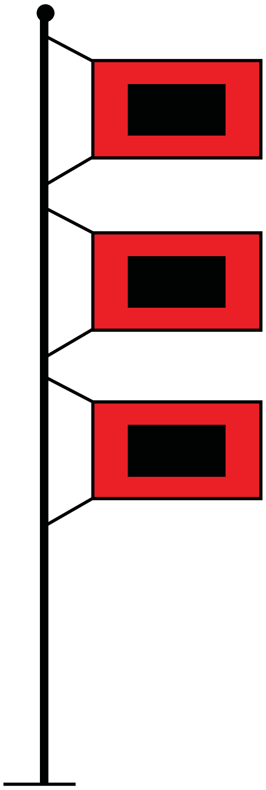

সংকেত নম্বর ৮, ৯, ১০

পরিশিষ্ট- ০৮
বন্যা ও বন্যার কারণ

বন্যা বাংলাদেশের একটি দৈনন্দিন চিত্র বাংলাদেশে প্রতি বছর এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্যন্ত সাধারণত দুই ধরনের বন্যা হয়ে থাকে: ধীরে ধীরে পানির উচ্চতাপ্রাপ্ত বন্যা ও হঠাৎ বন্যা।

আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সীমানার বাইরে ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীসমূহের উৎস স্থলে ধীরে ধীরে পানি বৃদ্ধির কারণে নদীর দুই কূল পাবিত করে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে। এ সকল ক্ষেত্রে বন্যার পানি সাধারণত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে পানির উচ্চতা এত বৃদ্ধি পায় যে, কুমিলা, সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, বগুড়া, ঢাকা, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ এবং কুষ্টিয়া অঞ্চলে বন্যা হয়। সে সঙ্গে এ সকল জেলায় স্থানীয়ভাবে ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়।

বাংলাদেশের খাসিয়া-জয়ন্তিয়া, গারো ও ত্রিপুরা পার্বত্য অঞ্চলের উজানে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে এ সকল এলাকার নদ-নদীর পানি হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে দু'কূল পাবিত করে এবং আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি করে ফলে ঘর-বাড়ি, শস্য এবং জানমালের প্রচুর ক্ষতি হয়। কোনো কোনো স্থানে স্থানীয় ভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত ওই সকল এলাকায় হঠাৎ ক্ষতি করে।

বন্যা ও তাহার তীব্রতার প্রধান কারনসমূহ :

ক) হিমালয় অঞ্চলের প্রচুর তুষারপাত এবং তুষারপাত গলিত জলরাশি।
খ) আসাম উপত্যকা ও উত্তর আসামের প্রচুর বৃষ্টিপাত।
গ) স্থানীয় প্রচুর বৃষ্টিপাত।
ঘ) উজানে ভূমি ধ্বসের কারণে প্রবাহিত পলি মাটিতে নদীগর্ভ ও নালাসমূহের তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধি।
ঙ) নদী, ঝর্ণা ও পানির উৎসস্থলে বাঁধ বৃক্ষ নিধন।
চ) অপরিকল্পিত জনবসতি এবং বাধ নির্মাণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জল নিষ্কাশনের প্রতিবন্ধকতা।
ছ) নদী বক্ষে জেগে উঠা চর ও বালুচর।
জ) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ভাটি অঞ্চলে তার প্রতিক্রিয়া।

পরিশিষ্ট- ০৯
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইউডিএমপি)

ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। ইউনিয়ন পর্যায়ে রয়েছে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউডিএমসি)। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ওই কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এতে বেশ কয়েকজন সদস্য থাকবেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রধান, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে কর্মরত এনজিও নেতা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সচিব কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। স্বাভাবিক সময়ে কমিটির সদস্যরা মাসে দুইবার বৈঠকে বসবেন। তবে জরুরি পরিস্থিতিতে তারা যে কোনো সময় বৈঠক করতে পারেন।

প্রতিটি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইউডিএমপি)' তৈরি করা হবে। ইউডিএমসির মাধ্যমে গঠিত এ পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত থাকবে। বিপন্ন জনগোষ্ঠী ও কমিউনিটির অংশগ্রহণের সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের (ডিএমআরডি) সরবরাহকৃত সঠিক কমিউনিটি ঝুঁকি নিরূপণ (সিআরএ) পদ্ধতির সহায়তায় পরিকল্পনাটি তৈরি করা হবে। ইউডিএমপি নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব দেবে এবং স্পষ্ট করবে। এগুলো হল:

ক) প্রচলিত ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উভয়ই ব্যবহারের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর আপদকালীন ঝুঁকিসমূহ নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করা।

খ) জেলার জন্য প্রয়োজনীয় মোট সম্পদ ও পরিকল্পিত কর্মসূচি:

১. সরকারি সংস্থা, এনজিও, সিবিও এবং জেলার মধ্যেকার ব্যক্তি খাতের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমনে পদক্ষেপ নেয়া।

২. সরকারি সংস্থা, এনজিও, সিবিও ও ব্যক্তি খাতের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেয়া।

৩. দুর্যোগকালে জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী শক্তিশালী করা।

গ) দুর্যোগকালে সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী নিচে উলেখ করা হল:

১. ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ডিএমসির) সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন,

২. সম্পদ সংগ্রহের (মবিলাইজড) কার্যপদ্ধতি,

৩. দুর্যোগে দ্রুত সাড়াপ্রদান ও ত্রাণ বিতরণ,

৪. জরুরি সরবরাহের জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট),

৫. দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা,

৬. জরুরি সেবাসমূহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, যেমন- পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগ ইত্যাদি।

৭. জরুরি চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা

৮. মৃতদেহ সৎকার

৯. আঘাতপ্রাপ্তদের (ট্রমা) পরামর্শ প্রদান, এবং

১০. তথ্যের অবাধ প্রবাহ/সরবরাহ

ঘ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ পদ্ধতি বর্ণনা সহ উদ্ধার পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী প্রনয়ন, ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি অবকাঠামোর পুনর্নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু, জীবিকায়নের পুনঃব্যবস্থা, দুর্গত মানুষ বিশেষ করে প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক মহিলা ও শিশুদের পুনর্বাসনের বিষয়গুলো যেখানে চিত্রের সাহায্যে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে।

ঙ) প্রতি বছর ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (ইউনিয়ন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্যান-ইউজেডডিএমপি) পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।

চ) ইউনিয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার, ইউএনও এবং ডিসিদের কাছে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কপি পৌঁছে দেয়া।

ছ) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার একটি কপি উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পাঠানো।

জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ডিএমসি) সদস্যদের কারিগরি পরামর্শ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেবা দেবে।

পরিশিষ্ট-১০
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইউজেডডিএমপি)

উপজেলা পরিষদ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য প্রশাসনিক ইউনিট। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউজেডডিএমসি) রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওই কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এতে বেশ কয়েকজন সদস্য থাকবেন। উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রধান, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত। সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা (পিআইও) কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। স্বাভাবিক সময়ে কমিটির সদস্যরা মাসে দুইবার বৈঠকে বসবেন। তবে জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে তারা যে কোনো সময় বৈঠক করতে পারবেন।

প্রতিটি উপজেলার জন্য ‘উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা’ তৈরি করা হবে। এতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত থাকবে। উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত ‘ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা’র আলোকে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিকল্পনাটি তৈরি করবে। পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করতে হবে:

ক) বিভিন্ন ধরনের আপদ ও ঝুঁকিতে থাকা উপজেলার বিপদাপন্ন এলাকাসমূহ

খ) জেলার জন্য প্রয়োজনীয় মোট সম্পদ ও পরিকল্পিত কর্মসূচি:
   ১. সরকারি সংস্থা, এনজিও, সিবিও এবং উপজেলার মধ্যেকার ব্যক্তি খাতের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমনে পদক্ষেপ নেয়া।
   ২. সরকারি সংস্থা, এনজিও, সিবিও ও ব্যক্তি খাতের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেয়া।
   ৩. দুর্যোগকালে জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী শক্তিশালী করা।

গ) দুর্যোগকালে সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী নিচে উল্লেখ করা হল:
   ১. জেলা পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ডিএমসির) সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন,
   ২. সম্পদ সংগ্রহের (মবিলাইজড) কার্যপদ্ধতি,
   ৩. দুর্যোগে দ্রুত সাড়াপ্রদান ও ত্রাণ বিতরণ,
   ৪. জরুরি সরবরাহের জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ (প্রকিউমেন্ট),
   ৫. দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা,
   ৬. জরুরি সেবাসমূহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, যেমন- পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগ ইত্যাদি।
   ৭. জরুরি চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা
   ৮. মৃতদেহ সৎকার
   ৯. আঘাতপ্রাপ্তদের (ট্রমা)পরামর্শ প্রদান, এবং
   ১০. তথ্যের অবাধ প্রবাহ/সরবরাহ

ঘ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ পদ্ধতি বর্ণনা সহ উদ্ধার পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী প্রণয়ন, ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি অবকাঠামোর পুনর্নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু, জীবিকায়নের পুনঃব্যবস্থা, দুর্গত মানুষ বিশেষ করে প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক মহিলা ও শিশুদের পুনর্বাসনের বিষয়গুলো যেখানে চিত্রের সাহায্যে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে।

ঙ) প্রতি বছর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (উপজেলা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্যান-ইউজেডডিএমপি) পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।

চ) উপজেলা পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার, ইউএনও এবং ডিসিদের কাছে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কপি পৌঁছে দেয়া।

ছ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার একটি কপি উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরর কাছে পাঠানো।

জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ডিএমসি) সদস্যদের কারিগরি পরামর্শ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেবা দেবে।

পরিশিষ্ট- ১১
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ডিডিএমপি)

জেলা পর্যায়ে রয়েছে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ডিস্ট্রিক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি- ডিডিএমসি)। জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে এ কমিটির চেয়ারপারসন এবং জেলা পর্যায়ের সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রধান, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও) কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যরা কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। স্বাভাবিক সময়ে কমিটির সদস্যরা মাসে দু'বার বৈঠক করবেন। তবে জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে তারা যে কোনো সময় বৈঠক করতে পারবেন।

প্রতিটি জেলার জন্য 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' তৈরি করা হবে। এতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত থাকবে। জেলার প্রতিটি উপজেলা ও পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন থেকে প্রাপ্ত 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা'র আলোকে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিকল্পনাটি তৈরি করবে। পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে উলেখ করতে হবে:

ক) বিভিন্ন ধরনের আপদ ও ঝুঁকি বিশেষ করে ভূমিকম্প ঝুঁকিতে থাকা জেলার বিপদাপন্ন নিম্ন এলাকাসমূহ

খ) জেলার জন্য প্রয়োজনীয় মোট সম্পদ ও পরিকল্পিত কর্মসূচি:

১. সরকারি সংস্থা, এনজিও, সিবিও এবং জেলার মধ্যকার ব্যক্তি খাতের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমনে পদক্ষেপ নেয়া।

২. সরকারি সংস্থা, এনজিও, সিবিও ও ব্যক্তি খাতের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেয়া।

৩. দুর্যোগকালে জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী শক্তিশালী করা।

গ) দুর্যোগকালে সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী নিচে উল্লেখ করা হল:

১. জেলা পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ডিএমসির) সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন,

২. সম্পদ সংগ্রহের (মবিলাইজড) কার্যপদ্ধতি,

৩. দুর্যোগে দ্রুত সাড়াপ্রদান ও ত্রাণ বিতরণ,

৪. জরুরি সরবরাহের জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ,

৫. দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা,

৬. জরুরি সেবাসমূহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, যেমন- পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগ ইত্যাদি।

৭. জরুরি চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা

৮. মৃতদেহ সৎকার

৯. আঘাতপ্রাপ্তদের (ট্রমা) পরামর্শ প্রদান, এবং

১০. তথ্যের অবাধ প্রবাহ/সরবরাহ

ঘ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ পদ্ধতি বর্ণনা সহ উদ্ধার পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী প্রণয়ন, ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি অবকাঠামোর পুনর্নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু, জীবিকায়নের পুনঃব্যবস্থা, দুর্গত মানুষ বিশেষ করে প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক মহিলা ও শিশুদের পুনর্বাসনের বিষয়গুলো যেখানে চিত্রের সাহায্যে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে।

ঙ) প্রতি বছর জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (ডিস্ট্রিক জেলা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্যান-ডিডিএমপি) পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।

চ) জেলা পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার, ইউএনও এবং ডিসিদের কাছে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কপি পৌঁছে দেয়া।

ছ) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার একটি কপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগে পাঠানো।

জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ডিএমসি) সদস্যদের কারিগরি পরামর্শ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেবা দেবে।

পরিশিষ্ট-১২
পৌরসভা/সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

বাংলাদেশের নগর প্রশাসনের সর্বনিম্ন ধাপ হচ্ছে পৌরসভা। পৌরসভা/সিটি করপোরেশন পর্যায়েও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের মেয়র পদাধিকার বলে এ কমিটির প্রধান। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, সিবিও ও এনজিওর প্রতিনিধি এবং পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার/কাউন্সিলররা কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করবেন। পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। স্বাভাবিক সময়ে এ কমিটির সদস্যরা মাসে একবার বৈঠক করেন। তবে জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে তারা যে কোনো সময় বৈঠক করবেন। এছাড়া বাংলাদেশের মহানগর গুলোর সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান হবেন করপোরেশনের মেয়র এবং এর কমিশনাররা হবে কমিটির সদস্য। তবে পৌরসভার ক্ষেত্রে এর মেয়র হবে পৌরসভা কমিটির প্রধান।

প্রতিটি পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের জন্য 'পৌরসভা/সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' তৈরি করা। 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা'র আলোকে পৌরসভা/সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিকল্পনাটি তৈরি করবে। পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করতে হবে:

ক) বিভিন্ন ধরনের আপদ ও ঝুঁকি বিশেষ করে ভূমিকম্প ঝুঁকিতে থাকা পৌরসভা/ সিটি করপোরেশনের বিপদগ্রস্ত এলাকাসমূহ

খ) পৌরসভা/ সিটি করপোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় মোট সম্পদ ও পরিকল্পিত কর্মসূচি:

১. সরকারি সংস্থা, এনজিও, সিবিও এবং পৌরসভা অথবা সিটি করপোরেশনের মধ্যেকার ব্যক্তি খাতের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমনে পদক্ষেপ নেয়া।
২. সরকারি সংস্থা, এনজিও, সিবিও ও ব্যক্তি খাতের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেয়া।
৩. দুর্যোগকালে জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী শক্তিশালী করা।

গ) দুর্যোগকালে সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী নিচে উল্লেখ করা হল:

১. জেলা পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ডিএমসির) সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন,
২. সম্পদ সংগ্রহের (মবিলাইজড) কার্যপদ্ধতি,
৩. দুর্যোগে দ্রুত সাড়াপ্রদান ও ত্রাণ বিতরণ,
৪. জরুরি সরবরাহের জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ,
৫. দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা,
৬. জরুরি সেবাসমূহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, যেমন- পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগ ইত্যাদি।
৭. জরুরি চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা
৮. মৃতদেহ সৎকার
৯. আঘাতপ্রাপ্তদের (ট্রমা) পরামর্শ প্রদান, এবং
১০. তথ্যের অবাধ প্রবাহ/সরবরাহ

ঘ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ পদ্ধতি বর্ননা সহ উদ্ধার পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী, ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি অবকাঠামোর পুনর্নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু, জীবিকায়নের পুনঃব্যবস্থা, দুর্গত মানুষ বিশেষ করে প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক মহিলা ও শিশুদের পুনর্বাসনের বিষয়গুলো যেখানে চিত্রের সাহায্যে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

ঙ) প্রতি বছর পিডিএমপির পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।

চ) পৌরসভা/ সিটি করপোরেশন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার, ইউএনও এবং ডিসিদের কাছে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কপি পৌঁছে দেয়া।

ছ) পিডিএমপির একটি কপি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (ডিডিএম) কাছে পাঠানো।

জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ডিএমসি) সদস্যদের কারিগরি পরামর্শ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেবা দেবে।

পরিশিষ্ট-১৩

এসওএস ফরম

<u>দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা</u>

(দুর্যোগ আরম্ভ হইবার পর প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসেবে উপরি-উক্ত তথ্য যতদ্রুত সম্ভব টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল বা ওয়্যারলেস যোগে, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।)

সিটি কর্পোরেশন/উপজেলার নাম ঃ --

জেলার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ ---

(১) দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের (সংখ্যা) ঃ-----------------------------

(২) দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের নাম ঃ-----------------------------

(৩) দুর্গত মানুষের সংখ্যা (আনুমানিক) ঃ-----------------------------

(৪) বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর (আনুমানিক)

(ক) আংশিক ঃ------------------------------

(খ) সম্পূর্ণ ঃ------------------------------

(৫) মৃত্যু (আনুমানিক) ঃ------------------------------

(৬) নিখোঁজ ব্যক্তি ঃ------------------------------

(৭) অনুসন্ধান/উদ্ধার ঃ প্রয়োজন/প্রয়োজন নাই

(৮) (ক) চিকিৎসা সেবা ঃ প্রয়োজন/প্রয়োজন নাই

(খ) চিকিৎসা সেবার ধরন ঃ------------------------------

(৯) পানীয় জল ঃ প্রয়োজন/প্রয়োজন নাই

(১০) তৈরী খাদ্য ঃ প্রয়োজন/প্রয়োজন নাই

(১১) (ক) পোশাক ঃ প্রয়োজন/প্রয়োজন নাই

(খ) পোশাকের ধরণ ঃ-------------------------------

(১২) জরুরি আশ্রয় ঃ প্রয়োজন/প্রয়োজন নাই

(১৩) অন্য কোন জরুরি উপকরণ/দ্রব্যাদি ঃ--------------------------------

পরিশিষ্ট ১৪

ডি ফরম : লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের ফরম

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম

(সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড/পৌরসভা ওয়ার্ড/ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড হইতে, সংশ্লিষ্ট উৎস ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে, তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফরমটি পূরণ করবেন এবং উহা সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতির মাধ্যমে, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।)

১		২		৩					
উপজেলা/পৌরসভার নাম		মোট ইউনিয়ন/পৌরওয়ার্ড (সংখ্যা)		মোট এলাকা (বর্গ কি.মি.)					
				শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	চরাঞ্চল	পাহাড়ী অঞ্চল	হাওড়/বিল অঞ্চল	মোট
ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা/ পৌরসভার নাম ও দুর্যোগের ধরন		ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌরওয়ার্ড (নাম/ পৌরওয়ার্ড নং)		ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গ কি.মি)					
নাম	দুর্যোগের ধরন	ইউনিয়নের নাম/ পৌরওয়ার্ড নম্বর	মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ইউনিয়ন পৌরওয়ার্ড (√ দিন)	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	চরাঞ্চল	পাহাড়ী অঞ্চল	হাওড়/বিল অঞ্চল	মোট
		*							

(প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/ পৌরওয়ার্ড ও নম্বরের জন্য তারকা (*) চিহ্নিত সারির সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাইবে)

৪																				৫			
মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা)																				প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)			
নারী					পুরুষ					শিশু					সর্বমোট					নারী	পুরুষ	শিশু	মোট
ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা (সংখ্যা)																				ক্ষতিগ্রস্ত মোট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)			
নারী					পুরুষ					শিশু					সর্বমোট								
মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	সর্বমোট	নারী	পুরুষ	শিশু	মোট

৬			৭												৮			
মোট খানা (সংখ্যা)			মোট বাড়ি (সংখ্যা)												মোট দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র (সংখ্যা) (যদি থাকে)			
			পাকা				আধাপাকা				কাঁচা				সরকারি	বেসরকারি	আশ্রয়যোগ্য নিরাপদ অবকাঠামো	
ক্ষতিগ্রস্ত মোট খানা (সংখ্যা)			ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি (সংখ্যা) এবং আনুমানিক প্রতিটি বাড়ির নির্মাণ/মেরামত ব্যয়												দুর্যোগ আক্রান্ত আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তি (সংখ্যা)			
সম্পূর্ণ	আংশিক	মোট	পাকা				আধাপাকা				কাঁচা				সরকারি ও বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে	নিজ বাড়িতে	উঁচু সড়ক ও বাঁধে	অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে
			সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়				

৯						১০						১১						১২						১৩		
ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)						গরু ও মহিষ (সংখ্যা)						হাঁস ও মুরগি (সংখ্যা)						মোট শস্যক্ষেত/বীজতলা (হেক্টর)						অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়ি, ইত্যাদি) (হেক্টর)		
ভেড়া			ছাগল			গরু			মহিষ			হাঁস			মুরগি			শস্যক্ষেত			বীজতলা					
মৃত ও ভেসে যাওয়া ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)						মৃত ও ভেসে যাওয়া গরু ও মহিষ (সংখ্যা)						মৃত ও ভেসে যাওয়া হাঁস ও মুরগি (সংখ্যা)						সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত			আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত			ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়িঘের, মৎস্য বিচরণ এলাকা) (হেক্টর)		
ভেড়া			ছাগল			গরু			মহিষ			হাঁস			মুরগি											
সংখ্যা	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি গড়মূল্য	মোট মূল্য

১৪				১৫				১৬															
মোট বিদ্যুৎ লাইন (কি.মি.)				মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)				ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান															
								মসজিদ				মন্দির				গীর্জা				প্যাগোডা			
ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ লাইন (কি.মি.)				ক্ষতিগ্রস্ত মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)															
								মসজিদ				মন্দির				গীর্জা				প্যাগোডা			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য

১৭																১৮							
মোট সড়কপথ (কি.মি.)																ব্রিজ কালভার্ট (সংখ্যা)							
পাকা সড়ক				ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক				কাঁচা সড়ক				মোট সড়কপথ				ব্রিজ				কালভার্ট			
ক্ষতিগ্রস্ত সড়কপথ (কি.মি.)																ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট (সংখ্যা)			
পাকা সড়ক				ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক				কাঁচা সড়ক				মোট ক্ষতিগ্রস্ত সড়কপথ				সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক									
প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য

১৯																২০											
বাঁধ (কি.মি.)																মোট বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর)											
নদী				উপকূল				হাওর				অন্যান্য				বনাঞ্চল				বনায়ন				নার্সারি			
ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ (কি.মি.)																ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর)											
নদী				উপকূল				হাওর				অন্যান্য				বনাঞ্চল				বনায়ন				নার্সারি			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য

২১																				২২							
মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)																				কৃষি ও অকৃষি ভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা)							
প্রাথমিক বিদ্যালয়				উচ্চ বিদ্যালয়				কলেজ				মাদ্রাসা				অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল				কৃষিভিত্তিক				অকৃষি ভিত্তিক			
ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)																				কৃষি ও অকৃষি ভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা)							
প্রাথমিক বিদ্যালয়				উচ্চ বিদ্যালয়				কলেজ				মাদ্রাসা				অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল				কৃষি ভিত্তিক				অকৃষি ভিত্তিক			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য

২৩												২৪				২৫					
মোট নলকূপ (সংখ্যা)												স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)				মোট জলাধার (সংখ্যা)					
গভীর				অগভীর				হস্তচালিত								পুকুর		জলাশয়		অন্যান্য (যদি থাকে)	
ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ												ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার (সংখ্যা)					
গভীর				অগভীর				হস্তচালিত													
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		পুকুর		জলাধার		অন্যান্য (যদি থাকে)	
ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	সংস্কারে ক্ষতির গড়ব্যয়	মোট ব্যয়	সংস্কারে ক্ষতির গড়ব্যয়	মোট ব্যয়	সংস্কারে ক্ষতির গড়ব্যয়	মোট ব্যয়

২৬												২৭											
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)												মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)											
হাসপাতাল				ক্লিনিক				কমিউনিটি ক্লিনিক				নৌকা				ট্রলার				জাল			
ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)												ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)											
হাসপাতাল				ক্লিনিক				কমিউনিটি ক্লিনিক				নৌকা				ট্রলার				জাল			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ মিজানুর রহমান
যুগ্ম-সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট ১৫

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমূখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা

অতীব জরুরি
বিশেষ দূত মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

স্মারক নং- পক/ভৌপাগ/বিধি-১৬/অংশ-৫/৯৩/৫০৫ তারিখ: ২৮-০২-৯৬ ইং/২৬-১১-১৪০২(বাং)

বিষয়ঃ **'বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমূখী আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, এবং ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা।'**

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) ২৯-১২-১৯৯৩ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমূখি আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, এবং ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা চূড়ান্ত করণের জন্য এতদসংক্রান্ত জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটির একটি সভা গত ১৯-১২-৯৫/০৫-০৯-১৪০২ বাং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী অত্র বিভাগের ০৪-০১-১৯৯৬ তারিখে সমসংখ্যক পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। উক্ত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রণীত ও অনুমোদিত নীতিমালার কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হইল।

স্বাক্ষরিত
(আবদুর রহিম ভূইয়া)
যুগ্ম প্রধান ও সদস্য সচিব
আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি
ফোন: ৮১৪৭০৬

বিতরণ

১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেঁজগাও, ঢাকা।
৩। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৯-১২-৯৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এতদসংক্রান্ত নীতিমালাটি পুস্তিকা আকারে মুদ্রণ করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হইল)।

১০। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণলয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। বিভাগীয় প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
২২। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ৫/৭ লালমাটিয়া, ব্লক-বি, ঢাকা।
২৩। মহা-পরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মৎস্য ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।
২৪। মহা-পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
২৫। জেলা প্রশাসক (সকল), সদয় অবগতির ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ

১। মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

২। মাননীয় .... একান্ত সচিব .... মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ ইয়াকুব আলী)
সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৩১৭৮২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সাচিবালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট ১৫-ক

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১

১.০ ভূমিকা

১.১ ভৌগলিক অবস্থান ও ভু-প্রকৃতির কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। উপকূলীয় দ্বীপসমূহের অবস্থান ও বঙ্গোপসাগরের ত্রিভূজাকৃতি ফানেল উপকূলীয় অঞ্চলকে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকায় পরিণত করেছে। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সম্পদের প্রচুর ক্ষতিসহ যথাক্রমে ৩ লক্ষ ও ১.৩৮ লক্ষ মানুষ মারা যায়। ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এবং ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'-য় সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হলেও প্রস্তুতি কর্মসূচী জোরদার থাকায় জীবনহানির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩,৪০৬ ও ১৯০ জন। ৭০০ কিলোমিটার বিস্তৃত বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সাড়ে তিন কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ চরম ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে। সিডর, আইলা-র মতো প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের ছোবল হতে জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংগঠন উপকূলীয় অঞ্চলে বেশ কিছু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে এবং আরো আশ্রয় কেন্দ্রের নির্মাণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১.২ উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর কাঠামোগত নকশা ও সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন রকম। দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণের কারণে ইতো মধ্যেই অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। একদিকে স্বাভাবিক সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, অন্যদিকে উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংগঠনসমূহ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ ছাড়াও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাতীয় বাজেটের সুনির্দিষ্ট খাত নেই।

১.৩ ১৯৯৬ সালে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করলেও তা চাহিদার তুলনায় অসম্পূর্ণ এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় প্রয়োজনের তাগিদে এ নীতিমালা পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য যুগোপযোগী নীতিমালা প্রস্তুত করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

১.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ হতে এপ্রিল, ২০১০ মাসে **'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী'** (Standing Orders on Disaster) প্রকাশিত হয়। এ আদেশাবলী অনুযায়ী খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ দুর্যোগ প্রস্তুতি, দুর্যোগকালে মানবিক সহায়তা প্রদান এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সকল কার্যক্রম সমন্বয় করবে। যেহেতু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ দুর্যোগ প্রস্তুতি বার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত এবং দুর্যোগকালে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র জনগনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, সেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রান বিভাগের ওপর ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহারের সমন্বয় সাধনের দ্বায়ীত্ব বর্তায়। বর্ণিতাবস্থায়, সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান বিভাগ হতে **' ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১"** প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার আশা করছে যে, এখন হতে এ নীতিমালা অনুসরণ করলে উপকূলীয় এলাকায় নির্মিত, নির্মাণাধীন ও নির্মিতব্য বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২.০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র

২.১ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র RCC পিলারের ওপর নির্মিত একটি পাকা ভবন (Structured Building) যার নীচ তলা জলোচ্ছাসের পানি প্রবাহের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এর কাঠামোগত নকশা এমনভাবে প্রস্তুত হবে যেন তা প্রবল বেগে প্রবাহিত ঝড়ো হাওয়ায় অক্ষত থাকে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের নির্দিষ্ট সংকেত জারির পর স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও গবাদি পশুর নিরাপদ আশ্রয় লাভের জন্য এ ভবন উন্মুক্ত করতে হবে এবং সংকেত প্রত্যাহার করা হলে খালি করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র কেবল দুর্যোগকালীন সাময়িক আশ্রয় গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হবে যা কোনভাবেই স্থানচ্যুত (Displaced) লোকজনের আশ্রয়কেন্দ্র বলে গণ্য হবে না।

২.২ উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত ও ভবিষ্যতে নির্মিতব্য সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বহুতল ভবন এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন অনুরূপ বানিজ্যিক ভবন ঘূর্ণিঝড়ের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ভবন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন মালিকের সাথে সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করবে।

২.৩ নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্বাচন

২.৩.১ সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পূর্বে স্থান নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

২.৩.২ আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান অবশ্যই বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি বিশেষত: সর্বোচ্চ ১.৫ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে হতে হবে যাতে দুর্যোগকালে জনগণ দ্রুততার সাথে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারে।

২.৩.৩ আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা, উপজেলা ও পৌরসভা সদর দপ্তর পরিহার করতে হবে।

২.৩.৪ একান্ত আবশ্যক না হলে শুধু আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য(Stand Alone) কোন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা যাবে না। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চত করতে হবে।

২.৩.৫ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ বিধিবদ্ধ সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং কোন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংগঠন কর্তৃক ভবিষ্যতে নির্মিতব্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র যাতে সুবিধাজনক স্থানে নির্মিত হয় সে লক্ষ্যে পরিকল্পনা পর্যায়ে Geographical Information System (GIS) প্রয়োগের মাধ্যমে লোকালয়, জনসংখ্যার ঘনত্ব, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিকটতম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের দুরত্ব, ভূমির প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করে। তবে শর্ত থাকে যে, নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের স্থান প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক হতে হবে।

২.৩.৬ সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার খোলা জায়গা যা খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে না এমন স্থানে বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রাধান্য দিতে হবে।

২.৩.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন জরাজীর্ণ হলে তা অপসারণ করে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।

২.৩.৮ আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগসড়ক ব্যবহার উপযোগী হতে হবে এবং প্রধান সড়কের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার (Catchments Area) সকল রাস্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পেই এ সকল সংযোগ রাস্তা তৈরীর ব্যায়ের সংস্থান রাখতে হবে।

২.৩.৯ আশ্রয়কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা অবশ্যই নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধীসহ সকল জনগোষ্ঠীর ব্যবহার উপযোগী হতে হবে।

৩.০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ ডিজাইন

৩.১ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত মানসম্মত (Standard) ডিজাইন হিসেবে অবস্থাভেদে এ নীতিমালা সংযুক্ত ১, ২ ও ৩ নম্বর ডিজাইনের যে কোন একটি অনুসরণ করতে হবে। ১, ২ ও ৩ নং ডিজাইনের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

<u>ডিজাইন-১ কলেজ/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা-কাম-বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র</u>

পিস্থ (plinth) এরিয়া- প্রতি তলায় ২৭৫-৩০০ বর্গ মিটার

জমির পরিমাণ- আনুমানিক ১২ শতাংশ

ধারণ ক্ষমতা- ৩য় তলা হতে পরবর্তী প্রতি তলায়
১০০০ জন (প্রায়)

৬ (ছয়) কক্ষবিশিষ্ট কমপক্ষে তিনতলা ভিতে দোতলা পর্যন্ত RAMP সুবিধাসহ পরিমাণগত একটি কক্ষ প্রতিবন্ধী ও অসহায়দের জন্য সংরক্ষিত রেখে দোতলার বাকি কক্ষ গৃহপালিত পশুর জন্য ফাঁকা রাখতে হবে।

ডিজাইন-২: <u>প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম-বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র</u>

পিন্থ এরিয়া- প্রতি তলায় ২২০-২৩০ বর্গ মিটার

জমির পরিমাণ– আনুমানিক ১০ শতাংশ

ধারণ ক্ষমতা- ৩য় তলা হতে পরবর্তী প্রতি তলায়
৮০০ জন (প্রায়)

৪ (চার) কক্ষবিশিষ্ট কমপক্ষে তিনতলা ভিতে দোতলা পর্যন্ত RAMP সুবিধাসহ পরিমাণগত একটি কক্ষ প্রতিবন্ধী ও অসহায়দের জন্য সংরক্ষিত রেখে দোতলার বাকী কক্ষ গৃহপালিত পশুর জন্য ফাঁকা রাখতে হবে।

ডিজাইন-৩: <u>বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র</u>

পিন্থ এরিয়া- প্রতি তলায় ২০০ বর্গ মিটার (প্রায়)

জমির পরিমাণ– আনুমানিক ১০ শতাংশ

ধারণ ক্ষমতা- ৩য় তলা হতে পরবর্তী প্রতি তলায়

৭৫০ জন (প্রায়)

৪ (চার) কক্ষবিশিষ্ট কমপক্ষে তিনতলা ভিতে দোতলা পর্যন্ত RAMP সুবিধাসহ পরিমাণগত একটি কক্ষ প্রতিবন্ধী ও অসহায়দের জন্য সংরক্ষিত রেখে দোতলার বাকী কক্ষ গৃহপালিত পশুর জন্য ফাঁকা রাখতে হবে।

৩.২ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রাক্কালে জমির প্রাপ্যতা অনুসারে অনুচ্ছেদ-৩.১ এ উল্লিখিত ৩টি ডিজাইন এর যে কোন একটি অনুসরণ করা সম্ভব না হলে ভূমির পর্যাপ্ততা ও কৌণিক অবস্থান অনুযায়ী নির্মিতব্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের প্লিন্থ এরিয়া আনুপাতিক হারে কম বা বেশী করা যাবে।

৩.৩ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মেঝের উচ্চতা নির্ধারণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি) কর্তৃক প্রণীত 'ইউনিয়ন ভিত্তিক জলোচ্ছ্বাস ঝুঁকি মানচিত্র' (Union based Inundation Risk Map) অনুসরণ করতে হবে।

৩.৪ জলোচ্ছ্বাসের সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে নুন্যতম ৩ ফুট উচ্চতায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের প্লিন্থ (plinth) লেভেল নির্ধারণ করতে হবে।

৩.৫ উঁচু মাটির টিলা বা মাটির কিল্লার ওপর নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রের নীচতলার খোলা স্থান গবাদি পশুর আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৩.৬ এলাকাভেদে জলোচ্ছ্বাস ৬ ফুট থেকে ২০ ফুট এবং বাতাসের গতি ঘন্টায় কমপক্ষে ২৬০ কিলোমিটার বিবেচনায় নিয়ে Structure Design প্রণয়ন করতে হবে।

৩.৭ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে নির্মাণে গুনগত মান রক্ষা করতে হবে। এর নির্মাণ ব্যয় যাতে Cost Effective হয় সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৩.৮ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময় লবণাক্ততার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩.৯ GIS/GPS/GTV MAPPING এর সুবিধার্থে প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের ছাদে সাদা রঙের ওপর কালো কালিতে বড় করে ইংরেজী 'S' লিখতে হবে।

৩.১০ প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময় পরিবেশ প্রভাব (Environmental Impact Assessment) বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা করতে হবে।

৩.১১ উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (Bangladesh National Building Code) অনুসরণ করতে হবে।

৩.১২ কোন অবস্থাতেই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য কোন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক তার বসতভিটা বা আবাদি জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

৩.১৩ উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিতব্য সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের আদলে নির্মাণ করতে হবে।

৪.০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের আবশ্যিক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ

৪.১ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ, গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সহজ ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্ত RAMP সুবিধা রাখতে হবে। প্রসূতিদের জন্য স্বতন্ত্র টয়লেট সুবিধাসহ নারীদের জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.২ আশ্রয়কেন্দ্রে দুর্যোগকালীন অবস্থায় বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর আশ্রয় প্রদানের পাশাপাশি পর্যাপ্ত আলো, নিরাপদ পানি, খাদ্য, পায়খানা ও স্যানিটেশনের বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

৪.৩ দুর্যোগকালে বিশেষতঃ রাত্রিকালীন সময় প্রবল ঝড় বৃষ্টির মাঝে আশ্রয়কেন্দ্র সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় তজ্জন্য ভবনের উপরে বা ছাদে লাইটিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। এজন্য সোলার প্যানেল এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৪ সাধারণত উপকূলীয় অঞ্চলের পানি লবণাক্ত থাকে। তাই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে সুপেয় নিরাপদ পানি সরবরাহের সুবিধার্থে নির্মিতব্য সকল আশ্রয়কেন্দ্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.৫ গবাদি পশুর আশ্রয়ের জন্য RAMP এর সুবিধাসহ এ ধরণের আশ্রয়কেন্দ্র ৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। যার ২য় তলায় গবাদি পশু রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

৫.০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা

৫.১ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময় সুবিধাভোগী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত রাখতে হবে যাতে পরবর্তীতে তারা আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার দায়ীত্ব নিতে পারে।

৫.২ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণকারী সংস্থা যদি এর ব্যবহারকারী হয় তাহলে ঐ আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার দ্বায়ীত্বও উক্ত সংস্থার উপর বর্তাবে।

৫.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্মিত বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা শিক্ষা মন্ত্রনালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি বা গভর্ণিং বডির ওপর ন্যস্ত হবে।

৫.৪ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণাকারী সংস্থা যদি নির্মাণের অব্যবহিত পরেই তার স্বত্ব পরিত্যাগ করে, সে ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্রের স্বত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের ওপর ন্যস্ত হবে। সেক্ষেত্রে এ বিভাগের নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সেগুলোর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

৬.০ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বায়ীত্ব

৬.১ (Standing Orders on Disaster (SOD), 2010) অনুযায়ী কোন জেলায় অবস্থিত সকল ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার দ্বায়ীত্ব জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর ন্যস্ত আছে। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে জেলা প্রশাসক জেলাধীন উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগীতায় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের পয়ঃনিষ্কাশন, খাবার পানি, পর্যাপ্ত আলো ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করবেন।

৬.২ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের মালিকানা ও ব্যবহারকারী যে সংস্থাই হোক না কেন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের যাবতীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সমন্বিত হতে হবে।

৬.৩ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে জেলা প্রশাসক তার জেলার সকল আশ্রয়কেন্দ্রের তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উৎস হিসেবে কাজ করবে। জেলা প্রশাসকগণ এ সকল তথ্যাদির ভিত্তিতে একটি ডাটাবেজ তৈরি করবেন এবং স্ব-স্ব জেলার ওয়েবসাইটে তা প্রচারের ব্যবস্থা নেবেন।

৭.০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা সংরক্ষণ

৭.১ কোন উপজেলায় যে সকল সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তি মালিকাণাধীন বানিজ্যিক ভবন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার উপযোগী বলে গণ্য হবে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেসব ভবনকে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত চিহ্নিত ও ঘোষণা করবেন। তিনি এ ধরনের সকল ভবনের তালিকা সংরক্ষন করবেন এবং তালিকার কপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন।

৭.২ জেলা প্রশাসক তার এলাকাভুক্ত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর তালিকা এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান বিভাগকে নিয়মিত সরবরাহ করবেন।

৭.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলীর আধার হিসেবে কাজ করবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে এ বিষয়ে অবহিত রাখবে।

৭.৪ দেশের সকল ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের যাবতীয় তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান বিভাগ উহার ওয়েবসাইটে (www.dmrd.gov.bd) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো উহার ওয়েবসাইটে (www.dmb.gov.bd) সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করবে।

৮.০ মাটির কিল্লাসমূহের ব্যবস্থাপনা

৮.১ গবাদিপশু বিশেষতঃ গরু-মহিষ রক্ষার্থে সত্তরের দশকে সরকারের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক নির্মিত ১৫৬ টি এবং ১৯৯১ সনের ঘূর্ণিঝড়ের পর স্থানীয় সরকার প্রকোশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ৪০টি মাটির কিল্লার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দ্বায়িত্ব সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর ন্যস্ত হবে

৮.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট কিল্লাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে।

৮.৩ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তার উপজেলায় নির্মিত কিল্লাসমূহেরডাটাবেজ তৈরী ও সংরক্ষণ করবেন এবং অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগে প্রেরণ করবেন।

৮.৪ জমিদাতা কর্তৃক যে সকল মাটির কিল্লার জমির দলিল এখনও হস্তান্তর করা হয়নি উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ঐ সকল কিল্লার তালিকা প্রস্তত করে দ্রুতমালিকানা হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ সকল মালিকানা হস্তান্তর দলিল সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের নামে সম্পাদিত হতে হবে।

৮.৫ একটি কিল্লা নির্মাণে প্রায় ৫ থেকে ৬ একর জমির প্রয়োজন হয়। দেশের জমির স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে নতুন মাটির কিল্লা তৈরি না করা শ্রেয় হবে।

৮.৬ এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১১.১ এর বিধান সাপেক্ষ আশ্রয়কেন্দ্র ও মাটির কিল্লা ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বায়িত্ব পালন করবে।

৯. ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিত্যক্ত ঘোষণা ও বিক্রয়

৯.১ যে সকল ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণাকারী ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজেরাই উহার ব্যবহার কারী সে সকল আশ্রয়কেন্দ্র্র রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দ্বায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত হবে।

৯.২ যে সকল আশ্রয়কেন্দ্রের মালিকানা নির্মাণকারী সংস্থা কর্তৃক নির্মাণের অব্যবহিত পরেই সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হবে সে সকল আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও পুনর্বাসনের দ্বায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অনুমোদনক্রমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর ন্যস্ত হবে।

৯.৩ সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হতে আশ্রয়কেন্দ্রের মালিকানা স্বত্ব সরকারের নিকট হস্তান্তরের পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে বরাদ্দ করবে।

৯.৪ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়ন ভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করে মেরামতের কাজ সম্পন্ন করবে।

৯.৫ পূর্বে নির্মিত কিন্তু বর্তমানে পরিত্যক্ত আশ্রয়কেন্দ্রের মালিকানা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অনুকূলে গ্রহণপূর্বক তা মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৯.৬ ১) নদীভাংগন, উপকূল ভাংগন কিংবা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে কোন আশ্রয়কেন্দ্র নদীগর্ভ বা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হওয়ার কারণ ঘটিলে বা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে মেরামত অযোগ্য বা ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়লে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশক্রমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং অপর একজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি উহার সরকারি মূল্য নির্ণয় করবে এবং নিলামে বিক্রয়ের জন্য জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

২) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ধরনের প্রস্তাব যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক সুপারিশসহ অনুমোদনের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগে প্রেরণ করবে। এ বিভাগ উক্ত সুপারিশ বিবেচনা পূর্বক নিলাম বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিতে পারবে।

৩) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ধরনের অনুমোদর প্রাপ্তির পর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতঃ পূর্বাহ্নে দিনক্ষণ নির্ধারণপূর্বক ব্যপক প্রচার ও প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে এবং বিক্রয়লব্ধঅর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি খাতে জমা প্রদান করবে।

১০.০ স্বাভাবিক সময়ে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার

১০.১ যে সকল আশ্রয়কেন্দ্র স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির অথবা অন্য কোন সংস্থান সিয়ন্ত্রানাধীন সীমানার মধ্যে অবস্থিত সে সকর আশ্রয়কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার ঐ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

১০.২ যে সমস্থ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নিযমিত এবং সার্বক্ষণিকভবে ব্যবহৃত হচ্ছে না তা স্থানীয় চাহিদার আলোকে ইউনিয়ন পরিষধ কর্তৃক বিভিন্ন সেবামূলক কাজে- (যেমন-স্কুল, মাদ্রাসা, গণশিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ মিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি) অথবা এনজিও'দের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম যেমন-ত্রাণ সামগ্রী বিতণের স্থান, অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি) হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০.৩ নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয় না এমন আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিবাহ অনুষ্ঠান, সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অফিস ইত্যাদি কাজে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে অর্থ সংগৃহিত হতে পারে।

১০.৪ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ছোট-খাটো মেরামতের জন্য উপজেলা পরিশদ ও ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয়ভাবে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবে। সংগৃহীত অর্থ উপজেলা পরিষদের বা ইউনিয়ন পরিষদের অনুকূলে 'ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ' নামে একটি সঞ্চয়ী হিসেব খুলে ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। শুধু উপজেলা দুর্যোগ কমিটি বা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পুর্বানুমোদনক্রমে যথাক্রমে উপজেলা বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের যৌথ সাক্ষরে এই ব্যাংক হিসেব হতে টাকা উত্তোলন ও খরচ করা যাবে।

১০.৫ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির (১১.১-এ বর্ণিত কমিটি) সভাপতি ও একজন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে রশিদের মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্রের ভাড়া আদায় করতে হবে আদায়কৃত অর্থ হিসেব বহিতে হিসেবভুক্ত করতে হবে। উপজেলা পরিষদ হিসেব বহি ও রশিদ বহি সরবরাহ করবে।

১০.৬ সংগৃহীত অর্থ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যয় করা ছাড়া অন্য কোন খাতে খরচ করা যাবে না।

১০.৭ অডিটের জন্য হিসেব বহি ও রশিদের মুড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ করতে হবে।

১০.৮ স্বাভাবিক সময়ে ব্যবহারকারী ব্যক্তি বা সংস্থা যে কাজেই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করুন না কেন, জরুরী দুর্যোগকালীন সময়ে এর ব্যবহার উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থির করবে এবং দুর্যোগকালীন সময়ে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গন্য হবে। এক্ষেত্রে দুর্যোগ বিষয়ে স্থায়ী আদেশাবলীর (SOD) ভিত্তিতে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমন্বয় সাধন করবে।

১১.০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি

১১.১ যে সকল আশ্রয়কেন্দ্র স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির অথবা অন্য কোন সংস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন সীমানার মধ্যে অবস্থিত নয় এবং অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত নয়, সে সকল আশ্রয় কেন্দ্রের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চত করার লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার,

(National Plan for Disaster Management: ২০১০-২০১৫) আলোকে প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র/ মাটির কিল্লার জন্য নিম্নরূপ ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট "ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি" দায়িত্ব পালন করবেঃ

- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য- সভাপতি
- স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক- সদস্য
- স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি/ইমাম/ধর্মীয় নেতা- সদস্য
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য- সদস্য
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির একজন প্রতিনিধি- সদস্য
- বেসরকারি সংস্থার/ এনজিওর একজন প্রতিনিধি- সদস্য
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্য- সদস্য-সচিব

১১.২ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার "ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিতে" প্রতিনিধি নির্বাচন ও কমিটির মেয়াদ নির্ধারন করবে।

১১.৩ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্য-পরিধি

ক) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ৪ নম্বর সতর্ক সংকেত প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়কেন্দ্র উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থাসহ এর পয়ঃনিষ্কাশন ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চত করা।

খ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আশ্রয়কেন্দ্র আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশনা জারীর সঙ্গে সঙ্গে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা।

গ) আশ্রয়কেন্দ্র খালি করার নির্দেশনা জারি করা হলে আশ্রিতদের নিজ নিজ বাড়ি ঘরে ফিরে যেতে সহযোগীতা করার মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্র খালি নিশ্চিত করা।

ঘ) জনগণ আশ্রয়কেন্দ্র ত্যাগ করার পর উহার সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং প্রয়োজনে মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা।

ঙ) উপজেলা বা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক এ নীতিমালার ১০ নং অনুচ্ছেদের অধীনে 'স্বাভাবিক সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার' সংক্রান্ত কোন দায়ীত্ব অর্পণ করলে তা সঠিকভাবে প্রতিপালন করা।

১২ বিশেষ নির্দেশাবলী

১) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাকে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহার ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য এ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

২) বাস্তব অবস্থার নিরিখে এ নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় বা সংস্থার সাথে পরামর্শ করে তা সম্পন্ন করবে।

৩) সকল মন্ত্রনালয়/বিভাগ/ সংস্থা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রাক্কালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

৪) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ সমন্বয়কারীর দ্বায়িত্ব পালন করবে। আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত সকল তথ্য-উপাত্ত এ বিভাগে সংরক্ষিত থাকবে।

(মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ)
যুগ্ম-সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা)

তারিখ: ০১ পৌষ, ১৪১৮ / ১৫ ডিসেম্বর,২০১১

নং-৫১.০০.০০০০.৩২১.৩৮.০৭৬.১১.৬৩৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল(জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):-

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাওঁ, ঢাকা।

৩. মাননীয় সংসদ সদস্য (সকল উপকূলীয় জেলা)

৪. সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)

৫. সদস্য- পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা (সকল)

৬. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

৭. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, ঢাকা।

৮. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো / ত্রাণও পুনর্বাসন অধিদপ্তর/ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর / এনজিও বিষয়ক ব্যুরো/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ খাদ্য অধিদপ্তর / পরিবেশ অধিদপ্তর/ কৃষি সম্প্রসার অধিদপ্তর/ মৎস অধিদপ্তর/ প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর/ বাংলাদেশ ভূ-জরিপ অধিদপ্তর/ টি এন্ড টি বোর্ড/ বাংলাদেশ রুবাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড/ আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ পানি উন্নয়ন বোর্ড/ বাংলাদেশ ভু-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা।

৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি/ স্পর্সো/ বিটিআরসি/ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/ ঢাকা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/,ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ খুলনা/ রাজশাহী।

১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর।

১১. প্রধান প্রকৌশলী/স্থপতি, গণপূর্ত অধিদপ্তর/ স্থাপত্য অধিদপ্তর/ সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর/ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, ঢাকা।

১২. প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৩. চেয়ারম্যান/ মহাসচিব, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন/ জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম/ জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

১৪. পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৫. (UN Resident Coordinator, United Nations; Counry Director/ Representative, WB / ADB / UNDP / WFP / WHO / UNICEF / UNFPA / FAO / IDB; Head of Agency / Operation / Deligation, SDC/ NORWEGIAN EMBASSY / EU/DANIDA / IFRC / AusAID; Representative / Regional Representative / Chief Representative, GIZ / Oxfam / CARE / SIDA / Action Aid / Save the Children USA / Save the Children UK / Helen-Killer International / World Vision / CCDB / Islamic Relief UK / MuslimAid/ UKAid / JICA / CARITAS/ সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা।

১৬. পরিচালক প্রশাসন/ অপারেশন, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, ঢাকা।

১৭. একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী/ উপদেষ্টা/ প্রতিমন্ত্রী(সকল), মাননীয় মন্ত্রী/ উপদেষ্টা/ প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।

১৮. জেলা প্রশাসক (সকল)

১৯. নির্বাহী পরিচালক (সংশ্লিষ্ট সকল এন.জি.ও)

২০. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন/ জেলা পরিষদ, (উপকূলীয় অঞ্চল)

২১. উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাওঁ, ঢাকা। এ নীতিমালাটি 'বাংলাদেশ গেজেট' এর পরবর্তী বিশেষ সংখ্যায় ছাপাতে ও প্রকাশ করতে অনুরোধ করা হল।

২২. জেলা পুলিশ সুপার (সকল)

২৩. সিভিল সার্জন, (সকল উপকূলীয় জেলা)

২৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত/ সড়ক ও জনপথ/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি উন্নয়ন বোর্ড/ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (সকল উপকূলীয় জেলা)

২৫. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল উপকূলীয় জেলা)

২৬. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল উপকূলীয় জেলা)

২৭. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল উপকূলীয় জেলা)

২৮. জেলা কমান্ডেট, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সকল উপকূলীয় জেলা)

২৯. জেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার, (সকল উপকূলীয় জেলা)

৩০. উপজেলা পরিসদ চেয়ারম্যান (সকল উপকূলীয় জেলা)

৩১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল উপকূলীয় জেলা)

৩২. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার/ উপজেলা প্রকৌশলী/ উপজেলা শিক্ষা অফিসার/ উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসার/ উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার/ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ স্টেশন) (সকল উপকূলীয় জেলা)

৩৩. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান(সকল উপকূলীয় জেলা)

(মোঃ কামরুল হাসান)
উপ-সচিব (দুব্যপ্র:)
e-mail: dsdmadmin@dmrd.gov.bd

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ডিজাইন-১

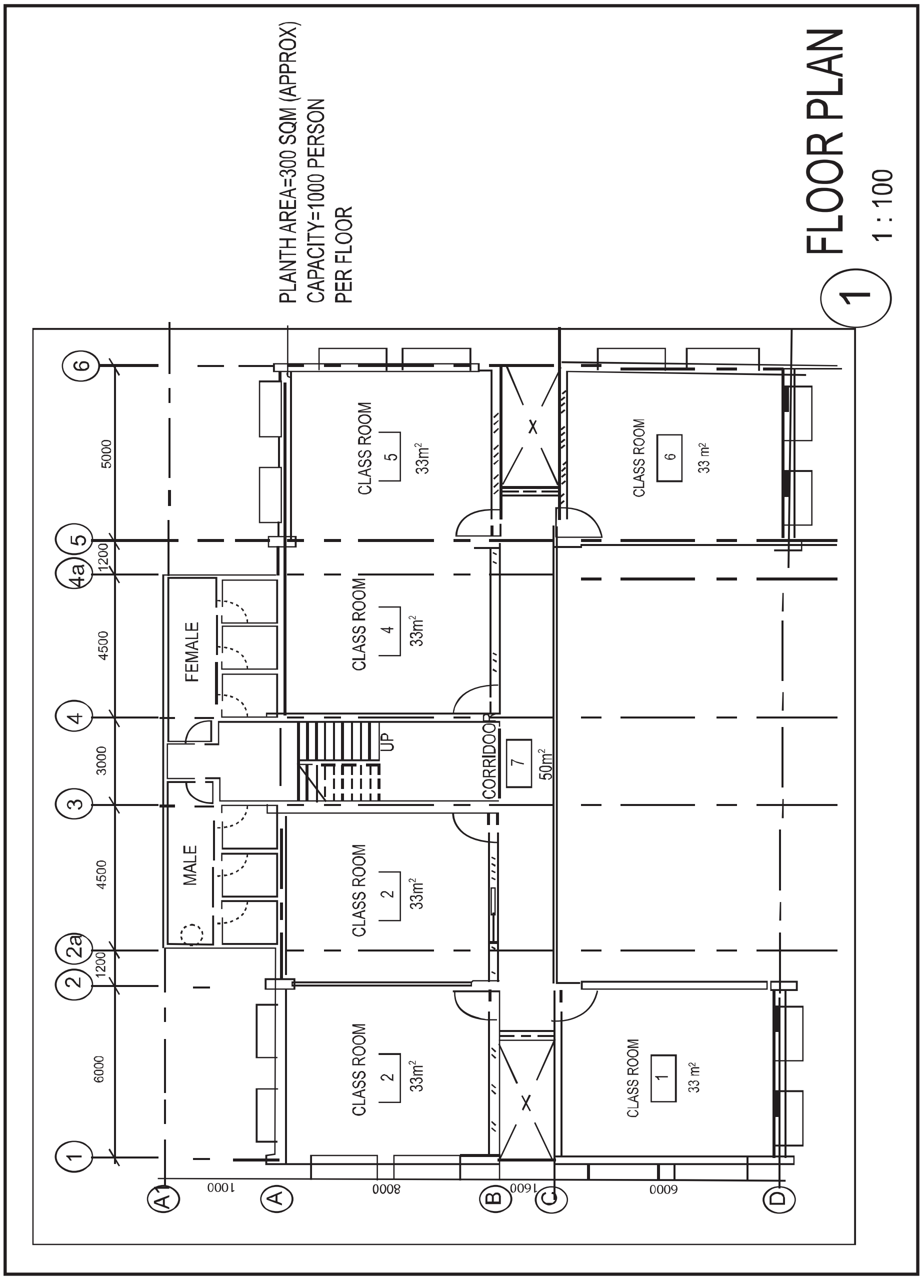

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ডিজাইন-২

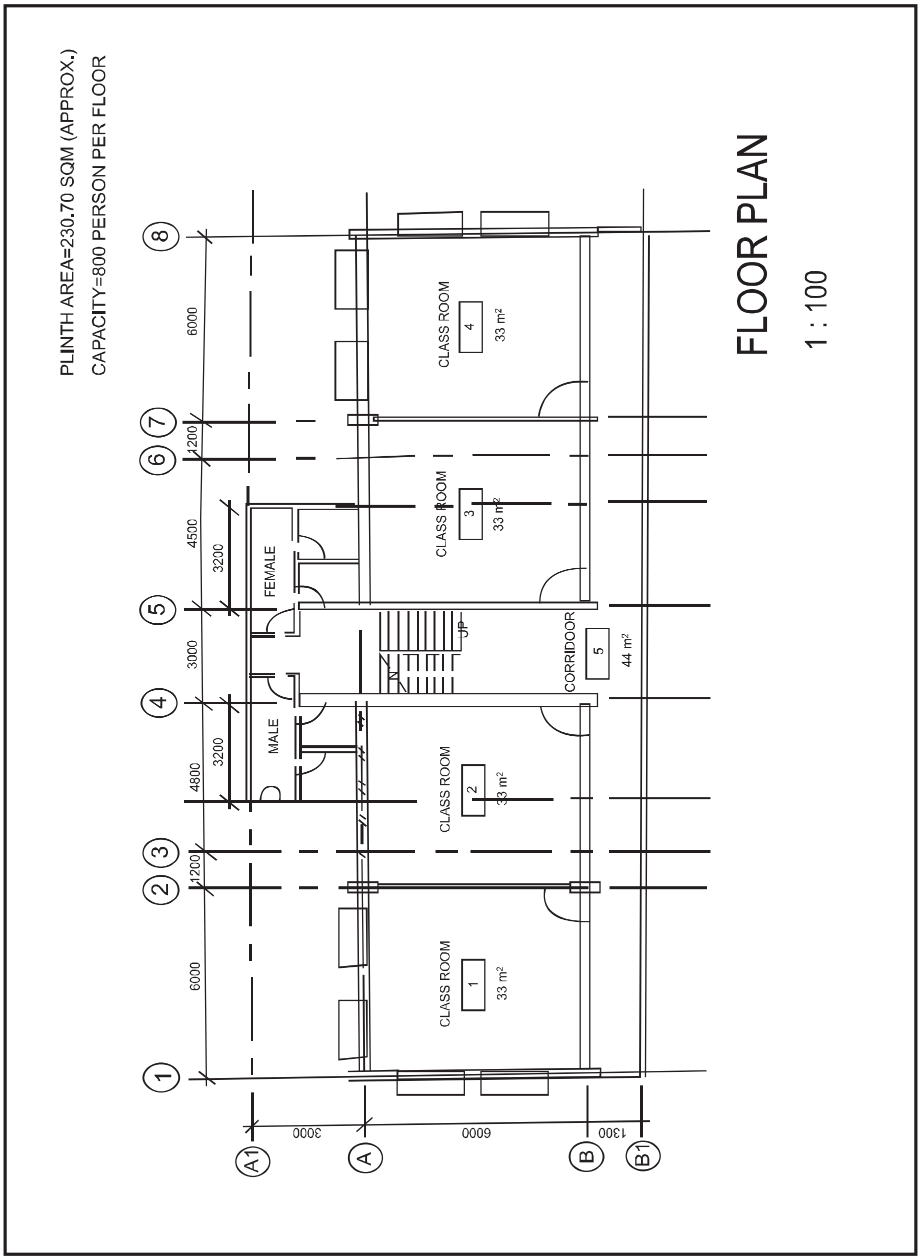

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ডিজাইন-৩

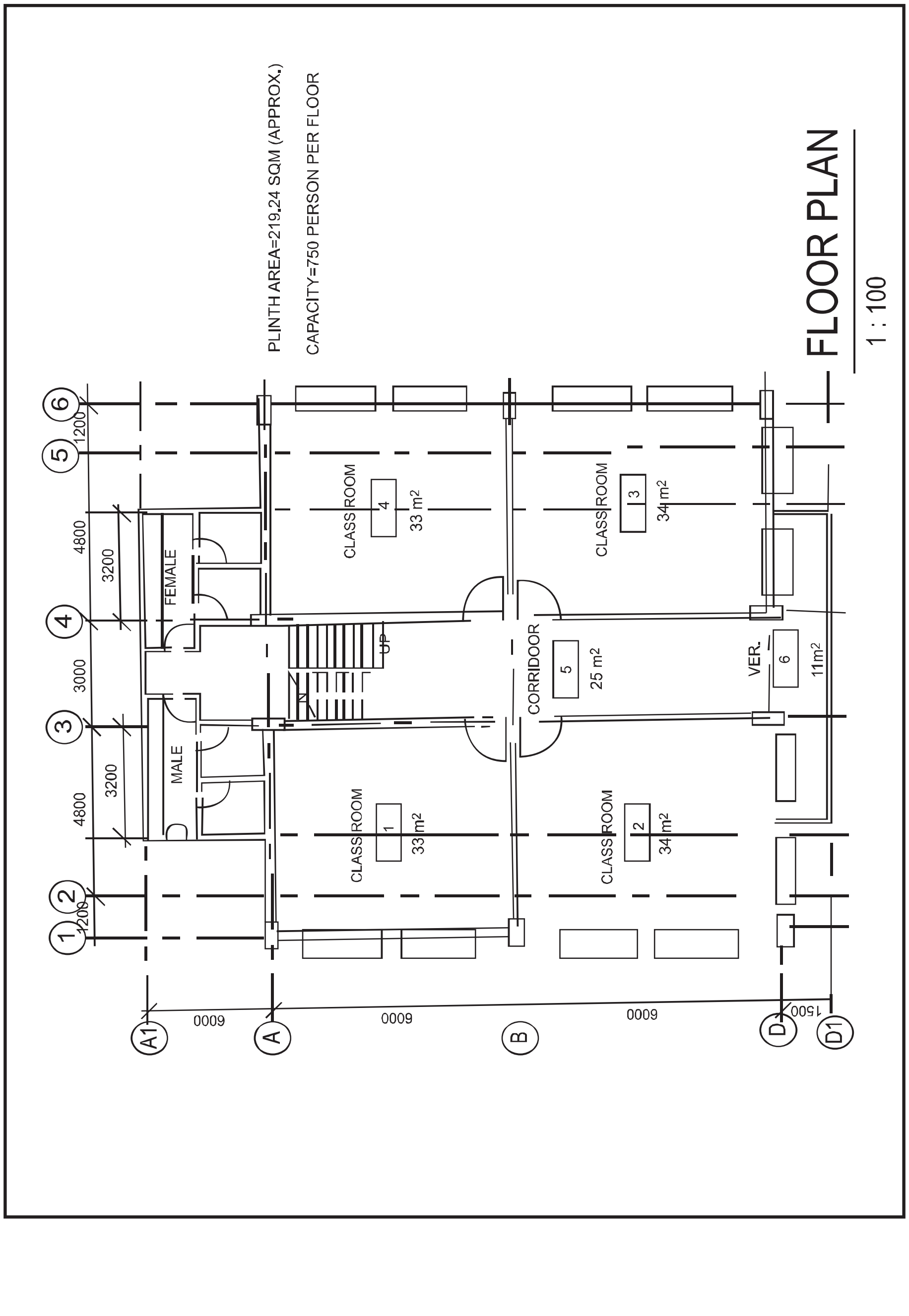

পরিশিষ্ট-১৬

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষকগণকে থানা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পর্যবেক্ষক হিসেবে ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য হিসেবে কো-অপটকরণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং - ডিএমবি/পরি-২/৯৩-১৯৩৯ তারিখ ০৮-১২-১৯৯৬ ইং

বিষয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকগণকে থানা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পর্যবেক্ষক হিসেবে ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য হিসেবে কো-অপট করণ প্রসঙ্গে।

দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলীর সংযোজনী - ছ (১) এর ১, ৩ এবং ৫ নং অনুচ্ছেদে বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য কো-অপট কারার বিধান রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো বিগত বছর গুলোতে দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ থানাসমূহ হতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করে প্রশিক্ষণদান করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব ব্যক্তিবগ্রের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের যোগাযোগ থাকলে একদিকে যেমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঐ সব লোকজন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে উৎসাহিত হতে পারে অন্যদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ স্থানীয় পর্যায়ে একদল স্বেচ্ছাসেবীও পেতে পারে। সুষ্ঠু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক) প্রত্যেক ইউনিয়নে ২-৩ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী পাওয়া যেতে পারে যাদেরকে বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপট করা যেতে পারে।

খ) বিভিন্ন ইউনিয়নে অবস্থিত এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দকে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে, যাতে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গ্রাম পর্যায় হতে অধিকতর তথ্যাদি লাভে সক্ষম হয়। এ ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু/শুরু করা যায়।

গ) যদি কোনো ইউনিয়নে দুই বা ততোধিক প্রশিক্ষক থাকলে এবং কোনো ইউনিয়নে একজনও প্রশিক্ষক না থাকলে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রশিক্ষকবিহীন ইউনিয়ন কমিটিতে প্রশিক্ষক কো-অপট করা জন্য একাধিক প্রশিক্ষক আছেন এমন ইউনিয়ন হতে একজন প্রশিক্ষককে মনোনীত করবেন।

ঘ) ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো দ্বারা প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকগণের তালিকা সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রেরণ করা হয়েছে। থানা নির্বাহী অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রশিক্ষকদের বিষয়ে অবহিত করিবেন।

(ডঃ ক্ষণদা মোহন দাশ)
মহা পরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
ফোন: ৮৬৯৩১৩

স্মারক নং - ডিএমবি/পরি-২/৯৩-১৯৩৯(৭) তারিখ ০৮-১২-১৯৯৬ ইং
অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ
১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল/সিলেট। তাঁদের অধীন সকল জেলা প্রশাসক ও থানা নির্বাহী অফিসারগণকে এতদ্বিষয়ে অবহিত করতে আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা গেল।

(জান্নাত আরা রশীদ)
উপ-পরিচালক (দুর্যোগ প্রশমন) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
ফোনঃ ৫০৬৮৩২

পরিশিষ্ঠ- ১৭
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অধিকতর সুষ্ঠু সমন্বয় সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং- ৫১.৪৮.০৩.০.০৩.৯৭-২৭৩

তারিখ ঃ ২৮-০৯-১৯৯৭খ্রিঃ
১৪-০৭-১৪০৪ বঙ্গাঃ

বিষয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অধিকতর সুষ্ঠু সমন্বয় সম্পর্কিত

দুর্যোগ সংক্রান্ত কার্যাবলি সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি/বাস্তবায়ন বোর্ড এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা তৈরীকরণ টাস্কফোর্স, দুর্যোগ বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মসূচির জন্য কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে এনজিওদের কোঅর্ডিনেশন কমিটি এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত সতর্ক সংকেত এর দ্রুতপ্রচার কমিটি। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিতে, সরকারি কর্মকর্তাগণ ছাড়াও এনজিও, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি রয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

দুর্যোগে সাড়া দেওয়া সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকল আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সরকারি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি দুর্যোগ হুঁশিয়ারি সংকেত পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণ, সাড়াদান এবং দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ে সমন্বিত বাস্তবায়ন কর্মসূচি গ্রহণ আবশ্যক। এই প্রেক্ষাপটে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অধিকতর সুষ্ঠু সমন্বয় এর জন্য গঠিত কমিটি সক্রিয়করণ এবং শক্তিশালী করতে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্ট সকলে এ সিদ্ধান্তবলি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করবে।

১) দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগ সাড়াদান ও দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালকের নেতৃত্বে কমিটি এবং মাঠ পর্যায়ের কমিটি তিন মাসে কমপক্ষে একটি সভায় মিলিত হবেন এবং যে সকলক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করবেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাহায্য, সহযোগিতা উপদেশ নিয়ে যথাযথভাবে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন এবং সমন্বিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কমিটি মনে করলে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর আলোকে যে কোনো সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষে বিশেষ সভায় মিলিত হবেন।

২) সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রতি জোনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ত্রাণ সামগ্রীর বণ্টন, দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম সমতার সাথে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে এবং একই এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে বেসরকারি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে। কমিটি সভায় সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা/ইউনিয়নের নির্দিষ্ট এলাকা/গ্রাম এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি এজেন্সি দ্বারা কি ধরনের কাজ সম্পাদিত হবে তার সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সংশি ষ্ট কমিটি দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তীকালে প্রয়োজন বোধে দিনের শেষে একবার মিলিত হয়ে সকল দুর্যোগ সর্ম্পকিত কর্মসূচি পর্যলোচনা করবে এবং তার আলোকে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩) ইতঃপূর্বে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় যোগ দিতে তাদের নিম্নস্তরের কর্মকর্তাদের প্রেরণ করে। এটা প্রত্যাশিত নয়। এখন থেকে আগামীতে কমিটির সকল কর্মকর্তা বাধ্যতামূলকভাবে সকল দুর্যোগ সম্পর্কিত সভায় যোগদান করবে। কোনো কারণে নির্দিষ্ঠ তারিখে কোন কর্মকর্তা উপস্থিত হতে না পারলে তিনি তার পরবর্তী পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে সভায় যোগদানে মনোনীত করবেন। এটা প্রত্যাশিত যে, সদস্য নিজেই সভায় উপস্থিত থাকবেন। এ বিজ্ঞপ্তির ব্যতিক্রমে যদি অধঃস্তন কোনো কর্মকর্তাকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করে তবে সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর অফিসকে অবহিত করবে।

৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। নিয়মানুসারে, দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য সর্তকতার সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পাঠাতে হবে। এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেক মন্ত্রণালয় ও সংস্থা থেকে তাদের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোতে পাঠানো হয় না। ফলস্বরূপ, একই সূত্র থেকে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির সমন্বিত চিত্র পাওয়া যায় না এবং তা বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থায় প্রেরণ করা যায় না। এ পরিপ্রেক্ষিতে,সকল মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে, দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ও মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোতে পাঠাতে পুনরায় অনুরোধ করা গেল। এছাড়াও, দুর্যোগের ৭ দিনের মধ্যে এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনও পাঠাতে হবে।

৫) দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা গুলো একই রকম কাজ বাস্তবায়ন করে। জাতীয় ভাবে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে বেসরকারি সংস্থা গুলোর প্রশিক্ষণ ও ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সংস্থার তথ্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। এ ব্যাপারে, এনজিও ব্যুরো নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেঃ

ক) এনজিও ব্যুরো এনজিওদের পাশাপাশি থেকে দুর্যোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে তা জানাবে।

খ) দুর্যোগের সময়ে এনজিও ব্যুরো পরিশিষ্ট-ক সম্বলিত ফরম' এ প্রতি সপ্তাহে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোতে পাঠানো নিশ্চিত করবে।

গ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রতি ৬ মাসে পরিশিষ্ট-খ' সম্বলিত ফরমে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য এনজিওদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে পাঠানো নিশ্চিত করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সংগৃহীত সকল তথ্য মুদ্রণ করে বই আকারে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করবে। সরকারি ও বেসরকারিসহ সকল সংস্থা প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা কার্যক্রমে দ্বৈততা পরিহার করবে এবং বই এ প্রদত্ত বিস্তারিত তথ্যের ভিত্তিতে সুষ্ঠু পাঠক্রম প্রস্তুত করবে।

ঘ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নিয়মিতভাবে এনজিওদের দ্বারা বাস্তবায়িত দুর্যোগ সংক্রান্ত অন্যান্য কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহ করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে পাঠাবে।

৬) দুর্যোগকালে এনজিওরা জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে। এনজিও সমূহ পরিশিষ্ট-গ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে প্রতিবেদন পেশ করবেন। এ ধরনের প্রতিবেদন পাওয়ার দুই ঘণ্টার মধ্যে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট এনজিও কে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবেন যাতে দ্বিরুক্তি পরিহার করা যায় এবং সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে, কোনো প্রকার বিলম্বের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

৭) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ইতোমধ্যে সর্বত্র বিতরণ করা হয়েছে। স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা পরিদর্শনের সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান/মেম্বরগণ অবশ্যই স্থানীয় জনগণ এবং ছাত্রছাত্রীদের স্থায়ী আদেশাবলীর প্রাসঙ্গিক অংশ সম্পর্কে অবহিত করবে।

৮) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ইতোমধ্যে ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে একটি অধ্যায় সংযুক্ত করেছে। চতুর্থ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ প্রক্রিয়াধীন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো জরুরিভিত্তিতে উপরিউল্লেখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

৯) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে নং-এসএ-এমএইউ/এইউ বিআরএ-২/বিবিধ-৪/৯৭-২১৭(৪), ১০-০৭-৯৭, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সেশন অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দিয়েছে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সির অধীন বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ইউনিস্টিটিউট তাদের প্রশিক্ষণ সূচিতে কমপক্ষে দুই ঘণ্টার সেশন রাখবে।

এ বিজ্ঞপ্তিটি স্থানীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে জারি হয়েছে এবং অবিলম্বে ইহা কার্যকরী হইবে।

(স্বাক্ষরিত)
ড. এস.এ. সামাদ
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে কপি প্রেরণ :

১) সচিব, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
২) সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী সদর দপ্তর
৩) মহাপরিচালক/পরিচালক, সকল বিভাগ এবং অধিদপ্তর
৪) বিভাগীয় কমিশনার, সকল বিভাগ
৫) ডেপুটি কমিশনার, সকল জেলা
৬) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সকল উপজেলা
৭) সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ঠ-১৭ (ক)

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের তথ্যবলি

ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী এনজিও'র নাম ও ঠিকানা: ....

ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের মধ্যকার সময়কালঃ. হইতে..পর্যন্ত...

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ত্রাণ কার্যক্রমের উপজেলার ইউনিয়ন	বন্টণকৃত ত্রাণ সামগ্রী (ইউনিয়ন ভিত্তিক)				পরবর্তী ত্রাণ বিতরণের সময়কাল	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিবেচনাধীন ত্রাণ কার্যক্রম সমূহ	ত্রাণ বিতরণে কোনো প্রকার জ্ঞাত পুনরাবৃত্তি হয়েছে কি?	মন্তব্য
			ত্রাণ অধীন সামগ্রীর নাম	পরিমাণ	ত্রাণ গ্রহণকারী ব্যক্তি বা পরিবারের সংখ্যা	ত্রাণ সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য				
মোট :										

বি.দ্র: সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরি করতে এনজিও ব্যুরো তথ্য সংগ্রহ করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে এনজিও ওয়ারি পৃথক প্রতিবেদন।

পরিশিষ্ট ১৭ খ

(এ-ফরম জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের জন্য তৈরি করা হয়েছে)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহের বিবরণ

০১. ঠিকানা, টেলিফোন এবং ফ্যাক্স নম্বরসহ সংগঠনের নাম:

০২. প্রতিষ্ঠার তারিখ:

০৩. সংগঠনের মূল কার্যক্রম:

০৪. সংগঠনের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ব্যক্তিদের বিবরণ (কেবল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড):

- ক) কয়েকটি প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম:
- খ) প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণকারীদের ধরন:
- গ) প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের অবস্থান:
- ঘ) প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রধান বিষয়বস্তু:
- ঙ) প্রশিক্ষণ কোর্সের গড় সময়কাল:
- চ) প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ:
- ছ) প্রশিক্ষণের যন্ত্রপাতি ও উপকরণসমূহ:
- জ) সংগঠনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের জন্য বার্ষিক মোট বরাদ্দ
- ঝ) ফ্যাকাল্টির অবস্থান (নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, গৃহীত প্রশিক্ষণ, ডিএম প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি):
- ঞ) সংগঠনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াদি:

০৫. সংগঠনের দেয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শতকরা মোট কার্যকাল:

০৬. সংগঠন অন্য কি কার্যক্রম করে?

১.

২.

৩.

০৭. সংগঠনের প্রধান প্রধান প্রকাশনা (যদি থাকে):

০৮. সংগঠনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রধান গবেষণা কার্যক্রমের তালিকা:

০৯. সংগঠনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতামূলক সম্পর্কিত ব্যক্তিদের নাম, পদবি, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর:

১০. এনজিও সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য:

সংগঠন প্রধানের স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট ১৭ (গ)

প্রতি
জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও ত্রাণ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
.... জেলা/উপজেলা চিঠি গ্রহণের তারিখ: ....
সময়:.......................

গ্রহণকারীর সাক্ষর

বিষয়: ত্রাণ ও পুনর্বাসন সামগ্রীর বিতরণ

জনাব,
সম্প্রতি .... (দুর্যোগ) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে আমি .... (সংগঠন) আপনার জেলা/উপজেলার............................... অধীন নিম্নে উলেখিত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে ইচ্ছুক।

ক্রমিক নং	ত্রাণ সামগ্রীর ধরন	পরিমাণ
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		
৬.		

২. আপনার জেলা/উপজেলা অধীন আমাদের প্রকল্প এলাকা..
....ইউনিয়ন/গ্রাম।
এ পরিপ্রেক্ষিতে, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে সমন্বয় সম্পর্কিত আপনার মতামত প্রয়োজন এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমকে সফল করে তোলার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা কামনা করছি।

আপনার বিশ্বস্ত

প্রতিবেদনের তারিখ ....
সময় ....

স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :
সংগঠন :

প্রতিবেদকের স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-১৮
দুর্যোগ সম্পর্কিত স্থায়ী আদেশাবলী প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবসাহপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা

নং ত্রাণ/পূর্বা/দুর্যোগ-২/৯৩-৫১ (৯৫০) তারিখ: ৭.১.১৪০৪/১১.০৩.১৯৮৮

প্রজ্ঞাপন:

বিষয়: দুর্যোগ সম্পর্কিত স্থায়ী আদেশাবলী প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবগত করা যাচ্ছে যে, সরকার দুর্যোগের ভয়াবহতা সম্পর্কিত সতর্কবার্তা প্রচার, দুর্যোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা, প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনসহ সব কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে নিম্নোলেখিত কমিটি গঠন করেছে:

১. জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৩. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে দুর্যোগ ব্যবস্থা ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত দুর্যোগ সম্পর্কিত তাৎক্ষণিক নিদের্শাবলিতে কমিটির গঠনতন্ত্র, কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ বই প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় পাঠানো হয়েছে।

২. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, স্থায়ী আদেশাবলীর আলোকে কমিটি গুলোর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে না। এ কারণে দুর্যোগকালে জেলা ও উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজের সমন্বয়ের অভাব দেখা যায়। দুর্যোগকালে দ্রুতও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কার্যকরভাবে করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৩. উপরি-উক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ সম্পর্কিত স্থায়ী আদেশাবলী অনুসারে এবং যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় এখন থেকে সঠিক প্রস্তুতি নিতে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠক আহবান করার জন্য জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আজাদ রুহুল আমীন
সচিব

বিতরণ

কাজের জন্য

১.১. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
১.২. জেলা প্রশাসক (সকল)
১.৩. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)

সদয় অবগতির জন্য

১.১. মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
১.২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১.৩. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, ধানমণ্ডি, ঢাকা।
১.৪. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
১.৫. মহাপরিচালক ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, ২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
১.৬. ব্যক্তিগত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ১৯
সুনামি ঝুঁকি প্রশমন সম্পর্কিত ভূমিকা ও দায়িত্ব

২০০৪ সালের ডিসেম্বরে এশিয়ায় সংঘটিত সুনামি দুর্যোগে বাংলাদেশে সরাসরি কোনো প্রকার প্রভাব না ফেললেও এটি বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সুনামির ঝুঁকির ব্যাপারে সচেতনতার সৃষ্টি করেছে। সৌভাগ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সুনামি মোকাবিলার বিষয়টি বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। এর লক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সাড়াপ্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রমে গুরুত্ব দেয়া থেকে বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণের দিকে মূল গুরুত্ব প্রদান এ মিশনের লক্ষ। এশিয়ান সুনামির ফলস্বরূপ, বাংলাদেশে সুনামি ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষে একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও সে সূত্রে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত কর্মশালা ও সভা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় বৈঠকের আয়োজন করে। এশিয়ান সুনামির পরিপ্রেক্ষিতে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা এবং একাধিক কর্মশালা ও সভার ব্যবস্থা করে যার ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলাদেশে সুনামির ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং সবচাইতে ব্যবহৃত শ্রেষ্ঠ মডেল ও প্রসিডিউরের ওপর ভিত্তি করে ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ পদক্ষেপের সাথে সমন্বয় করে সুনামি ঝুঁকি সম্পর্কিত ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে নিম্নে উলেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে।

- সুনামির ইনানডেশন মডেলিং ও ইভাকুয়েশন ম্যাপিং অর্ন্তভুক্ত করে সমন্বিত ঝুঁকি নিরূপণ (আপদ ও বিপন্নতা মূল্যায়ন) করা ।
- ভূ-কম্পন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা তদারকি ও উপাত্ত মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যাখ্যাকরণ, পূর্বাভাস পদ্ধতিসমূহ ও সতর্ক বার্তা পৌঁছানো অন্তর্ভুক্ত করে সতর্কতামূলক নির্দেশনা তৈরি করা।
- শিক্ষা এবং সচেতনমূলক কর্মসূচি, কাঠামোগত ও কাঠামো বর্হিভূত প্রশমন এবং সরকারের নীতি ও জরুরি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে প্রশমন ও প্রস্তুতি গ্রহণ। বিদ্যমান ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) জোরদার করতে হবে যাতে তারা যেন জনগণকে সুনামি ও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে।
- ব্যাপকভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণের ওপর ভিত্তি করে উদ্ধার, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার উন্নয়ন।

নিচে বিস্তারিত দায়িত্ব তুলে ধরা হল। এখানে উল্লেখ্য যে, অন্য যে কোনো দুর্যোগের সময় জরুরি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সুনামির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভাগ/সংস্থা/সংগঠনের দায়িত্ব

ক্রমিক নং	দায়িত্ব	প্রধান সংস্থা/মন্ত্রণালয়	সহায়ক সংগঠন
১	জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় সুনামি ঝুঁকি মূল্যায়ন বিষয়ে (ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে) ব্যাপকভিত্তিক সমীক্ষা পরিচালনা	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ • বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউশন • নোয়ামি • বিডবিউডিবি • বিএমডি • ডিওই • ওয়ার্পো
২	নয়াদিলির মাধ্যমে টোকিওর (জাপান আবহওয়া অধিদপ্তর) সঙ্গে সরাসরি আইপি সংযোগ স্থাপন করে বর্তমানের টোকিওর নন-আইপি সংযোগের উন্নয়ন করা	• বাংলাদেশ আবহওয়া অধিদপ্তর	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় • ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় • পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় • বিটিসিএল

৩	হাওয়াইতে অবস্থিত প্যাসিফিক ওশান সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টারের সঙ্গে ভি-স্যাটের মাধ্যমে সারাসরি যোগাযোগ লিংক স্থাপন করা	• ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	• এমডিএমআর • প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় • ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ আবহওয়া অধিদপ্তর • পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় • বিটিসিএল
৪	ইন্ডিয়ান ওশান সুনামি ওয়ার্নিং সিস্টেমের (ভারতীয় সুনামি সতর্ক পদ্ধতি- আইওটিডবিউএস) সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ লিংক স্থাপন	• ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	• এমডিএমআর • ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ আবহওয়া অধিদপ্তর • পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় • বিটিটিবি • প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৫	বাংলাদেশে ৪টি ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ভূ-কম্পন যন্ত্রপাতি স্থাপন ও আধুনিকায়ন	• প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	• বাংলাদেশ আবহওয়া অধিদপ্তর • প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৬	প্রধানমন্ত্রীর অফিস, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আবহওয়া অধিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ও সির্ভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ পুলিশ, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট, সিপিপি,বিডবিউডিবি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বন্দর কর্তৃপক্ষে জরুরি ভিত্তিতে একজন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা	• ডিএমআরডি	• এমডিএমআর • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • বাংলাদেশ আবহওয়া অধিদপ্তর • এএফডি • ফায়ার সার্ভিস ও সির্ভিল ডিফেন্স • বাংলাদেশ পুলিশ • তথ্য মন্ত্রণালয় • গণযোগাযোগ অধিদপ্তর • বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট • সিপিপি • ডিএমআইসি • বিডবিউডিবি • বাংলাদেশ নৌবাহিনী • চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৭	জাতীয় পর্যায়ে একটি আর্ন্তজাতিক জরুরি যোগাযোগ পদ্ধতি গড়ে তোলা	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় • মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ • প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় • স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় • ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
৮	বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেসরকারি টেলিভিশনসমূহ, সিপিপি, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ আবহওয়া অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ, তথ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, বন্যা ও পূর্বাভাস ও সতর্ককরণ কেন্দ্র, বিডবিউডিবি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কমিউনিটি ভিত্তিক এবং জাতীয় পর্যায়ে বহুমূখী দুর্যোগ সতর্কীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• এমডিএমআর • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	দায়িত্ব	প্রধান সংস্থা/মন্ত্রণালয়	সহায়ক সংগঠন
৯	প্রতিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে (জাতীয় থেকে স্থানীয়) একজন এমার্জেন্সি ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• এমডিএমআর • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১০	এমার্জেন্সি ফোকাল পয়েন্টের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• এমডিএমআর
১১	যে কোনো সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে জরুরি বার্তা সব স্থানীয় নির্দিষ্ট (ফোকাল) লোকজনের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে দক্ষ এবং কার্যকর যোগাযোগ পদ্ধতি গড়ে তোলা	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ আবহওয়া অধিদপ্তর • ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড • ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় • বিটিআরসি • স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১২	ঝুঁকির সময় দ্রুত জনগণের কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য স্থানীয় সতর্কতা (সাইরেন) পদ্ধতির উন্নয়ন করা	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• এমডিএমআর • বাংলাদেশ আবহওয়া অধিদপ্তর • ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড • ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় • বিটিআরসি • স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩	জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা	• ডিডিএম	• এমডিএমআর
১৪	উপজেলা পর্যায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা	• ডিডিএম	• এমডিএমআর
১৫	বিদ্যমান বার্তা যোগাযোগ পদ্ধতি জোরদার করা এবং বহুমুখি চ্যানেল যোগাযোগ কৌশল উন্নয়ন করা	• ডিডিএম	• এমডিএমআর • বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর • ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড • ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় • বিটিআরসি • স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় • এনজিওসমূহ
১৬	স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি সতর্কবার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ পুলিশ, এবং বাংলাদেশ কোস্ট গাড্রের রেডিও নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার যন্ত্রপাতি স্থাপন করা	• স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	• এমডিএমআর • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • বাংলাদেশ পুলিশ • বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড • বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
১৭	দুর্যোগ সতর্কবার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য পুলিশ ও বেতার/টিভি পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	• ডিডিএম	• এমডিএমআর • তথ্য মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ পুলিশ • বেতার/টিভি
১৮	সুনামি ঝুঁকিহ্রাসের বিষয়ে নৌপুলিশ, কোস্ট গার্ড, বিএন, বন্দর কর্তৃপক্ষ, আনসার ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রেড ক্রিসেন্ট, সিপিপি, ডিআরআর কর্মকর্তা, উপকূলীয় জেলাসমূহের স্বেচ্ছাসেবকদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	• ডিডিএম	• এমডিএমআর • বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, সিপিপিআইবি ডিআরআর

ক্রমিক নং	দায়িত্ব	প্রধান সংস্থা/মন্ত্রণালয়	সহায়ক সংগঠন
১৯	কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট পলিসি অ্যান্ড প্যানের সঙ্গে সুনামির বিষয়টি সমন্বয় করা	• পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	• এমডিএমআর • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ • এমওইএফ • ওয়ার্পো
২০	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কৃষি ও মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, জিএসবি স্পার্সো ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নয়ন করা কোস্টাল জোন ডেভেলপমেন্ট প্যানস্-এ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় সুনামি ঝুঁকি সম্পৃক্ত করা	• পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	• এমডিএমআর, ডিডিএম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জিএসবি,স্পার্শো
২১	কোস্টাল জোনের প্রতিষ্ঠানিক সম্পদ বিষয়ক মানচিত্র তৈরি করা	• ওয়ার্পো	• এমডিএমআর • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • বিআইডবিউটিএ • বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর • ডিওএফ বন • বিএন • মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য • এলজিইডি • বন্দর কর্তৃপক্ষ • কোস্ট গার্ড • সিপিপিআইবি • এনজিওসমূহ
২২	সতর্কীকরণ, অপসারণ ও উদ্ধার কাজে ব্যবহার করার জন্য প্রতিষ্ঠানিক সম্পদ তৈরি করা	• ডিডিএম	• ডিডিএম • ওয়ার্পো • বিআইডবিউটিএ • বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর • ডিওএফ বন • বিএন • মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য • এলজিআরডি • বিএফএস ও সিডি • বন্দর কর্তৃপক্ষ • সিপিপিআইবি • এনজিওসমূহ
২৩	উপকূলীয় জোনের স্থানীয় সব প্রতিনিধি, ইমাম ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া	• ডিডিএম	• স্থানীয় সরকার বিভাগ/এনআইএলজি • এমওই • এমওপিএমই • ইসলামী ফাউন্ডেশন • এমওএফডিএম
২৪	সুনামি সতর্কতা ও সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক মহড়া অনুশীলনের ব্যবস্থা করা	• ডিডিএম	• ডিডিএম, এএফডি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগ, সিপিপিআইবি, এনজিওসমূহ, এএফডি, ডিজিওএইচ, বিএন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ডিডিএসি

ক্রমিক নং	দায়িত্ব	প্রধান সংস্থা/মন্ত্রণালয়	সহায়ক সংগঠন
২৫.	বিদ্যমান সিপিপি সুযোগ-সুবিধার মধ্যে সুনামি ও ঘূর্নিঝড়প্রবণ এলাকায় সরিয়ে নেয়ার রুট তৈরি করা ও জোরদার করা	• ডিডিএম	• এমডিএমআর • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি • এনজিওসমূহ • জিএসবি • এলজিইডি • বিপি • এএফডি
২৬	নিয়মিতভাবে প্রচারের জন্য কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় হোটেল গুলোতে সুনামি ও জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কিত সচেতনতামূলক ভিডিও প্রচারের ব্যবস্থা করা	• ডিএমপি	• এমডিএমআর • বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় • ডিডিএম • গণযোগাযোগ অধিদপ্তর • জেলা প্রশাসন
২৭	সুনামি ও ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে উপকূলীয় এলাকায় স্কুলের নকশা ও নির্মাণ করা	• শিক্ষা মন্ত্রণালয়	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • এলজিইডি • শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ
২৮	উপকূলীয় এলাকায় সুনামি ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে এনজিও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা	• ডিডিএম	• এনজিও বিষয়ক ব্যুরো • এনজিও
২৯	দুর্যোগ সম্পর্কিত কর্মকান্ড, পাঠক্রম, কর্মপরিকল্পনা, স্থায়ী আদেশাবলীসহ সরকারের অন্যান্য দলিলপত্রে সুনামি ইস্যু সংযুক্ত করা	• বিএমআরডি	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৩০	ঝুঁকির সম্মুখীন মানুষ, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী, এনজিও, যুবসমাজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও পেশাজীবীদের মধ্যে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি	• ডিডিএম	• ত্রাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় • গণযোগাযোগ অধিদফতর • সিপিপিআইবি • এনজিও বিষয়ক ব্যুরো • ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৩১	ঘূর্ণিঝড় ও সুনামি আশ্রয়কেন্দ্রের যথাযথ রক্ষণারেক্ষণের ব্যবস্থা করা	• এমডিএমআর	• পিএমও • অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় • ডিডিএম • এলজিইডি • এলজিডি
৩২	উপকূলীয় এলাকায় সুনামি ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, জলোচ্ছ্বাস এবং অন্যান্য দুর্যোগের কথা বিবেচনা করে পৃথক বিল্ডিং কোড তৈরি করা	• গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	• বুয়েট • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৩৩	উপকূলীয় এলাকায় অধিক পরিমাণ বহুমুখি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা	• এমডিএমআর	• গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় • শিক্ষা মন্ত্রণালয় • প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় • এমওএফডিএম • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • এলজিইডি

ক্রমিক নং	দায়িত্ব	প্রধান সংস্থা/মন্ত্রণালয়	সহায়ক সংগঠন
৩৪	উপকূলীয় এলাকায় কমিউনিটি রেডিও ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা	• বিটিআরসি	• তথ্য মন্ত্রণালয় • এমওএফডিএম • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৩৫	বেতার নেটওয়ার্কের অধীনে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা	• তথ্য মন্ত্রণালয়	• ডিডিএম • ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স • বাংলাদেশ পুলিশ
৩৬	সুনামির প্রেক্ষাপটে কক্সবাজার এবং কুয়াকাটার বিদ্যমান হোটেলগুলোর নির্মাণ শক্তি সম্পর্কে জানতে বারবার পরিদর্শন করা এবং নির্মাণ কাঠামো সুনামি প্রতিরোধী কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া	• বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • গৃহায়ণ ও গণপূর্ত বিভাগ • জেলা প্রশাসন
৩৭	উপকূলীয় বনায়ন কর্মসূচি জোরদার করা (ম্যানগ্রোভ বনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বদেয়া)	• এমওইএফ	• বন অধিদপ্তর • বিডবিউডিবি • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • ডিওই
৩৮	উপকূলীয় এলাকায় বাঁশ ও বেতের চাষাবাদ বৃদ্ধি করা এবং বাঁশ ও বেতভিত্তিক কুটিরশিল্প সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া	• বন বিভাগ	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুঠিরশিল্প করপোরেশন • এনজিওসমূহ

মুদ্রণ সহযোগিতায়

কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid from the British people

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

SWEDEN

Australian Aid

UNDP Empowered lives. Resilient nations.

Printed by : Evergreen Printing and Packaging